শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

( শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-
'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমেতা )

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন
সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

বেদান্তাচার্য্য-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার-

## শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-

'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমন্বিতা-তদ্-বঙ্গানুবাদ-সমেতা,

*   *   *

পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

## ওঁবিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-প্রণীত-

'বিদ্বদ্রঞ্জন'-নাম-বিশদ-ভাষাভাষ্য-সহিতা চ।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

## শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

**শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য**

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

## শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

সম্পাদিতা

**শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ**

প্রকাশিতা।

মূল শ্লোক, অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্লোকানুবাদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষা-ভাষ্য, শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ
প্রভুর 'গীতাভূষণ' নামক ভাষ্য ও উক্ত ভাষ্যানুবাদ
এবং তদানুগত্যে সম্পাদক কর্তৃক
'অনুভূষণ' - নাম্নী টীকার
সহিত প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি
গৌরাব্দ ৫১২, বাংলা ১৪০৫, ইংরাজী ১৯৯৯ সাল

পঞ্চম সংস্করণ
শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি
গৌরাব্দ-৫২১, বঙ্গাব্দ-১৪১৪, খৃষ্টাব্দ-২০০৭

প্রকাশক
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

মুদ্রাকর
শ্রীরবি ঘোষ
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩-এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা - ১৩

প্রাপ্তিস্থান
**শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন**
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা - ২৯
**শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন**
সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী
**শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন**
রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া

**আনুকূল্য-১০০**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

( পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ**-সম্পাদিত শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ শ্রীগীতার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত )

# ভাষ্যকারের বিবরণ

গীতাশাস্ত্রের অনেকগুলি ভাষ্য আছে। ভারতীয় প্রধান আচার্য্যগণ সকলেই শ্রুতি-ভাষ্য, বেদান্তসূত্র-ভাষ্য ও গীতা-ভাষ্য রচনা করেন। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্ত-সম্প্রদায় যদিও শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনির সাম্প্রদায়িক অধস্তন-পরিচয়ে পরিচিত, তথাপি গৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিতকুল গৌরপার্ষদানুমোদিত ভাষ্যে অধিকতর প্রীতি লাভ করেন। **শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ** শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে 'শ্রীগোবিন্দদাস' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়গণের বেদান্তাচার্য্য। তাঁহার বেদান্ত-ন্যায়ানুমোদিত শ্রীমধ্বানুগত্য অতুলনীয়। গৌড়দেশের উপকণ্ঠে উৎকলদেশে বালেশ্বর উপবিভাগের অন্তর্গত রেমুণার নিকট একটি পল্লীতে ভাষ্যকারের জন্ম হয়।

ভাষ্যকার শৌক্র বৈশ্যকুলোদ্ভূত কৃষিজীবি খণ্ডাইৎ জাতির মধ্যে প্রথমে ভাস্করালোক সন্দর্শন করেন। পরে দৈক্ষ্য-সাবিত্র্যকুলে গৃহীত হইয়া সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ভাষ্যকার বিরক্তশিরোমণি শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে শ্রীরাধাদামোদর দাস নামক একজন কান্যকুব্জবাসী শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিকট কৃপা লাভ করেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্তস্যমন্তকের লেখক এবং শ্রীরসিকানন্দ

মুরারির পৌত্র এবং সেবক শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্ব্ব পুরুষ। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দের গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। আবার শ্রীশ্যামানন্দ পরবর্ত্তিকালে শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপা লাভ করেন। শ্রীজীবের গুরুপারম্পর্য্যে শ্রীরূপ ও তদীয় গুরু শ্রীসনাতন। শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সহচর।

ভাষ্যকার যে একমাত্র গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন, এরূপ নহে। ১৬৮৬ শকাব্দে শ্রীরূপগোস্বামীর সঙ্কলিত 'স্তবাবলীর টীকা' প্রণয়ন করেন। ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' নামক ভাষ্য লিখিয়া সুধী-মণ্ডলীর নিকট পরমাদরের বস্তু হইয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যের তাঁহার নিজকৃত একটি টীকাও আছে। এতদ্ব্যতীত 'ভাষ্যপীঠক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সিদ্ধান্তরত্নের একটি টীকাও ভাষ্যকার রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত দশোপনিষদ্-ভাষ্যের সকলগুলি পাওয়া না গেলেও ঈশাবাস্যের ভাষ্য কয়েকটি সংস্করণে বৈষ্ণব-শ্রীকর-কমল বিভূষিত করিতেছে। সিদ্ধান্ত-দর্পণ নামক গ্রন্থ, প্রমেয়রত্নাবলী, কাব্যকৌস্তুভ গ্রন্থ ও সাহিত্য-কৌমুদী, ব্যাকরণ-কৌমুদী নামক গ্রন্থ-সমূহ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। ভাষ্যকার গোপালতাপনী-ভাষ্য, কৃষ্ণানন্দিনী-টীকা, ছন্দ-কৌস্তুভ-ভাষ্য, লঘুভাগবতামৃত-টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা আমাদের হস্তগত হয় নাই। তত্ত্বসন্দর্ভের টীকাও তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। জয়দেবের চন্দ্রালোক নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের টীকা ও শ্রীরূপের নাটক-চন্দ্রিকার টীকা তিনি রচনা করিয়াছেন। প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যেরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত জন পরিচয় দিয়া আচার্য্য শ্রীপাদ জীবের চরণে অপরাধপুঞ্জ সঞ্চয় করেন, অধুনাতন কালে জাতিগোস্বামিসম্প্রদায়ের কতিপয় সহজিয়া চক্রবর্ত্তিঠাকুরের অনুগত অভিমানে প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মাবলম্বনে ভাষ্যকারের প্রতি নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিরয়গামী হয়। যে সকল মতিচ্ছন্ন

শৌক্রকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণব্রুব "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥"—এই স্মৃতি-বাক্য গোপন করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণব্রুব'-সংজ্ঞায় প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ-ব্রুবেতর কুলে বৈষ্ণবাচার্য্যের জন্ম-গ্রহণ, বিদ্যাভূষণাদি সংজ্ঞা-গ্রহণ বা শ্রুত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্ভব নহে। তাঁহাদের ঐতিহ্যজ্ঞানের দরিদ্রতা নিতান্ত শোচনীয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই এই কল্পিত যুক্তির বিভঞ্জনকারী। বৃত্ত ব্রাহ্মণ হইতেই শৌক্র ব্রাহ্মণকুল উদ্ভূত হইয়া মন্বাদি-প্রচলিত স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গীতাশাস্ত্র এই সকল মতবাদের বিরোধী বৃত্তবর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ গোস্বামি-গ্রন্থ, আগম-প্রামাণ্য ও নারদাদি পঞ্চরাত্র, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি পদ্ধতি-গ্রন্থের আলোচনাভাবে বঙ্গীয় স্মার্ত্তকুল শ্রৌতপথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যকুল বহির্ম্মুখ অক্ষজবাদীর তর্কপথ-কুঞ্জরদন্ত ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। শ্রৌতপন্থা ভক্তিপথেরই নামান্তর। তর্কপন্থা বহির্ম্মুখ নাস্তিক-সম্প্রদায়ের বাসনামূলে জাত। গীতা-পাঠক এই সকল আলোচনা করিলেই পরমার্থ-সুগম-পথের পথিক হইতে পারিবেন।

ভাষ্যকারের অনুগত শ্রীউদ্ধরদাস বা উদ্ধবদাস বা তদনুগ উদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পরমহংস-পথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়।

**শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী**

——○——

## গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত গ্রন্থসমূহ—

(১) শ্রীগোবিন্দভাষ্য ( ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ), (২) সিদ্ধান্তরত্ন ( ভাষ্যপীঠক ), (৩) বেদান্তস্যমন্তক, (৪) প্রমেয়রত্নাবলী, (৫) সিদ্ধান্তদর্পণ, (৬) সাহিত্য-কৌমুদী, (৭) কাব্যকৌস্তভ, (৮) ব্যাকরণ কৌমুদী, (৯) পদকৌস্তভ, (১০) বৈষ্ণবানন্দিনী ( শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ), (১১) গোপালতাপনী উপনিষদ্-ভাষ্য, (১২-২১) ঈশ-উপনিষদাদি দশোপনিষদের ভাষ্য, (২২) গীতাভূষণ ভাষ্য ( শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ), (২৩) শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য ( নামার্থসুধা ), (২৪) শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত-টিপ্পনী—'সারঙ্গরঙ্গদা', (২৫) তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা, (২৬) স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য, (২৭) নাটকচন্দ্রিকা-টীকা, (২৮) ছন্দঃকৌস্তভ-ভাষ্য, (২৯) শ্রীশ্যামানন্দশতক-টীকা, (৩০) চন্দ্রালোক-টীকা, (৩১) সাহিত্যকৌমুদী-টীকা—কৃষ্ণানন্দিনী, (৩২) শ্রীগোবিন্দভাষ্য-টীকা—'সূক্ষ্মা', (৩৩) সিদ্ধান্তরত্ন টীকা—'সূক্ষ্মা'।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীবলদেব-গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই সকল নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাদের অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য।

আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থকারের গীতাভূষণ-ভাষ্যটি সযত্নে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, উহার একটি বঙ্গানুবাদও ঐসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্রই গ্রন্থকার-বিরচিত শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা-নাম্নী টীকা-সহ 'বেদান্ত-সূত্রম্' গ্রন্থখানি প্রকাশের যত্ন করিতেছি। আনন্দের বিষয় যে, ঐ ভাষ্য ও টীকার বঙ্গানুবা ও ঐ গ্রন্থে সংযোজিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

( মদীয় পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ**-ঠাকুর-লিখিত অবতরণিকা, তৎসম্পাদিত শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকাসহ শ্রীগীতা হইতে উদ্ধৃত )

# অবতরণিকা

"**নিগম**-শাস্ত্র—অত্যন্ত-বিপুল। তাহার কোন অংশে 'ধর্ম্ম', কোন অংশে 'কর্ম্ম', কোন অংশে 'সাংখ্য-জ্ঞান' এবং কোন অংশে 'ভগবদ্ভক্তি' বিস্তীর্ণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন্ ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য,—এরূপ ক্রমাধিকার-তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বল্পায়ুর্বিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ মেধাযুক্ত কলিজাত জীবগণের পক্ষে উক্ত বিপুল-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূর্ব্বক অধিকার-ক্রমে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা—অতীব কঠিন। অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসা—নিতান্ত-আবশ্যক। দ্বাপরান্ত-কাল পর্য্যন্ত ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া, কেহ কর্ম্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্য-জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে, কেহ বা অভেদ-ব্রহ্মবাদকে 'একমাত্র গ্রাহ্যমত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছিলেন। তদ্দ্বারা ভারত-ভূমিতে খণ্ডজ্ঞান-জনিত অসম্পূর্ণ মতসমূহ পাকস্থলী-গত অচর্ব্বিত খাদ্যদ্রব্যের ন্যায়, নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল।

উক্ত উৎপাত কলির আগমনের প্রাক্কালে অত্যন্ত প্রবল হইলে সত্য-প্রতিজ্ঞ পরম-কারুণিক ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ-সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগন্নিস্তারের একমাত্র উপায়স্বরূপ সর্ব্ববেদ-সারার্থ-মীমাংসারূপ শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা-শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন ; সুতরাং গীতা-শাস্ত্র—সমস্ত উপনিষদ্গণের শিরোভূষণ-স্বরূপে দেদীপ্যমান। ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবস্থা-সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের চরম-লক্ষ্যরূপ পবিত্র হরিভক্তিই সর্ব্বজীবের নিত্যকর্ত্তব্যরূপে গীতাশাস্ত্রে

উপদিষ্ট। কোন কোন তর্কপ্রিয় পণ্ডিত গীতা-শাস্ত্রকে 'অভেদ-ব্রহ্মবাদ মত-পোষক শাস্ত্র' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত-প্রবর্ত্তক ভগবদাদেশপালকাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য প্রস্তুত করেন, তাহাকেই লক্ষ্য ( আদর্শ মূলভিত্তি ) করিয়াই তাঁহারা উক্ত কুতর্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

যে-সকল গ্রন্থে 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান' কে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ঐ-সকল গ্রন্থ—তত্তদ্ব্যবস্থার অধিকারীদিগের পক্ষেই কল্যাণ-প্রদ। সেই সেই ব্যবস্থায় নিষ্ঠা উৎপাদন করিবার জন্য সেই সেই ব্যবস্থাকে 'চরম ব্যবস্থা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না করিলে, তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থান্তর-স্বীকার-স্থলে সেই ব্যবস্থার অধিকারীদিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা,—এরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম-শাস্ত্রে কর্ম্মকে ও জ্ঞান-শাস্ত্রে জ্ঞানকে 'সর্ব্বোত্তম' বলা হইয়াছে। এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা এস্থলে বিচার করা যাইতেছে না, কেবল উক্ত কৌশল যে বহুতর-শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে-গ্রন্থে সাধনকালে কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তি এবং ফলকালে নিরুপাধিকপ্রীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্রন্থই সর্ব্বজীবের নিতান্ত-শ্রেয়স্কর। উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্র। স্থল-বিশেষে আবশ্যকতা-মতে ঐ সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্মলাভ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু চরম-মীমাংসা-স্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

গীতা-শাস্ত্রের পাঠকদিগকে দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে ;—এক ভাগের নাম—'স্থূলদর্শী', এবং অপর ভাগের নাম—'সূক্ষ্মদর্শী'। স্থূলদর্শী পাঠকগণ কেবল বাক্যার্থ লইয়াই 'সিদ্ধান্ত' করে ; 'সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূলদর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম—নিত্য, অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই স্বীকার করিলেন। অতএব বর্ণধর্ম্মবিহিত কর্ম্মাশ্রয়ই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ এরূপ জড়-সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হ'ন না ; তাঁহারা হয় 'ব্রহ্মজ্ঞান', নতুবা 'পরা-ভক্তি'কেই গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা বলেন যে, অর্জ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার-নিষ্ঠারই উদাহরণ মাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয় ; মানবগণ স্বভাবানুসারে

কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মাধিকার আশ্রয়পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিবে। কর্ম্মাশ্রয় না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত হয় না, জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত না হইলেও আবার তত্ত্বদর্শন সুলভ হয় না। অতএব তত্ত্বলাভ-সম্বন্ধে কর্ম্মের ও বর্ণ-ধর্ম্মের একটি সুদূরবর্ত্তী 'সম্বন্ধ' আছে। জীবের যে-পর্য্যন্ত বন্ধনমুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ—অপরিহার্য্য। অর্জ্জুনে যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অতএব অর্জ্জুন গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায়, ইহাই স্থির হয় যে, ব্রহ্মস্বভাব ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করতঃ উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে-স্বভাব-সম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবন-যাত্রোপযোগিকর্ম্ম স্বীকার করতঃ পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য ; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত। অধিকার ত্যাগপূর্ব্বক বদ্ধজীবের পক্ষে তত্ত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'পরমবৈষ্ণব অর্জ্জুন কি ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন ন'ন?' ইহার উত্তর এই যে, অর্জ্জুন যুক্তাত্মা বটেন, কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চাবতরণকালে তাঁহার লীলা-পুষ্টির জন্য ক্ষত্র-স্বভাব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার তাৎকালিক স্বভাব—ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ; সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ অধিকার-তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—এইমাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড়-বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে 'উপেয়' বা 'প্রয়োজন' বলি ; যদ্দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'উপায়' বলি। শাস্ত্রকারগণ কেহ 'যজ্ঞ'কে, কেহ 'যোগ'কে, কেহ 'তর্ক'কে, কেহ 'পুণ্য'কে, কেহ 'বৈরাগ্য'কে, কেহ 'তপস্যা'কে, কেহ 'ধর্ম্ম-যুদ্ধ'কে, কেহ 'ঈশ্বরোপাসনা'কে, কেহ 'ধর্ম্ম'কে, কেহ 'গুরূপসত্তি'কে, কেহ 'প্রায়শ্চিত্ত'কে ও কেহ 'দান'কে ( প্রয়োজন-প্রাপ্তির ) 'উপায়' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবম্বিধ নানা-নামে অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়-তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে,

কাযে-কাযেই সংজ্ঞার লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে, ঐ সকল উপায়—ভিন্ন ভিন্ন তিনটি তত্ত্বের অধীন ; ঐ তিনটি তত্ত্বের নাম—'কর্ম্ম', 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা—চিন্ময়ী। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি—কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড়বদ্ধ-দশা-মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য-শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিৎতত্ত্বের জড়-সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই ; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তর্গত নহে। অতএব উভয়দশা-ভেদে, জীব—দুই প্রকার 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ'। মুক্তজীব—দুই প্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই ( অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ) এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে ( অর্থাৎ বন্ধন-মুক্ত )। উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রাতীত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধজীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবে নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান—প্রেম-বৃত্তির উপাধি-বিশেষ। সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্যধর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতারূপ উপাধি-সহকারে প্রেমবৃত্তি 'বিকৃত' হইয়া ধর্ম্ম ( কর্ম্ম ) রূপ একটি আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে 'জ্ঞান'রূপে আর একপ্রকার আকার পাইয়া থাকে ; সাধন-ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে 'সাধন-ভক্তি'রূপ আকারটিই বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য-লক্ষণ, অপর দুইটি আকার—জড়সম্বন্ধরূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর-সত্ত্বে কর্ম্ম—অপরিহার্য্য। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল কর্ম্ম—জগতের অমঙ্গলজনক সে-সকলকে 'বিকর্ম্ম' বা 'কুকর্ম্ম' বলে, মঙ্গলজনক কর্ম্ম না করার নামই 'অকর্ম্ম' ; যে-সকল কর্ম্ম—জগন্মঙ্গলজনক, সেই সকলকে, 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম—চারি প্রকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্ম্মমাত্রেরই একটি একটি অবান্তর ফল আছে ; যথা, আহারের ফল—শরীর পোষণ ও বিবাহের ফল—সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে দৃষ্টি করিলে শান্তিই ঐ সকল ফলের 'চরম ফল' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়-যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কর্ম্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি

অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে ; তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম—এই চারিটি 'শারীর'-যোগ ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা—ইহারা 'মানস'-যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক'-যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। বেদে ও মন্বাদি বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম-বিহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক-কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। যে-যে-শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের আপাততঃ অবান্তর ফল সমূহ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম-সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শান্তি-লক্ষণ ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া কৈবল্য-পাদে কেবল 'শান্তি'কেই 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্ম্মই প্রথমে সুখভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শান্তি-সুখকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি—'ভুক্তি' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব-মাত্র, স্বয়ং 'সুখবিশেষ' নহে। তখন কোন প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎসুখের অন্বেষণ হয়। অভেদ-ব্রহ্মসুখ পর্য্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবা-সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই 'কর্ম্ম' 'ভক্তি' রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে-কর্ম্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে কর্ম্ম—ভগবদ্-বহির্ম্মুখ ; তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলা যায়। ভগবৎসেবাপরায়ণ হইলে তাদৃশ কর্ম্মের নাম 'সাধনভক্তি' হয়, তখন 'কর্ম্ম' নাম থাকে না।

জড়বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিন্ময়-তত্ত্ব, অতএব তাহার পক্ষে জ্ঞানালোচনা—স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা—চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধজ্ঞানালোচনা। দর্শন-শ্রবণাদিময় জড়ীয় 'বিষয়-জ্ঞান'ই 'জড়ীয়-জ্ঞান' ; ধ্যান-ধারণা-কল্পনা-বিভাবনাময় মানস-জগতের জ্ঞানকেই 'লৈঙ্গিক-জ্ঞান' বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক-জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্যযোগীর অতন্নিরসন প্রক্রিয়া দ্বারা স্থগিত করিলে, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানরূপ 'কূট-সমাধি' হয়। এইস্থলে শঙ্করীয় অভেদ-ব্রহ্মবাদ অথবা পতঞ্জলীয় ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ কৈবল্যবাদ উদিত হয়। নিরুপাধিক চিৎতত্ত্বের

শুদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের 'সাক্ষাদ্দর্শন' বা 'কূট-সমাধি'র ব্যতিরেক ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধচিৎতত্ত্বের সহজ প্রকাশ হয়; তাহার নাম—'সহজ-সমাধি' বা 'শুদ্ধজ্ঞান'; এই জ্ঞানই ভক্তিপোষক। জ্ঞানালোচনা-দ্বারা বদ্ধজীব প্রথমে জড়-জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুগত ধর্ম্ম এবং বস্তুসকলের মিলনাবস্থায় সেই সমস্ত ধর্ম্ম উদিত হইলে ঐ সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে; কখনও বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্ত্তা ও পালয়িতৃরূপ ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করতঃ তাঁহার প্রতি একপ্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে; কখনও বা এই জগৎকে 'নশ্বর' জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদ-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করে; কখনও বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্ব্বাণকেই 'সুখ' বলিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা করুক না কেন, অভেদ-চিন্তা ও নির্ব্বাণ-চিন্তাকে 'অকিঞ্চিৎকর' জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম-তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই 'ভক্তি' হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান-ফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্ম্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি' ও জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধন-ভক্তি' বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে, ভক্তির নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নাই; কেবল কর্ম্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকেই 'ভক্তি' বলা যায়,—এইরূপ সিদ্ধান্ত—ভ্রমাত্মক। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আস্বাদনবৃত্তির পরিচালনাকে 'কেবলা', 'অকিঞ্চনা' বা 'অনন্যা' ভক্তি বলা যায়, তাহার অন্যতর নাম—প্রেম; আর আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনাকে 'জ্ঞান' বলে। আস্বাদনশূন্যবিচার চরমে প্রায়ই অভেদ-ব্রহ্মবাদ বা নির্ব্বাণবাদরূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব—স্বভাবতঃই 'আস্বাদন'-প্রধান। কেবল বিচারময় হইতে গেলে স্ব-স্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন

প্রেম-প্রাচুর্য্যক্রমে বিচার-বৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্ত্বা—'নিত্য', অতএব তাহার আলোচনা-বৃত্তিও 'নিত্যা'। আলোচনা-বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্য্যও সুতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থাভেদে জীবের কার্য্য—দুই প্রকার, অর্থাৎ 'নিরুপাধিক' ও 'সোপাধিক'। জড়-সঙ্গক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি, সেই উপাধিক্রমে জড়ীয় শরীরে ও ঐ শরীরের অনুগত সমস্ত-ব্যাপারে যে 'অহংতা' ও 'মমতা' জন্মে, তাহাই জীবের জড়াভিমান বা 'দেহাত্মাভিমান'। জড়-বদ্ধ-জীবের কার্য্য—সোপাধিক ; আর যাঁহারা জড়ে বদ্ধ হন নাই বা যাঁহারা ভগবৎকৃপাবলে জড়-মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য—নিরুপাধিক। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক-কার্য্যের নামই 'কর্ম্ম' ; জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক-অবস্থায় জীবের কর্ম্মানুষ্ঠান—অপরিহার্য্য। জীবের স্বরূপ-তত্ত্বে প্রেম-সেবাই 'সহজ-ধর্ম্ম' ; সেই ধর্ম্ম বদ্ধাবস্থাতেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং আছে। বহির্ম্মুখ কর্ম্মের প্রবলতাপ্রযুক্ত তাহা লুপ্তপ্রায় থাকে। সৎসঙ্গক্রমে যে-সকল জীবে উক্ত বহির্ম্মুখতা খর্ব্ব হয়, ঐ সকল জীবে সেবা-বৃত্তির প্রবলতা হয় ; তখন তাহাকে 'কর্ম্মমিশ্রা সাধন-ভক্তি' বলে। সেবা-বৃত্তি প্রচুররূপে বলবতী হইলে কর্ম্ম ক্রমশঃ ভগবদ্ বহির্ম্মুখতারূপ স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে ; তখন উহা কেবলা-ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

জড়-যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায় মানবদিগের কর্ম্ম জ্ঞানশূন্য নয়। যে কর্ম্ম মানব-কর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্ম্মশূন্যতা লাভ করে না ; আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটি কর্ম্মবিশেষ, এজন্য স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক-বিচারে 'কর্ম্মের স্বরূপ' ও 'জ্ঞানের স্বরূপ'—পৃথক্ ; তদ্রূপ, কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে 'পৃথক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, তাত্ত্বিক-বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরুপাধিকী চিন্ময়ী প্রেম সেবাই ভক্তির 'সিদ্ধ স্বরূপ'। যদিও জড়-বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সহজ নয়, তথাপি তদ্বিষয়ে জাতশ্রদ্ধ

ব্যক্তিগণের নিকট তাহা—সহজে প্রতীত। যাঁহারা রুচিক্রমে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাঁহারাই ভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন।

**ভক্তি**—দ্বিবিধা অর্থাৎ 'কেবলা' ও 'প্রধানীভূতা'। কেবলা-ভক্তি—স্বতন্ত্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-গন্ধ-শূন্যা ; তাহাকেই 'নিরুপাধিক প্রেম' 'নিরুপাধিক সেবা', 'অনন্যা ভক্তি' 'অকিঞ্চনা ভক্তি' ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি—তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম্ম-জ্ঞানপ্রধানীভূতা। যে-কর্ম্ম বা যে-জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম্ম বা জ্ঞানের ভক্তিদাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি-বৃত্তি আছে, তাহাকেই 'প্রধানীভূতা ভক্তি' বলা যায়। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তি-বৃত্তির প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই 'কর্ম্ম' ও সেই জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান' ; ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন-স্বরূপ। অতএব তত্ত্ববিচার-দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক করা হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায় ; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্-পৃথক্‌রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই 'শ্রেষ্ঠতা' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি—অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব ; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবন স্বরূপ ও অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তি বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবম্বিধ বিশুদ্ধ ভক্তিই গীতা-শাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবদ্-শরণাপত্তি'ই যে 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ, ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। পাঠকবৃন্দ ভক্তিপুত অন্তঃ-করণে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের টীকার সহিত গীতা শাস্ত্র মুহুর্ম্মুহু পাঠ করতঃ জীবন সফল করুন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদীদিগের রচিত। বিশুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শাঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা—সম্পূর্ণ অভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ, শ্রীধর-স্বামীর টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ

না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর টীকাটি যেরূপ ভক্তি পোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম-উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরামানুজ-স্বামীর ভাষ্যটি—সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শিক্ষা-পূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ-প্রেমভক্তির আস্বাদকদিগের আনন্দ-বৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গানুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্ত-শিরোমণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের বিরচিত টীকাটি সংগ্রহপূর্ব্বক তদনু-যায়ী 'রসিকরঞ্জন'-নামক বঙ্গানুবাদ-সহকারে গীতা-শাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাসম্মত শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত একটি গীতা-ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটি বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের টীকাটি—বিচার ও প্রীতি-রস, এতদুভয় বিষয়েই পরিপূর্ণ ; বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটি সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত হওয়ায়, চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের টীকাটিই আপাততঃ প্রকাশ করিলাম। চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের বিচার—সরল, এবং সংস্কৃত ভাষা—প্রাঞ্জল ; সাধারণ পাঠক অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

———

# বন্দনা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে ।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং ( সোঽয়ং ) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ॥

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তোযস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসারস্বতগৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা মদীয় বর্ত্ম প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক-ভারতী গোস্বামী মহারাজ**-সম্পাদিত শ্রীগীতা হইতে উদ্ধৃত )

# প্রবেশিকা

'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'—যে বৃত্তিদ্বারা বস্তু মাপিয়া লওয়া যায়, তাহার নাম 'মায়া'। মায়াবদ্ধ জীব মায়িক জগতে মায়িক অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে জাত অথবা 'অ'—'ক্ষ' পর্য্যন্ত মায়িক অক্ষর বা বর্ণাত্মক শব্দদ্বারা বস্তু-সকল মাপিয়া লইতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাসবশতঃ তাহারা মায়াতীত, অপ্রাকৃত শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তকে মাপিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহারা মূঢ়তাবশতঃ জানে না যে, অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জগতে অবতরণ করিয়াও প্রকৃতি-অস্পৃষ্ট, গুণাতীত এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের অগোচর।

মাপিবার বুদ্ধি যে কেবল প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরই প্রবলা—তাহা নহে, লোক-পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও এই বৃত্তি অত্যধিকা। এক সময়ে তিনি সেই বুদ্ধিবশে জীবহৃদয়ে অবস্থিত বুদ্ধ্যাদির প্রেরণাদাতা অন্তর্য্যামী পরমাত্মারও অংশী পরম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে তদীয় ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত তদধীন সাধারণ গোপ-তনয় ধারণা করিয়া, যাঁহার পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণুর প্রদত্তশক্তিতে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা,—যাঁহার পুরুষাবতারদিগের অংশী-বিলাসরূপ গৌণপ্রকাশ শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে তাঁহার উৎপত্তি,—সেই আরাধ্যশ্রেষ্ঠ ও মূল পিতার চরণে অপরাধ করিয়া, অবশেষে তাঁহারই কৃপায় অপরাধমুক্ত হন এবং শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবর্গ ও ধামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিবার সুসৌভাগ্য লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

ভাঃ—১০।১৪।২৯

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"
"ভট্ট কহে—তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে॥
তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কেবল ইহা বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই—তিনি অধোক্ষজ কৃষ্ণের বৈভব-নির্ণয়ে নিজের অক্ষমতাই জানাইয়াছেন—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"—ভাঃ—১০।১৪।৩৮।
"যে কহে,—'কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ'।
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু॥"—চৈঃ চঃ।

লোকপিতামহের এরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন ও আচরণ দেখিয়াও অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ার কবলে কবলীকৃত জীববৃন্দ ভক্ত ও ভগবানের প্রশ্নোত্তর-পূর্ণ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী গীতাশাস্ত্রকে নিজ নিজ মায়িক বুদ্ধিতে মাপিয়া লইয়া, তত্ত্ববিদ্ প্রাচীন মহাজনগণ-প্রণীত ভাষ্যকে একমাত্র প্রমাণস্বরূপে স্বীকার ও তদনুগমন না করিয়া, স্বকপোলকল্পিত মতের ব্যাখ্যাদ্বারা ভাষ্য-প্রণেতারূপে স্বীয় কীর্ত্তি ঘোষণায় ব্যস্ত হইয়াছেন। শুধু তাহা নহে, এমনকি, সর্ব্বভূতে সম ভগবানের অমৃতোপদেশ পাঠ করিয়া কেহ কর্ম্মকে, কেহ বা যোগকে এবং কেহ বা জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ভক্তিকে নিত্য সিদ্ধস্বরূপে স্বীকার করেন না, বরং সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, কেবল কর্ম্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাই 'ভক্তি'। মূলে তাহারা ভক্তিকে বাদ দিয়া পরস্পরের বিবাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যেমন পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরস্থিত এরণ্ড, বিল্ব, তিন্তিড়ী ও কপিত্থ এবংবিধ বৃক্ষসকল একই জল পান করিয়া, ফল প্রদান-কালে ভিন্ন-ভিন্ন আস্বাদের ফল প্রসব করে, তদ্রূপ ত্রিগুণময়ী মায়াবিমুগ্ধ জীবগণ স্ব-স্ব-প্রকৃতির বিভিন্নতা-জন্য সর্ব্বোপনিষদসার

এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার ও অনুসরণ করিয়া থাকেন, কেননা, স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।...মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ। শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥"—ভাঃ—১১।১৪।৮-৯॥

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ বা প্রধান সাধন না হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ এই গীতাশাস্ত্রে ঐগুলির উল্লেখ করিয়া স্বভক্ত শ্রীমদর্জ্জুনকে তত্তদনুশীলনে উপদেশ দিলেন কেন?

তদুত্তরে দেখা যায় যে, সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই শ্রীভগবানের অবতার।

সর্ব্বাগ্রে আমরা 'অবতার' কথাটির আলোচনা করিব। অবতার—শ্রীলরূপগোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতে অবতার-লক্ষণ বর্ণন-প্রসঙ্গে ১ম সংখ্যায়—"পূর্ব্বোক্তবিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ॥ তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদ্ভক্ত এব চ। শেষশায়্যাদিকো যদ্বদ্। বসুদেবাদিকোঽপি চ।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকার্য্যের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে 'অবতার' বলে। সেই 'দ্বার' দ্বিবিধ—তদেকাত্মরূপ ও ভক্ত; শেষশায়ী—তদেকাত্মরূপ ও বসুদেবাদি—ভক্ত। শ্রীবলদেব প্রভু-কৃত টীকা—"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্বতারঃ। সদ্বারকস্তু যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ গর্ভোদকশয়ঃ; যথা বসুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, দশরথাৎ রামঃ। কার্য্যং—প্রকৃতি-ক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দনেন দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিতরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচরণঞ্চ, তদর্থ-মিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম হইতে এই প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার। স্বদ্বার অর্থাৎ শেষশায়ীর কারণার্ণবশয় হইতে গর্ভোদকশয়; যেরূপ বসুদেব হইতে কৃষ্ণ, দশরথ হইতে রাম। কার্য্য—প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করিয়া মহদাদির উৎপাদন; দুষ্টদমনের দ্বারা দেবাদির সুখবৃদ্ধি, সমুৎকণ্ঠিত সাধকগণকে স্বীয় দর্শনদ্বারা প্রেমানন্দ-বিতরণ এবং বিশুদ্ধ ভক্তি প্রচারের জন্যই।

"সৃষ্টিহেতু যেই মূৰ্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে। সেই ঈশ্বরমূৰ্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥ মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥"—·চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, লোকে কিরূপে সেই অবতারকে চিনিতে পারিবে ? তদুত্তর—শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারাই তাহা জানিতে হইবে। কেন না,—অবতার নাহি কহে—"আমি অবতার'। মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার ॥" "যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্ব-সঙ্গতৈঃ" ॥—ভাঃ—১০।১০।৩৪।

গুহ্যকদ্বয় বলিলেন—প্রাকৃত শরীর রহিত অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য ; ঐ অতুল অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্যদ্বারা তাদৃশ তোমার অবতার সকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।

" 'স্বরূপ'-লক্ষণ আর 'তটস্থ'-লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥ আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ।" চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ।

আকৃতি—আকার, প্রকৃতি—স্বভাব, স্বরূপ—মূৰ্ত্তি—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল লোকলাবণ্য বিজয়িনী-স্বীয় অঙ্গপ্রভা-দ্বারা মানবগণের নয়ন, স্বীয় বাক্যসমূহের দ্বারা উক্ত বাক্যসমূহ স্মরণকারী জনগণের চিত্ত এবং ইতস্ততঃ অঙ্কিত পদচিহ্নদ্বারা দর্শকজনগণের অন্যত্রগমনাদি ক্রিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন।' 'স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা' ভাঃ—১১।১।৬। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—'যাঁহার মকরাকৃতি কুণ্ডলশোভিত মনোহর কর্ণযুগল ও তদ্দ্বারা দীপ্যমান গণ্ডযুগল কি সুন্দর বিলাসযুক্ত হাস-সমন্বিত বদনমণ্ডলে যেন নিত্য উৎসব লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সেই বদন-দৃষ্টিদ্বারা আনন্দ সহকারে পান করিয়া নরনারীর তৃপ্তি হইত না, বরং নয়নের নিমেষে অসহিষ্ণু হইয়া নিমেষ-কর্ত্তার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেন—'যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ'। —ভাঃ—৯।২৪।৬৫।

ভক্তপ্রবর উদ্ধবও শ্রীমূৰ্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং।'—ভাঃ—৩।২।১২ অর্থাৎ সেই মূৰ্ত্তি এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের

পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।

কার্য্য—**ব্রজে**—পুতনা,শকটাসুর, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, অরিষ্ট, বক প্রভৃতি অসুর-বধ, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, কালীয়-দমন, দাবাগ্নিভক্ষণ, ব্রহ্মমোহন, ইন্দ্রদর্পচূর্ণীকরণ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, গোবর্দ্ধনযজ্ঞ-প্রবর্ত্তন, সুদর্শনমোচন।

**মথুরায়**—রজকবধ, কুব্জাঙ্গ-সুন্দরকরণ, কুবলয়াপীড়-বিনাশ, চানূর-মুষ্টিকাদি-বধ, কংস, কালযবনাদি-বধ, তৎকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজন্যবর্গের উদ্ধার।

**দ্বারকায়**—রুক্মিণী আদির সহিত বিবাহ, বাণ প্রভৃতি অসুরবধপ্রসঙ্গে তৎতৎ স্থানে বন্ধুমিলন-প্রসঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ, মিথিলা প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিয়া তাঁহাকে দর্শনেচ্ছু ভূতলস্থ ভক্তগণের, ষড়্‌গর্ভানয়ন ও গুরুপুত্র-আনয়ন-প্রসঙ্গে পৃথিবীর নিম্নস্থিত বলি, যম প্রভৃতির ও পারিজাতাদি-হরণপ্রসঙ্গে ঊর্দ্ধস্থ কশ্যপ প্রভৃতির এবং বিপ্রবালকানয়ন-প্রসঙ্গে মহাবৈকুণ্ঠস্থ আদিপুরুষ ভূমা প্রভৃতিরও বাঞ্ছিত তদ্দর্শন নিষ্পন্ন করিয়াছেন। নরকাসুরকে বধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক আহৃত ষোড়শসহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ, পৌণ্ড্রক, কাশীরাজ ও সুদর্শনাদি-বধ প্রভৃতি।

**কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে**—পৃথিবীর গুরুভারস্বরূপ জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, বিদূরথ প্রভৃতি ভূপতিবৃন্দকে সংহার করিয়াছেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অবতারগণের মধ্যে গণনা করিলেও তিনি অবতার মাত্র নহেন, অবতারগণের অবতারী। অর্থাৎ তিনিই মূল অংশী এবং অবতারগণ কেহ বা তাঁহার অংশ এবং কেহ বা তাঁহার কলা। তাই শ্রীল সূত গোস্বামী বলিয়াছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" ভাঃ—১।৩।২৮। "সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥ তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥ অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥"—চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ।

শ্রীল সূত গোস্বামীপ্রভুর 'পরিভাষা'কে আস্তিক্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, হতারিগতিদায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহাদি

অবতারগণের ন্যায় দৈত্যসকলকে বধ করিলেও তাঁহার বধের বিশেষত্ব এই যে, তিনি সেই সকল দৈত্যগণকে যোগিগণদুর্ল্লভ মোক্ষ প্রদান করিয়া নিরুপাধিক দয়ার পরিচয় দিয়াছেন—"দৃষ্টা ভবদ্ভির্নু রাজসূয়ে চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ। যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্ যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত॥"—ভাঃ—৩।২।১৯। ভক্তপ্রবর উদ্ধব, বিদুরকে বলিলেন—যোগিগণ সম্যক্ যোগ-প্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়াও শিশুপাল সেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা আপনারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, অহো, ঈদৃশ ভগবানের বিরহ কে সহ্য করিতে পারে? তাহা ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন—"অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম"—॥—ভাঃ—৩।২।২৩। 'রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া। ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া॥ তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে। না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেরে॥'—চৈঃ ভাঃ মঃ ৭ অঃ।

ভক্তশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বলিয়াছেন—"ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্॥"—ভাঃ—১।৯।৩৯। এই যুদ্ধে যে সমস্ত যোদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা সকলে যাঁহাকে দর্শন করিয়া সারূপ্য নামক মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই মৃত্যুসময়ে আমার প্রীতি হউক। কৃষ্ণলীলাবর্ণনকারী শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও বলিয়াছেন—'বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুঃ।'—ভাঃ—১০।৯০।৪৭ অর্থাৎ শত্রুমিত্র সকলেই তাঁহার স্বরূপলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

তাঁহার অবতারিত্ব ও স্বয়ং ভগবত্তার পরিচয় আমরা ব্রহ্ম-নারদ সংবাদেও পাই—"তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াস্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ। যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্ব্বা উন্মূলনস্ত্বিতরথার্জ্জুনয়োর্ন ভাব্যম্॥"—ভাঃ—২।৭।২৭ অর্থাৎ ক্ষুদ্র বালকরূপেই বিস্তৃতশরীরা পূতনার প্রাণবধ, তিনমাসের শিশুর অতি সুকোমল পদাঘাতেই শকটভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়া গমন করিয়াই গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জ্জুনবৃক্ষযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদের উন্মূলন—এই সকল কার্য্য কি ঈশ্বর ভিন্ন অপরে সম্ভব?

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় ভগবান্ এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তিনি নিজের বাল্যে মহামাধুর্য্যদ্বারা স্বমহৈশ্বর্য্য আবৃত করিয়া

সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি বিকটাকারা বিস্তৃতশরীরা অতি বলিষ্ঠা পূতনার বধোপযোগী তাদৃশ ঐশ্বর্য্যময়ী বামনাবতারের ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির ন্যায় কোনও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পূতনাকে বধ করেন নাই ; কিন্তু ক্ষুদ্র বালকরূপেই বধ করিয়াছেন। অথবা হিরণ্যকশিপুকে বিদারণার্থ যে প্রকার নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিকট কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শকট-ভঞ্জনের জন্য তদ্রূপ কোনও ভাব পরিগ্রহ করেন নাই, ত্রৈমাসিক শিশুরূপী হইয়া সুকোমল পদাঘাতেই শকটনিপাত করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী উদ্ধারের উপযোগী পূর্ব্বে যে প্রকার বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনবৃক্ষ-দ্বয়ের উন্মূলনের জন্য কোনও প্রযত্ন প্রদর্শন করেন নাই। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিতে দিতে বৃক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া হস্তের দ্বারাই বৃক্ষদ্বয়ের উন্মূলন করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্— এ বিষয় আর সন্দেহ কি ?”

শ্রীব্রহ্মা মহাশয় পর পর শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, ‘তৎ কর্ম্ম দিব্যম্’—ভাঃ ২।৭।২৯—‘তাঁহার যাবতীয় কার্য্যই অপ্রাকৃত।’ শ্রীভগবান্‌ও স্বয়ং এ বিষয়ে বলিয়াছেন—‘জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্’—গীঃ ৪।৯।

অপার করুণাবারিধি ভগবানের কৃপার অবধি নাই। মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাকে মায়িক মনুষ্যজ্ঞানে যাহাতে সর্ব্বমঙ্গলশূন্য ও অপরাধী হইয়া অনন্ত নিরয় ভোগ না করে, তজ্জন্য তিনি স্বয়ংই বলিলেন—‘অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা’— গীঃ—৪।৬, ‘অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।’— গীঃ—৯।১১।

আবার অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ পরিচয় না দিলেও অবতারী শ্রীকৃষ্ণ মূঢ়জনগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশে নিজ পরিচয় দান করিতে যাইয়া লৌকিক জগতে কোন সত্য বস্তুর ধারণার জন্য যেমন ত্রিসত্যগ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনিও বলিলেন—‘দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। **মামেব** যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥’—গীঃ—৭।১৪ ; ‘যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি **মামেব** কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥’— গীঃ—৯।২৩ এবং ‘সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য **মামেকং** শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥’—গীঃ—১৮।৬৬।

এই ত্রিসত্যে স্বয়ং ভগবান্ নিজের মায়াধীশত্ব, দেবদেবেশত্ব ও আরাধ্য-শ্রেষ্ঠত্বই প্রচার করিয়াছেন।

ভক্ত অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্বে বলিয়াছেন—'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥'—গীঃ—১১।৪৩।

স্বয়ং ভগবানও বলিয়াছেন—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।'—গীঃ—৭।৭; 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ॥'—গীঃ—৯।২৪।

শুধু তাহা নহে, তিনি যে কেবল জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মমাত্র নহেন, কিন্তু জীবহৃদয়স্থিত কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। কেবল ব্রহ্ম-পরমাত্মারূপেই জীবের উপাস্য নহেন; কিন্তু জীবের মঙ্গলবিধাতাস্বরূপ জীবের উপদেষ্টা তিনিই সর্ব্ববেদ্য ভগবান্—তাহাও বলিয়াছেন—'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥'—গীঃ—১৫।১৫।

আমরা গীতাশাস্ত্র সুষ্ঠুরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানিগণের আরাধ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'—গীঃ—১৪।২৭ অর্থাৎ তিনিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। সূর্য্যমণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপ (শ্রীধর)। বিষ্ণুপুরাণে ভগবদুক্তিতে পাওয়া যায়—'তৎপরং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥' শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীমৎস্যদেব বলিয়াছেন—( ৮।২৪।৩৮ ) 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।' অর্থাৎ ব্রহ্ম-শব্দসঙ্কেতিত মহৎ যে আমি, আমার যে মহিমা এক ধর্ম্ম তাহা অর্থাৎ আমারই ব্যাপক নির্ব্বিশেষস্বরূপ ( অবগত হইবে )।

'তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥' —চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ।

'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥'—গীঃ—১০।৪২। স্বীয় বিভূতিযোগ-বর্ণনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগিগণের ধ্যেয় একাংশে পরমাত্মস্বরূপে সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আছেন—বলিয়াও সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন —'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।'—গীঃ—১৮।৬১।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—'পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন'—'স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্।' —৩।৩।১৬।

'আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়। সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥ অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্যভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥'—চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ।

অতএব অদ্বয়জ্ঞান 'ভগবান্'—সম্যক্ আবির্ভাব। তাঁহার আংশিক মায়াশক্তি প্রচুর বিভুচিৎ ধর্ম্মবিশেষের অনুভূতিই 'পরমাত্মা' এবং অসম্যক্ কেবল জ্ঞানোপলব্ধ বিজ্ঞানকে 'ব্রহ্ম' নির্দ্দেশ করা হয়।

'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥'—ভাঃ—১।২।১১ অর্থাৎ যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু; তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ প্রকাশ-বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥ ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥ জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব॥ উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা॥'—চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ।

'অবতার'-তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতারিত্ব, ভগবত্তা, তাঁহার দুষ্টনিগ্রহ বা মুক্তিপ্রদানরূপ অনুগ্রহ, শিষ্টানুগ্রহ বা স্ব-সৌন্দর্য্য-লাবণ্যসিন্ধুতে নিমজ্জন করাইয়া ভক্তগণকে প্রেম-প্রদান এবং ধর্ম্ম-স্থাপন অর্থাৎ স্বভক্তিপ্রচারের সন্ধান পাইয়াছি।

অতএব আরাধ্যস্বরূপের তারতম্যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই যেমন চরম এবং পরমতত্ত্ব; তদ্রূপ সর্ব্বফলদাত্রী, স্বতন্ত্রা, কেবলা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তিই সাধন-শিরোমণি। কিন্তু অজ্ঞ বদ্ধজনগণ জড়দেহে 'আমি'-বুদ্ধিযুক্ত হওয়ায় প্রথম মুখেই দেহাতীত আত্মধর্ম্ম—ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া তাহারা ত্রিগুণাত্মক বেদোক্ত যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদি-আসক্ত এবং লোকায়তিক, বৈভাষিক বৌদ্ধ, তার্কিক, বৈদিক, তপোব্রতাদি, ভোগ, ত্যাগ,

সাংখ্যাদিমত-স্বভাববাদ, প্রভৃতি বিশ্বে প্রচলিত নানাবিধ মতবাদসমূহ স্বয়ং এবং অর্জ্জুনের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া তত্তদ্ধর্ম্মের তর-তমতা, হেয়তা, অধিকারি-বিশেষের পক্ষে উপাদেয়তা ও নশ্বরতার বিচার প্রদর্শন করিয়া আদি, মধ্যে স্পষ্ট, স্পষ্টতরভাবে এবং সর্ব্বশেষে সুস্পষ্টভাবে স্বভক্তি-মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ অষ্টাদশ-অধ্যায়যুক্ত গীতাশাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ এবং মধ্যবর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ স্থাপন করিয়া ভক্তিকেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরমাশ্রয় জানাইয়াছেন। কেন না, ভক্তিদেবীর সাহায্য ব্যতীত কর্ম্ম ও জ্ঞান অজাগলস্তনের ন্যায় স্ব-স্ব-যাজনকারীকে অভীষ্ট ফলদানে অসমর্থ। ভক্তির সাহায্যেই উভয়ে ফলপ্রদান করে। বিশেষতঃ অধ্যায়শেষে ভক্তির কথা পুনরুল্লেখ করিয়া উহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—(১) কর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ভগবান্ 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।'—গীঃ ৩।৯ শ্লোকে তাঁহারই তোষণার্থে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য'—গীঃ ৩।৩০ শ্লোকে তাঁহাতেই সর্ব্বকর্ম্মার্পণে কর্ম্মাচরণের শিক্ষা দিয়াছেন। আবার 'যৎ করোষি যদশ্নাসি······তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।'—শ্লোকে নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা ( যে কর্ম্ম বা যে জ্ঞানে ভক্তির প্রাধান্য ও কর্ম্ম বা জ্ঞানের তদধীনত্ব লক্ষিত হয় ) ভক্তি করিতে আদেশ করিয়াছেন।

ভক্তি প্রাধান্যহীন কর্ম্মই 'কর্ম্ম'। যে কর্ম্মে ভক্তির প্রাধান্য এবং কর্ম্মের তদধীনত্ব তাহাকে 'কর্ম্মমিশ্রা' ভক্তি বলে। আর যখন কেবল ভগবৎতোষণ-কার্য্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম—'তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ' —ভাঃ ৪।২৯।৪৯। "তাহারে সে বলি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি-জন্মে সম্মত সবার॥"—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩ অঃ। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'মৎকর্ম্মকৃৎ...যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥'—গীঃ ১১।৫৫।

(২) শ্রীভগবানে শরণাগত, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানিগণের মধ্যে ভগবান্ জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু সেই জ্ঞানী কি প্রকার? জ্ঞানা-লোচনায় ভক্তি অবলম্বন না করিলে জ্ঞানফল—মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইতে

হইবে জানিয়া যাহারা প্রথমে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন পরে মুক্তাভিমানে ভক্তিকে অবজ্ঞা করেন তাহারা কি? তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী নহেন; কেননা—

‘যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥’

—ভাঃ ১০।২।৩২। হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা ‘বিমুক্ত হইয়াছি’ বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মপর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া তোমার পাদপদ্মসেবার অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।—এইরূপ ব্যক্তি জ্ঞানী নহে, জানাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন—‘তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।’—গীঃ৭।১৭। এ-স্থলে একা অর্থাৎ মুখ্যা—প্রধানীভূতা ভক্তিই, কিন্তু অন্য জ্ঞানিগণের ন্যায় জ্ঞানই প্রধানীভূত যাহার নহে, তিনি; এবং পরবর্ত্তী ১৯ শ্লোকে বলিলেন যে,—‘বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥’ অর্থাৎ সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ আমার শরণাগত, সুস্থিরচিত্ত ভক্ত। তিনি সুদুর্ল্লভ। ভক্তিপ্রাধান্যহীন জ্ঞানের নাম জ্ঞান। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন ‘জ্ঞানমিশ্রা’ ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেম-প্রাচুর্য্যক্রমে বিচারবৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

(৩) শ্রীভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষভাগে যোগীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া, তাহাকে কর্ম্মী, তপস্বী এবং জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ভক্ত অর্জ্জুনকে যোগী হইতে বলিয়াছেন—‘তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী’—গীঃ ৬।৪৬। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে—‘যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥’ ব্রহ্ম-পরমাত্মার মূল স্বীয় ভগবত্তার ( মাং ) পরিচয় দিয়া ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাত্মোপাসক যোগিগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে সেই যোগিগণ হইতেও ভগবদুপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দর্শন করিয়াছেন। শ্লোকোক্ত ‘যোগিনাম্’-শব্দে যোগিগণের মধ্যে নহে—শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৪) বিশ্বরূপ প্রকাশের পর শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—‘ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ

তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥'—গীঃ ১১।৫৪ এবং অষ্টাদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥'—১৮।৫৫ এবং সর্ব্বশেষে গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান, গুহ্যতর পরমাত্মা বা ঐশ্বর-জ্ঞান বলিয়া সর্ব্বগুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান উপদেশ করিতে যাইয়া 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' — শ্লোকে ভগবৎস্বরূপ তাঁহাতে একমাত্র শরণাপত্তিরই কথা বলিয়াছেন। অতএব ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় এবং ভাক্তিদ্বারাই ভগবানের পূর্ণস্বরূপের উপলব্ধি হয়। সেই ভক্তি দ্বিবিধা—কেবলা ও প্রধানীভূতা। কেবলাভক্তি—স্বতন্ত্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদিগন্ধশূন্যা, 'অনন্যা' বা 'অকিঞ্চনা' কথিতা ; আর প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার—কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা এবং কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তির প্রাধান্য এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানের তদধীনতা, তাহাই প্রধানীভূতা-ভক্তি। আর যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তিবৃত্তির প্রাধান্য নাই, সেই কর্ম্মের নাম 'কর্ম্ম' এবং সেই জ্ঞানের নাম 'জ্ঞান'।

গীতাশাস্ত্রে প্রধানীভূতা ভক্তির উপদেশ থাকিলেও তাহার মধ্যেও কেবলা ভক্তির ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সেই প্রধানীভূতা ভক্তিতে শ্রীভগবান্ দুর্ল্লভ বলিয়া, অনন্যা বা কেবলা ভক্তিতে তিনি সুলভ, ইহা জানাইবার জন্য বলিয়াছেন—'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥'—গীঃ—৮।১৪। শুধু তাহা নহে—অনন্যভক্তিমান্ ভক্তের ভক্তিতে শ্রীভগবান্ কিরূপ বশীভূত, তাহাও বলিয়াছেন—'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ; তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥'—গীঃ ৯।২২।

তাহা ছাড়া—'ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া'—গীঃ ৮।২১ ; 'ভজন্ত্যনন্যমনসঃ'—গীঃ ৯।১৩ ; 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ'—গীঃ ১১।৫৪ এবং সর্ব্বশেষে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—গীঃ ১৮।৬৬ (—'এত সব ছাড়ি', আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হৈঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ। —চৈঃ চঃ ) শ্লোকসমূহে সেই বিশুদ্ধা, অনন্যা বা কেবলা ভক্তিই 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

আবার সেই অনন্যা ভক্তি কিরূপে যাজনীয়া, তাহাও স্বভক্তিপ্রচারপরায়ণ পরমদয়ালু প্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন নিজের প্রিয়তম ভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট—

'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥'—গীঃ ৯।১৪। এই শ্লোকে আমাকে কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ আমাকে উপাসনা করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে আমার কীর্ত্তনাদিই আমার উপাসনা। আমার কীর্ত্তন—আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন অর্থাৎ নববিধ ভক্তির যাজন বা আচরণ।

পাণ্ডিত্যের অভিমানে অনেকেই গীতা পড়িয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহারা জানে না যে, অপ্রাকৃত বস্তু জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, ইন্দ্রিয়জ্ঞান-ধিক্কারী এবং তর্কাতীত। সেখানে দাম্ভিকতা, শৌর্য্য, বীর্য্য, পাণ্ডিত্য সকলই পরাহত। কেবল সেই বস্তুতে শরণাগতিই তৎকৃপা-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাই শ্রুতি বলেন—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥'—মুণ্ডক—৩।২।৩; শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—'তেষাং সততযুক্তানাং...দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥'—গীঃ ১০।১০।

আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে প্রভু-আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গীতা-আলোচনার পন্থা তাঁহারই আরাধ্যদেবের শ্রীবদনবচনে পাই—"শুন শুন আচার্য্য, তোমারে নিশাভাগে। ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে? যখন আমার নাহি হয় অবতার। আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার॥ গীতা-শাস্ত্র পড়াও বাখান ভক্তিমাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥ যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ। শ্লোকেরে না দেহ দোষ, ছাড় সর্ব্বভোগ॥ দুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস। তবে আমি তোমা-স্থানে হই পরকাশ॥... ... তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি। স্বপ্নে আসি তোমার সহিত কথা কহি॥ 'উঠ উঠ আচার্য্য' শ্লোকের অর্থ শুন। এই অর্থ, এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান॥ উঠহ ভোজন কর, না কর উপাস। তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ॥...এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়। স্বপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ কহয়॥ যত রাত্রি স্বপ্ন হয়, যে দিনে, যে ক্ষণে। যত শ্লোক,—সব প্রভু কহিলা আপনে॥"—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ অঃ॥

আমরা আজ গীতারত্ন-মহাজন সেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে ভক্তিপ্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিতেছি—'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥'

পঙ্গু লঙ্ঘে উচ্চ গিরি,                মূক গায় মুখভরি',
কৃষ্ণগুণ যঁাহার কৃপায়।
মাধবদয়িত অতি,                ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী,
গুরুদেব, নমি তাঁর পায় ॥
গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করি',                কর্ম্মজ্ঞান পরিহরি',
শুদ্ধা-ভক্তি যিঁহ প্রচারিলা।
তাঁহারি করুণা-বল,                দাসাধমে করি' বল,
গীত-গীতা পুনঃ গাওয়াইলা ॥

২৩শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার,
আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৫৩।

**শ্রীচৈতন্যসরস্বতী**-কিঙ্করাভাস
**শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

( পরমপূজ্যপাদ **শ্রীশ্রীলভারতী গোস্বামী মহারাজ**-সম্পাদিত শ্রীগীতা হইতে উদ্ধৃত )

# *বিজ্ঞপ্তি*

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তি বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যায় গুরুসবৈকজীবিনে।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-স্থাপনকারিণে ॥
শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া নিত্যং নিষ্ঠাযোগেন সর্ব্বথা।
বাণীপ্রচারকার্য্যায় শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ ॥
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী-স্বামী ত্রিদণ্ডিনে।
ভৃত্যা বয়ং নমামোহি সনম্র-ভক্তিযোগেন ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

শ্রীভগবদবতার জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্‌কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থের প্রণেতা। তদ্‌রচিত সুবিপুল শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত এই শ্রীগ্রন্থরাজ। কথিত আছে শ্রীল বেদব্যাস ষষ্টি ( ৬০ ) লক্ষ শ্লোক-পরিপূর্ণ শ্রীমহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ত্রিংশৎ ( ৩০ ) লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ ( ১৫ ) লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ ( ১৪ ) লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে এবং এক শতসহস্র অর্থাৎ এক লক্ষ শ্লোকসমন্বিত শ্রীমহাভারত এখনও নরলোকে বর্ত্তমান আছে। এই বিরাট গ্রন্থে অষ্টাদশটি পর্ব্ব আছে। স্বয়ং গণেশ এই গ্রন্থের লেখকতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে, যদি গণেশের লেখনী শ্লোক-রচনার বিলম্বহেতু বন্ধ হয়, তবে তিনি আর লিখিবেন না বলায়, শ্রীল বেদব্যাস তাঁহাকেও স্বরচিত বিষয়ের তাৎপর্য্যবোধ-পূর্ব্বক লিখিতে হইবে—এইরূপ প্রতিশ্রুত করাইয়া, ক্ষিপ্রলেখক গণেশকে কখন কখন কিঞ্চিৎ বিলম্ব করাইবার প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোক সমূহের সংখ্যা অষ্টসহস্র অষ্টশত এবং উহাই 'ব্যাসকূট' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমদ্বেদব্যাস এই শ্রীমহাভারত গ্রন্থ রচনা করিবার পর, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণকে এই মহাপুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে তদীয় শিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে এই শ্রীমহাভারত-কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ পরম্পরাক্রমে ইহা জনসমাজে প্রচারিত হয়।

শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের পঞ্চবিংশ-অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীগীতাগ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যপার্ষদ ও প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত ইহাতে ভবসমুদ্র-পারের ও তচ্ছ্রীচরণ-লাভের উপায় স্বরূপ মহামূল্য সারগর্ভ উপদেশরাজি প্রদান করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় মায়ামোহগ্রস্ত বদ্ধজীবগণকে, মায়া-মোহ হইতে উত্তীর্ণ করাইবার নিমিত্তই, তিনি নিজ নিত্যপার্ষদ অর্জ্জুনের মোহাভিনয় করাইয়া এবং তদ্দ্বারা মোহগ্রস্ত জীবকুলের অধিকারানুযায়ী প্রশ্ন করাইয়া, স্বয়ং উত্তর-প্রদানমুখে সকল সংশয় নিরাস-পূর্ব্বক ক্রম-পন্থায় জীবের মায়া-মোহ উত্তরণের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-পদাশ্রয়মূলে, এই গ্রন্থের অধ্যয়ন পূর্ব্বক ইহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে

সক্ষম হন, তাঁহারা যে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে পরা ভক্তি-লাভ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমলাভের অধিকারী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আজকাল ভারতের বহুমনীষী ও প্রবীণ ব্যক্তিকে এই গ্রন্থের আদর করিতে দেখা যায়। এমন কি, সকল সম্প্রদায়ের লোক এই গ্রন্থরাজের আদর ও বহুমানন করিয়া থাকেন। এদেশের অনেক রাজনৈতিক পুরুষও এই গ্রন্থরাজকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, ভারতেতর দেশসমূহে অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বহুমনীষীব্যক্তি এই শ্রীগ্রন্থের নানাবিধ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তিসমূহ এখানে আর উল্লেখ করিলাম না।

অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে সাধারণতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ আনন্দগিরি ও শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের টীকাই অধিকাংশ ব্যক্তি পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ হয়তো বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যের টীকা এবং শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা বা শুদ্ধ-দ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বের টীকা আলোচনা করিয়াই, গীতাপাঠ সমাপ্ত করিয়া থাকেন। আবার আধুনিক কেহ কেহ লোকমান্য শ্রীতিলকজী, শ্রীগান্ধিজী ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি পরলোকগত রাজনৈতিক মহাপুরুষগণের গীতার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াই গীতাধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তবিৎ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার অনুশীলন করিবার ভাগ্য হয়ত' অনেকের জীবনে ঘটে না। তাই, আমাদের পরমারাধ্যতম পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর, শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মাবলম্বনে বঙ্গানুবাদসহ ও শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মানুযায়ী শ্রীমধ্বানুগ ও শ্রীরূপানুগ-বিচার-ধারায় বিশেষ তাত্ত্বিক ও শুদ্ধভক্তি-অনুকূল সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষা-ভাষ্যসহ দুইটি গীতার সম্পাদন করিয়া মানবজাতির যে পারমার্থিক কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। তিনি তাঁহার ভাষ্যের দ্বারা ভক্তির সনাতনত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া, শুদ্ধভক্তিরাজ্যের পথিকগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের মধ্যে

চিজ্জড়সমন্বয়বাদের পূতিগন্ধ নাই, তিনি সর্ব্বত্র অন্যাভিলাষপূর্ণ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কৈতবযুক্ত ধর্ম্ম হইতে অকৈতব, শুদ্ধা ভক্তিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও পরম শোভা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সকল গীতাপাঠককে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন একবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীগীতা-অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে উহা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমাদের এই সংস্করণটি প্রকাশিত হইল। কাজেই তদভাবে এই সংস্করণটি পাঠ করিলেও পূর্ব্বোক্ত আমাদের শ্রীগুরুবর্গের শিক্ষা পাইবেন।

আজকাল নানাপ্রকার মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ শ্রীগীতার ভাষ্য (?) নামে অনেক স্ব-কপোলকল্পিত, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের পূতিগন্ধযুক্ত, কাল্পনিক মতবাদ প্রকাশ করিয়া শ্রীগীতাশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য সনাতন শুদ্ধা ভক্তি ধর্ম্মকে নানাপ্রকারে আক্রমণ ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার ধৃষ্টতা করেন; এবং মনগড়া অদ্বৈতবাদের হেয়ালি-পরিপূর্ণ, অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত, আধ্যাত্মিক বিচারপূরিত, লোকরঞ্জনপর আপাততঃ মনোমুগ্ধকর কথা প্রকাশ করিয়া, বহির্ম্মুখজনগণের নিকট বহুমানিত হইয়া গর্ব্বমান্ হইতেছেন। অনেক অজ্ঞ, বিচারান্ধ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে সেইসকল বহিরর্থমানী অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের কথায় প্রলুব্ধ হইয়া কুমতরূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত হইয়া ইহকাল ও পরকাল সর্ব্বস্বহারা হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও পাই,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥" ৭।৫।৩১

পরমারাধ্য পরমপূজনীয় মদীয় শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ জগতের এতাদৃশ দুর্দ্দশা-দর্শন করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রদত্ত শ্রীগীতার সুবিচার-বারিতে ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলকে সুস্নাত করাইয়া, সুশীতল করিবার জন্য শ্রীগীতার এই সংস্করণটি সম্পাদন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় তিনি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন। তিনি তাঁহার অভীপ্সিত এই গ্রন্থরাজের নিজরচিত ভাষ্যমাত্র সপ্তম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রকট-

কালে ৮টি ফর্ম্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই দীনসেবকের উপরও গ্রন্থের যে সেবাভার দিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধানে কাতর হইয়া এ অধম আর কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। এইভাবে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর, হঠাৎ এক প্রেরণাক্রমে পুনরায় এই গ্রন্থ-প্রকাশের ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। তখন বুঝিলাম যে, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মহারাজই এই অধমকে প্রোৎসাহিত করিয়া সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দিতেছেন। কিন্তু তখন অর্থহীন ; দ্বিতীয়তঃ অন্বয়, অনুবাদ প্রায় সকলই অসমাপ্ত এবং শ্রীশ্রীলমহারাজ-রচিত সারার্থানুবর্ষিণী টীকাওত' অসম্পূর্ণা, সুতরাং কি প্রকারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবে ? আর অর্থই বা কোথায় পাওয়া যাইবে—এই চিন্তায় বিশেষ উদ্বেলিত হইয়া অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন ও অনুতপ্ত রহিলাম। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীলমহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ স্মরণপূর্ব্বক কার্য্যে অগ্রসর হইলাম এবং অতিশয় ভাবনাচিন্তা, অভাব অনটন ও নানাবিধ অযোগ্যতার মধ্যেই, কোন প্রকারে এই গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করিতে পারিয়া শ্রীশ্রীলমহারাজের মনোভীষ্ট যথাসাধ্য পূরণ হওয়ায়, হৃদয়ে সাতিশয় আনন্দলাভ করিতেছি। কিন্তু তাঁহার রচিত ভাষ্যের স্থল মাদৃশ অযোগ্যের দ্বারা পরিপূরণ সম্ভব নহে জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পথানুসরণে অগ্রসর হইবার যত্ন করিয়াছি। তিনি শ্রীব্যাসকথিত উপদেশানুসারে, শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে শ্রীগীতা-অধ্যয়নের ধারানুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবত তথা অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণাদি-তথ্য সম্বলিত টীকা রচনা করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ভাষ্য উদ্ধার করিয়াছেন। এই রীতি অনুসারে এ দাসাধমও সারার্থা-নুবর্ষিণী লিখিবার প্রয়াস করিয়াছে মাত্র। তবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকাটি এ দাসাধম প্রায় সর্ব্বত্র রক্ষা করিবার এবং স্থানে স্থানে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীশ্রীল মহারাজ নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার ভজনবিজ্ঞতা ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্যজ্ঞতামূলে যে ভাষ্য রচিত হইত, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম, তাহাই পরম দুঃখের বিষয়। যাঁহারা তাঁহার সম্পাদিত শ্রীউদ্ধব-সংবাদের সারার্থানুদর্শিনী টীকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার ভাবের গুঢ়ত্ব ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আমি নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আজ তাঁহার আশীর্ব্বাদে শ্রীউদ্ধব-সংবাদের দ্বিতীয়

খণ্ড-প্রকাশ ও শ্রীগীতার প্রকাশরূপ তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণ করিতে পারিয়া, তাঁহার শ্রীচরণে সকল অপরাধ ও ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মাদৃশ অধমের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও করুণার কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার ঋণ আমার চির-অপরিশোধ্য বলিয়া মনে করি। আজ তিনি নিত্যধাম হইতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার প্রদত্ত সেবাভার আমি আমরণ যথাসাধ্য পালন করিতে পারিয়া, পরিশেষে তাঁহার কৃপায় শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম ও বৈষ্ণববর্গের নিত্য সেবা লাভ করিতে পারি।

অত্যন্ত স্থূলদর্শিগণ শ্রীগীতার তাৎপর্য্য বিচারে মনে করেন যে, যুদ্ধস্থলে বিষাদ-প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে উপদেশের দ্বারা যাবতীয় সংশয় নিরাস-করতঃ জ্ঞান-দানপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিবার জন্যই শ্রীগীতার আবির্ভাব; সুতরাং কর্ম্মবাদে শৈথিল্যযুক্ত ব্যক্তিগণকে কর্ম্মনিপুণ করাই গীতার তাৎপর্য্য। অনাদি-কর্ম্ম-বাসনা-জড়িত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যাখ্যাকে সমীচীন মনে করিয়া অধিকতর জড় কর্ম্মালানে বদ্ধ হইবার প্রয়াস করেন। আমরা সেই জড়-কর্ম্মিগণের মত এস্থলে বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, "অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না।" (৩।২৬) তবে বিদ্বান্ ব্যক্তি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ যথাযথভাবে আচরণ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগকে উপদেশ করিবেন। অবশ্য শ্রীভগবানের এই উপদেশও কেবল জ্ঞানোপদেষ্টাগণের প্রতি, কারণ ভক্তিতে চিত্তশুদ্ধিরও অপেক্ষা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত... মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" (১১।২০।৯) আরও পাই,—"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি" (৬।৯।৫০)।

জ্ঞানী-যোগিগণও স্ব-স্ব সাধনের উপদেশ শ্রীগীতার মধ্যে প্রাপ্ত হন বলিয়া, শ্রীগীতার তাৎপর্য্য জ্ঞান-যোগপর মনে করেন। অবশ্য শ্রীগীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সকল বিষয়েরই উপদেশ আছে, ইহা সত্য। কিন্তু এই মহাগ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গেলে একমাত্র ভক্তিতেই তাৎপর্য্য নির্ণয় করা সমীচীন। সে-বিষয়ে শ্রীভগবান্ সর্ব্বশেষ অষ্টাদশ-অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য শ্রবণ কর।"—(১৮।৬৪)। যদিও পূর্ব্বে গুহ্য ও গুহ্যতর বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা হইলেও 'সর্ব্বগুহ্যতম' বলায় চরম প্রতিপাদ্য বিষয়ই বর্ণিত হইল। সুতরাং যাহা গ্রন্থের চরম ও পরম

প্রতিপাদ্যরূপে স্থিরীকৃত হয়, তাহাই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য ; ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। লোককে সেই তাৎপর্য্যে লইয়া যাইবার নিমিত্তই অন্যান্য উপদেশ। "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী" ( ৬।৪৬ ) শ্লোকেও শ্রীভগবান্ তুলনামূলক বিচারের দ্বারা 'ভক্তিযোগেরই' সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপাদ্যত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাতেও যদি আমাদের সংশয় না যায়, তাহা হইলে আর উপায় কি ? মূল কথা শ্রীমদর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয় সখা ; সুতরাং তাঁহার মোহ একটা অভিনয় মাত্র। সর্ব্বজীবের মোহ-দূরীকরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা। যুদ্ধ বা শত্রুবধ ইহার তাৎপর্য্য নহে, কারণ অর্জ্জুনের দ্বারা বধপ্রাপ্ত করাইবার পূর্ব্বেও তিনি সকলের 'হতাবস্থা' দর্শন করাইয়া অর্জ্জুনকে কেবল 'নিমিত্তমাত্র হও' বলিয়াই জানাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ অর্জ্জুন তাঁহার নিত্যপার্ষদ ; তাঁহাকেও নূতন করিয়া ভক্তি-শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। কাজেই অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই জীবসাধারণকে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "মন্মনা ভব, মদ্ভক্ত ভব" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই শ্লোকদ্বয়ে কথিত সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্যের দ্বারা সকলকে অবশ্য এই অধিকার প্রাপ্ত করাইয়া নিজ-ভক্তিদানের নিমিত্তই ক্রম-পন্থায় সর্ব্বনিম্নাবস্থা হইতে সর্ব্বোচ্চাবস্থায় আরোহণার্থ উপদেশ দেখা যায়। যাঁহারা শ্রীভগবৎকৃপায় তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম অবগত হন, তাঁহারাই শ্রীগীতার প্রকৃত-তাৎপর্য্য জানিতে পারেন। নতুবা কেবল অক্ষজ-জ্ঞান প্রবল করিয়া আরোহপন্থায় চেষ্টা করিলে শ্রীভগবদ্বাণীর তাৎপর্য্য জানা যায় না। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥" ( ১০।১৪।২৯ )

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্রীসার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন,—
'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

শ্রীগীতায় আঠারটি অধ্যায় আছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়-তাৎপর্য্য বিচারেও পাওয়া যায় যে, প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের মনোধর্ম্ম-বিচারপ্রসূত দেহধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া ঐ সকল ধর্ম্ম যে জীবের সনাতন আত্মধর্ম্ম নহে, তাহা জানাইবার জন্যই যুদ্ধস্থলে বিষাদ-প্রাপ্ত হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন। যতদিন জীব মায়াবদ্ধ হইয়া দেহাত্ম-

বুদ্ধিবিশিষ্ট থাকে, ততদিন যে জীবের শোক, মোহ, ভয়াদি নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে পরিণামে বিষাদপ্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাই জানাইলেন। শ্রীভাগবতেও পাই,—"বিষণ্ণঃ কামমার্গণৈঃ" ( ১০।৮০ )। এই বিষাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যে, সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন, তাহাও তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে জানাইয়াছেন, "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ...শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" (২।৭)। অবশ্য শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিবার পূর্ব্বে জীবের অনেক প্রকার মনোধর্ম্মের আলোড়ন চলিতে থাকে ; কিন্তু প্রকৃত সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ ঘটিলে ভাগ্যবান্ জীব নিজের লঘুতা জানিতে পারিয়া, নিজ স্বতন্ত্র বিচার পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত বিচারকেই শিরে গ্রহণকরতঃ মোহজাল কাটাইবার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন ক্রমশঃ সেই জীব শ্রীগুরুকৃপাবলে তন্মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে জড়দেহ ও আত্মার পার্থক্য অবগত হন, এবং ভোগ বা কামমার্গের পরিণাম অবগত হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির আচারাদি লক্ষণ ও মহিমা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া, সাধনপথের কথা শ্রবণ করিতে থাকেন। সাধুসঙ্গ ও সাধুর মহিমা শ্রবণেই সাধু-প্রবৃত্তি জাগরিতা হন। তখন তৃতীয় অধ্যায়োক্ত 'কর্ম্মযোগ' সাধনের কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, 'কর্ম্মযোগ' বলিতে শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত নিষ্কামভাবে অখিলচেষ্টাকেই লক্ষ্য করে ( ৩।৯ )। কপটাচার সন্ন্যাসী হইলে কোন মঙ্গলই হয় না ( ৩।৬ )। বিষ্ণুসেবাপর কর্ম্মব্যতীত বেদবহির্ভূত কেবল আত্মেন্দ্রিয় তর্পণপর জড়কর্ম্মের দ্বারা কোন মঙ্গল লাভ হইতে পারে না এবং ইহাও বুঝিতে পারেন যে, বৈদিক যজ্ঞাদিকর্ম্মে যদিও জড়ভোগ লাভ হয়, তাহা হইলেও তাহা অনিত্য বলিয়া বুদ্ধিমানের আশ্রয়ণীয় নহে। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে, অনেক মহাজনকেও কর্ম্মাচরণ করিতে দেখা যায়। সে-স্থলে উত্তর এই যে, যাঁহারা প্রকৃত মহাজন তাঁহারা লোক-সংগ্রহের নিমিত্তই ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ আচরণমুখে শিক্ষা দেন মাত্র। বহির্ম্মুখ কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণপর কর্ম্মের শিক্ষা কোন প্রকৃত মহাজন দেন না। মহাজন-প্রদত্ত সেই উপদেশ-শ্রবণান্তর নিষ্কাম-কর্ম্ম-সাধ্য জ্ঞানযোগের উপদেশ চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। তখন প্রথমেই জানিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান্ হইতে শ্রৌতপরম্পরাক্রমেই শ্রীগুরুকৃপায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। আধ্যক্ষি- ... কোন আশা নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের

যুগে যুগে আবির্ভাবের কথা শুনা যায়। শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। তাঁহাতে প্রাকৃত জ্ঞান, অত্যন্ত বিমূঢ়তার পরিচায়ক এবং অপরাধজনক। ক্রমশঃ কর্ম্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া, তত্ত্ব-দর্শীর নিকটই প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান-আশ্রয়ে পাপসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় বলিয়া উহাই পবিত্রতাসাধক। এ-বিষয়ে যাহারা অশ্রদ্ধালু ও সংশয়যুক্ত তাহারা কিন্তু বিনাশই লাভ করিয়া থাকে। জ্ঞানযোগের কথা শ্রবণানন্তর পঞ্চম অধ্যায়ে 'কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ' শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মের আসক্তি-ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মত্যাগ-অপেক্ষা আসক্তিরহিত কর্ম্মযোগই প্রশস্ত। ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগীই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির যোগ্য হন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই শান্তির অধিকারী। তদনন্তর ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'ধ্যানযোগে'র বিষয় শ্রবণ-পূর্ব্বক বুঝিতে পারেন যে, চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ভগবদ্ধ্যান সম্ভব। কাম-সঙ্কল্পরহিত ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী বা সন্ন্যাসী। অতিরিক্ত ভোগীর যোগ হয় না। যুক্ত আহার-বিহার-পরায়ণ ব্যক্তিই যোগফল লাভ করিতে পারেন। যোগের ফল সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামী-রূপে শ্রীভগবদ্দর্শন এবং শ্রীভগবানের আশ্রয়ে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি-অনুভব। এই অধ্যায়েই জানিতে পারা যায়, তপস্বী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতে ভক্তই শ্রেষ্ঠ। সপ্তম অধ্যায়ে 'বিজ্ঞান-যোগ' শ্রবণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত পরতত্ত্ব আর নাই। তাঁহার শ্রীচরণে প্রপত্তি ব্যতীত জীবের মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃতি-সম্পন্ন লোকেরাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রপন্ন হয় না। চতুর্ব্বিধ সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তই সুদুর্ল্লভ। দেবতান্তরের আরাধনায় কোন নিত্যমঙ্গল হয় না। অষ্টম অধ্যায়ে 'তারকব্রহ্ম-যোগ' শ্রবণ করিলেও জানিতে পারা যায়, শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তই ব্রহ্ম, কর্ম্ম, অধিভূত-আদি তত্ত্ব জানিতে পারেন। ঐকান্তিক ভক্তের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ সুলভ (৮।১৪)। ভগবদ্ভক্তের পুনর্জ্জন্ম নাই (৮।১৬)। অনন্য-ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্ লভ্য (৮।২২)। ভক্তযোগীর সাধনান্তর বিনা সর্ব্বমঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর নবম অধ্যায়ে 'রাজগুহ্য যোগ' শ্রবণ করিলে জানা যায়, শুদ্ধভক্তিযোগই রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য। জগৎসৃষ্টি-বিষয়ে প্রকৃতি মূল কারণ নহে, ভগবদীক্ষণ-প্রভাবেই প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি-লাভ। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

সচ্চিদানন্দময় তনুকে মনুষ্যবুদ্ধিকারী ব্যক্তিই মূঢ় ও অপরাধী; তাহার কর্ম্ম, জ্ঞান সকলই বৃথা (৯।১১-১২)। যাঁহারা প্রকৃত মহাত্মা তাঁহারা অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনই করিয়া থাকেন ( ৯।১৩ )। অনন্য ভক্তের যোগ-ক্ষেম শ্রীকৃষ্ণই বহন করেন। অন্য দেব-ভজনের অবিধিত্ব। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। শুদ্ধ ভক্তগণ-প্রদত্ত দ্রব্যই শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-ভজনবলে দুরাচারী ও অধমগণও উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন। এস্থলেও 'মন্মনা ভব'-শ্লোকে ভক্তিই ভগবল্লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্ণীত। দশম অধ্যায়ে—'বিভূতি যোগ' আলোচনা করিলেও জানা যায়, সকল বিভূতি ও শক্তির আধার বা মূল বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। যাবতীয় বিশ্বের যাবতীয় বিভূতি তাঁহার একপাদ মাত্র। বিভূতিজ্ঞান হইতেও সকল বস্তুতে তাঁহার সম্বন্ধ জানিয়া ভক্তগণ তাঁহাকেই প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তকেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া অজ্ঞান নাশ করেন। তিনি দেবগণেরও অগোচর। একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত 'বিশ্বরূপদর্শন যোগ' হইতে জানা যায়, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপও মায়িক। অপ্রাকৃত নরবপুই তাঁহার স্বরূপ। নিরুপাধিক প্রেমচক্ষেই ভক্তগণ তাহা দর্শন করিতে পান। অনন্যভক্তি-যোগেই তাঁহাকে জানা যায়। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ। দ্বাদশ অধ্যায়ে 'ভক্তিযোগ' আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম উপাস্য-তত্ত্ব। ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই তাঁহার প্রিয়তম। শুদ্ধভক্তই শ্রীভগবানের পাদপদ্মলাভে সমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অধিকতর ক্লেশই লাভ করিয়া থাকেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্ 'প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ' বর্ণন করিয়া তাঁহার আশ্রিতজনগণকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করেন। যখন জীবের শুদ্ধভক্তির উদয় হয়,—তখন আনুষঙ্গিকভাবে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উদিত হইলেও ভক্তিতত্ত্বের দৃঢ়তার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচ্য। তাঁহার ভক্তই তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক প্রেমভক্তি লাভের যোগ্য হন ( ১৩।১৯ )। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের পাঠেও পাওয়া যায়, ত্রিগুণ হইতেই সংসার বিস্তার লাভ করে এবং যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে তাঁহার সেবা করেন, তিনিই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন ( ১৪।২৬ )।

পঞ্চদশাধ্যায়ে 'পুরুষোত্তম যোগ' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সংসার উর্দ্ধ ও অধঃলোকে বিস্তৃত, জীব কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এই সংসার ভ্রমণ করিতে থাকে। শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ জীব যখন শ্রীকৃষ্ণকেই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অবগত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ভজন করে, তখনই তিনি সর্ব্ববিৎ হন (১৫।১৯)। ষোড়শাধ্যায়ে 'দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগে'ও কথিত হইয়াছে যে, জীব যখন শ্রীভগবানের মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়, তখন দৈবী ও আসুরী-সম্পদের বশীভূত হয়। যখন দৈবী-প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে, তখন শ্রীভগবানের ভজন প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। আর আসুর প্রকৃতি-আশ্রয়কালে ভগবদ্বিদ্বেষ ফলে নিরয়গামী হইয়া থাকে। অসুর প্রকৃতির লোকেরই নাস্তিকতা অবলম্বনমূলে মায়াবাদও প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীভগবানের ভজন করিয়া আসুর-স্বভাব দূর করা দরকার। সপ্তদশাধ্যায়ে 'শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ' বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠেও জানা যায়, লোকের স্বভাবজা শ্রদ্ধা তিন প্রকার। যিনি যেরূপ স্বভাববিশিষ্ট, তিনি সেইরূপ তত্ত্বেই শ্রদ্ধাবান্। আর যাঁহার কিন্তু নির্গুণ-শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধার উদয় হয়, তিনি শ্রীহরির ভজনই করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সাধু ও সদ্ভাবযুক্ত (১৭।২৬)। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সার বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে পরমার্থতত্ত্ব নির্ণয় পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-শরণাপত্তিরূপা-ভক্তিকেই সর্ব্বগুহ্যতম পরম উপদেশ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য-নির্ণয় করিতে গেলে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি বিচার করিতে হয়। যাঁহারা এই ছয় প্রকার বিচারমূলে শ্রীগীতাশাস্ত্র বিচার করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই শুদ্ধ-ভক্তিই যে, শ্রীগীতার তাৎপর্য্য, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন জনগণ কেবল আধ্যক্ষিকতার দ্বারা শ্রীভগবদ্বাক্যের সারার্থ উপলব্ধি করিতে কখনই পারিবে না। শ্রীগীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত অধ্যায়-তাৎপর্য্য, 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য' বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। উহা আলোচনা করিলেও পাঠকগণ শ্রীগীতার সকল অধ্যায়ের মূল তাৎপর্য্য যে **শ্রীকৃষ্ণভক্তি**, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আজকাল প্রায় লোকের মধ্যে দেখা যায় যে, জগতের সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান

আলোচনার মধ্যে তারতম্যমূলক বিচারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও ধর্ম্মবিষয়ে তারতম্যমূলক বিচারের আদৌ স্থান দিতে চান না। তাঁহারা মনে করেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে তারতম্য বিচার করিতে গেলে, নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক কলহ উৎপন্ন হইয়া পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য উৎপাদন পূর্ব্বক ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে ; শুধু তাহাই নয়, অনেক সময়, এই ধর্ম্মের বিবাদ-বৈষম্য হইতে জাগতিক উন্নতিরও প্রতিবন্ধকতা ঘটে। সে-কারণ সকলের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী বজায় রাখিবার জন্য ধর্ম্মের তারতম্যস্থলে সমন্বয় প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রাদিতে পরস্পর নীতির তারতম্যমূলক বৈশিষ্ট্য লইয়াই নানাবিধ সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্ট হইয়া জগতের অশেষ অমঙ্গল সাধন করে বলিয়া, অনেকের ধারণা যে, ধর্ম্মের তারতম্য বিচার করিতে গেলেও সেইরূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। এ-স্থলে আমরা বলিতে চাই যে, তারতম্যমূলক বিচার যেমন জ্ঞানরাজ্যে বা ধর্ম্মরাজ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই প্রকার "সমন্বয়" বিষয়টিও বিচারমার্গের প্রধান বিষয়। কিন্তু সেই সমন্বয় কি ? বা কাহাকে বলে ? সমন্বয় করিতে গিয়া যদি ভাল, মন্দ, চিৎ, জড়, মুড়ি, মিছরি সব একাকার করিয়া বসি, তাহা হইলে বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া কেবল অজ্ঞানেরই সেবা করা হয় না কি ? সুতরাং তারতম্য বিচারের পূর্ব্বে 'সমন্বয়' কথাটির বিচার আগে করা যাক্। সম্যক্ অন্বয়কেই সমন্বয় বলে। কোন বাক্য বা শব্দ পরম্পরাকে যদি অন্বয় করিতে হয়, তবে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া পদগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হয় ; কিন্তু যদি কর্ত্তার স্থানে ক্রিয়া, ক্রিয়ার স্থানে কর্ম্ম, কর্ম্মের স্থানে অন্য একটি পদ বসাইয়া দেওয়া হয়, তবে কি প্রকৃত 'অন্বয়' সাধিত হয় ? যদি অন্বয়ই না হইল, তবে আর সমন্বয় কি করিয়া হইবে ?

যথাযথ সমন্বয়ের দ্বারাই সঙ্গতি, মিলন ও অবিরোধ সাধিত হয়। কিন্তু প্রকৃত সমন্বয়ের অভাব হইলে অর্থাৎ যাহার যেরূপ যোগ্য আসন, তাহাকে সেইরূপ আসন প্রদত্ত না হইলে, পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত সঙ্গতি, মিলন ও অবিরোধ-ভাব রক্ষা করা যায় কি ? অনেকে আপাততঃ মনে করেন যে, যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া আসন বা পদমর্য্যাদা প্রদান করিতে গেলে, যাহার নিম্নাসন পড়িবে সে অসন্তুষ্ট হইবে সুতরাং সকলকে সমাসনে বসাইতে পারিলে আর বিরোধ থাকিবে না। কিন্তু একথা কি ঠিক ? নিম্নাসনযোগ্য ব্যক্তিকে নিম্নাসন দিলে যদি সে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে উচ্চাসনের যোগ্য ব্যক্তিকে নিম্নাসনে বসাইলে

তিনি কি সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন ? সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া আসল বস্তুত ফাঁক হইবেই, পরন্তু "To please everybody is to please nobody" প্রবাদটি কার্য্যকর হইলে সকলেই জাহান্নামে যাইবে না কি ? অনেকে আধুনিক বহুল প্রচারিত "যত মত তত পথ" "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" প্রভৃতি কথাগুলিকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগীতার তথা সমস্ত শাস্ত্রের নামে যাবতীয় মতের বিচারের সমন্বয় হইয়া গেল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা দরকার যে, "যত মত, তত পথ" বলিলে কি বুঝায় ? ও-পথ কিসের ? যদি শ্রীভগবদ্ প্রাপ্তির পথ বলিয়া এ-স্থলে 'পথ' শব্দ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যিনি যেরূপ মত করিবেন, তাহাই কি পথ হইবে ? শ্যামবাজার যাইবার বিভিন্ন পথ থাকিতে পারে বা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্যামবাজারের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ উল্টা দিকে যাইবার মত বা গতি করিলেও কি তিনি শ্যামবাজার পৌছিবেন ? ইহা কি যুক্তিসঙ্গত—না অযৌক্তিক ? সেই প্রকার আউল, বাউল, নেড়া, নেড়ী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় যদি একটা মত করে বা করিয়াছে বলিয়াই কি তাহারা সৎ-সম্প্রদায়ের প্রাপ্য শ্রীভগবানকে পাইবে ? চোর চুরি করিয়া কি সাধুর পথ পাইতে পারে ? শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে,—ধর্ম্মরূপী বক যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"প্রকৃত পথ কি ?" তাহার উত্তরে তিনি ধর্ম্মরূপী বককে বলিয়াছিলেন,—"মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ।" শ্রীমহাভারতের এই বাক্য হইতে প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়। বাস্তবিক মহাজনানুগত্যই প্রকৃত পথ। যে কোন একটা মত হইলেই তাহা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ হইতে পারে না। এ-স্থলে মহাজন অর্থে যাঁহারা শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই বুঝিতে হইবে, এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই মত করা উচিত। তদ্ব্যতীত মহাজন-বিরুদ্ধ মত যেমন কুমত, তেমনই অসৎ-মত। ঐরূপ অসৎ-মত পরিত্যাগ করিয়া সতের মত বা সৎ-পথ অবলম্বন করাই উচিত। তাহা না হইলে ঐরূপ গোঁজামিল দিয়া পরস্পরের মধ্যে মিলন, অবিরোধ, সঙ্গতি-স্থাপনরূপ সমন্বয় করিতে গিয়া তদ্বিপরীত ফল ঘটিয়া আরও জগজ্জঞ্জাল ও অশান্তি বৃদ্ধি হইবে। 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' কথাটিও তদ্রূপ। জীবের আত্মগত-ধর্ম্ম—সকলের এক বা অদ্বিতীয় এবং উহা সনাতন। কিন্তু জীব মায়াবদ্ধ হইলে উপাধিবশতঃ অনেকপ্রকার দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম প্রকাশ পায় ; তাহা বস্তুতঃ বহু ও অনিত্য। সেই বহুধর্ম্মকে যদি সর্ব্বধর্ম্ম বলা

হয় এবং সমন্বয় অর্থে যদি এক বলা হয়, তবে প্রাকৃত বিচারেও উহা প্রকৃত ঠিক হয় না, কারণ প্রাকৃতের মধ্যেও তারতম্য আছে। তবে শ্রীভগবৎ-কথিত "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বিচারে আত্মধর্ম্ম ছাড়া আর সকলই যখন পরিত্যজ্য, তখন সেই পরিত্যাগ-তাৎপর্য্যগত বিচারে এক বলা যাইতে পারে। নতুবা আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম কখনই এক হইতে পারে না। দেহ ও মন যেমন আত্মা হইতে পৃথক্, উহার ধর্ম্মও সেইরূপ পৃথক্। দেহকে আত্মা বলিবার ধৃষ্টতা যেমন কোন মহাজন করিতে পারেন না, সেই প্রকার আত্ম ও অনাত্মধর্ম্ম উভয়ই এক,·ইহাও কোন মহাজনের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত গোঁজামিল দেওয়ারূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের পাল্লায় পড়িয়া আজ শ্রীগীতার উপদিষ্ট কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-শিক্ষা সকলই এক বলিবার প্রয়াস কেহ কেহ করিতেছেন। তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারা যায় না ; কেন না, শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাতে তারতম্যমূলক বিচার-দ্বারা কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের; জ্ঞান হইতে যোগের এবং যোগ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বর্ণনপূর্ব্বক যথাযথ স্থান বা আসন প্রদান করিয়া, প্রথমে মায়ামুগ্ধের সকাম কর্ম্মের কথা, তদূর্দ্ধে নিষ্কাম এবং তাহাও ভগবদর্পিত হইলেই চিত্তশুদ্ধি করায় বলিয়া, ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভানন্তর ভক্তির কথাই সর্ব্বশেষে বর্ণনপর্ব্বক ক্রমপন্থায় ভক্তিই যে জীবের অন্বেষণীয় এবং শুদ্ধা ভক্তিতে আস্থিত হওয়াই যে, শ্রীগীতার চরম ও পরম শিক্ষা, তাহা স্বয়ং ভগবান্ নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীভগবৎ-কথিত তারতম্য-বিচারপূর্ণ সমন্বয়বাদকে পরিহারকরতঃ যদি আমরা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের আর দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না।

শ্রীভগবান্ পরতত্ত্ব-নির্ণয়েও 'ব্রহ্ম'-বিচার গুহ্য ও 'পরমাত্ম'-বিচার গুহ্যতর এবং 'শ্রীভগবদ্'-বিচারকে গুহ্যতম বলিয়া তারতম্যমূলক সমন্বয়ই করিয়াছেন।

অনেকে নানা দেবদেবীর সঙ্গে শ্রীভগবানের একাকার করিয়া বসেন। কিন্তু শ্রীগীতাতে "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা" ( ৯।২৩ ) শ্লোকে উহাকে অবিধি বলিয়াই জানাইয়াছেন। চৌকীদারের সম্মান করিলে রাজার সম্মান হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া চৌকীদার রাজার লোক হইলেও রাজা নহে। সেই প্রকার শ্রীভগবৎ-শক্তি-আহিত দেবগণকে সম্মান করিলে ভগবৎশক্তির সম্মান হয় বটে, কারণ ভগবৎশক্তি ব্যতীত দেবগণের নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন শক্তি নাই। ইহা শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। দেবোপাসকগণকে তিনিই

দেবতাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেবগণের দ্বারা পূজকগণের কাম্যফল প্রদানের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাই বলিয়া চৌকীদার, কনেষ্টবলকে রাজা বলিবার ন্যায় আধিকারিক দেবগণকে সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত সমজ্ঞান করা শুধু অন্যায় নহে, পরন্তু পাষণ্ডতা ও অপরাধের পরিচায়ক। শাস্ত্রে পাই,—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।" "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্থ বা নারকী সঃ।"—পদ্মপুরাণ।

অনেকে শ্রীগীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" (৪।১১) শ্লোকের বিচার করিতে গিয়াও একটি মহাভুল করেন যে, যিনি যে দিক দিয়াই যাউন না কেন, সেই একজায়গায় পৌঁছিবেন। কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, "যে যথা তান্ তথা" যাহারা যেরূপ, তাহাদিগকে সেইরূপ—যেমন বলা যায়,—"যেমন কর্ম্ম তেমন ফল"। কিন্তু ইহার দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের এক ফল ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোকে—যাঁহারা শ্রীভগবানে প্রপন্ন, তাঁহাদের প্রপত্তির তারতম্যানুসারেই তিনি ফল বিধান করেন, তাহাই বলিতেছেন; কিন্তু অপ্রপন্ন ও প্রপন্নের একই ফল, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যাঁহারা শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা কি সকলে একই উদ্দেশ্য লইয়া আশ্রয় করেন? কর্ম্মী ফলভোগের আশায় শ্রীভগবানকে আশ্রয় করেন, জ্ঞানী ও যোগী মুক্তি ও সিদ্ধির আশায় শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কেবল ভক্তি করিবার নিমিত্তই শ্রীভগবানকে ভক্তি করিয়া থাকেন। এ-স্থলে কর্ম্মীর আশয় হইতে যেমন জ্ঞানী ও যোগীর আশয় ভিন্ন, তেমনি ভক্তের আশয়, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলের আশয় হইতে ভিন্ন; সুতরাং তাঁহারা সকলে এক ফল পাইবেন, এক জায়গায় যাইবেন, ইহা বলা যায় কি প্রকারে? যদি বল, জ্ঞানী ও যোগী উভয়ই যদি মুক্তিপ্রার্থী হুন, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য-ভেদ বর্ত্তমান। চতুর্থতঃ ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ পাঠে অনেকে মনে করেন যে, যখন শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার বর্ত্ম অনুবর্ত্তন করে"; সুতরাং সকলেই যে এক তাঁহার পথ আশ্রয় করিয়া চলিতেছে, ইহা বলা যাইবে না কেন? তদুত্তরে বিচার্য্য এই যে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ভক্তি সকলই তাঁহায় প্রকাশিত বা সৃষ্ট পথ। মানুষ তৎসৃষ্ট-পথে চলায় তাহার

পথের অনুবর্ত্তন করিতেছে, ইহা বলা যায় বটে, কিন্তু যিনি যেরূপ পথের অনুবর্ত্তন করিবেন, তিনি সেইরূপ পথের ফল না পাইয়া, সকল পথে এক ফল পাইবেন, ইহা বলা যায় কি প্রকারে? পথভেদে যে ফলভেদ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ বৌদ্ধ, শাঙ্কর, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলের মধ্যেই বিচার-ভেদ রহিয়াছে। দিবালোকের ন্যায় সেই সুস্পষ্ট বিচার-ভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া বৌদ্ধ, শাঙ্কর, জৈন, মায়াবাদী, শৈব, শাক্ত, শুদ্ধভক্ত প্রভৃতি সব এক, ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। ইহাদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচার সকলেরই পৃথক্। সুতরাং এ কথাই যুক্তিযুক্ত যে, বৌদ্ধ, শাঙ্কর, জৈন, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি যিনি যাহা চাহিবেন এবং যদি তদুপযুক্ত সাধন করিবেন, তবে তিনি তাহাই পাইবেন। সকলে যখন একই বিষয়ের প্রার্থনা ও তদুচিত সাধন করেন না, তখন সকলেই এক ফল পাইবেন বা সকলেই এক, ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। দেখুন, বৌদ্ধগণ প্রকৃতিলয় বা শূন্যবাদী, শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মবাদী বা মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মে লয় প্রার্থনা করেন; শাক্তগণ ধনজনাদি বিষয়-ভোগের প্রার্থনা করেন; শৈবগণ মোক্ষের প্রার্থনা করিয়া 'সোঽহং' বা "শিবোঽহং' হইবার চেষ্টা করেন। আবার দেখুন, বৌদ্ধগণ বেদ মানেন না, শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ বেদকেই অপৌরুষেয় বাণী বলিয়া থাকেন, শাক্তগণ জড় মহামায়াকেই আদ্যা-শক্তি বলিয়া মূল বিচার করেন, আবার শৈবগণ কিন্তু ভবানীপতি শিবকেই মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। অতএব দেখুন, ইহাদের বিচার পরস্পর ভিন্ন, সাধন ভিন্ন, সুতরাং ইহাদের প্রাপ্তিফলও ভিন্ন ইহাতে আর সন্দেহ কি?

এস্থলে জগতের সমগ্র মানবগণের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে আমাদের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যদি প্রকৃতই একটি ফল লাভ করিতে চান্ বা সকলে এক জায়গায় যাইতে চান্ এবং সকলে সাম্য ও মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া 'সমন্বয়' অর্থে সকলের মধ্যে সঙ্গতি, মিলন বা অবিরোধ আশা করেন, তবে আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীনারায়ণ-কথিত চতুঃশ্লোকীভাগবতের চতুর্থ "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্"-শ্লোক ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া, সকল শাস্ত্রে বর্ণিত, সকল সাধনের মধ্যে যেটি অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা স্থিরীকৃত বা নির্ণীত হয়, তাহারই অনুসরণ করি। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার চরণানুচরগণ আমাদিগকে সেই পরতত্ত্বের

সন্ধান দিতে গিয়া অপূর্ব্ব মহাচিৎ-সমন্বয়ের কথা জানাইয়াছেন। যাঁহার আশ্রয় পাইলে, সকলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া, সকল শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত করিয়া, এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অধিকার ও সাধ্যানুযায়ী শ্রেয়ঃসাধন স্বীকার করিলে, একদিকে যেমন সর্ব্বজীবের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন লাভ করিবেন, তেমনই পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় পাইয়া, শ্রীগীতা-অধ্যয়নের প্রকৃত ফল লাভ করিতে পারিবেন।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমাদের সতীর্থ পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীমৎ হরিপদ বিদ্যারত্ন, কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্, মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের অন্বয়, অনুবাদ ও টীকার বঙ্গানুবাদ, বিজ্ঞপ্তি, দেখিয়া দিয়া এবং স্থানে স্থানে সংশোধন ও পরিপূরণ করিয়া, আমাকে চিরতরে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমাদের স্নেহভাজন শ্রীমান্ ভবানন্দ দাসাধিকারী, ভক্তিশরণ মহাশয় এই গ্রন্থ-প্রকাশানুকূল্যে এক সহস্র মুদ্রা-প্রদানমুখে সর্ব্বপ্রথমে কার্য্যারম্ভের সুযোগ দিয়া, আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে কলিকাতায় ও শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-সেবায় প্রভূত অর্থানুকূল্য করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রচুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

আমাদের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত রাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়, ভক্তিসুহৃদ্ মহাশয় পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতকালীন লেখকের কার্য্য করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

আমাদের অন্যতম স্নেহাস্পদ কলিকাতার শ্রীআসন-রক্ষক শ্রীমান্ কালীয়-দমন দাসাধিকারী ভক্তিকুশল মহাশয় প্রেসে যাতায়াতাদি কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার এবং গ্রন্থ-বিভাগের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া, বাস্তবিকই শ্রীগুরু-সেবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ লাভকরতঃ ধন্য হইয়াছেন।

প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও এই সংক্রান্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ গ্রন্থ-মুদ্রণ-ব্যাপারে বিশেষ যত্ন ও পটুতা প্রদর্শন করায় আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

আমার কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাসাধিকারী, ভক্তি-ভূষণ, মহাশয় সময় সময় প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে সহায়তা করায় তিনিও ধন্যবাদের পাত্র।

সর্ব্বশেষে, পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, আমার সর্ব্ববিধ অসুবিধা ও অযোগ্যতার মধ্যে এবং প্রুফ্-সংশোধনাদি-কার্য্যে দক্ষতার অভাবে গ্রন্থে অনেক ভুল, প্রমাদ অনিবার্য্যরূপে রহিল, সুধী পাঠকবর্গ নিজগুণে কৃপা-পূর্ব্বক সংশোধনকরতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে, আমি বিশেষ কৃতার্থ হইব। ইতি—

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদরজঃ-প্রার্থী

শ্রীরাধাষ্টমী বাসর।
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬০।

( ত্রিদণ্ডিভিক্ষু )
**শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী**

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ।

কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত
শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্লোক-সুচী

( বর্ণানুক্রমে )

## অ

৯।২৪, অহিংসা সত্যমক্রোধঃ ১৬।২, অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ ১০।৫, অহোবত


## আ



## ই

ঈ



উ



ঊ



ঋ



এ



ঐ

## ও



## ক



## গ



## চ

জ

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং ৪।৯, জরামরণ-মোক্ষায় ৭।২৯, জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ২।২৭, জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য ৬।৭, জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে ৯।১৫, জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা ৬।৮, জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ১৮।১৯, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ১৮।১৮, জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্ ৭।২, জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং ৫।১৬, জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি ১৩।১২, জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী ৫।৩, জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে ৩।১, জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ ১৩।১৭।

ত

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে ১।৩৩, তচ্চ সংস্মৃত্য ১৮।৭৭, ততঃ পদং তৎ পরি-মার্গিতব্যম্ ১৫।৪, ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ ১।১৩, ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে ১।১৪, ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো ১১।১৪, তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ ১৩।৩, তত্ত্ববিত্তু মহা-বাহো ৩।২৮, তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং ৬।৪৩, তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ ১৪।৬, তত্রা-পশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ ১।২৬, তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং ১১।১৩, তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা ৬।১২, তত্রৈবং সতি কর্ত্তারং ১৮।১৬, তদিত্যনভিসন্ধায় ১৭।২৫, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ৪।৩৪, তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনঃ ৫।১৭, তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী ৬।৪৬, তপাম্যহমহং বর্ষং ৯।১৯, তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি ১৪।৮, তমুবাচ হৃষীকেশঃ ২।১০, তমেব শরণং গচ্ছ ১৮।৬২, তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে ১৬।২৪, তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় ১১।৪৪, তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ ৩।৪১, তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব ১১।৩৩, তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু ৮।৭, তস্মাদসক্তঃ সততং ৩।১৯, তস্মাদজ্ঞান-সম্ভূতং ৪।৪২, তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য ১৭।২৪, তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো ২।৬৮, তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং ১।১২, তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্ ২।১, তং বিদ্যাদ্দুঃসংযোগ ৬।২৩, তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ ১৬।১৯, তাং সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ ১।২৭, তানি সর্ব্বাণি সংযম্য ২।৬১, তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী ১২।১৯, তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ ১৬।৩, তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং ৯।২১, তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা ১২।৭, তেষামেবানু-কম্পার্থম্ ১০।১১, তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ ৭।১৭, তেষাং সততযুক্তানাং ১০।১০, ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং ৪।২০, ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে ১৮।৩, ত্রিভির্গুণময়ৈ-র্ভাবৈঃ ৭।১৩, ত্রিবিধং নরকস্যেদং ১৬।২১, ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা ১৭।২, ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদাঃ ২।৪৫, ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ ৯।২০, ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্ ১১।১৮, ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ১১।৩৮।

দ



ধ



ন

## প



## ব

### ভ



### ম

## য

### র



### ল

## শ



## স

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ১৮।৫০; সুখদুঃখে সমে কৃত্বা ২।৩৮; সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ ৬।২১, সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং ১৮।৩৬; সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং ১১।৫২; সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন ৬।৯; স্থানে হৃষীকেশ ১১।৩৬; স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ২।৫৪; স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং ৫।২৭; স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ২।৩১; স্বভাবজেন কৌন্তেয় ১৮।৬০; স্বয়মেবাত্মনাত্মানং ১০।১৫; স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ ১৮।৪৫।

## হ

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং ২।৩৭; হন্ত তে কথয়িষ্যামি ১০।১৯; হৃষীকেশং তদা বাক্যং ১।২০।

———

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

## ৩য় ষট্ক ( ভক্তিমূলক-জ্ঞানযোগ )

**( ১৩শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায় )**

## ভূমিকা

*ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।*
*চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥*
*বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।*
*পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥*
*নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।*
*কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥*
*গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ।*
*তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥*

আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি যে, ভগবদবতার **মহর্ষি শ্রীশ্রীমদ্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস**-রচিত এই **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** শাস্ত্রখানি **শ্রীমন্মহা-**

**ভারতের** অন্তর্গত। অষ্টাদশ অধ্যায় সমন্বিত এই গীতা-শাস্ত্র তিন ষট্‌কে বিভক্ত। ইহার প্রথম ষট্‌কে অর্থাৎ ১ম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত **নিষ্কামকর্ম্মযোগের** বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি, দ্বিতীয় ষট্‌কে অর্থাৎ ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত **ভক্তি-যোগের** বিষয়ও আমরা অবগত হইয়াছি ; বর্ত্তমানে তৃতীয় ষট্‌কে অর্থাৎ ১৩শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত **ভক্তিমূলক জ্ঞানযোগের** বিষয় কিছু জানিবার অভিপ্রায়ে এই খণ্ডের প্রথমে ক্ষুদ্র ভূমিকাটি রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শাস্ত্র অধ্যয়নের পদ্ধতি-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, যাবতীয় শাস্ত্র শাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে অধ্যয়ন করিলেই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিব। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইলে আবার শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্ন মূর্ত্তিমন্ত ভাগবতস্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আনুগত্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থভাগবত, আর কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র ॥" অন্ত্য ৩।৫৩২

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥" ( আদি ১।৯৯-১০০ )

এইজন্যই আমরা শ্রীগীতা-গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইবার মানসে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য আমাদের পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর** এবং গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ** প্রভুবরের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের রচিত ভাষ্যাবলম্বন করিয়াছি। তাঁহারা অহৈতুকী কৃপাবারি আমাদের প্রতি বর্ষণ করিলেই তাঁহাদের কৃপায় প্রকৃত গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে পরম পূজ্যপাদ মদীয় শিক্ষা-গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী** মহারাজের অহৈতুকী করুণায় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীগীতা-গ্রন্থে বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুরের** ভাষ্যাবলম্বনে গীতার্থ অনুশীলন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেমন কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ-বিষয় অবগত হওয়া যায়, শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এই যোগত্রয়ের বিষয় বলিয়াছেন,—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তিকুত্রচিৎ"॥ (ভাঃ ১১।২০।৬)

অর্থাৎ মনুষ্যগণের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছায় আমি ( স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ) জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনটি যোগ উপদেশ করিয়াছি, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় বর্ণিত হয় নাই।

পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে ইহার অধিকারীর বিষয়ও বর্ণন পাওয়া যায়।

"নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
( ভাঃ ১১।২০।৭-৮ )

অর্থাৎ এই যোগত্রয়ের মধ্যে কর্ম্মফলে বিরক্ত কর্ম্মত্যাগি-ব্যক্তিগণের পক্ষে 'জ্ঞানযোগ' এবং কর্ম্মে দুঃখবুদ্ধিশূন্য এবং কর্ম্মফলে বৈরাগ্য-রহিত কামিব্যক্তিগণের পক্ষে 'কর্ম্মযোগ' সিদ্ধিপ্রদ হয়, আর যে ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে আমার ( শ্রীভগবানের ) কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন এবং বিষয়ে অতিশয় বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাঁহার পক্ষে 'ভক্তিযোগ' সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে।

গীতোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ষট্‌কে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে 'জ্ঞানযোগ'-বিষয়ে তৃতীয় ষট্‌কে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্বে যেমন কর্ম্মকাণ্ড ও কর্ম্ম-

যোগের পার্থক্য, এবং সাধারণ ভক্তি ও ভক্তিযোগের পার্থক্য অবগত হইয়াছি, সেইরূপ বর্ত্তমানে জ্ঞানকাণ্ড ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য-বিষয়ে আমাদের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। 'জ্ঞান' বলিলেই 'জ্ঞানযোগ' বুঝায় না। বহির্ম্মুখ-জ্ঞানকেও জ্ঞান-শব্দে অভিহিত করা হয়। কিন্তু অবিদ্যার অন্তর্গত থাকাকালীন আমরা যে জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যজগতের জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্ঞান আখ্যা দিলেও উহা অজ্ঞানেরই নামান্তর। যেমন শ্রীগীতায় পাই,—

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" ( গীঃ ৫।১৫ )। সেই অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানদ্বারা জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় জীব জড়-বিষয়ে যে সকল জ্ঞান লাভ করে, তাহা আবার মানবের ব্যবহারোপযোগী ভোগোপকরণরূপে অনুভূতি প্রাপ্ত হইলে, বিজ্ঞান নাম ধারণ করে। বর্ত্তমান যুগে এই জড়বিজ্ঞান বহুপ্রকারে আবিষ্কৃত হইয়া মানব-মেধার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। একথাও বলা চলে যে, জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীর মানবজাতি যেরূপ নানাপ্রকার সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, সেইরূপ আবার প্রকৃতজ্ঞান অর্থাৎ জীবের আত্মজ্ঞান-অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের আত্মগত নিত্য শান্তি বা পরা শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। কারণ ঐ জ্ঞান চিৎস্বরূপ জীবাত্মার স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। যাঁহারা জীবের সেই স্বরূপগত জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারাই কেবল সেই স্বরূপগত বৃত্তিতে নিত্য অবস্থিত পরা শান্তি বা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। আজকাল যদিও বৈদ্যুতিক-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, তন্মধ্যে আবার বিশেষ অস্ত্রচিকিৎসা-বিজ্ঞান, সঙ্গীত-বিজ্ঞান, তর্ক-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছে, ঐ সঙ্গে বহুপ্রকার শিল্পেরও উন্নতি বিধানকরতঃ ধূম্রযান, অর্ণবযান, বাষ্পীয়যান, তড়িদ্ বার্ত্তাবহ প্রভৃতি বহুবিধ জড়জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার করিয়া মানবের চিত্তকে বিষয়ভোগের দিকে আকৃষ্ট করিয়া তৃপ্তি বিধান করিতেছে, তথাপি কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর মানবজাতি আজ যেন এক মহা অশান্তির আবর্ত্তনে নিপতিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতেছে। যদিও মানবজাতি পৃথিবীর অশান্তি দূর করিবার মানসে বহুপ্রকার নীতির

আশ্রয় লইয়া শান্তি স্থাপনে যত্নবান্ হইয়া নানাপ্রকার রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, শ্রমনীতি, শারীর-নীতি জীবন-নীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি বহুপ্রকার নীতি আবিষ্কার করিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও মানবের প্রকৃত শান্তি বা প্রীতি আনিতে পারিতেছে না। অধিকন্তু নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন হইয়া সমাজ-জীবন যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পর বিবদমান নীতিও যেন আজ জগজ্জঞ্জাল হইয়াছে। এত শত-শত, সহস্র-সহস্র, উন্নতিবিধান করিয়াও যে মানবের শান্তি আনয়ন করিতে শ্রেষ্ঠ সামাজিকগণ, শিক্ষাবিদ্‌গণ, রাজনৈতিকপুরুষগণ সমর্থ হইতেছেন না, তাহার কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, কেবল ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান, বা নৈতিক-জ্ঞানের দ্বারা মানবের শান্তি হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত মানব এই জগতের স্রষ্টা, জগৎপতি, জগদীশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয়ে জীবনকে পরিচালিত না করে, ততদিন মানবের শান্তির পথ উদ্ঘাটিত হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, এক সময়ে দেবর্ষি নারদ রাজা প্রাচীনবর্হিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে॥" (ভাঃ ৪।২৫।৪)

অর্থাৎ হে রাজন্! আপনি এই কাম্য-কর্ম্মের দ্বারা কোন্ শ্রেয়ঃ-কামনা করিতেছেন? দুঃখ-নিবৃত্তি এবং সুখ-প্রাপ্তি—ইহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত, কিন্তু কর্ম্মমার্গে ইহা লভ্য হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞান-নৌর্ব্যসনার্ণবম্॥" (ভাঃ ৪।২৪।৭৫)

অর্থাৎ ইহলোকে যতপ্রকার কল্যাণ আছে, শ্রীভগবানের জ্ঞানই তাহার মধ্যে চরম কল্যাণ; কারণ যিনি জ্ঞানরূপ নৌকা আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দুস্তর বিপদপরিপূর্ণ এই সংসার-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

কিন্তু অনেকে আবার সেই পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া দুর্ভাগ্য-ক্রমে মায়াবাদীর কবলে কবলিত হইয়া একপ্রকার জ্ঞানকাণ্ডের আবাহন করেন, যাহাতে তাঁহারা প্রকৃত শুদ্ধ ভগবজ্-জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। ইহাকে তাঁহারা 'ব্রহ্মজ্ঞান' সংজ্ঞায় সজ্ঞিত করেন কিন্তু এই জ্ঞানের সম্বন্ধে আমি **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত** শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতেছি।

"ব্রহ্মজ্ঞান বলেন যে, এই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু একমাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। জগদ্বিশ্বাস কেবল মায়া-মাত্র। জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্ম। অবিদ্যা দূর হইলেই জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলিয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় এই মতকে প্যানথিজম্ ( Pantheism ) বলে। অদ্বৈত-বাদ দুই প্রকার, মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। মায়াবাদে কিছুই হয় নাই, কেবল মায়াদ্বারা জগৎ প্রতীতি হইতেছে। বিবর্ত্তবাদে কিয়ৎপরিমাণ কার্য্য স্বীকার আছে, তাহাও দুইপ্রকার অর্থাৎ বিকার ও বিবর্ত্ত। তত্ত্বকে স্বীকারপূর্ব্বক যে অন্যথা বুদ্ধি উত্থিত হয়, তাহার নাম বিকার; যথা— দুগ্ধকে স্বীকারপূর্ব্বক অন্য বস্তু-রূপ দধি বিকারস্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছে। তত্ত্বকে অস্বীকারপূর্ব্বক যে প্রতীতি ভাসমান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যথা— রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান। মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদে আরও অনেকপ্রকার জীববাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু কয়েকটি মূল কথায় উহাদের সকলের ঐক্য আছে। আমরা সঙ্ক্ষেপতঃ তাহার বিচার দেখাইব।

১। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু নাই। যাহা প্রতীত হইতেছে, তাহা সত্য নয়। ব্যবহারিক প্রতীতি মাত্র।

২। জীব নাই, যদি থাকে, তবে ব্রহ্মের বিকার বা বিবর্ত্ত।

৩। জগৎ মিথ্যা।

৪। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম।

৫। মুক্তিই চরম প্রয়োজন।

৬। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ নিঃশক্তিক।

ব্যবহারিক প্রতীতিবিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সাবধান হইয়া বলিতে হয়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, প্রস্তাবককে উন্মত্তশ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রত্যয় হয়। জীব যে একটি ক্ষুদ্রতত্ত্ব-বিশেষ, তাহাও সহজ-প্রতীতি। ব্রহ্ম যে সকলের কর্ত্তা, নিয়ন্তা ও পাতা, ইহাও যুক্তিসহকারে সহজে বিশ্বাস করা যায়। আমি নাই, যাহা দেখিতেছি, সমস্ত এরূপ নয়। ভিতরে একটি সত্য আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভানস্বরূপ এ সমস্ত প্রতীত হইতেছে, এরূপ প্রস্তাব কে করে? যদি ভ্রান্ততত্ত্বস্বরূপ জীব এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটীও মিথ্যা হইতে পারে। মাদকভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবম্বিধ প্রস্তাব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কখন কখন তাহারা বাদসাহা বা নবাব বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে এবং সেই অভিমানে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়। তখন তাহারা যে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি অনেক-প্রকার, তন্মধ্যে কুতর্ক-জনিত ভ্রান্তি, চিত্তপীড়াবশতঃ ভ্রান্তি ও মাদক-সেবনদ্বারা ভ্রান্তি, ইহারা প্রধান। তর্কহত হইয়া নর-বুদ্ধিই এরূপ বিষম ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে। ইউরোপদেশে পেন্থিষ্ট (Pantheist) বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহাদেরও ঐ মত। তন্মধ্যে স্পিনজা (Spinoza) বলিয়া একজন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি ঐ মতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিওসফিষ্ট মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত। ব্রাহ্মণসমাজে প্রায়ই ঐ মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে! এতদূর প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে কোন ভ্রান্তমতের ব্যবস্থা জগতে আছে, সে সমুদয়ই অদ্বৈত-মতের অধীন হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, সেও অদ্বৈতবাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততত্ত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাক্রমে সকলেই অদ্বৈতমতকে আপন আপন চরম উর্দ্ধতা বলিয়া পূজা করেন। মূলতত্ত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন না। বিশুদ্ধ ভক্তিবাদই যাঁহাদের জীবন, তাঁহারা তত্ত্ববিচার পূর্ব্বক অদ্বৈত-বাদকে বিদায় প্রদান করিয়া সহজ ধর্ম্ম যে ভক্তি, তাহারই অনুশীলন করেন। অদ্বৈত মতের ভিত্তি কি, তাহা দেখা যাউক। জগতে যত প্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন, সে সমুদয়কে দ্রব্যজাতি-বিভাগ ও সূক্ষ্মমূল অনুসন্ধান-দ্বারা দ্রব্যসংখ্যার লাঘবক্রমে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরে চেতন-বিশিষ্ট যত বস্তু দেখেন, সে সমুদয়কে চেতন জাতীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। যে বৃত্তিদ্বারা এই দুইটি বস্তু নির্দ্দেশ করেন, সে বৃত্তি মনের বৃত্তি-বিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্তবৃত্তির মূলানুসন্ধান করা সে বৃত্তির কর্ম্ম নয়, অথচ তাঁহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, চিৎ ও জড় কোন মূলতত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারে। এই স্থলে একটি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা-পূর্ব্বক তাহাকেই ঐ উভয় তত্ত্বের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তখন মনে করেন যে, দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধি হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎ হইয়াছে। অথবা যেমত শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকে কোন সময় রজত ভ্রম হয় ও রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মেই জগদ্ভ্রম হইতেছে। এই সিদ্ধান্তকার্য্যে কল্পনা ও যুক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু পদে পদে ইহার ভ্রম দেখা যায়। ব্রহ্মব্যতীত যদি বস্তু নাই, তবে এই জগৎ কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়? রজ্জুতে সর্পভ্রম এই উদাহরণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, যেহেতু কে রজ্জু ও কে সর্প ইহা দেখিতে গেলে রজ্জু যদি ব্রহ্মস্থলীয় হয়, তবে সর্প বলিয়া আর একটি বস্তু না থাকিলে তাহার ভ্রম কিরূপে সম্ভব? এস্থলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। শুক্তি-রজত উদাহরণও তদ্রূপ। দুগ্ধের বিকার যে দধি, তৎস্থলীয় ব্রহ্মের বিকার জগৎ হইলে, দধি যেমন সত্য বস্তু, জগৎও তদ্রূপ সত্য হইয়া পড়ে। এ স্থলেও অদ্বৈতমতের রক্ষা হয় না। অদ্বৈতমতে যতগুলি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। অদ্বৈত-মত স্থাপন করিতে যুক্তি কখনই সমর্থ হয় না। যুক্তিকে ত্যাগ করিলে আর কে সেই মত সমর্থন করিবে?

যদি বল, সহজ জ্ঞান, তাহাও অসম্ভব। সহজজ্ঞানেই ভেদ প্রতীতি ছিল, তাহা নষ্ট করিবার আশয়ে যুক্তির সাহায্য লওয়া হয়। যদি বল, অদ্বৈত মত বেদশাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, তাহাও অকর্ম্মণ্য। যেহেতু, সেই মতবাদিগণ যে সকল শ্রুতি অবলম্বন করেন, সেইসব শ্রুতিতে অদ্বৈত মত-পোষক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈতমত-পোষক বাক্য সকল কথিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তস্থলে কোন মতের পক্ষপাত করা হয় নাই। বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে সমস্ত বেদ-শাস্ত্রই অদ্বৈত ও নিতান্ত দ্বৈত উভয় মতের অতীত যে অচিন্ত্যভেদাভেদ জ্ঞান, তাহাই শিক্ষা দেন। বিবদমান মতদ্বয়কে নিরস্ত করিবার জন্য স্থলে স্থলে উভয় মত-পোষক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈত মত বেদের মত নয়। বেদশাস্ত্র সিদ্ধজ্ঞানাবতারস্বরূপ নিরপেক্ষ। কোন মতবাদ বেদে নাই। সহজজ্ঞান, বেদশাস্ত্র, যুক্তি, সহজ অনুভূতি, সিদ্ধজ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুমানরূপ প্রমাণ সকল কেহই অদ্বৈত-বাদের পোষক নয়। ভ্রান্ততর্ক ও অযুক্ত বিশ্বাসই ঐ মতের পোষক।"

অতএব মানবগণ জ্ঞানকাণ্ডাশ্রয়ে মায়াবাদান্তর্গত ব্রহ্মজ্ঞান (?) লাভ করিয়াও শুদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞান লাভের অভাবে পরম তত্ত্ব না জানিয়া পরম মঙ্গল লাভে অক্ষম হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্‌॥
শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্‌॥"

অর্থাৎ বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও অদ্যাপি সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন নাই। অপার অনন্ত শব্দ-ব্রহ্মে বিচরণ করিয়াও বেদের মন্ত্রানুসারে বজ্রহস্তাদি-চিহ্নধারী পরিচ্ছিন্ন দেবগণকে উপাসনা করিয়াও পরমতত্ত্ব পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন না।

শ্রীগীতায়ও পাওয়া গিয়াছে,—"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।"—
(গীঃ ১০।২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"জ্ঞানমার্গে উপাসক—দুইত' প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর॥
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে 'মুক্তি' নাহি হয়।
ভক্তিসাধন করে যেই 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়॥"

( চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১০২-১০৪ )

শুদ্ধ ভগবজ্ জ্ঞান-বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" (ভাঃ ২।৯।৩০-৩১)

এতৎ প্রসঙ্গে চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত আলোচ্য।

আরও পাই,—

"জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুনেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাস্বরতিং ন কুর্য্যাৎ॥" ( ভাঃ ২।৩।১২ )

অর্থাৎ যখন জ্ঞান গুণোর্ম্মিচক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নির্গুণ সম্বন্ধ-জ্ঞান উদয় হয়। আত্মা প্রসন্ন হয় এবং গুণসঙ্গরহিত হইয়া আত্মা কেবল চিন্ময় স্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কৈবল্যসম্মত নির্গুণ ভক্তিযোগ উদয় হয় অতএব এইরূপ নিবৃত কোন্ পুরুষ হরিকথায় রতি করিবেন না।

অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন-স্বরূপবিশিষ্ট, সর্ব্বশক্তিমান্ সমস্ত কল্যাণগুণবারিধি, লীলাময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ-অনুভবই শুদ্ধ ভগবজ্ জ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি।

শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥” ( চৈঃ চঃ আদি-২ )

ব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥” ( ব্রঃ সং ৫।১ )

সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে নিজেই নিজের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে জীবের পরম মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় ষট্ক অর্থাৎ ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানযোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ জীবগণকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবার মানসে **ত্রয়োদশাধ্যায়ে ‘প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকযোগ’** বর্ণনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন যখন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিষয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই শরীরই ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রকে যিনি অবগত আছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানাইলেন। এবং তিনি আরও বলিলেন যে, যেমন এক একটি দেহে এক একটি জীবাত্মারূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, সেইরূপ আবার সমস্ত ক্ষেত্রের সর্ব্বজগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞরূপে আমাকেই জানিবে। অতঃপর সেই ক্ষেত্র কিরূপ? তাহার বিকারাদি কি প্রকার এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও প্রভাবাদি বর্ণন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব-বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন বেদবাক্যে ও ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তবাক্যে বহুপ্রকারে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার সারার্থ আলোচনা করিলে

পাওয়া যায়,—পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্তরূপ প্রধান, চক্ষুরাদি দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মনরূপ অন্তরেন্দ্রিয়, রূপরসাদি পঞ্চ-বিষয় সাকল্যে চব্বিশটি প্রাকৃততত্ত্বই ক্ষেত্র। ইচ্ছা, দ্বেষাদি—তাহার সেই ক্ষেত্রের বিকার স্বরূপ।

অতঃপর জ্ঞেয়-ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বর্ণনাভিপ্রায়ে তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে অমানিত্বাদি গুণাবলীর কথা বলিলেন। তিনি স্পষ্টই জানাইলেন যে, এই জ্ঞান-লাভের উপায়গুলিই জ্ঞান আর তদ্বিপরীত সকলই অজ্ঞান সুতরাং জ্ঞানবিরোধী সেই সকল পরিত্যজ্যই। এই জ্ঞানরূপ সাধনের দ্বারা লভ্য বস্তুই জ্ঞেয়তত্ত্ব। তাহাই বিস্তারিতরূপে বলিতে গিয়া সেই পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব বর্ণনান্তে সেই পরব্রহ্মে বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য ও তাঁহার বিবিধ গুন-বর্ণন এবং এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়াত্মক ত্রিতত্ত্বের বিজ্ঞান লাভ করিলে যে ভক্তগণ নিরূপাধিক প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাহাও বলিলেন। ব্যতিরেকমুখে ইহাও জানাইলেন যে, অভক্তগণ কিন্তু কেবল অভেদবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। যথার্থ জ্ঞানের তাৎপর্য্যই ভক্তির আশ্রয়ে জীবাত্মার সত্ত্বশুদ্ধি। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মার তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রকৃতি-পুরুষের সংসার-হেতুত্ববিষয় জানাইলেন। প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই জীবের নানাযোনি ভ্রমণ হয়; কিন্তু যিনি ভাগ্যক্রমে প্রকৃতিপুরুষবিবেক-সম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার আর সংসার-বন্ধন থাকে না। অধিকারী-ভেদে ধ্যানাদির দ্বারা কেহ কেহ আংশিক তত্ত্বোপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ভক্তগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ঈশানুসন্ধানকারী সাংখ্যযোগীসকল দ্বিতীয়শ্রেণী, তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণী কর্ম্মযোগিগণ, তদপেক্ষাও নিম্নাধিকারে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা পরকালবিশ্বাসী হইয়া ইতস্ততঃ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাও সাধুসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরিশেষে ভক্তিপথের অধিকারী হইতে পারেন।

অতঃপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে প্রাণিসৃষ্টির কথা বলিয়া, পরমাত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, তিনি অবিনাশী, তাঁহাকে যথাযথদর্শী ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি পরমেশ্বরকে সম্যক্‌দর্শী—তিনি আত্মঘাতী হন না। আত্মা শরীরে অবস্থান করিয়াও নির্লিপ্ত। আকাশ

ও সূর্য্যের দৃষ্টান্ত-দ্বারা আত্মার নির্লিপ্ততা ও প্রকাশকত্ব জ্ঞাপন করিলেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপ দ্বিবিধ আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জানিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন।

এই অধ্যায় হইতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভক্তিতত্ত্বে দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে এই অধ্যায়োক্ত 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ' আলোচ্য। সমস্ত জড়ক্ষেত্রই প্রকৃতি, জীবই পুরুষ, পরমাত্মা এতদুভয়ের নিয়ামক। শ্রীভগবানই সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। জীব তদধীন স্ব স্ব দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের বিচারক্রমে ঈশ্বর, জীব ও জড়ের বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বিজ্ঞান। শ্রীভগবানে বিশুদ্ধভক্তি-লাভই একমাত্র কাম্য।

**চতুর্দ্দশাধ্যায়ে 'গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ'** পাঠ করিলে জানা যায় যে, সকল জ্ঞান-সাধনের মধ্যে ভগবত্তত্ত্বরূপ উত্তম জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে পরা সিদ্ধিরূপ ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই জ্ঞানের আশ্রয়ে জীব অষ্টগুণযুক্ত ব্রহ্মসাধর্ম্ম্য লাভকরতঃ সৃষ্টিকালে জন্ম ও প্রলয়ে কোন দুঃখ অনুভব করেন না। জড়া প্রকৃতির মূলতত্ত্ব মহৎব্রহ্মই জগতের মাতৃস্বরূপা যোনি-স্বরূপ। শ্রীভগবানই তাহাতে বীজ আধানকারী পিতৃস্বরূপ। প্রকৃতি ত্রিগুণ-ময়ী, নির্ব্বিকার দেহীকে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান ও সুখের উদয় হয়। রজোগুণ রাগাত্মক, বিষয়তৃষ্ণা ও আসক্তির জনক, জীবকে কর্ম্মাসক্ত করে। তমোগুণ হইতে জীবের প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার উৎপত্তি হয়। গুণগুলি পরস্পর বিরোধী বলিয়া রজো ও তমোকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব; সত্ত্ব ও তমোকে অভিভূত করিয়া রজঃ এবং সত্ত্ব ও রজোকে পরাজিত করিয়া তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করে। অতঃপর গুণাদির বৃদ্ধির ফল বলিয়া, মরণকালে যে গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদনুরূপ ফল প্রাপ্তির কথা বলিলেন। সাত্ত্বিক পুণ্যকর্ম্মের সুখময় ফল, রাজসিক কর্ম্মের দুঃখময় ফল এবং তামসিক-কর্ম্মের অজ্ঞান-ফলের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। বিভিন্ন গুণান্বিত ব্যক্তিগণের বিভিন্ন লোক, লাভের কথা অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্বর্গলোক, রজোগুণে নরলোক এবং তমোগুণে নরকাদি লাভের কথা বলিলেন। প্রকৃতির গুণে যেমন সংসার বিস্তার লাভ করে, সেইরূপ প্রকৃতির গুণ-বিবেক লাভ করিলে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারিলে তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্তি লাভকরতঃ নির্গুণ

প্রেমামৃত আস্বাদন হয়। গুণাতীত হইবার উপায় এবং গুণাতীতের লক্ষণাদি প্রশ্নের জিজ্ঞাসায় শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে আমাকেই সেবা করেন, তিনিই এই গুণ সমূহ অতিক্রমকরতঃ আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্মভাব তাহা লাভ করেন। যিনি গুণত্রয় জয় করিয়াছেন, তিনি দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত হন, তিনি সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র সকল-বিষয়ে সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করেন, কোন গুণের কার্য্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই—জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, সেইজন্য অমৃতত্ব, অব্যয়ত্বাদি, প্রেম ও ঐকান্তিক সুখস্বরূপ ব্রজরস সমুদায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলেই ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হয়।

**পঞ্চদশাধ্যায়ে 'পুরুষোত্তমযোগ'** পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, কর্ম্ম-নির্ম্মিত এই সংসারটি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষবিশেষ। ইহাকে 'অশ্ব-ত্থ' বলিবার তাৎপর্য্য—যাহা 'শ্ব' অর্থাৎ আগামীকল্য থাকিবে না। কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই। কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্য ইহার পত্র-স্বরূপ, এই বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে অবস্থিত, শাখাগুলি অধোভাগে বিস্তৃত। ইহার তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিই তত্ত্ববিৎ। গুণত্রয়ের দ্বারা ইহার শাখাগুলি সম্বর্দ্ধিত। অসঙ্গরূপ অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ়মূল সংসার-বৃক্ষকে ছেদন পূর্ব্বক বিষ্ণুর পরমপদ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুর ভজন-পরায়ণ বিজ্ঞগণই সেই অব্যয়পদ লাভ করেন। যে-স্থানে গমন করিলে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই শ্রীভগবানের পরম স্বরূপ। জীব সেই শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ; কিন্তু মন ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণকে বহন পূর্ব্বক বিষয় ভোগ করে এবং দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানিগণ দিব্য দৃষ্টির দ্বারা জীবের এই অবস্থা দর্শন করিতে পারেন। অশুদ্ধচিত্ত যতিসকল চিত্তত্ত্বের আলোচনার অভাবে জীবাত্মার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। সমগ্র জগতে শ্রীভগবানের বিভূতি অর্থাৎ শক্তির কার্য্য অনুভব করিতে পারিলে, সংসারস্থিত জীব চিত্তত্ত্বের অভিমুখী হইতে পারে। শ্রীভগবানই সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত। সেই পরমাত্মাই সর্ব্ববেদবেদ্য।

এই জগতে ক্ষর ও অক্ষররূপে দুইটি তত্ত্ব অবস্থিত। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূত সমূহ ক্ষর এবং কূটস্থ পুরুষ সর্ব্বদা একাবস্থ অতএব অক্ষর।

এই ক্ষর ও অক্ষরতত্ত্বের অতীত উত্তম পুরুষই পরমাত্মরূপে সকলের প্রভু ও নিয়ামক। এই পরমাত্মতত্ত্বকে লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি নানা মতবাদের দ্বারা মোহিত না হইয়া এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ এবং দাস্য, সখ্যাদি-ভাবে আমার ভজন করিয়া পরম জ্ঞানী ও পরম ভাগ্যবান্ হইয়া জীবনে কৃতকৃতার্থ হন্। ইহাই গুহ্যতম শাস্ত্র।

এই অধ্যায়ে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, জীবের কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ে সংসারই বন্ধনের কারণ কিন্তু হরিভজনের ফলে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া সেই সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া দেয়। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হইয়াও বহির্ম্মুখতা-ফলে মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারে নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করে। আবার শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব জানিতে পারিলে, তাহাকে জীবের একমাত্র উপাস্য-বিচারে তাঁহার উপাসনা করিলে প্রকৃত জ্ঞানযোগ-আশ্রয় হয় এবং সংসার উত্তীর্ণ হইয়া নিত্য শান্তি বা পরা শান্তি লাভ করে।

**ষোড়শ-অধ্যায়ে 'দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগযোগ'** আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সংসারবৃক্ষের দুইটি ফল, একটি জীবের বন্ধন-সাধক, অপরটি মুক্তিদায়ক। এই দুইটি ফলই দৈবী ও আসুরী-সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত। তার মধ্যে দৈবী-সম্পদের যে সকল পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা সত্ত্বসংশুদ্ধি এবং জ্ঞানযোগে বিশেষ অবস্থিতি ঘটে। সত্ত্বসংশুদ্ধির অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে 'জ্ঞানযোগের' ব্যবস্থা রহিয়াছে। সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয়। যদ্দ্বারা এই সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই আসুরী-সম্পদ্। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরণ পূর্ব্বক জ্ঞানযোগের দ্বারা সত্ত্বসংশুদ্ধি হয়। জগতে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি অর্থাৎ দৈব ও আসুর। অসুর-প্রকৃতির লোকেরা জগৎকে অসত্য, আশ্রয়-হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। অসুর-প্রকৃতির লোকদিগের এই অসৎ সিদ্ধান্তের দ্বারা জগতের ধ্বংস সাধিত হয়। অসুরগণের যাবতীয় মতবাদই অশাস্ত্রীয় ও নিরয়প্রাপক।

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিই অসুর-সম্পদের মূলীভূত বিষয়। আত্মনাশক, নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটিকেই উত্তম ব্যক্তির পরিত্যাগ করা উচিত। এই তিনটির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শ্রেয়ঃ আচরণ করিতে পারিলে মুক্তি লাভ হয়। শাস্ত্রবিধি আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রেয়ঃ আচরণ করিতে

হয়, শাস্ত্রীয় বিধির উল্লঙ্ঘনকারীর কোন গতি নাই। অতএব আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়-নিরূপণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই একমাত্র ভগবদ্ভক্তি।

এই অধ্যায় হইতে আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে যে, আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির আসুরস্বভাব ত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাসহকারে নববিধ ভক্তিসাধন করাই কর্ত্তব্য। অসুর-স্বভাব প্রাপ্ত হইলে ভক্তিমহিমাকে প্রশংসা জ্ঞান, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে 'ভক্তি' বলিয়া নির্দ্ধারণ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে ভক্তির সহিত সমজ্ঞান, শাস্ত্রীয় ভক্তিতে অবিশ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ অসিদ্ধান্তজনিত অপরাধ উৎপন্ন হয়।

**সপ্তদশ-অধ্যায়ে 'শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ'** বর্ণিত হইয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে শ্রদ্ধা ত্রিবিধ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী লোকের অন্তঃকরণ গঠিত হয়। তদনুযায়ীই শ্রদ্ধা স্বাভাবিকভাবে লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রদ্ধার তারতম্যেই লোকের উপাস্য, আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান-বিষয়েও ত্রিবিধ ভেদ দেখা যায়।

সংশুদ্ধ অন্তঃকরণ বা সত্ত্বের শ্রদ্ধা নির্গুণ ভক্তিবীজ। সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ যাহাদের অশুদ্ধ তাহাদের শ্রদ্ধা সগুণা। সগুণ অবস্থায় তপস্যা, যজ্ঞ, দান, ও আহারবিষয়ে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। নির্গুণ শ্রদ্ধা-সহকারে যখন সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তখনই উহা সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয় লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি ব্রহ্ম নির্দ্দেশক ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই তিনটি পদ বা নামের উচ্চারণ পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ নির্গুণতা-লাভসহকারে ভক্তি-অধিকার প্রদানে সমর্থ হয়।

সুতরাং নির্গুণ শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদয়ই অসৎ। সকল শাস্ত্রে নির্গুণ-শ্রদ্ধার উপদেশ করেন। শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ-শ্রদ্ধাকেও পরিত্যাগ করিতে হয়। নির্গুণ-শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ। অতএব বদ্ধজীবের পক্ষে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই কর্ত্তব্য।

এই অধ্যায়ের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্বভাবজাত গুণময়ী শ্রদ্ধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় নির্গুণ-শ্রদ্ধা আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন সহকারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান শাস্ত্র-বিহিত। এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মোদ্দেশক 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মবাদিগণ শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় যজ্ঞ, দান, তপ ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

**অষ্টাদশ-অধ্যায়ে বর্ণিত 'মোক্ষযোগ'** সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারতত্ত্ব। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সমস্ত কর্ম্মের চরম ফলই ভক্তি। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তিযোগ' বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্যবিবেক,সগুণ ও নির্গুণ-বিচারের দ্বারা 'জ্ঞানযোগ' কথিত হইয়াছে। সপ্তদশ-অধ্যায় শ্রবণান্তর বর্ত্তমান অধ্যায়ে অর্জ্জুন পুনরায় সন্ন্যাস ও ত্যাগের তাৎপর্য্য পৃথক্‌রূপে জানিবার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইয়া গীতার উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিচক্ষণ কবিগণের মতে কাম্যকর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' এবং সর্ব্বপ্রকার কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও ফলত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বদ্ধজীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বলিয়া ইহা স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নহে, পরন্তু ঐ সকল কর্ম্ম আসক্তি ও ফল ত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠেয়। তিনি আরও বলিলেন যে, ভ্রম-সহকারে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে উহা তামস ত্যাগ হইবে। এইরূপে ক্লেশ-বোধে ত্যাগ রাজস, তাহা নিষ্ফল; আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠান—সাত্ত্বিক; তাহাও বলিলেন। দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত-কর্ম্ম ত্যাগ সম্ভব নহে, কর্ম্মফলত্যাগীই বাস্তবিক ত্যাগী।

বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তমতে কর্ম্মসমূহের সিদ্ধির নিমিত্ত পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিষ্ঠান অর্থে দেহ, কর্ত্তা অর্থে চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, করণ অর্থে ইন্দ্রিয় সকল, বহুবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ নিয়ামক ঈশ্বরের সহায়তা। সুতরাং কেবলমাত্র জীবকে কর্ত্তা মনে করা ভ্রম। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটিই কর্ম্মের প্রেরণা; করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি কর্ম্মের আশ্রয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা যে আবার গুণভেদে

ত্রিবিধ তাহাও বিস্তারিতভাবে বলিলেন। তারপর বুদ্ধি ও ধৃতিরও ত্রিবিধত্ব বর্ণন করিলেন। সুখও যে ত্রিবিধ তাহাও জানাইলেন। পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে অর্থাৎ প্রাকৃত সৃষ্টিতে এমন কোন প্রাণী নাই যে, তাহা এই প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ হইতে মুক্ত। জ্ঞানী ও কর্ম্মীসকলও, এই প্রাকৃতগুণের বশীভূত। একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণ প্রাকৃতগুণকে দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য স্বীকার করিলেও, তাঁহারা নির্গুণ থাকিতে পারেন।

এই স্বভাবজাত গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্ম বিভাগ হইয়াছে। বিভিন্ন বর্ণের কর্ম্মবিভাগ বর্ণনান্তে শ্রীকৃষ্ণ ইহাও আমাদিগকে জানাইলেন যে, কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপণ হয় না, স্বভাবের দ্বারাই তাহা নিরূপিত হয়। সমস্ত বর্ণান্তর্গত জীব স্বকর্ম্মদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করতঃ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীভগবানের তুষ্টি-বিধানের ফলে জ্ঞানাধিকারী হয়। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, কারণ স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোন পাপের উদয় হয় না। সকল কর্ম্মেই কিঞ্চিৎ দোষ থাকে, যেমন অগ্নির সঙ্গে ধূমের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেইরূপ দোষাবৃত কর্ম্মের দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাব-বিহিত কর্ম্মের গুণাংশ আশ্রয় করিয়াই সত্ত্ব-সংশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তিশূন্য, বশীকৃতচিত্ত ও সুখাদিতে নিস্পৃহ ব্যক্তি স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভকরতঃ জীব যে জ্ঞানের পরিনিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহাও বলিলেন। বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগকরতঃ রাগদ্বেষহীন, নির্জ্জনসেবী, মিতাহারী, সংযত কায়বাঙ্মানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক অহঙ্কারাদি শূন্য হইয়া নির্ম্মম ও শান্তপুরুষ অষ্টগুণস্বরূপ ব্রহ্মভাবো-পলব্ধির যোগ্য হন। এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থিত হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন। এইরূপ পরা ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব তাহা জানিতে পারিয়া যথাকালে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীভগবানের সম্বন্ধীয় ‘গুহ্যজ্ঞান’।

শ্রীভগবানের একান্ত ভক্ত সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও ভগবদনুগ্রহে অব্যয় পদরূপ পরমব্যোম লাভ করেন। কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণকরতঃ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার স্মরণ-পরায়ণ হইলে তাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হওয়া যায়, নতুবা অহঙ্কারাশ্রয়ে সংসাররূপ বিনাশ লাভ করিতে হয়। নিজের স্বতন্ত্রবিচাররূপ অহঙ্কারকে বরণ করিলেও জীব প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই স্বাভাবিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসমূহও সেইরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতেই ভ্রামিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হইলেই জীব পরা শান্তি ও নিত্য ধাম লাভ করিতে পারিবে—ইহাই 'গুহ্যতর উপদেশ'।

বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে গুহ্যতম জ্ঞানের উপদেশ দিতে গিয়া বলিলেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমারই সেবাপরায়ণ হও, আমার পূজাপরায়ণ ও প্রণতি-পরায়ণ হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ হইতে এবং পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-ত্যাগ-জনিত সমুদয় পাপ হইতে উদ্ধার করিব। আমাতে নির্গুণভক্তি আচরণ করিতে পারিলে, তাহাকে আর অন্য কোন ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ, জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস কিছুই করিতে হয় না। এই 'গুহ্যতম জ্ঞানের' উপদেশ দ্বারা গীতার উপসংহার করতঃ গীতা শ্রবণের অনধিকারী ও অধিকারী নির্ণয় করিলেন। গীতাবাক্য-উপদেশ-কারীর ফলও বলিলেন।

অর্জ্জুন শ্রীভগবানের শ্রীমুখে উপদেশ শ্রবণ করিয়া মোহ ও সংশয় নিবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ-পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে, স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীব্যাসদেবের প্রসাদে আমি শ্রবণ করিয়াছি এবং তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছি। তিনি আরও বলিলেন—যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্দ্ধারী

অর্থাৎ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং নীতি অর্থাৎ ন্যায়—ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য।

সমগ্র গীতাতে অর্জ্জুন ষোলটি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই প্রশ্নোত্তর সম্বলিত গীতাশাস্ত্র আমাদের পরম আদরের বস্তু। ইহা সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইলে অন্য বিস্তর শাস্ত্রের প্রয়োজনও সাধারণতঃ থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত ষোলটি প্রশ্ন যথাক্রমে বর্ণন করিবার প্রয়াস করিতেছি। পূর্ব্বেই আমরা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের 'ভাষাভাষ্য' পাঠে অবগত হইয়াছি যে, "শ্রদ্ধাবান্ জীব নিচয়কে অবিদ্যা-শার্দ্দুলীর মুখ হইতে মোচন করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের মোহ নিবারণ করিবার ছলকরতঃ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্বনিরূপিকা এই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন।" তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুচরণ-আশ্রয় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; তাহাই শিক্ষা-প্রদানমানসে মুণ্ডক শ্রুতি-বর্ণিত "তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" এবং ছান্দোগ্য-বর্ণিত "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—এই বিচারানুসারে শ্রীমদর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করিলেন। ইহা শ্রীগীতার "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ" ( গীঃ ২।৭ ) শ্লোকে পাওয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার পর গীতোক্ত শিক্ষানুসারেই "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—( গীঃ ৪।৩৪ ) এই শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাফলে শ্রীগুরুচরণের প্রসন্নতাক্রমে তত্ত্বজ্ঞান অবগত হওয়া যায়, এই আচরণ শিক্ষাপ্রদানকল্পে অর্জ্জুনের প্রশ্নগুলির উত্থাপন হইয়াছে।

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ( গীঃ ২।৫৪ ) এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ও আচরণাদি-বিষয়ে জানিবার জন্য প্রথম প্রশ্ন করিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নে অর্জ্জুন জানিতে চাহিলেন যে, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। ইহা "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণঃ" ( গীঃ ৩।১-২ ) শ্লোক পাঠে জানা যায়। "অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং" ( গীঃ ৩।৩৬ ) শ্লোকে অর্জ্জুন তৃতীয় প্রশ্নের অবতরণা করিলেন যে, জীব অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া পাপ আচরণ করে? "অপরং ভবতো জন্ম" ( গীঃ ৪।৪ ) শ্লোকে অর্জ্জুন চতুর্থ প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যদেব অপেক্ষা পরবর্ত্তীকালে জন্মিয়াও কি প্রকারে তাহাকে

( সূর্য্যদেবকে ) এই যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন ? "সংন্যাসং কর্ম্মনাং" ( গীঃ ৫।১ ) শ্লোকে অর্জ্জুন পঞ্চম প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন যে 'কর্ম্মত্যাগ' ও 'কর্ম্মযোগে'র মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ ? "যোহয়ং যোগস্ত্বয়া" ( গীঃ ৬।৩৩ ) শ্লোকে অর্জ্জুন ষষ্ঠ প্রশ্ন করিলেন, হে মধুসূদন ! তোমার কথিত যোগের দ্বারা চঞ্চল মনকে স্থির করিতে পারিতেছি না কেন ? "অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো" (গীঃ ৬।৩৭) শ্লোকে অর্জ্জুন সপ্তম প্রশ্ন করিলেন যে, প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যোগে প্রবৃত্ত, পরে অযত্নবশতঃ বিচলিত, তাহার গতি কিরূপ ?" কিন্তদ্-ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং" ( গীঃ ৮।১-২ ) শ্লোকদ্বয়ে অর্জ্জুন অষ্টম প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন যে, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ, এই ছয়টি শব্দের অর্থ কি ? এবং নিয়তাত্ম পুরুষ প্রয়াণকালে তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পারেন ? "বক্তুমর্হস্যশেষেণ" ( গীঃ ১০।১৬-১৭ ) শ্লোকদ্বয়ে অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতিযোগ জানিবার জন্য নবম প্রশ্ন করিলেন। "এবমেতদ্ যথাত্থ" ( গীঃ ১১।৩) শ্লোকে অর্জ্জুন দশম প্রশ্নে ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে চাহিলেন। "আখ্যাহি মে" ( গীঃ ১১।৩১ ) শ্লোকে অর্জ্জুন একাদশ প্রশ্নে উগ্ররূপের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। "এবং সততযুক্তা" ( গীঃ ১২।১ ) শ্লোকে অর্জ্জুন দ্বাদশ প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন যে, তোমার স্বরূপের অনন্য ভক্তযোগী এবং নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসক আধ্যাত্মিক যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব" ( গীঃ ১৩।০ ) শ্লোকে ত্রয়োদশ প্রশ্নে অর্জ্জুন, প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি ? তাহা জানিতে চাহিলেন। "কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্" ( গীঃ ১৪।২১ ) শ্লোকে চতুর্দ্দশ প্রশ্নে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ও আচরণ কিরূপ ? এবং তিনি কিরূপে ত্রিগুণ অতিক্রম করেন ? "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য" ( গীঃ ১৭।১ ) শ্লোকে পঞ্চদশ প্রশ্নে অর্জ্জুন জানিতে চাহিলেন যে, শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লৌকিক শ্রদ্ধা-সহকারে দেবোপাসকগণের নিষ্ঠা কিরূপ ? "সন্ন্যাসস্য মহাবাহো" (গীঃ ১৮।১) শ্লোকে ষোড়শপ্রশ্নে অর্জ্জুন 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ' শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য পৃথগ্-রূপে জানিতে ইচ্ছা করিলেন। উত্তরগুলি গীতার যথাস্থানে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

শ্রীগীতার পাঠকগণের প্রতি আমার নিবেদন, বহুবিধ অসুবিধা ও অসহায়তার মধ্যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববর্গের অহৈতুকী করুণায় এই গ্রন্থখানি

আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেন। নানাবিধ অযোগ্যতা ও প্রুফ্‌সংশোধনাদি কার্য্যে দক্ষতার অভাবে গ্রন্থমধ্যে অনেক ভুল, প্রমাদ থাকিয়া গেল, সুধী পাঠকবর্গ নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক সংশোধনকরতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবধারণ করিলে, আমি কৃতার্থ বোধ করিব।

সর্ব্বশেষ আমার বক্তব্য এই যে, 'রূপলেখা' প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যাপারে যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও সেবাবুদ্ধি লইয়া কার্য্য করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। তদ্ব্যতীত আমার একান্ত অভিলাষ যে, তিনি এই সেবার ফলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপার ভাজন হইবেন। ইতি—

**শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-তিরোভাব-তিথিবাসর।**

৫ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৮১,
৫ই পৌষ, ১৩৭৪

**শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণ-রেণু-সেবাপ্রার্থী**
**( ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ) শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী।**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# প্রকাশকের নিবেদন

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কৃত 'গীতাভূষণ-ভাষ্য' ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'বিদ্বৎ-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যের সহিত বর্ত্তমান শ্রীগীতা-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেন। বহুপূর্ব্বে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা মদীয় পরমগুরুদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদকতায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সংস্করণটিও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যাহাহউক, শ্রীভক্ত-ভগবানের অসীম করুণায় শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য আমাদের শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ এই সুদুর্ল্লভ গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া যে আমাদের কি উপকার সাধন করিলেন, তাহা আমার ভাষায় বর্ণনাতীত। সুধী ও ভক্তবৃন্দ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই অনুভব করিতে পারিবেন।

শ্রীগীতা-গ্রন্থের বহুতর ভাষ্য আছে, কিন্তু সকলগুলি মহাজনানুমোদিত না হইলেও চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই ইহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরত্রয় গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের ও শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভুদ্বয়ের ভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় উদিত হওয়ায় তৎভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে দুরূহই ছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তিপাদের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদসহ গীতার একটি সংস্করণ পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেকভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদনা আরব্ধ হইয়া বর্ত্তমান সম্পাদকের দ্বারা তাহাও সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে শ্রীমদ্বলদেবের ভাষ্যটিরও বঙ্গানুবাদসহ এই সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের বহুদিনের অভাব পরিপূরণ হইল।

এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে প্রত্যেক শ্লোকের সংস্কৃত অন্বয়ের বাংলা প্রতিশব্দ ও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আরও বৈশিষ্ট্য যে, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষ্যটি সর্ব্বত্র সংযোজিত আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষ্যটিতে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাটি বিচার ও প্রীতিরসপূর্ণ এবং শ্রীবলদেবের টীকাটি তাত্ত্বিক বিচারে পরিপূর্ণ। এই ঠাকুরত্রয়ের ভাষ্যেই শ্রীচৈতন্যানুমোদিত শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ থাকায় গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম আদরের বিষয় হইয়াছে।

এই সকল ভাষ্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের পূতিগন্ধ নাই; অধিকন্তু অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কৈতবমুক্তা অকৈতব শুদ্ধা ভক্তির বৈশিষ্ট্য ও পরম উজ্জ্বলতা সংরক্ষিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন, প্রতিখণ্ডের প্রথমে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ যে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠে প্রতি খণ্ডের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যাইবে।

এ-বিষয়ে আমার আর অধিক লিখিবার কিছু নাই, গ্রন্থ স্বয়ং নিজ মহিমায় সকলকে আকৃষ্ট করিবেন, ইহাই আশা করি। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক ;
১লা মাঘ, ১৩৭৪।
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯

**শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস—**
**শ্রীসতী প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ১ ॥

গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২ ॥

মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৩ ॥

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ৪ ॥

ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬ ॥

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥ ৭ ॥

---

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জয়তি বিদ্যাভূষণোবলদেবপূর্ব্বো হরিরতিঃ সূরিঃ।
যেন গোবিন্দভাষ্যং গোবিন্দাদেশাৎ প্রতেনে ॥

শ্রীকৃষ্ণবক্ত্র গলিতং শ্রুতিসারমেতদ্
গীতামৃতং পরমপূজ্যমহাপ্রভোর্হি।
স্বাত্তং কৃপাবশভবং বলদেবগীতা-
ভাষ্যেণ ভূষিতমভূদথভূষণেন ॥

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোঃ পরিষদঃ প্রাগ্রেসরঃ পূজিতঃ
সিদ্ধো ভক্তিবিনোদবিজ্ঞ ইতি তদ্ ভাষ্যং চিতং ভাষয়া।
তস্যৈতদ্কৃপয়ানুভূষণমথো গৌড়ীয়-সৎসিদ্ধান্ততো
মূঢ়োঽয়ং কলয়াঞ্চকার তদনু প্রীত্যানুগত্যেন হি ॥

অস্মিন্ গীতামৃতে যস্য শিক্ষাসারে ভবেদ্রতিঃ।
স মোদতামধীত্যৈতৎ কুতুকেনেতি মে মতিঃ ॥

সম্পাদক

# ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

**প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।**
**এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥**

**অন্বয়**—অর্জ্জুন উবাচ,—( অর্জ্জুন বলিলেন ), কেশব ! প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষম্ চ এব ( এবং পুরুষ ), ক্ষেত্রং ( ক্ষেত্র ) ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ ( ও ক্ষেত্রজ্ঞ ) জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্ চ ( জ্ঞান ও জ্ঞেয় ) এতৎ ( এই সকল ) বেদিতুম্ ( জানিতে ) ইচ্ছামি ( ইচ্ছা করি )।

**অনুবাদ**—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব ! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকলের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

**ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।**
**এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥**

**অন্বয়**—শ্রীভগবান্ উবাচ—( শ্রীভগবান্ বলিলেন ), কৌন্তেয় ! ( হে কৌন্তেয় ! ) ইদং শরীরং ( এই শরীর ) ক্ষেত্রম্ ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া) অভিধীয়তে ( অভিহিত হয় )। যঃ ( যিনি ) এতৎ ( এই দেহকে ) বেত্তি ( জানেন ) তং ( তাহাকে ) তদ্বিদঃ ( ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ববিৎগণ ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি ( ক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে ) প্রাহুঃ ( বলিয়া থাকেন ) ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কৌন্তেয় ! এই দেহ ক্ষেত্র নামে অভিহিত, যিনি এই দেহকে জানেন, তাঁহাকে তত্ত্ববিৎগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই সকলের তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন ! আমি তোমাকে পরম-রহস্যস্বরূপ ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার স্বরূপ ও বদ্ধজীবের কর্ম্মসকল ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং নিরুপাধিক ভক্তি স্বরূপও

বলিলাম; তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ অভিধেয়ের বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি-বিজ্ঞান-বিচার-দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতেছি; তাহা শ্রবণ করতঃ তোমার নিরুপাধিক-ভক্তিতত্ত্বে অধিকতর দার্ঢ্য হইবে। আমি যখন ব্রহ্মাকে ভাগবত-শাস্ত্রের মূল চতুঃশ্লোক বলিয়াছিলাম, তখনও "জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" এই বাক্য-দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য (প্রয়োজন প্রেম) ও তদঙ্গ (অভিধেয় সাধন-ভক্তি) এই চারিটি বিষয়ের উপদেশ দিই। এই চারিটি বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না; অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশপূর্ব্বক রহস্যোপযোগিনী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি। বিশুদ্ধভক্তি উদিত হইলে অহৈতুকজ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। তুমি ভক্তি আচরণপূর্ব্বক এই দুইটি আনুষঙ্গিক ফল অনুভব কর। হে কৌন্তেয়! এই শরীরের নাম ক্ষেত্র; যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ॥ ১॥

**শ্রীবলদেব**—কথিতাঃ পূর্ব্বষট্কাভ্যামর্থাজ্জীবাদয়োঽত্র যে।
স্বরূপাণি বিশোধ্যন্তে তেষাং ষট্কেঽন্তিমে স্ফুটম্॥
ভক্তৌ পূর্ব্বোপদিষ্টায়াং জ্ঞানং দ্বারং ভবত্যতঃ।
দেহজীবেশবিজ্ঞানং তদ্বক্তব্যং ত্রয়োদশে॥

আদ্যষট্কে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং জীবাত্মজ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিতয়া দর্শিতম্; মধ্যষট্কে তু 'ভক্তি' শব্দিতং পরমাত্মোপাসনং তন্মহিমনিগদ-পূর্ব্বকং উপদিষ্টম্; তচ্চ কেবলং তদ্বশ্যতাকরং সত্তৎপ্রাপকম্। আর্ত্তা-দীনাং তু তমুপাসীনানামার্ত্তিবিনাশাদিকরং তদেকান্তিপ্রসঙ্গেন কেবলং সত্তৎ-প্রাপকঞ্চ। যোগেন জ্ঞানেন চোপসৃষ্টং ত্বৈশ্বর্য্যপ্রধানতদ্রূপোপলম্ভকং মোচকং চেত্যুক্তম্; তথাস্মিন্নন্ত্যষট্কে প্রকৃতি-পুরুষ-তৎসংযোগহেতুক-জগত্তদীশ্বর-স্বরূপাণি কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-স্বরূপাণি চ বিবিচ্যন্তে। জ্ঞানবৈশদ্যায় এতাবত্ত্রয়ো-দশেঽস্মিন্নধ্যায়ে দেহ-জীব-পরেশ স্বরূপাণি বিবেচনীয়ানি; দেহাদিবিবিক্তস্যাপি জীবাত্মনো দেহসম্বন্ধহেতুস্তদ্বিবেকানুসন্ধিপ্রকারশ্চ বিমর্শনীয়ঃ। তদিদমর্থজাত-মভিধাতুং ভগবানুবাচ,—ইদমিতি। হে কৌন্তেয়! ইদং সেন্দ্রিয়প্রাণং শরীরং ভোক্তুর্জীবস্য ভোগ্যসুখদুঃখাদি-প্ররোহকত্বাৎ ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে তত্ত্বজ্ঞৈঃ। এতচ্ছরীরং দেবোঽহং মানবোঽহং স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যজ্ঞৈরাত্মভেদেন

প্রতীয়মানমপি যঃ শয্যাসনাদিবদাত্মনো ভিন্নমাত্মভোগমোক্ষসাধনঞ্চ বেত্তি, তং বেত্তাচ্ছরীরাত্তদ্বেদিতৃতয়া ভিন্নং তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি প্রাহুঃ। ভোগমোক্ষসাধনত্বং শরীরস্যোক্তং শ্রীভাগবতে,—"অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্" ইতি। শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো ন,—ক্ষেত্রত্বেন তজ্‌জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় ছয় অধ্যায়দ্বারা যে সকল জীব প্রভৃতি অর্থতঃ বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের স্বরূপ এই শেষের ছয়টি অধ্যায়ে বিশদভাবে বিশোধিত হইতেছে। পূর্ব্বে উপদিষ্ট ভক্তিবিষয়ে জ্ঞান দ্বারস্বরূপ হয়, এইজন্য এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ, জীবাত্মা ও ঈশ্বরের বিজ্ঞান বর্ণনীয়।

এই গীতাগ্রন্থে প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা জীবাত্মজ্ঞান হয় এবং উহা পরমাত্মজ্ঞানের উপযোগীরূপে স্বীকৃত। তৎপরবর্ত্তী ছয়টি অধ্যায়ে ( মধ্যষট্‌কে ) 'ভক্তি' শব্দের বাচ্য পরমেশ্বরের উপাসনা তাঁহার মহিমা বর্ণনা পূর্ব্বক উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই পরমাত্মার উপাসনারূপ ভক্তি যদি শুদ্ধা ভক্তি হয় এবং ঈশ্বরের বশ্যতা বা দাসত্বে পূর্ণ হয়, তবে উহা ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ হয়। যদিও আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু প্রভৃতি ঈশ্বরোপাসকগণের পরমেশ্বরের উপাসনা আর্ত্তি প্রভৃতি নাশ করে কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত প্রসঙ্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত শুদ্ধোপাসনা হইলে ঈশ্বর-প্রাপ্তির কারণও হয়। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগে অনুপ্রাণিত হইলে ঐ উপাসনা ঐশ্বর্য্য-প্রধান ঈশ্বরের স্বরূপের অনুভূতি জন্মাইয়া দেয় এবং মুক্তিরও কারণ হয় এইকথা দ্বিতীয় ষট্‌কে বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই অন্তিম ষট্‌কে অর্থাৎ ত্রয়োদশাদি অষ্টাদশ পর্য্যন্ত ছয়টি অধ্যায়ে প্রকৃতি, পুরুষ, তাহাদের সংযোগ হইতে জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বরের স্বরূপ ও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিস্বরূপগুলি বিচারিত হইতেছে।

জ্ঞানের বিশদভাবে প্রকাশের জন্য এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে দেহ, জীব ও পরমেশ্বরের ( পরমাত্মা ) স্বরূপগুলি বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। দেহাদি হইতে জীবাত্মা ভিন্ন হইলেও তাহার দেহসম্বন্ধের হেতু তদ্বিবেকের অনুসন্ধানের প্রকার বিশেষভাবে বিচারের বিষয় হইবে। অতএব এই সমস্ত বিষয় বলিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—'ইদমিতি'। হে কৌন্তেয়! এই ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণ ও শরীর, ভোক্তা জীবের ভোগ্য সুখ ও

দুঃখাদির প্ররোহকত্ব হেতু ( জনকত্ব হেতু ) 'ক্ষেত্র' রূপেই তত্ত্বজ্ঞেরা অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শরীর—আমি দেবতা, আমি মানব, আমি স্থূল, আমি কৃশ এইরূপ অজ্ঞ লোক-কর্ত্তৃক আত্মভেদে প্রতীয়মান হইলেও, তাহাকে যিনি শয্যা ও আসনাদির ন্যায় মুক্তি ও ভোগসাধন অথচ আত্মা হইতে ভিন্ন জানেন, তাঁহাকে বেদ্য সেই শরীর হইতে তাহার বেদিতৃরূপে অর্থাৎ জ্ঞাতারূপে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানশালী অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জ্ঞানিগণ ইহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। শরীরেরই ভোগ ও মোক্ষ সাধনত্ব। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—"গৃধ অর্থাৎ কামী গৃহস্থগণ ইহার সুখরূপ ফলটি ভোগ করে, এবং হংস অর্থাৎ বিবেকী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণ ইহার সুখরূপ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যিনি পূজনীয় গুরুবর্গের সাহায্যে ইহা এক পরমানন্দময় পুরুষেরই মায়াশক্তিপ্রভাবে বহুরূপে উদ্ভূত অবগত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বেদের তত্ত্বার্থ জানেন।" শরীরকে যিনি আত্মা বলেন— তিনি কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন, কারণ ক্ষেত্রত্বরূপে জ্ঞান তাহার শরীরে নাই ॥ ১ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীগীতাগ্রন্থ অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহা তিন ষট্‌কে বিভক্ত তন্মধ্যে আদি ষট্‌কে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্য জীবাত্ম-জ্ঞান পরমাত্ম-জ্ঞান-লাভের উপযোগীরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্য ষট্‌কে অর্থাৎ দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে পরমাত্মার উপাসনাকেই 'ভক্তি' বলিয়া নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার মহিমা বর্ণন মুখে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই অনন্যা ভক্তি কেবল শ্রীভগবানের বশীকারে সমর্থ ও তাঁহারই প্রাপক হইয়া থাকে। আর্ত্তাদি চতুর্ব্বিধ উপাসক-গণের যে উপাসনার কথা পাওয়া যায়, তাহা কিন্তু তাহাদের আর্ত্তি প্রভৃতি বিনাশকারক। তবে যদি ঐকান্তিক ভক্তের প্রসঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্রমশঃ আর্ত্তাদি কষায় দূরীভূত হইয়া শুদ্ধা ভক্তি লাভ করতঃ তাঁহারা শ্রীভগবানকে পাইতে পারেন। আর যোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহারা যুক্ত তাঁহারা ঐশ্বর্য্য প্রধানরূপ অনুভব করতঃ মুক্তিলাভ করেন, ইহাও বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অন্তিম ষট্‌কে অর্থাৎ শেষ ছয় অধ্যায়ে প্রকৃতি, পুরুষ ও তৎসহযোগহেতু যে জগদ্ এবং জগতের ঈশ্বর স্বরূপ সমূহের বিচার প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞানের বিশদ বর্ণনের জন্য এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ, জীব ও পরমেশ্বর-স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। দেহাদি-ভিন্ন জীবাত্মার

দেহ সম্বন্ধের হেতু ও তাহার বিবেক অনুসন্ধানের প্রকারও বিচারিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতির তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্লোকে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রশ্নমূলক প্রথম শ্লোকটি কোন কোন টীকাকার গণনা করেন নাই।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নক্রমে বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই ইন্দ্রিয়, প্রাণসহ শরীর ভোক্তা জীবের ভোগ্য সুখ ও দুঃখের প্ররোহ অর্থাৎ অঙ্কুরোৎপাদক ভূমিস্বরূপ, এইজন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত করেন। আর এই শরীরকেই আমি দেবতা, আমি মানব, আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি প্রকার অজ্ঞগণ কর্ত্তৃক আত্মভেদে প্রতীয়মান হইলেও যিনি শয্যা ও আসনাদির ন্যায় আত্মার ভিন্নত্ব ও আত্মার ভোগ ও মোক্ষ-সাধনের বিষয় অবগত আছেন অর্থাৎ বেদ্য শরীর হইতে তাহার জ্ঞাতাকে ভিন্নরূপে উপলব্ধি করেন, সেই তত্ত্বজ্ঞকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শরীর যে ভোগ ও মোক্ষ সাধনের উপায় সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রাঃ গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥"

( ভাঃ ১১।১২।২৩ )

অর্থাৎ কামী গৃহস্থগণ ইহার দুঃখরূপ ফলটি ভোগ করে, এবং হংস অর্থাৎ বিবেকী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণ ইহার সুখরূপ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যিনি পূজনীয় গুরুবর্গের সাহায্যে ইহা এক পরমানন্দময় পুরুষেরই মায়াশক্তি প্রভাবে বহুরূপে উদ্ভূত, ইহা অবগত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া থাকেন।

শরীরকে যাঁহারা আত্মা বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলা যায় না; কারণ তাঁহারা শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া জানেন না।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিলেন যে, এই শরীরই 'ক্ষেত্র' এবং এই ক্ষেত্রতত্ত্ব যিনি জানেন তিনি 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। অর্থাৎ বদ্ধ-

জীবের ভোগায়তন শরীরকেই 'ক্ষেত্র' বলা হয়, এবং যিনি এই দেহকে বদ্ধাবস্থায় ভোগসাধক ও মোক্ষসাধনোপায় বলিয়া জানেন, তিনিই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"ইন্দ্রিয়গণের সহিত শরীর ভোগায়তন-ক্ষেত্র অর্থাৎ সংসার-বৃক্ষের প্ররোহভূমি, বন্ধনদশায় আমি, আমার অভিমান নিজ সম্বন্ধেই জানে। কিন্তু মোক্ষদশায় আমি ও আমার অভিমান রহিত অর্থাৎ নিজ সম্বন্ধ রহিতই যিনি জানেন, এই উভয়াবস্থার জীবকেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলে, কৃষকের ন্যায় তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ ও তৎফলভোক্তা ॥ ১ ॥

**ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।**
**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥**

**অন্বয়**—ভারত! (হে ভারত!) সর্ব্বক্ষেত্রেষু (সর্ব্বক্ষেত্রে) মাং চ অপি (আমাকেই) ক্ষেত্রজ্ঞম্ (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (দেহরূপ ক্ষেত্র, জীব ও ঈশ্বররূপ ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের) যৎ জ্ঞানং (যে তত্ত্বজ্ঞান) তৎ জ্ঞানম্ (সেই জ্ঞান) মম মতং (আমার অভিমত) ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত! যাবতীয় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার সম্মত ॥ ২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ক্ষেত্র-বিচারে ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে তিনটি তত্ত্ব দেখিতে পাইবে; সেই তিনটি তত্ত্বের নাম—ঈশ্বর, জীব ও জড়। যেমত এক-একটি শরীরে জীবাত্মরূপ এক-একটি ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ আমাকেই সমস্ত-জগতের প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বর জানিবে, আমার ঐশী শক্তির দ্বারা আমিই পরমাত্মরূপে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক যাঁহাদের ত্রিতত্ত্ব-বোধ হয়, তাঁহাদের জ্ঞানই 'বিজ্ঞান' ॥ ২ ॥

**শ্রীবলদেব**—ক্ষেত্রজ্ঞানাজ্জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তম্। অথ পরমাত্মনস্ত-দাহ,—ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মামিতি। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু মাঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি; অপিরবধারণে। জীবাঃ স্বং স্বং ক্ষেত্রং স্বভোগমোক্ষসাধনং জানন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রজাবৎ; অহন্তু সর্ব্বেশ্বর এক এব সর্ব্বাণি তানি নিয়ম্যানি ভর্ত্তব্যানি চ জানন্ তৎসর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞো রাজবদিত্যর্থঃ। সর্ব্বেশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রেশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বং,—**"ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে। তানি বেত্তি স**

যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। কিং জ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ,—ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ সহিতৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ জীবপরৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ, তৎসহিতয়োস্তয়োর্মিথোবিবেকেন যজ্‌জ্ঞানং তদেব জ্ঞানং মম মতম্ ; ততোহন্যথা ত্বজ্ঞানমিত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্, —প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং ভোগ্যত্ব-ভোক্তৃত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্মকত্বান্মিথঃসংপৃক্তানামপি তেষাং ন তত্তদ্ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যং চিত্রাম্বররূপবদিত্যেবমাহ সূত্রকারঃ,—"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" ইতি শ্রুতয়শ্চ প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্ততদ্ধর্ম্মকতামাহুঃ,—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি", "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা", "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ", "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ", "অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইত্যাদয়ঃ। অত্রাপি 'ক্ষরাক্ষর' শব্দবোধ্যাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপাদ্‌যুগলাৎ স্বস্য পুরুষোত্তমস্যান্যত্বং বক্ষ্যতি,—'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ' ইত্যাদিভিস্তস্মান্মিথঃ সংপৃক্তানামপি প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্ততয়া জ্ঞানং তাত্ত্বিকমিতি। যত্ত্বেকাত্মবাদিনঃ 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি' ইত্যত্র সামানাধিকরণ্যপ্রতীত্যা সর্ব্বেশ্বরস্যৈব সতোহস্যা বিদ্যয়ৈব ক্ষেত্রজ্ঞভাবো রজ্জোরিব ভুজঙ্গমত্বম্ ; তন্নিবৃত্তয়ে হরেরাপ্ততমস্যেদং বাক্য 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাম্' ইতি—'রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গঃ' ইত্যাপ্তবাক্যাদ্ভুজঙ্গত্বভ্রান্তিরিব ক্ষেত্রজ্ঞত্ব-ভ্রান্তিরস্মাদ্বাক্যাদ্বিনশ্যতীত্যাহুস্তৎ কিলোপদেশ্যাসম্ভবাদেব নিরস্তমিতি 'দেহিনোহস্মিন্' ইত্যস্য ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্। এবং তু ব্যাখ্যানং যুজ্যতে। চ-শব্দঃ ক্ষেত্রসমুচ্চয়ার্থঃ ; ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মামেব বিদ্ধি—মদধীনস্থিতি-প্রবৃত্তিকত্বান্মদ্ব্যাপ্যত্বাচ্চ মদাত্মকং জানীহীতি। এবমেবোক্তং,—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। তয়োর্মদধীনপ্রবৃত্তিকত্বাদিভির্মদাত্মকতয়া যজ্‌জ্ঞানং, তজ্‌জ্ঞানং মম মতমিতোহন্যথা ত্বমতমিতি ॥ ২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ক্ষেত্রজ্ঞান হইতে জীবাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে। অনন্তর পরমাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞত্বের কথা বলা হইতেছে—'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মামিতি।' হে ভারত! সমস্ত ক্ষেত্রেতে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও। 'অপি' শব্দ এখানে অবধারণ অর্থেই, ব্যবহৃত হইয়াছে ; ইহার তাৎপর্য্য আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। জীবগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রকে স্বীয় ভোগ ও মোক্ষসাধনরূপে

জানিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া থাকেন, যেমন কর্ষকগণ নিজ নিজ শস্যভূমিকে ভোগের সাধন জানিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হয়। আমি কিন্তু সর্ব্বেশ্বর সকল ক্ষেত্রের ঈশ্বর এ-জন্য আমি জানি, আমার সমস্তই ভরণীয় ও নিয়ম্য অতএব রাজা যেমন সকল ক্ষেত্রের অধিপতি সেইরূপ। সর্ব্বেশ্বর ও ক্ষেত্রেশ্বর উভয়েরই ক্ষেত্রজ্ঞতা হয়। এ-বিষয়ে এই সকল স্মৃতি প্রমাণ যথা,—"শরীরগুলি নিশ্চয় ক্ষেত্র এবং শুভাশুভের বীজ, সেইগুলি যিনি জানেন, তিনি যোগাত্মা ; সেই হেতু ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।"

'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানম্'—অর্থাৎ ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ দুইটি অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর সেই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের জ্ঞান অর্থাৎ বিবেকাধীন যে জ্ঞান, তাহাই জ্ঞানপদার্থ ; ইহা আমি মনে করি। এতদ্‌ভিন্ন যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান ইহাই তাৎপর্য্য। এ-বিষয়ে কিছু অনুধাবন করিবার আছে ; প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃতির ভোগ্যত্ব, জীবের ভোক্তৃত্ব ও ঈশ্বরের নিয়ামকত্ব ধর্ম্ম, অতএব ইহারা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত হইলেও পরস্পরের ধর্ম্মে সাঙ্কর্য্য নাই। যেমন কোন বস্ত্রের উপর চিত্র রচনা করিলে তাহাদের ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য হয় না। এইরূপই বেদান্ত সূত্রকার বলিতেছেন—'ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ' প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বরের ধর্ম্ম-সাঙ্কর্য্য নাই, যেহেতু চিত্রাম্বরই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রুতিসমূহও প্রকৃতি প্রভৃতির পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মবত্তা বলিতেছেন।

পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন ও নিয়ামক বা প্রবর্ত্তক মনে করিয়া পরে তাঁহার সেবায় মুক্তিলাভ করে। এক সর্ব্বজ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, দুইই নিত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর পরাধীন। প্রকৃতি এক, ভোক্তা পুরুষের ভোগের জন্য ব্যাপৃতা।

ক্ষর শব্দের অর্থ প্রধান বা প্রকৃতি, আর হর অর্থাৎ ঈশ্বর অমৃত অপ্রচ্যুত-স্বভাব, সেই প্রকৃতি ও জীবাত্মাকে এক পরমেশ্বর নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, শ্রুত্যন্তরে আছে—ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি ও নিয়ন্তা ঈশ্বরকে জ্ঞান করিলে সমস্তই জ্ঞান করা হয় ; এই তিন প্রকার ব্রহ্ম আমাকর্ত্তৃক কথিত হইল। অজামিত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন প্রকৃতি নিত্য এক, সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণাত্মিকা, বহু জীব সৃষ্টি করিতেছে, সেই প্রকৃতিকে প্রণাম করি, কিন্তু এক, নিত্য, জীব সেই প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া তাহাতেই লিপ্ত হয়, পরে ভোগ সমাপ্ত হইলে সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করে তাহা ঈশ্বর হইতে অন্য। ঈশ্বর সমস্ত গুণের অর্থাৎ প্রাকৃতিক পদার্থের নিয়ন্তা তিনি প্রকৃতি ও জীবের অধীশ্বর। এই গীতাগ্রন্থেও

শ্রীভগবান্ ক্ষর ও অক্ষর শব্দবাচ্য ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটি হইতে পুরুষোত্তম নিজের পার্থক্য বলিবেন যথা 'দ্বাবিমৌ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। অতএব প্রকৃতি প্রভৃতি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইলেও ইহাদিগকে পরস্পর ব্যাবৃত্তভাবে জ্ঞান করার নামই তত্ত্বজ্ঞান। তবে যে ঈশ্বর-জীবের ঐকাত্ম্যবাদীরা বলেন—'ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকে জানিবে' এই বাক্যে যখন উভয়ের অভেদ শ্রুত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে জীব সর্ব্বেশ্বর হইয়াও অবিদ্যা বশতঃই জীবত্ব; যেমন রজ্জুর সর্পভাব, সেই অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য পরমাত্মীয় করুণাময় পরমেশ্বরের এই উক্তি "আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞজীব জানিবে" অর্থাৎ ইহা রজ্জু, সর্প নহে; এইরূপ শ্রদ্ধেয় পুরুষের উক্তি হইতে যেমন সর্পভ্রম চলিয়া যায়, সেইরূপ জীবের ক্ষেত্রজ্ঞত্ব-ভ্রান্তি এই বাক্য হইতে সমূলে নষ্ট হইবে। এই কথা যে বলেন, তাহা কিন্তু সমীচীন নহে, যেহেতু জীব যদি ঈশ্বরই হয়, তবে তাহার উপদেশ্যতা কই? এই অসম্ভবতা বশতঃই ঐ মত খণ্ডিত হইল। "দেহিনোঽস্মিন্" এই শ্লোকের ভাষ্যে দেখিবে।

এইপ্রকার ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। এখানে "চ" শব্দ ক্ষেত্রের সমুচ্চয়ার্থ-বোধক। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও—আমার অধীনেই স্থিতি ও প্রবৃত্তি হয় এবং আমার ব্যাপ্যত্ব হেতু মদাত্মক জানিও। এইরূপই বলা হইয়াছে—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে 'ইতি'। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রবৃত্তি আমার অধীনহেতু মদাত্মক যেই জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার সম্মত। ইহা হইতে অন্যথা কিন্তু অসম্মত ॥ ২ ॥

**অনুভূষণ**—ক্ষেত্র-জ্ঞানের দ্বারা জীবের ক্ষেত্রজ্ঞত্বের বিষয় পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেকেই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বর্ণন করিতেছেন। 'অপি' শব্দটী এখানে অবধারণার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবগণ ভোগ ও মোক্ষ সাধনের ক্ষেত্রস্বরূপ নিজ নিজ দেহের তত্ত্ব অবগত হইয়াই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রজার ন্যায় অবস্থান করে। আর শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর একাই যাবতীয় জীবের নিয়ামক ও ভর্ত্তারূপে সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বরূপে সকলের সকল বিষয় অবগত হইয়া রাজার ন্যায় অবস্থান করেন।

স্মৃতিতে পাওয়া যায়,—

"শরীর সমূহ ক্ষেত্রস্বরূপ এবং শুভাশুভ কর্ম্মই তাহার বীজস্বরূপ, সে-সকলের তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি যোগাত্মা পুরুষ, তজ্জন্যই তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ

নামে অভিহিত।" ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও পরমাত্মার যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। তদ্ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান, ইহাই শ্রীভগবানের সম্মত।

প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বরের, ভোগ্যত্ব, ভোক্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলেও তাহাদের ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য অর্থাৎ মিশ্রণ হয় না। সূত্রকার এস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা 'চিত্রিত বস্ত্রের ন্যায়' বুঝিতে হইবে।

'ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ' ( ২।১।৯ )

জগতের সংসর্গেও উপাদানভূত ব্রহ্মের শুদ্ধত্বাদির হানি হয় না। কারণ তাঁহার সার্ব্বকালিকী শুদ্ধতার দৃষ্টান্ত আছে। একটি চিত্রিত বস্ত্রে নীল-পীতাদিবর্ণ নিজ নিজ প্রদেশ বিশেষেই দৃষ্ট হয়, উহারা সমস্ত বস্ত্রে বিকীর্ণ হয় না।"

শ্রুতিসমূহও প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর, ইহাদিগের ভোগ্য, ভোক্তৃ ও নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্মের পার্থক্যের বিষয়ই বলিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ৬।৯।১০।১২ এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্রুতির মর্ম্মার্থেও পাওয়া যায়, ব্রহ্ম—বিভুচৈতন্য, জীব—অণুচৈতন্য সুতরাং ব্রহ্ম-নিয়ামক আর জীব তাঁহার দ্বারা নিয়ম্য। জীব শক্তিরূপে তাঁহা হইতে অভিন্ন হইলেও শক্তিমৎতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের এইপ্রকার ভেদঅবগত হইয়া অর্থাৎ নিজেকে প্রেরয়িতা-ঈশ্বর হইতে পৃথক্ জানিয়া ঈশ্বরের সেবা করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। ( ৬ষ্ঠ শ্রুতি )

ঈশ্বর ও জীব উভয়েই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। এতদ্ভিন্ন অন্য এক শক্তি আছেন, যিনি ভোক্তা জীবের ভোগ-সাধন-বিষয় সকল প্রদান করেন। তিনি মায়াশক্তি, তিনিও অজা, জীব ও এই প্রকৃতি দুইটিই ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর অকর্ত্তা হইয়াও ইহাদের দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন।

প্রকৃতি-ক্ষরতত্ত্ব পরিণামশালিনী আর 'হর' অর্থাৎ অবিদ্যা-হরণ করেন যে দেব, তিনি অদ্বিতীয়, অক্ষর ও অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা।

ভোক্তা জীব, ভোগ্যা প্রকৃতি এবং নিয়ন্তা-পরমেশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মের বিভূতি বলিয়া ব্রহ্ম। এইরূপে ব্রহ্ম-বিভূতিতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

ত্রিগুণময়ী বহু প্রজার জনয়িত্রী সমানাকারা এক প্রকৃতিকে এক অজ পুরুষ ( জীব ) সেবা করে অর্থাৎ ভোগ করে এবং অন্য অজ পুরুষ ( পরমেশ্বর ) ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

ক্ষর ও অক্ষররূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পুরুষোত্তম যে স্বতন্ত্র তাহার বিষয় 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ' ( ১৫।১৫ ) শ্লোকে পরে শ্রীভগবান্ বলিবেন। অতএব প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর পরস্পর সংস্পৃক্ত দেখাইলেও তাহার ভেদরূপ যে জ্ঞান, তাহাই তাত্ত্বিক জ্ঞান। একাত্মবাদিগণের ধারণা সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা অবিদ্যার প্রভাবে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহারা বলেন যে, রজ্জু সর্প না হইলেও যেমন তাহাকে ( রজ্জুকে ) সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ অশরীরী পরব্রহ্মকে মানবেরা শরীরী বলিয়া ভ্রম করে। শ্রীহরি বর্ত্তমান শ্লোকে "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" এই বাক্যের দ্বারা রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় আত্মায় ক্ষেত্রজ্ঞের আরোপরূপ ভ্রান্তির নিরাশ করিলেন। এই প্রকার উপদেশ অর্থাৎ রজ্জু সর্প নহে ইত্যাকার সমর্থন বাক্য অসম্ভব। তজ্জন্যই একাত্মবাদির মত নিরস্ত হইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'দেহিনোঽস্মিন' ১৩শ শ্লোকের ভাষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত।

মূলস্থিত 'চ'কার ক্ষেত্রসমুচ্চয়ার্থ প্রযুক্ত ; অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে আমাকে জানিবে। কারণ শ্রীভগবানের অধীনতায় স্থিতি ও প্রবৃত্তি-হেতু এবং তাঁহা কর্ত্তৃক ব্যাপ্যত্ব-হেতু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে তদাত্মক অর্থাৎ ভগবদাত্মকরূপে জানিবার নির্দ্দেশ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে তদধীনতা ও তৎস্বরূপের বিদ্যমানতাহেতু তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাই শ্রীভগবানের মতে প্রকৃত জ্ঞান। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচার গ্রহণীয় নহে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"জীব প্রত্যেক এক এক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ স্ব-স্ব ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, তাহাও সম্পূর্ণ নহে কিন্তু আমি ( ভগবান্ ) একাই সর্ব্বক্ষেত্রের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রসহ ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে জ্ঞান অর্থাৎ ক্ষেত্র—শরীর, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান—আমার অর্থাৎ

শ্রীভগবানের সম্মত এবং সেখানে "কিন্তু উক্ত পুরুষদ্বয় হইতে উত্তম পুরুষকে পরমাত্মা বলা হয়" ( গীঃ—১৫।১৭ )।—এই গ্রন্থে উত্তর ভাগস্থিত বাক্যের বিরোধহেতু ব্যাখ্যান্তরে একাত্মবাদ অনুকরণীয় নহে।

দেহরূপ ক্ষেত্র ও তাহার বেত্তা উভয় অবস্থায় অবস্থিত জীবাত্মা এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী মূল ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া শ্রীভগবানের অভিমত। পরমাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ ক্ষর অর্থাৎ বদ্ধজীব ও অক্ষর অর্থাৎ মুক্তজীব হইতে ভিন্ন বা অন্য। ( গীঃ ১৫।১৭ ) সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একাত্মবাদ অর্থাৎ কেবল-অভেদবিচার কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব শুদ্ধস্বরূপে চিদংশে শ্রীভগবানের স্বজাতীয় বিভিন্নাংশ —এই বিচারে ক্ষেত্রজ্ঞ-জীব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-পরমাত্মার নিত্য ভেদ সত্ত্বেও কোথাও কোথাও একাত্মতা কথিত হইয়াছে।

'ক্ষেত্রজ্ঞ' সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে"। ( ৮।৩।১৩ ) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"ক্ষেত্রং দেহদ্বয়ং তত্ত্বেন জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞোঽন্তর্য্যামী।" এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—"ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানামিতি" ( ৮।১৭।১১ ) এবং "চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্ যদা।" ( ৩।২৬।৭০ ) ॥২॥

**তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।**
**স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩ ॥**

**অন্বয়**—তৎ ক্ষেত্রম্ ( সেই ক্ষেত্র ) যৎ চ ( যাহা ) যাদৃক্ চ ( এবং যে-প্রকার ) যৎ বিকারি ( যেরূপ বিকারযুক্ত ) যতঃ যৎ চ ( এবং যাহা হইতে যে কারণে উৎপন্ন যাহা ) স চ যঃ ( সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যে প্রকার স্বরূপ-বিশিষ্ট ) যৎ প্রভাবঃ চ ( এবং যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন ) তৎ ( তাহা ) সমাসেন ( সংক্ষেপে ) মে ( আমার নিকট হইতে) শৃণু ( শ্রবণ কর )॥ ৩॥

**অনুবাদ**—সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কিরূপ, তাহা যে প্রয়োজনে যাহা হইতে উৎপন্ন এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ স্বরূপ-বিশিষ্ট, যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন, সেই সকল সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ৩॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কি, কাঁহা হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কি এবং তাহার প্রভাব কি ?—তাহা আমি সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিশদয়িতুমাহ,—তদিতি। তৎ ক্ষেত্রং শরীরং—যচ্চ যদ্দ্রব্যং, যাদৃক্ যদাশ্রয়ভূতং, যদ্বিকারি যৈর্বিকারৈরুপেতং, যতশ্চ হেতোরুদ্ভূতং যৎ প্রয়োজনকঞ্চ, যদিতি যৎ স্বরূপম্ ; স চ ক্ষেত্রজ্ঞো জীবলক্ষণঃ পরেশলক্ষণশ্চ—যো যৎস্বরূপো যৎপ্রভাবো যচ্ছক্তিকশ্চ, তৎ সমাসেন মে মত্তঃ শৃণু। তদিতি ক্লীবশেষত্বমেকবত্তাবশ্চ—"নপুংসকমনপুংসকে-নৈকবচ্চাস্যান্যতরস্যাম্" ইতি সূত্রাৎ ॥ ৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সেই ক্ষেত্রবাচ্য শরীর যে দ্রব্যস্বরূপ, যাহার আশ্রয়, যে যে বিকারসমন্বিত, যে কারণবশতঃ উদ্ভূত, যে প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতেছে, এবং যে স্বরূপে বর্ত্তমান, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব—ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমেশ্বর —ক্ষেত্রজ্ঞ ইহারা কিরূপ, যে শক্তিসম্পন্ন, তৎসমুদয় সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। এখানে 'তদ্' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচনে প্রযুক্ত হইল কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—'নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাস্যান্যতরস্যাম্, ক্লীবলিঙ্গ শব্দ যদি বিভিন্ন লিঙ্গক শব্দের সহিত দ্বন্দ্বসমাস যোগ্য হয়, তবে ক্লীবলিঙ্গ শব্দটিই এক শেষ হইবে এবং উহা বহুবচনস্থলে একবচন ও বিকল্পে প্রযুক্ত হইবে ; এজন্য এখানে 'যচ্চ যশ্চ' এই বাক্যে বিভিন্ন লিঙ্গ-দুইটি শব্দের ক্লীবলিঙ্গে একবচনে একশেষ করিয়া প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বিশদরূপে বর্ণনাভিপ্রায়ে বলিতেছেন।

সেই ক্ষেত্র কি ? তাহা কি প্রকার ? তাহার বিকার কিরূপ ? তাহা যে প্রয়োজনে যাহা হইতে উদ্ভূত এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যে প্রকার স্বরূপ-বিশিষ্ট, যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন ও শক্তিবিশিষ্ট, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

এখানে মূলশ্লোকে প্রথমে ক্লীবলিঙ্গ 'তৎ' শব্দের ও 'যদ্' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তারপর পুংলিঙ্গ 'তদ্' শব্দের ও 'যৎ', শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে, অবশেষে উভয় বাক্যের সমাপক ক্লীবলিঙ্গ 'তৎ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের সমাহার হইয়াছে। পাণিনি সূত্রে পাওয়া যায়, ক্লীবলিঙ্গ

ভিন্ন অন্য লিঙ্গের সহিত ক্লীবলিঙ্গ উক্ত হইলে ক্লীবলিঙ্গই অবশিষ্ট থাকে এবং তাহা বিকল্পে একত্বপ্রাপ্ত হয়। ইহা কেবল ব্যাকরণগত ব্যাপার—ইহাই জানিতে হইবে। শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ উভয়ই এস্থলে পাণিনি সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

**ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।**
**ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥**

**অন্বয়**—ঋষিভিঃ ( ঋষিগণ কর্ত্তৃক ) বহুধা ( বহুপ্রকারে ) গীতং ( বর্ণিত হইয়াছে ) বিবিধৈঃ ( বিভিন্ন ) ছন্দোভিঃ ( বেদবাক্য দ্বারা ) পৃথক্ ( পৃথক্ ভাবে ) [ গীতং—কীর্ত্তিত ] হেতুমদ্ভিঃ চ ( এবং যুক্তিপূর্ণ ) বিনিশ্চিতৈঃ ( নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যুক্ত ) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব ( বেদান্ত বাক্য সমূহের দ্বারাও ) [ গীতং—কীর্ত্তিত ] ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেই তত্ত্ব বহু প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যুক্তিপূর্ণ, নিশ্চিত সিদ্ধান্তযুক্ত বাক্যে ব্রহ্মসূত্রপদের দ্বারাও কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সেই ক্ষেত্রযাথাত্ম্য ও ক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যই স্মৃতিশাস্ত্রে বহুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বেদবাক্য-দ্বারা বিবিধপ্রকারে পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্তসূত্রদ্বারা হেতু-সহকারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তবাক্যে পরিগীত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—ইদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং কৈর্বিস্তরেণোক্তং যৎ সমাসেন ব্রূষে ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—ঋষিভিরিতি। ঋষিভিঃ পরাশরাদিভিরেতৎ ক্ষেত্রাদি-স্বরূপং বহুধা গীতম্,—"অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যামপার্থিব। গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্ ॥ কর্ম্মবশ্যা গুণা হেতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবী-পতে। অবিদ্যা-সঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু ॥ আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নিগু'ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥" ইত্যাদিভিঃ ; তথা ছন্দোভির্বেদৈর্বিবিধৈঃ সর্ব্বৈর্বহুধা-তদ্গীতং যজুঃশাখায়াং—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিনা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যন্তেনান্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠিতাস্তেষ্বন্নময়াদিত্রয়ং জড়ং ক্ষেত্রস্বরূপং, ততো ভিন্নো বিজ্ঞানময়ো জীবস্তস্য ভোক্তেতি জীবক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপং তস্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্ব্বান্তর আনন্দময়

ইতীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমুক্তম্। এবং বেদান্তরেষু মৃগ্যম্। ব্রহ্মসূত্ররূপৈ পদৈর্বাক্যৈশ্চ তদ্‌যাথাত্ম্যং গীতম্—তেষু "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা ক্ষেত্রস্বরূপং, "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা জীবস্বরূপং, "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদিনেশ্বরস্বরূপম্। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-সম্পর্কে যথাযথ স্বরূপ কাঁহাদের দ্বারা বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে, যাহা সংক্ষেপে বলিতেছ—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে 'ঋষিভিরিতি'—পরাশরাদি ঋষিগণের দ্বারা এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বহুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'হে মহারাজ! আমি, তুমি এবং অন্যান্য প্রাণিবর্গ পঞ্চভূতের দ্বারা বাহিত হইতেছি। গুণ প্রবাহে পতিত হইয়া এই প্রাণিবর্গও নিরন্তর চলিয়া যাইতেছে। হে পৃথিবীশ্বর! এই সত্ত্বাদিগুণগুলি জীবের কর্ম্মাধীন। কর্ম্মও অবিদ্যাধীন, সেই কর্ম্ম সকল প্রাণীতেই বর্ত্তমান। কিন্তু আত্মা শুদ্ধ, অচ্যুতস্বরূপ, নির্ব্বিকার, গুণ সম্পর্কহীন প্রকৃতির অতীত।' ইত্যাদির দ্বারা। এইরূপ ছন্দঃসমূহের দ্বারা, বিবিধ বেদের দ্বারা সকলে যজুর্ব্বেদের শাখায় বহুপ্রকারে তাহার গান করা হইয়াছে—"সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদির দ্বারা "ব্রহ্ম পুচ্ছকে প্রতিষ্ঠা" এই অন্তপর্য্যন্ত—অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচ পুরুষ পঠিত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অন্নময়াদি ত্রয় জড় ক্ষেত্রস্বরূপ, তাহা হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানময় জীব, তাহার ভোক্তা ইহা জীবক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ এবং তাহা হইতে ভিন্ন সর্ব্বান্তর আনন্দময়, এইরূপে ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ বলা হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বেদেও অন্বেষণ করিবে। ব্রহ্মসূত্ররূপ পদ ও বাক্যসমূহের দ্বারা তাহা যথাযথভাবেই কথিত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে 'আকাশ নহে' কারণ—শ্রুতিতে শুনা যায় না; ইত্যাদির দ্বারা ক্ষেত্রস্বরূপ; "ন আত্মা" শ্রুতি হইতে ইত্যাদির দ্বারা জীবস্বরূপ; "পর হইতেও" তাহা শুনা যায় ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ, অন্য সমস্ত সহজ ॥ ৪ ॥

**অনুভূষণ**—সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরাশরাদি ঋষিগণ বহুপ্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদবাক্য দ্বারা বিবিধ প্রকারে তাহা পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যুক্তিপূর্ণ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বাক্য ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রও তাহার যাথাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, অথবা

যুক্তিবাদিগণও ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন। তাহাই এক্ষণে শ্রীভগবান্ সংক্ষেপে বর্ণন করিতে চাহিতেছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের টীকায় ঋষিগণের, বেদসমূহের এবং ব্রহ্মসূত্র সমূহের কীর্ত্তিত প্রমাণ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন যথা,—

"ঋষিগণ—'অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যামপার্থিব। গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্॥ কর্ম্মবশ্যা গুণা হ্যেতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে। অবিদ্যা-সঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু॥ আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥"

বেদসমূহ,—যজুঃ শাখা—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিনা 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইত্যন্তেনান্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দ-ময়াঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠিতাস্তেষন্নময়াদিত্রয়ং জড়ং ক্ষেত্রস্বরূপং, ততো ভিন্নো বিজ্ঞানময়ো জীবস্তস্য ভোক্তেতি জীবক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপং, তস্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্ব্বান্তর আনন্দময় ইতীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমুক্তম্। (তৈত্তরীয় ২য় বল্লী)

বেদান্ত বাক্যে—ক্ষেত্রস্বরূপ—"ন বিয়দশ্রুতেঃ"—ব্রঃ সূঃ ২।৩।১

জীবস্বরূপ—"নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ"—ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৮

ঈশ্বরস্বরূপ—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ"—ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪০ ইত্যাদি॥ ৪॥

**মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।**
**ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫॥**
**ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।**
**এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬॥**

**অন্বয়**—মহাভূতানি (মহাভূত সকল) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার) বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এব চ (এবং অব্যক্ত প্রকৃতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়) একং চ (এবং এক মন) পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (পঞ্চ শব্দস্পর্শাদি বিষয়) ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং দুঃখং সংঘাতঃ (শরীর) চেতনা (জ্ঞান) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) এতৎ (এই) সবিকারং (বিকার সহিত) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (কথিত হইল)॥ ৫-৬॥

**অনুবাদ**—পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, বুদ্ধি-তত্ত্ব এবং প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, রূপ-রসাদি পঞ্চ তন্মাত্র, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞান, ধৈর্য্য—এই সকল বিকার সহিত ক্ষেত্ররূপে সংক্ষেপে কথিত হইল॥ ৫-৬॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সেই সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্তসূত্র-বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রধান, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং বাক্, পাণি, পাদ, প্রভৃতি দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনোরূপ একটি অন্তরিন্দ্রিয় এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি বিষয়,—এবম্ভূত চব্বিশটি প্রাকৃত-তত্ত্বই 'ক্ষেত্র'। এই চব্বিশ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, ক্ষেত্র কি ও তাহা কি প্রকার, তাহা জানিবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণামরূপ স্থূলদেহ, চেতনস্বরূপ জীবের আধার ( চিদাভাস ) জ্ঞানাত্মক লিঙ্গদেহ-ব্যাপার ও ধৃতি—এই-সকলকে ক্ষেত্রের 'বিকার' বলিয়া জানিবে ; অতএব তাহারাও ক্ষেত্রান্তর্গত ॥ ৫-৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—'তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ' ইত্যাত্মর্দ্ধকেন বক্তুং প্রতিজ্ঞাতং ক্ষেত্র-স্বরূপমাহ,—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি পঞ্চ খাদীন্যহঙ্কারস্তদ্ধে-তুস্তামসো ভূতাদিসংজ্ঞো বুদ্ধিস্তদ্ধেতুর্জ্ঞানপ্রধানো মহানব্যক্তং তদ্ধেতু ত্রিগুণাবস্থং প্রধানমিন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বাগাদীনি চ পঞ্চেতি দশ বাহ্যানি রাজসাহঙ্কারকার্য্যাণ্যেকং সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেব-মেকাদশেন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চেতি ভূতাদি-খাদ্যন্তরালিকাঃ সূক্ষ্মাঃ শব্দাদিতন্মাত্রাঃ খাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তঃ স্থূলাঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকগ্রাহ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। এবং চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাত্মকং ক্ষেত্রং জ্ঞেয়ম্। ইচ্ছাদয়শ্চত্বারঃ প্রসিদ্ধাঃ সংকল্পাদীনামুপলক্ষণমেতৎ, এতে মনোধর্ম্মাঃ,—"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি শ্রুতেঃ। যদ্যপ্যাত্মধর্ম্মা ইচ্ছাদয়ো "য আত্মা" ইত্যাদৌ "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইতি শ্রবণাৎ; "পঠেদ্ য ইচ্ছেৎ পুরুষঃ" ইতি সহস্রনামস্তোত্রাৎ, "পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ, তথাপি মনোদ্বারাভি-ব্যক্তের্মনোধর্ম্মত্বমতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতঃ সংঘাতো ভূতপরিণামো দেহঃ, স চ চেতনা ধৃতির্ভোগায় মোক্ষায় চ যতমানস্য চেতনস্য জীবস্যাধারতয়োৎপন্ন ইত্যর্থঃ। অত্র প্রধানাদিদ্রব্যাণি ক্ষেত্রারম্ভকাণীতি, যচ্চেত্যস্য শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রা-শ্রিতানীতি, যাদৃগিত্যস্যেচ্ছাদীনি ক্ষেত্রকার্য্যাণীতি, যদ্বিকারীত্যস্য চেতনা ধৃতিরিতি, যতশ্চেত্যস্য সংঘাত ইতি, যদিত্যস্যোত্তরমুক্তম্ ; এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারং জন্মাদিষড়্বিকারোপেতমুদাহৃতমুক্তম্ ॥ ৫-৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'তাহাই ক্ষেত্র যাহা' ইত্যাদি অর্দ্ধের দ্বারা বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষেত্রস্বরূপের বিষয় বলিতেছেন,—'মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্।' ক্ষিতি-জল-তেজ-বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত—তামস-অহঙ্কার তাহাদের কারণ, এজন্য তাহাকে বলা হয়, বুদ্ধি—অহঙ্কারের হেতু (কারণ ইহা) জ্ঞানপ্রধান (ধর্ম্মবিশিষ্ট); মহান্—ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তপ্রকৃতিই ইহার কারণ। ইন্দ্রিয়—শ্রোত্রাদি পাঁচটি ( চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ ) এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্-হস্ত-পদ-পায়ু ( মলদ্বার ) উপস্থ ( মূত্রদ্বার ) এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়—এইরূপে দশটি। তন্মধ্যে বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি রাজসিক অহঙ্কারের কার্য্য, সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় মন, এইরূপ একাদশেন্দ্রিয়, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয় পাঁচটি, ইহা পঞ্চভূতের কারণ ও আকাশ প্রভৃতির অন্তরালবর্ত্তী—সূক্ষ্ম শব্দাদি—তন্মাত্রাগণ, ইহারা আকাশাদি বিশেষগুণরূপে ( আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, জলের রস ও ক্ষিতির গন্ধ ) ব্যক্ত হইয়া স্থূল অর্থাৎ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য-বিষয় নামে অভিহিত। এইরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মককে ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥

ইচ্ছাদি চারটি (ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ) প্রসিদ্ধ। ইহাদের মত সংকল্পাদিও জানিবে।—ইহারা মনোধর্ম্ম—"কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা ( সন্দেহ ), শ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী (ভয়) এই সমস্ত মনই।—এইরূপ শ্রুতিও বলিয়াছেন। যদ্যপি ইচ্ছাদি চারিটি আত্ম-ধর্ম্ম 'যে আত্মা' ইত্যাদিতে; "সত্যকাম"; "সত্য সংকল্প" এইরূপ শ্রবণ হেতু। "যেই পুরুষ ইচ্ছা করিবে, সে ইহা পড়িবে" এই বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রে শ্রুত হয়। "পুরুষ সুখ ও দুঃখ ভোগের হেতু" এই বক্ষ্যমাণ বচনহেতুও তথাপি মনের দ্বারা অভিব্যক্ত বলিয়া ইহাদের মনোধর্ম্মত্ব, অতএব ক্ষেত্রের অন্তর্ভূ্ত, সংঘাত-শব্দের বাচ্য ( সমষ্টিভূত ) ভূতের পরিণামই দেহ। সেই দেহ—চেতনা, ধৃতি (অতএব) ভোগ ও মোক্ষের জন্য যত্নশীল চেতন জীবের আধাররূপেই উৎপন্ন হয়, ইহাই অর্থ। এখানে প্রধানাদি দ্রব্যগুলি ক্ষেত্রের সমবায়িকারণ, যাহা ইতি, ইহার পরিচয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি। শ্রোত্রেরই আশ্রিত এইজন্য। 'যাদৃক্' ইহার উত্তর—ইচ্ছা প্রভৃতি ক্ষেত্রকার্য্য-সকল ইতি। 'যদ্বিকারী' ইহার উত্তর—চেতনা ও ধৃতি ইতি, 'যতশ্চ' ইহার উত্তর—সংঘাত ( সমষ্টিভূত ) ইতি। 'যৎ' ইতি—ইহার উত্তর পূর্ব্বে বলা

হইয়াছে। এই ক্ষেত্র সবিকার ও জন্মাদি ষড়্‌বিকারের দ্বারা যুক্ত। উদাহৃত অর্থাৎ ইহা বলা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বের প্রতিশ্রুত-বিষয়ের বর্ণন আরম্ভ করিতে গিয়া শ্রীভগবান্‌ প্রথমেই দুইটি শ্লোকে ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বরূপ বলিতেছেন। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, বা মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত প্রকৃতি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই ক্ষেত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥
মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥
ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্রসননাসিকাঃ।
বাক্‌করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে ॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্‌।
চতুর্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া ॥"

ভাঃ ৩।২৬।১১-১৪

বর্ত্তমান শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রের স্বরূপই বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ এই প্রসিদ্ধ চারিটি বিষয় সঙ্কল্পাদির উপলক্ষণ, ইহারা সকলেই মনোধর্ম্ম। কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী এই সকলই মনোধর্ম্ম এই শ্রুতি আছে। যদিও ইচ্ছাদিকে আত্মধর্ম্ম বলা হয়, যেহেতু শ্রুতিতে আত্মা সত্যকাম, সত্যসংকল্প ইত্যাদি বচন আছে। "পুরুষ পাঠ করিবে, ইচ্ছা করিবে," ইত্যাদি সহস্রনামস্তোত্র হইতেও অবগত হওয়া যায় ; গীতায়ও পাওয়া যাইবে—"পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বের হেতু" তথাপি মনের দ্বারা ইহাদের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া ইহারা মনোধর্ম্ম অতএব ক্ষেত্রের অন্তর্গত। সঙ্ঘাত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের পরিণাম স্বরূপ দেহ, ভোগ ও মোক্ষের জন্য যত্নশীল জীবের আধারভূত ব্যাপার। প্রধানাদি দ্রব্য সমূহ 'যচ্চ' এই শব্দের লক্ষীভূত। শোত্রাদি-ইন্দ্রিয় এবং

তদাশ্রিত স্পর্শাদি-বিষয় ‘যাদৃক্’ শব্দের লক্ষ্য, ক্ষেত্রের কার্য্যস্বরূপ ইচ্ছাদি ‘যদ্বিকারি’ শব্দের উদ্দিষ্ট এবং চেতনা ও ধৃতি ‘যতশ্চ’ শব্দের লক্ষ্য। সঙ্ঘাত ‘যৎ’ এই প্রতিজ্ঞার উত্তর। এই ক্ষেত্র সবিকার অর্থাৎ জন্মাদি ষড়বিকারের সহিত উদাহৃত হইল ॥ ৫-৬ ॥

**অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।**
**আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥**
**ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।**
**জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥**

**অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।**
**নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥**

**ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।**
**বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥**

**অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।**
**এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥**

**অন্বয়**—অমানিত্বম্ ( মানশূন্যতা ) অদম্ভিত্বম্ ( দম্ভহীনতা ) অহিংসা, ক্ষান্তিঃ ( ক্ষমা ) আর্জ্জবম্ ( সরলতা ) আচার্য্যোপাসনং ( সদ্গুরুসেবা ) শৌচং ( বাহ্য ও অভ্যন্তরের পবিত্রতা ) স্থৈর্য্যম্ ( স্থিরচিত্ততা ) আত্মবিনিগ্রহঃ ( দেহেন্দ্রিয় সংযম ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং (শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-ভোগে বৈরাগ্য) অনহঙ্কার এব চ (এবং অহঙ্কার শূন্যত্ব) জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ( জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, প্রভৃতিতে দুঃখ ও দোষদর্শন ) পুত্রদারগৃহাদিষু ( পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে )- অসক্তিঃ ( প্রীতি রহিত ) অনভিষ্বঙ্গঃ ( পুত্রাদির সুখ-দুঃখে নিজ আবেশাভাব ) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ( ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়-প্রাপ্তিতে ) নিত্যম্ ( সর্ব্বদা ) সমচিত্তত্বম্ চ ( সমচিত্তবিশিষ্ট ) ময়ি চ ( এবং আমাতে ) অনন্যযোগেন ( ঐকান্তিক নিষ্ঠাযোগে ) অব্যভিচারিণী ( অহৈতুকী, স্থিরা ) ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ ( নির্জ্জনবাসপ্রিয়ত্ব ) জন-সংসদি ( প্রাকৃত জনসঙ্ঘে ) অরতিঃ ( অরুচি ) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং ( আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানের নিত্য আলোচনা ) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ( তত্ত্বজ্ঞান-প্রয়োজনের আলোচনা ) ইতি এতৎ ( এই সকল ) জ্ঞানম্ ( জ্ঞান ) প্রোক্তম্ ( কথিত

হইল ) যৎ ( যাহা ) অতঃ ( ইহা হইতে ) অন্যথা ( বিপরীত ) [ তৎ ] অজ্ঞানম্ ( অজ্ঞান ) ॥ ৭-১১ ॥

**অনুবাদ**—অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুসেবা, শৌচ, স্থিরচিত্ততা, আত্মসংযম, ভোগবিষয়ে-বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষ চিন্তন, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা ও অভি-নিবেশ রাহিত্য, ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়-প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন, অনন্যনিষ্ঠার সহিত আমাতে ঐকান্তিকী ও অচঞ্চলা ভক্তি, নির্জ্জনবাস-প্রিয়ত্ব, বহির্মুখ জনসঙ্ঘে অরুচি, আত্মবিষয়ক জ্ঞানের নিত্য আলোচনা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান, এই সমস্ত জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, যাহা ইহার বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান ॥ ৭-১১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্য্যোপাসনা অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষদর্শন, অসক্তি অর্থাৎ পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, পুত্রাদির সুখদুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত-স্থানে অবস্থিতি, দুর্জ্জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি, তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষানুসন্ধান—এই বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রবিকার' বলিয়া আশঙ্কা করে ; বস্তুতঃ ইহারা—প্রত্যক্-জ্ঞানস্বরূপ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয় ; ইহারা 'ক্ষেত্রের বিকার' নয়, কিন্তু 'ক্ষেত্রবিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ'। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে 'আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি'ই একমাত্র অবলম্বনীয়া ; অন্য ঊনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা ও চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। ভক্তিদেবীর সিংহাসনস্বরূপ ঐ ঊনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'সবিজ্ঞান জ্ঞান' বলিয়া জানিবে ; আর যত কিছু আছে, সেই সমুদায়ই 'অজ্ঞান' ॥ ৭-১১ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথোক্তাৎ ক্ষেত্রাদ্বিভিন্নত্বেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ং বিস্তরেণ নিরূপয়িষ্যন্ তজ্‌জ্ঞানসাধনান্যমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ,—অমানিত্বং স্বসৎকারানপেক্ষত্বম্, অদম্ভিত্বং ধার্ম্মিকত্বখ্যাতিফলকধর্ম্মাচরণবিরহঃ, অহিংসা পরাপীড়নম্, ক্ষান্তিরপমানসহিষ্ণুতা, আর্জবং ছদ্মিষপি সারল্যম্, আচার্য্যোপাসনং

জ্ঞানপ্রদস্য গুরোরকৈতবেন সংসেবনম্, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরপাবিত্র্যম্—"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥" ইতি স্মৃতেঃ; স্থৈর্য্যং সদ্বর্ত্মৈকনিষ্ঠত্বম্, আত্মবিনিগ্রহ আত্মানুসন্ধিপ্রতীপাদ্বিষয়ান্মনসো নিয়মনম্, ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিবিষয়েষু প্রতীপেষু বৈরাগ্যং রুচ্যভাবঃ, অনহঙ্কারো দেহাদিষ্বাত্মাভিমানত্যাগঃ, জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃপুনশ্চিন্তনম্, পুত্রাদিষু পরমার্থপ্রতীপেষ্বসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষ্বঙ্গস্তেষু সুখিষু দুঃখিষু চ সৎসু তৎসুখদুঃখানভিনিবেশঃ, ইষ্টানিষ্টানামনুকূলপ্রতিকূলানামর্থানামুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদবিরহঃ, নিত্যং সর্ব্বদা, ময়ি পরেশেঽব্যভিচারিণী স্থিরা ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা—অনন্যযোগেনৈকান্তিত্বেন মদ্ভক্তসেবা, তথা বিবিক্তদেশসেবিত্বং নির্জনস্থানপ্রিয়তা, জনানাং গ্রাম্যাণাং সংসদি রতিত্যাগঃ, অধ্যাত্মমাত্মনি যজ্জ্ঞানং তস্য নিত্যত্বং সর্ব্বদা বিমৃশ্যত্বম্; তত্ত্বং ন ত্বহমেব পরং ব্রহ্ম,—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্" ইত্যাদিস্মৃতেঃ, তজ্জ্ঞানস্য যোঽর্থস্তৎপ্রাপ্তিলক্ষণস্তস্য দর্শনং হৃদি স্মরণম্। এতদমানিত্বাদিকং জ্ঞানং পরম্পরয়া সাক্ষাচ্চ তদুপলব্ধিসাধনং প্রোক্তম্,—'জ্ঞায়তে উপলভ্যতেঽনেন' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ; যত্তুতোঽন্যথা বিপরীতং মানিত্বাদি, তদজ্ঞানং তদুপলব্ধিবিরোধীতি ॥ ৭-১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর পূর্ব্বের উক্ত ক্ষেত্র হইতে বিশেষভাবে ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়কে বিস্তারিতভাবে নিরূপণ করিবার ইচ্ছায় সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের সাধনরূপ অমানিত্বাদি বিংশতিপ্রকার ( বিষয়ের কথা ) পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন—অমানিত্ব—স্বীয় সৎকারের অর্থাৎ সম্মানের অপেক্ষা না করা। অদম্ভিত্ব—অর্থাৎ যেই কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বত্র ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করা যায় তাদৃশ ফললাভ মূলক ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ। অহিংসা—পরকে ( কায়মনোবাক্যেও ) পীড়ন না করা অর্থাৎ কষ্ট না দেওয়া। ক্ষান্তি—অপমান-সহিষ্ণুতা। আর্জব—কপটী ব্যক্তিদের উপরও সরলভাব প্রকাশ করা। আচার্য্যোপাসনা—জ্ঞানদাতাগুরুর অকৈতব ভাবে অর্থাৎ প্রকৃত নিঃস্বার্থে ও নিষ্কপটে সেবা করা। শৌচ—বাহিরে ও অভ্যন্তরে সর্ব্বদা পবিত্রভাব রাখা। স্মৃতিতে কথিত আছে—"শৌচ দুইপ্রকার বলা হইয়াছে—বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে, মাটি ও জলাদির দ্বারা যে শৌচ হয় তাহা বাহ্য, মনের সরলতা ও ভক্তিভাবের দ্বারা অন্তরের ভাব শুদ্ধিকে অভ্যন্তর শৌচ বলা হয়।" স্থৈর্য্য—

সৎপথে সর্ব্বদা একনিষ্ঠতা। আত্মবিনিগ্রহ—আত্মার অনুসন্ধানের বিঘ্নকারক বিষয় হইতে মনের নিয়মন ( মনকে সংযত করা )। ইন্দ্রিয়গুলির ভোগ্য শব্দাদি বিষয়বস্তুতে বিরাগ অর্থাৎ অভিরুচির অভাব। অনহঙ্কার—দেহাদিতে আত্মাভিমানের ত্যাগ। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতিতে দুঃখরূপ দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ ইহারা যে সর্ব্বদা দুঃখকর; ইহারই পুনঃপুনঃ চিন্তা। পরমপুরুষার্থের বিঘ্নদায়ক পুত্রাদিতে অনাসক্তি অর্থাৎ প্রীতি ত্যাগ। অনভিষঙ্গ —পুত্র-পত্নী ও গৃহাদিতে সুখী বা দুঃখী হইলে তজ্জন্য তাহাদের সুখ ও দুঃখের চিন্তা না করা ( অনাসক্তি )। ইষ্ট ( অভিপ্রেত ) ও অনিষ্ট ( অনভিপ্রেত ) অর্থাৎ অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়াদির উপস্থিতিতেও সমচিত্ততা অর্থাৎ হর্ষ ও বিষাদ-শূন্যতা। নিত্য—সর্ব্বদা। পরমেশ্বর আমাতে অব্যভিচারিণী স্থিরা ভক্তি —শ্রবণাদি, অনন্যযোগে—অর্থাৎ ঐকান্তিকভাবে আমার ভক্তগণের সেবা। সেই রকম—বিবিক্তদেশসেবিত্ব—নির্জ্জনস্থানপ্রিয়তা। গ্রাম্যলোকের সভায় রতিত্যাগ ( আগ্রহের সহিত এমন কি, কোন কারণেও না যাওয়া ) অধ্যাত্ম— আত্মাতে যেই জ্ঞান, তাহার নিত্যত্বই সর্ব্বদা চিন্তা ও বিচার করা। তত্ত্ব—আমি কিন্তু পরব্রহ্ম নহে। তত্ত্ব—অদ্বয়-জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব-বিদ্গণ 'তত্ত্ব' বলেন। ইত্যাদি ভাগবত স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, সেইজ্ঞানের প্রাপ্তিরূপ যে অর্থ, তাহারই দর্শন পুনঃপুনঃ হৃদয়ে স্মরণ। এই অমানিত্বাদি-জ্ঞান পরম্পরায় ও সাক্ষাৎভাবে তাহার উপলব্ধির সাধনস্বরূপ বলিয়া বলা হইয়াছে। "জানা হয় অর্থাৎ উপলব্ধি হয় ইহার দ্বারা"— এই ব্যুৎপত্তি হেতু। ইহার বিপরীত জ্ঞান-মানিত্বাদি-( অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি ) সেই অভিমানাদি অজ্ঞান; যেহেতু উহারা ব্রহ্মোপলব্ধির বিরোধী ইতি ॥ ৭-১১ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র হইতে পৃথক্‌রূপে জ্ঞেয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপ ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে গিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞানের বিংশতি প্রকার সাধন-গুণ পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। জ্ঞানিগণ অমানিত্বাদি গুণ সমূহকে সাধনরূপে আশ্রয় করিতে অভ্যাস করিলেও শ্রীভগবানে অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভে যত্নবান্ নহেন। কেহ যদি জ্ঞানিগণেও কিছু ভক্তি দর্শন করেন, তাহা কেবল জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্তই; উহা গুণীভূতা ভক্তিমাত্র বুঝিতে হইবে। যাবতীয় সাধনের মধ্যে অনন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তিই মুখ্যা, উহা আশ্রয় করিতে পারিলেই অন্যান্য সাধন-গুণসমূহ স্বতঃই উদিত হয়। এই-

জন্য শুদ্ধ ভক্তগণ অনন্যা ভক্তিকেই স্বরূপ লক্ষণ রূপে অবলম্বন করেন ; তখন তটস্থ লক্ষণ গুণসমূহ আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহাদিগেতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীভাগবতেও পাই,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগু´ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"—(৫।১৮।১২)।

শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও পাই,—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥"—ভাঃ ৩।২৫।২১-২২।

এতদ্ব্যতীত শ্রীউদ্ধবসংবাদেও সাধুর লক্ষণ বর্ণনে পাওয়া যায়,—

"কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্…ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥" ভাঃ—১১।১১।২৯-৩২।

ভক্তির লক্ষণ বর্ণনেও পাওয়া যায়,—

"মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্…তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥" ভাঃ—১১।১১।৩৪-৪১।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় পাওয়া যায়,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥" মধ্য ২২।৭২-৭৭।

এই সকল সাধনগুণ সমূহকে ক্ষেত্রের বিকার মনে করা অত্যন্ত ভ্রম, এই সকলের বিপরীত মানিত্ব, দম্ভিত্ব প্রভৃতি কিন্তু অজ্ঞানই॥ ৭-১১॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

**অন্বয়**—যৎ ( যাহা ) জ্ঞেয়ং ( জ্ঞাতব্য বিষয় ) তৎ ( তাহা ) প্রবক্ষ্যামি ( বলিব ) যৎ ( যাহা ) জ্ঞাত্বা ( জানিয়া ) অমৃতম্ ( মোক্ষ ) অশ্নুতে (লাভ হয়) তৎ ( তাহা ) অনাদি ( নিত্য ) মৎ-পরং ( মদাশ্রিত ) ব্রহ্ম ( ব্রহ্মতত্ত্ব ) ন সৎ ( কার্য্যাতীত ) ন অসৎ ( কারণাতীত ) উচ্যতে ( বলা হয় ) ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ**—এক্ষণে যাহা জ্ঞাতব্য-বিষয়, তাহা বলিতেছি, যাহা জানিলে মোক্ষ লাভ হয়। সেই বস্তু অনাদি, মদাশ্রিত ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকে কার্য্য বা কারণ বলা যায় না ॥ ১২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে অর্জ্জুন! তোমাকে আমি ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বলিলাম অর্থাৎ 'ক্ষেত্র' বলিলে যে-শরীরকে বুঝায়, তাহার স্বরূপ, বিকার ও বিকারঘ্ন প্রক্রিয়া বলিলাম; সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, তাহাও বলিলাম; ঐ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের জ্ঞানের নাম যে 'বিজ্ঞান', তাহাও বলিলাম। সম্প্রতি সেই বিজ্ঞান-দ্বারা যে-তত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই জ্ঞেয়-বস্তু—অনাদি ও মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত-তত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ, উভয়ের অতীত 'ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য জীব'; তাহার তত্ত্ব বা স্বরূপ অবগত হইলে মদ্ভক্তিরূপ অমৃত-ভোগ-লাভ হয় ॥ ১২ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং জ্ঞানসাধনান্যুপদিশ্য তৈর্জ্ঞেয়মুপদিশতি,—জ্ঞেয়ং যত্তদিতি। উক্তৈঃ সাধনৈর্যজ্‌জ্ঞেয়মুপলভ্যং জীবাত্মবস্তু পরমাত্মবস্তু চ, তদহং প্রকর্ষেণ সুবোধতয়া বক্ষ্যামি,—যজ্‌জ্ঞাত্বা জনোঽমৃতং মোক্ষমশ্নুতে লভতে। তত্র জীবাত্মবস্তূপদিশতি,—অনাদীত্যর্দ্ধকেন। নাস্ত্যাদির্যস্য তৎ জীবস্যাত্যুৎপত্তির্নাস্ত্যন্তোঽতোঽপি নেতি নিত্যোঽসাবিত্যর্থঃ; এবমাহ শ্রুতিঃ,—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদ্যা। অহমেব পরঃ স্বামী যস্য তৎ,—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইতি শ্রুতেঃ, "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন" ইতি স্মৃতেশ্চ। অপহতপাপ্মত্বাদিনা ব্রহ্ম বৃহতা গুণাষ্টকেন বিশিষ্টম্; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইতি; জীবে ব্রহ্মশব্দস্তু,—"বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, "স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে", "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"

ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। ন সদিতি। তদ্বিশুদ্ধং জীবাত্মবস্তু কার্য্যকারণাত্মকাবস্থা-দ্বয়বিরহাৎ সচ্চাসচ্চ নোচ্যতে, কিন্তু পরমাণুচৈতন্যং গুণাষ্টকবিশিষ্টমুচ্যতে,—বিভক্তনামরূপং কার্য্যাবস্থং সতুপমৃদিতনামরূপং কারণাবস্থং ত্বসদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই প্রকারে জ্ঞানের সাধনগুলির উপদেশ দিয়া (পুনঃ) তাহাদের দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন,—'জ্ঞেয়ং যত্তদিতি'। পূর্ব্বোক্তরূপ সাধনসমূহের দ্বারা যেই জ্ঞেয় জীবাত্মা ও পরমাত্মবস্তু সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায়—তাহাই আমি বিশেষরূপে ও অতিশয় সহজভাবেই বলিব—যাহা জানিয়া লোক অমৃত অর্থাৎ মোক্ষকে লাভ করে। তন্মধ্যে সেই জীবাত্মবস্তুর বিষয় বলা হইতেছে—'অনাদীত্যর্দ্ধকেন'। আদি অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার নাই এবং অন্তও এই হেতু নাই, নিত্য উনি—ইহাই অর্থ। এই প্রকারই শ্রুতি বলিয়াছেন—"বিপশ্চিৎ—জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জন্মগ্রহণ করেন না এবং মৃত হন না" ইত্যাদির দ্বারা। আমিই শ্রেষ্ঠ স্বামী (প্রভু) যাহার তাহা, "পরমেশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও প্রধানপতি গুণেশ" এই শ্রুতিহেতু। "হরিরই আমি দাস অন্য কাহারও দাস (ভৃত্য) কখনও নহি" এই স্মৃতি-শাস্ত্রহেতু। ব্রহ্ম—অপহতপাপ্মা ইত্যাদি বৃহৎ অষ্টগুণে বিশিষ্ট এই ব্রহ্ম। শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—"যে আত্মা সমস্ত বিষয়-বাসনাদিরূপ দুঃখ-মুক্ত, তাপহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, বুভুক্ষাহীন, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিবে, তাহাকেই জানিবে" ইতি। জীবে ব্রহ্ম শব্দ কিন্তু—"বিজ্ঞান জীবকে যদি ব্রহ্ম ভাবে জানে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে। "সে এই সব দেহাদি গুণ কার্য্যকে সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হয়। "ব্রহ্মভূত ও প্রশান্ত স্বরূপ সেই আত্মা শোকও করে না এবং কোন কিছু আকাঙ্ক্ষাও করে না"। এইরূপ পরে বলা হইবে এইজন্যও 'ইহা সৎ নহে' ইহার কারণ সেই বিশুদ্ধ জীবাত্মবস্তু কার্য্য ও কারণাত্মক অবস্থাদ্বয়-শূন্য এবং অসৎও বলা যায় না কিন্তু পরমাণুচৈতন্য গুণাষ্টকবিশিষ্ট বলা হয়। নাম ও রূপে বিভক্ত কার্য্যাবস্থাকে সৎ বলা হয়, নামরূপ-ত্যাগী কারণাবস্থাপন্ন অসৎ 'ইহা' ॥ ১২ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ জ্ঞানের সাধন সমূহ বর্ণন পূর্ব্বক বর্ত্তমান শ্লোকে তৎ-সাধ্য জ্ঞেয় পরতত্ত্বের বিষয়ে বর্ণন আরম্ভ করিতেছেন। সেই পরতত্ত্বকে জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়াই অবগত হন; আর শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু

অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তির আশ্রয়ের ফলে তাঁহাকে প্রাকৃত বিশেষ রহিত, অপ্রাকৃত নিত্য চিৎবিলাসপর-স্বরূপে তাঁহার নিত্য নাম, রূপ-গুণ ও লীলাদির সহিত অবগত হন। কোন কোন শ্রুতিতে তত্ত্ববস্তু নির্ব্বিশেষ বলিয়া বর্ণন করিলেও তাহার অভিপ্রায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

" 'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥" (মধ্য—৬।১৪১)

এ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বচনেও পাওয়া যায়,—

"যা যা শ্রুতির্জ্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥"

অর্থাৎ "যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে ; কেননা, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব অনুভূত হয় না।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

এখানেও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণের 'জ্ঞেয় বস্তু' শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া 'মৎপর' শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ( গীঃ—১৪।২৭ ) শ্লোকে ইহা পরে আরও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

শাস্ত্রে অনেকস্থলে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া জীব সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন নহেন, কেবল চিদ্রূপত্বেই বলেন—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"। জীবে ব্রহ্মশব্দ আরও পাওয়া যায়—'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ' ( শ্রুতি )। 'স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ও 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'—ইহার অর্থ গীতায় পরে পাওয়া যাইবে।

**ন সৎ ন অসৎ**—সেই বিশুদ্ধ জীবাত্ম-বস্তু কার্য্যকারণাত্মক অবস্থাদ্বয়-বিরহিত কিন্তু পরমাণুচৈতন্য গুণাষ্টক-বিশিষ্ট বলিয়া কথিত ॥ ১২ ॥

**সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।**
**সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥**

**অন্বয়**—তৎ ( সেই ব্রহ্ম ) সর্ব্বতঃ ( সর্ব্বত্র ) পাণিপাদং ( করচরণবিশিষ্ট ) সর্ব্বতঃ ( সর্ব্বত্র ) অক্ষিশিরোমুখম্ ( চক্ষু, মস্তক ও মুখযুক্ত ) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ ( সর্ব্বত্র কর্ণযুক্ত ) লোকে ( জগতে ) সর্ব্বম্ আবৃত্য ( সর্ব্ববস্তুকে ব্যাপিয়া ) তিষ্ঠতি ( অবস্থিত আছেন ) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**—সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র নেত্র, মস্তক ও মুখযুক্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, জগতে সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত আছেন ॥ ১৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—কিরণসমূহ যেমত সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী হইয়াছেন ; ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত অনন্ত-জীবের অবস্থান ( আশ্রয় ) স্বরূপ সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব—অনন্তজীবগণের অনন্ত পাণিপাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ ইত্যাদি-সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত ( ব্যাপ্ত ) করিয়া বিরাজমান ॥ ১৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ পরমাত্মবস্তূপদিশতি,—সর্ব্বতঃ পাণীতি। তৎ পরমাত্মবস্তু ; 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্' ইত্যাদি বিস্ফুটার্থম্ ॥ ১৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর পরমাত্মবস্তু-সম্পর্কে বলিতেছেন,—'সর্ব্বতঃ পাণীতি', সেই পরমাত্মবস্তু। সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট ইত্যাদি সহজ অর্থ ॥ ১৩ ॥

**অনুভূষণ**—অনন্তর বর্ত্তমান শ্লোকে পরমাত্মবস্তুর উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যদি বল, এইরূপে ব্রহ্মের সৎ ও অসৎ হইতে পার্থক্য হইলে এই সমস্তই ব্রহ্ম ( ছাঃ ৩।১৪।১ ) 'ব্রহ্মই সকল' ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ-আপত্তি হয়।"

তদুত্তরে বেদান্তে বর্ণিত 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ'—সূত্রানুযায়ী শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ কার্য্যকারণের অতীত হইলেও, শক্তির কার্য্য তাঁহারই কার্য্য এই বিচারে—জগদাদি সকলই তাঁহার শক্তির পরিণাম হেতু, তিনি এক প্রকারে কার্য্যকারণাত্মকই ; তাহা বুঝাইতে গিয়া বর্ত্তমান শ্লোক বলিতেছেন।

সেই 'ব্রহ্মবস্তু' বৃহত্ত্ব হেতু সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তদন্তর্ভুক্ত তদাশ্রিত জীবসমূহের হস্ত-চরণাদিক্রমে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজমান।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীঅদ্বৈত-সমীপে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ' শ্লোকের পাঠ-সংশোধন বিষয় আলোচ্য।

"প্রভু বলে,—সর্ব্বপাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে॥
সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ'—এই পাঠ নড়ে॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ,—এই সত্য পাঠ॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য—১০।১২৮-১৩০।

শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের ভাষ্যে পাই,—"নির্ব্বিশেষবাদী "সর্ব্বতঃ" পাঠ রক্ষা করিয়া উহা 'সর্ব্বত্র' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সবিশেষবাদী ভগবত্তার স্বরূপ স্বীকার করেন। নির্ব্বিশেষবাদী জগন্মিথ্যাত্ববাদের পক্ষ গ্রহণ করায় ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষু-শিরঃ ও বদনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে বহির্দ্দর্শনে যে প্রকার ভোগ্য রূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত সেবনোপযোগী নিত্যভাবে সেব্যেন্দ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে। মহা-ভাগবত সর্ব্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমতা ও হৃষীকেশত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা বহির্জ্জগতের ভোগ্য-ভাবসমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের করণসমূহ দেখিয়া থাকেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎ-স্বরূপের স্থূল শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রাপঞ্চিক দর্শনের স্বীকারবিরোধী, অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম সূক্ষ্ম-দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচন-দ্বারা ভগবদ্ভক্তের নিকট সর্ব্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবা-বিমুখতা-জন্য যে প্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধ জীবাত্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেব্যে আশ্রিত। সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেরূপ জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সর্ব্বত্র সেইরূপ ভোগময় দর্শন করিতে হইবে না,—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কর্ম্মবাদী তাহার অনর্থ থাকা কালে নশ্বর বস্তুকে 'ভোগ্য' জ্ঞান করেন এবং বিরাট্ রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। আবার নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বহির্জ্জগতে চিদানন্দ-দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধজীবে আনন্দ-

রাহিত্য স্বীকার করায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দানুভূতির সম্বন্ধ নির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমত্তায় সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দানুভূতি বর্ত্তমান বলিবার জন্যই—"সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" শ্লোকের অবতারণা।"

শ্রীগীতার এই শ্লোকের অনুরূপ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে তৃতীয় অধ্যায়ে ষোড়শ সংখ্যক শ্লোক দৃষ্ট হয়॥ ১৩ ॥

**সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।**
**অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪ ॥**

**অন্বয়**—[তাহা] সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সকল ইন্দ্রিয়ের ও গুণের অবভাসক) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং ( প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-রহিত ) অসক্তং ( অনাসক্ত ) সর্ব্বভৃৎ চ ( সর্ব্বপালক ) নির্গুণং ( প্রাকৃত গুণরহিত ) গুণভোক্তৃ চ ( ও ষড়ৈশ্বর্য্যের ভোক্তা ) ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ**—সেই জ্ঞেয়-বস্তু সকল ইন্দ্রিয় ও গুণের প্রকাশক, কিন্তু স্বয়ং জড়েন্দ্রিয়-রহিত, অনাসক্ত, কিন্তু সর্ব্বপালক ; প্রাকৃত গুণরহিত অথচ অপ্রাকৃত ষড়ৈশ্বর্য্য-গুণের আস্বাদক ॥ ১৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সেই বৃহত্তত্ত্ব—সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, অনাসক্ত, শ্রীবিষ্ণুরূপে সর্ব্বভৃৎ ও নির্গুণ অর্থাৎ স্বয়ং প্রাকৃতগুণরহিত, অথচ ত্রিগুণাতীত 'ভগ' শব্দবাচ্য ষড়্ গুণের আস্বাদক ॥ ১৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—কিঞ্চ, সর্ব্বেতি। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণৈশ্চ তদ্বৃত্তিভিরাভাসতে দীপ্যত ইতি তথা, সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্জীবেন্দ্রিয়বৎ স্বরূপভিন্নৈর্বিবর্জ্জিতং সংত্যক্তং প্রাকৃতৈঃ করণৈঃ শূন্যঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈর্বিশিষ্টো হরিরিতি স্বীকার্য্যম্,— "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ", "যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে,—"বুদ্ধিমান্মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্" ইতি শ্রুতেঃ ; সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বতত্ত্বধারকমপ্যসক্তং সঙ্কল্পেনৈব তদ্ধারণাত্তৎস্পর্শরহিতং নির্গুণং—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি শ্রুতের্মায়াগুণাস্পৃষ্টমেব সদ্‌গুণভোক্তৃনিয়ম্যতয়া "গুণানুভবি-বিকারজননীমজ্ঞাম্" ইত্যারভ্য

"একস্ত্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র বশানুগাম্। ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ ॥" ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'কিঞ্চ, সর্ব্বেতি।' সমস্ত ইন্দ্রিয়, গুণ ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহের দ্বারা আভাস অর্থাৎ প্রকাশমান হয়, যাহা। সেই রকম—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবেন্দ্রিয়তুল্য স্বরূপভিন্ন-বিবর্জ্জিত—সম্যক্‌রূপে ত্যক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়শূন্য কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী সেই ইন্দ্রয়াদি-বিশিষ্ট শ্রীহরি, ইহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য, কারণ শ্রুতি বলেন, তাঁহার "হাত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পা নাই কিন্তু গমনাগমন করেন, চক্ষুঃ নাই দেখেন, কাণ নাই শ্রবণ করেন।" ভগবান্ যৎস্বরূপ তাঁহার অংশ জীবও তদ্রূপ ব্যক্তি, ভগবান্ কি স্বরূপ? জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক ও শক্ত্যাত্মক অর্থাৎ ভগবানের বুদ্ধি-মন-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায়ই আছে; ইহা তাঁহার লক্ষণ মনে করি। "বুদ্ধিমান্, মনোবান্, অঙ্গপ্রতঙ্গবান্।"—এইরূপ শ্রুতিহেতু। সর্ব্বভৃৎ অর্থাৎ সকলের ধারণকর্ত্তা, সকল তত্ত্বের ধারক হইয়াও অনাসক্ত, সঙ্কল্পের দ্বারাই তাহার ধারণ হেতু বস্তুর স্পর্শ-শূন্য ও নির্গুণ। "সাক্ষী, চেতন, কেবল ও নির্গুণ"—ইতি শ্রুতি আছে। মায়াগুণের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ও সদ্‌গুণভোক্তৃই, নিয়ন্তাহেতু "গুণানুভবী বিকার-জননী অজ্ঞাকে" ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া "একদেব কিন্তু পান করেন ইচ্ছানুসারে", এখানে "কিন্তু একদেব বশানুগা—বশবর্ত্তিণী মায়াকে ইচ্ছানুসারে পান করেন। ঐ ভগবান্ বিভু ধ্যান ও ক্রিয়ার দ্বারা বলপূর্ব্বক ভোগ করেন"—এইরূপ শ্রবণ-হেতু ॥ ১৪ ॥

**অনুভূষণ**—সেই ব্রহ্মবস্তু সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বিষয়ের প্রকাশক। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"তচ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" (কেন ১।২)। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় রহিত হইলেও অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" অর্থাৎ তাঁহার প্রাকৃত হস্তপদাদি না থাকিলেও তিনি গমনশীল ও গ্রহণক্ষম, প্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণ না থাকিলেও দর্শন ও শ্রবণ করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি চরণ।

পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ ॥"-মধ্য ৬।১৫০

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—

“আদৌ ব্রহ্মের ‘প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই’ বলিয়া পরে ‘শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে’ এই বাক্যের দ্বারা ‘অপ্রাকৃত হস্ত পদ আছে’, বলিয়া ব্রহ্মকে ‘সবিশেষ’ করিতেছেন। সেই তত্ত্ব সর্ব্বত্র অসঙ্গ হইলেও বিষ্ণুরূপে সকলের পালক। প্রাকৃত গুণ রহিত হইলেও অপ্রাকৃত ষড়গুণৈশ্বর্য্যময় ও তদ্‌ভোক্তা।”

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,—

“সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥” (৩।১৭) ॥ ১৪ ॥

**বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।**
**সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫ ॥**

**অন্বয়**—তৎ (সেই জ্ঞেয় বস্তু) ভূতানাং (ভূতগণের) অন্তঃ বহিঃ চ (অন্তরে ও বাহিরে) অচরম্ চরম্ এব চ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ) তৎ (সেই বস্তু) সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মত্ব হেতু) অবিজ্ঞেয়ং (দুর্জ্ঞেয়) দূরস্থং চ অন্তিকে চ (দূরে ও নিকটে) ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ**—সেই তত্ত্ব-বস্তু সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, তাঁহা হইতেই চরাচর জগৎ, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়, তিনি যুগপৎ দূরে ও নিকটে অবস্থিত ॥ ১৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সেই তত্ত্ব—সমস্ত-ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান; তাঁহা-হইতেই সমস্ত চরাচর; অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি—অবিজ্ঞেয় এবং যুগপৎ দূরস্থ ও নিকটস্থ তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—বহিরিতি। ভূতানাং চিজ্জড়াত্মকানাং তত্ত্বানাং বহিরন্তশ্চ স্থিতম্—“অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” ইতি শ্রবণাৎ; অচরমচলং চরং চলং চ—“আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ” ইতি শ্রুতেঃ; সূক্ষ্মত্বাৎ প্রত্যক্ত্বাচ্চিৎসুখমূর্ত্তিত্বাদবিজ্ঞেয়ং দেবতান্তরবজ্‌জ্ঞাতুমশক্য-মতো দূরস্থঞ্চেতি,—“যন্মনসা ন মনুতে ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্” ইতি শ্রুতেঃ; গান্ধর্ব্ব-বাসিতেন শ্রোত্রেণ ষড়্‌জাদিবদ্ভক্তিভাবিতেন করণেন তু শক্যং তজ্‌জ্ঞাতুমিত্যাহ,—অন্তিকে চ তদিতি; “মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্”, “কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ” “ভক্তিযোগে হি তিষ্ঠতি” ইত্যাদি-শ্রবণাৎ, “ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ” ইত্যাদি-স্মৃতেশ্চ ॥ ১৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—"বহিরিতি"। চিৎ ও জড়াত্মক তত্ত্বসমূহের বাহিরে ও অন্তরে স্থিত; শ্রুতি আছে—"নারায়ণ বাহিরে ও অন্তরে সেই সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন"। অচর—অচল এবং চর—চলনযুক্ত। "উপবিষ্ট অথচ দূরে গমন করে, শয়ান সর্ব্বত্র গমন করে"—ইহাও শুনা যায়। সূক্ষ্মত্বহেতু—প্রত্যকত্ব ( অন্তর্য্যামিত্ব ) হেতু ও চিদানন্দমূর্ত্তিত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞেয়, দেবতান্তরের ন্যায় জ্ঞানের অযোগ্য।—অতএব দূরস্থও।—"কেহই যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করে না, চক্ষুর দ্বারা দেখে না;"—এইরূপ শ্রুতি হেতু এবং "গান্ধর্ব্ববিদ্যা-বাসিতশ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন ষড়্জাদি স্বরবোধ হয়, সেইরূপ ভক্তি-ভাবিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়।" ইহা বলা হইতেছে—'অন্তিকে চ তদিতি', তিনি নিকটেও আছেন, "মনের দ্বারাই তাঁহাকে দেখা উচিত," "কোন ধীর প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দময় আত্মাকে দেখিয়াছিল", "ভক্তিযোগে তিনি নিশ্চিতরূপে অবস্থান করেন"—ইত্যাদি শ্রুতি-বশতঃ। "ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।" ইত্যাদি স্মৃতি হইতেও পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

**অনুভূষণ**—সেই পরতত্ত্ব হইতেই যাবতীয় চরাচর ভূতগণের উৎপত্তি। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে ও বাহিরে সর্ব্বব্যাপকরূপে বর্ত্তমান। সমগ্র চরাচর বিশ্ব তাঁহার শক্তির কার্য্য বলিয়া সকলই তিনি ( সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ) ইহা শ্রুতিতে বলিলেও তাঁহার রূপাদি অন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং তিনি অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বলিয়া সকলের নিকট জ্ঞেয় নহেন, কিন্তু অনন্য ভক্তগণ অনন্যভক্তি-বলে তাঁহাকে জানিতে পারেন। এ-বিষয়ে গীঃ—১১।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেই বস্তুতে বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য থাকায় যুগপৎ দূরে ও নিকটে অর্থাৎ অনন্য ভক্তগণের কাছে 'নিকট' এবং অভক্তগণের কাছে 'দূরে'। এ-সম্বন্ধে ঈশোপনিষদে পাই,—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।"

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—তিনি "চিজ্জড়াত্মক তত্ত্বসমূহের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।" তিনি চর ও অচর। শ্রুতি বলেন,—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" (কঠ ১।২।২১) অর্থাৎ তিনি আসীন হইয়া দূরে ভ্রমণ করেন এবং শয়ান হইয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সূক্ষ্মত্ব, প্রত্যক্ ধর্ম্মত্ব ও চিৎসুখ-মূর্ত্তিত্ব হেতু অবিজ্ঞেয়। অন্য দেবতাকে যে

প্রকার জানা যায়, তাঁহাকে সে প্রকারে জানা যায় না। শ্রুতি বলেন,—"যন্মনসা ন মনুতে ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।" অর্থাৎ মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, চক্ষু যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই হেতু কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। এই জন্যই তিনি দূরস্থ। গান্ধর্ব্ববাসিত অর্থাৎ সঙ্গীত-নিপুণ কর্ণের দ্বারা মানব যে প্রকারে ষড়জাদি সপ্তবিধ স্বর অনুভব করিতে পারেন, সেই প্রকার ভক্তি-ভাবিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। এই জন্যই তিনি ভক্তগণের নিকটস্থ ॥ ১৫ ॥

**অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।**
**ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥**

**অন্বয়**—তৎ ( সেই বস্তু ) অবিভক্তং ( অবিভক্ত হইয়াও ) ভূতেষু চ ( ভূতগণের মধ্যে ) বিভক্তমিব চ ( বিভক্তের ন্যায় ) স্থিতম্ ( অবস্থিত ) ভূতভর্তৃ চ ( এবং সর্ব্বভূত-পালক ) গ্রসিষ্ণু ( গ্রাসকর্ত্তা ) প্রভবিষ্ণু চ ( ও প্রভুত্বকারী ) জ্ঞেয়ং ( জানিবে ) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ**—সেই তত্ত্ব-বস্তু অখণ্ড হইয়াও সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত, তাঁহাকে সর্ব্বভূতের ভর্ত্তা, সংহার-কর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সমস্ত-ভূতে বিভক্তরূপে তাঁহার বোধ হয় বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অবিভক্ত ; প্রতি-জীবাত্মার সহিত ব্যষ্টিপুরুষরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনিই সর্ব্বভূতের এক অখণ্ড বিরাট্সমষ্টিরূপ পরমেশ্বর ; তিনিই সমস্তভূতের ভর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা ও প্রভব ( জন্ম )-দাতৃ-তত্ত্ব ॥ ১৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—অবিভক্তমিতি। বিভক্তেষু মিথো ভিন্নেষু জীবেষ্ববিভক্ত-মেকং তদ্ব্রহ্ম বিভক্তমিব প্রতিজীবং ভিন্নমিব স্থিতম্—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি শ্রুতেঃ, "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥"—ইতি স্মৃতেশ্চ। তচ্চ ভূতভর্তৃস্থিতৌ ভূতানাং পালকং প্রলয়ে তেষাং গ্রসিষ্ণু কালশক্ত্যা সংহারকং, সর্গে প্রভবিষ্ণু প্রধান-জীবশক্তিভ্যাং নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ; শ্রুতিশ্চ,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব" ইতি ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'অবিভক্তমিতি।' বিভক্ত—পরস্পর ভিন্ন জীবের মধ্যে

অবিভক্ত এক সেই ব্রহ্ম বিভক্তের মত প্রত্যেক জীবে ভিন্নের মত অবস্থিত,—"এক হইলেও বহুরূপে যিনি দৃশ্যমান্ হন"—ইতি শ্রুতি, "একই পরমেশ্বর বিষ্ণু সর্ব্বত্র তিনি বিরাজমান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। একরূপ ঐশ্বর্য্যবশতঃ সূর্য্যের মত বহুরূপে প্রতীত হন॥"—ইতি স্মৃতি। স্থিতিতে সেই ভূতভর্ত্তৃ অর্থাৎ প্রাণীদিগের স্থিতিকালে তিনি পালক, প্রলয়ে তাহাদের গ্রাসশীল—কাল-শক্তির দ্বারা সংহারক, (সৃষ্টিতে) প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ প্রধান ও জীবশক্তির দ্বারা নানাকার্য্যরূপে উৎপত্তিশীল। শ্রুতিও বলেন—"যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, যাঁহার দ্বারা জাতবস্তু বাঁচিয়া থাকে, যাঁহাতে প্রলয়ে প্রবেশ করে, তাঁহাই ব্রহ্ম, তাঁহা জানিবে" ॥ ১৬ ॥

**অনুভূষণ**—সেই তত্ত্বকে সর্ব্বভূতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও তিনি অবিভক্ত একস্বরূপ। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং" অর্থাৎ তিনি এক হইলেও বহুরূপে দৃষ্ট হন। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্‌রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে" ॥ অর্থাৎ একই পরমাত্মা বিষ্ণু সর্ব্বত্র অবস্থিত, ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু এক হইয়াও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় বহুরূপে প্রতীত হন। সেই বস্তু সর্ব্বজীবের অন্তরে ব্যষ্টি-অন্তর্য্যামীরূপে থাকিয়া পুনরায় সর্ব্বব্যাপী সমষ্টি-পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর। তিনিই ভূতগণের পালক ও সংহার কর্ত্তা। শ্রুতিতে পাই,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব"—(তৈত্তরীয় ৩।১) ॥ ১৬ ॥

**জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।**
**জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥**

**অন্বয়**—তৎ (তাঁহা) জ্যোতিষাম্ অপি (সূর্য্যাদিরও) জ্যোতিঃ (প্রকাশক) তমসঃ পরম্ (অজ্ঞানের অতীত) উচ্যতে (কথিত হয়) [তাঁহা] জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য) সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিত) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ**—সেই তত্ত্ব সকল-জ্যোতির্ম্ময় বস্তুরও প্রকাশক, তাঁহা অজ্ঞানের অতীত, তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য, সকলের হৃদয়ে তিনি অবস্থিত ॥ ১৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—তিনিই সমস্ত-জ্যোতির পরম জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক ; তিনিই সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্তস্বরূপ ; তিনিই জ্ঞান ; তিনিই জ্ঞানগম্য ও জ্ঞেয় ; তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥ ১৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রকাশকং,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" ইত্যাদিশ্রুতেস্তদ্ব্রহ্ম তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং তেনাস্পৃষ্টমুচ্যতে,—"আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুত্যা ; জ্ঞানং চিদেকরসমুচ্যতে,—"বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুত্যা ; জ্ঞানং মুমুক্ষোঃ শরণত্বেন জ্ঞাতুমর্হ্যমুচ্যতে,—"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি শ্রুত্যা ; জ্ঞানগম্যমুচ্যতে,—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইতি শ্রুত্যা ; সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি ধিষ্ঠিতং নিয়ন্তৃতয়া স্থিতমুচ্যতে,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি শ্রুত্যা। ন চ 'সর্ব্বতঃ পাণি' ইত্যাদিপঞ্চকং জীবপরতয়ৈব নেয়ং, তৎপ্রকরণত্বাদি-বাচ্যং,—জীববদীশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বেন প্রকৃতত্বাৎ। 'সর্ব্বতঃ পাণি' ইত্যাদি-সার্দ্ধকস্য ব্রহ্মৈবোপক্রম্য শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতত্বাৎ প্রকরণ-শাবল্যস্যোপনিষৎসু বীক্ষণাচ্চ ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—জ্যোতিঃপদার্থ সূর্য্যাদিরও সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ—প্রকাশক। —"সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র ও তারকাও প্রকাশ পায় না—এই বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না—অতএব অগ্নি কি করিয়া প্রকাশিত হইবে ? সেই পরমাত্মা যদি সেখানে প্রকাশ পায়, তবে তাঁহার দীপ্তিতে সমস্ত জগৎই প্রকাশিত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা—সেই ব্রহ্ম তমঃ—প্রকৃতির অতীত, তমঃ দ্বারা অস্পৃষ্ট বলা হইতেছে। "তিনি আদিত্যবর্ণ, তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির পর" এই শ্রুতি দ্বারা। জ্ঞান—চিদেক রসকে বলা হয়। বিজ্ঞান,—আনন্দঘন ব্রহ্ম এই শ্রুতি অনুসারে। জ্ঞান—মুমুক্ষুব্যক্তির শরণীয় বিধায় জানিবার যোগ্য বলা হইয়াছে। "সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশশীল দেবকে আমি মুমুক্ষু প্রপন্ন হইতেছি।"—এই শ্রুতি-দ্বারাও জ্ঞানের গম্যত্ব সম্পর্কে বলা হইতেছে। "তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে"—এই শ্রুতির দ্বারা ; সকল প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ নিয়ন্তৃস্বরূপে স্থিত বলা হয়।—"জন-সমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট শাস্তা।"—এই শ্রুতির দ্বারা। যদি বল "সর্ব্বতঃ

পাণি" ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোক জীব তাৎপর্য্যেই লওয়া উচিত। যেহেতু সেই প্রকরণেই ইহা পঠিত—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রক্রান্ত করা হইয়াছে। "সর্ব্বতঃ পাণি" ইত্যাদি অর্দ্ধের সহিত একটি শ্লোক দ্বারা ব্রহ্মকেই উপক্রম করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঠিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন উপনিষদ্সমূহে উপক্রমের মিশ্রণও দেখা যায়, এই জন্য ॥ ১৭ ॥

**অনুভূষণ**—সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-বস্তু যাবতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের জ্যোতিঃ-স্বরূপ বা প্রকাশক। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি···তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্ বিভাতি"। ( কঠ ২।২।১৫ ) শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,— "মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ" ( ৩।২৫।৪২ ) কঠ শ্রুতিতে আরও পাওয়া যায়,—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ" ( ২।৩।৩ )। সেই বস্তু 'তমসঃ পরং'—তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট।—( শ্রীধর ) প্রকৃতির অতীত—(শ্রীবলদেব)। শ্রুতিও বলেন,—'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'। তিনি জ্ঞানস্বরূপ—'বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্ম' ( শ্রুতি ) তিনি মুমুক্ষুর শরণ্য বলিয়া জ্ঞেয়স্বরূপ। "তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"—এই শ্রুতি-অনুসারে তিনি জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তাস্বরূপে অবস্থিত। এ-বিষয়ে "দ্বাসুপর্ণা" ( শ্বেঃ ৪।৬-৭ ) "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" এবং "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" প্রভৃতি শ্রুতির শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৭ ॥

**ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।**
**মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥**

**অন্বয়**—ইতি ( এইরূপে ) ক্ষেত্রং ( শরীর ) তথা জ্ঞানং ( জ্ঞান ) জ্ঞেয়ং চ ( এবং জ্ঞেয় ) সমাসতঃ ( সংক্ষেপে ) উক্তং ( উক্ত হইল ) মদ্ভক্তঃ ( আমার ভক্ত ) এতৎ ( এই সমস্ত ) বিজ্ঞায় ( জানিয়া ) মদ্ভাবায় ( আমার প্রেম লাভে ) উপপদ্যতে ( যোগ্য হন ) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ**—এইপ্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সঙ্ক্ষেপে কথিত হইল, আমার ভক্ত এই সকল অবগত হইয়া প্রেমভক্তি লাভে যোগ্য হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-দ্বয়াত্মক এই তিনটি তত্ত্ব বলিলাম;—ইহার

নামই 'বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান'। ভগবদ্ভক্তগণ এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমার নিরুপাধিক-প্রেমভক্তি লাভ করেন। যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করিয়া যথার্থজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। জ্ঞান আর কিছুই নয়,—কেবল ভক্তিদেবীর পীঠস্বরূপ ভক্তির আশ্রয়রূপ জীবাত্মার সত্ত্বশুদ্ধিমাত্র। পুরুষোত্তমতত্ত্ব-বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে ॥ ১৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—উক্তং ক্ষেত্রাদিকং তজ্‌জ্ঞানফলসহিতমুপসংহরতি,—ইতি ক্ষেত্রমিতি। 'মহাভূতানি' ইত্যাদিনা 'চেতনা ধৃতিঃ' ইত্যন্তেন ক্ষেত্রস্বরূপমুক্তম্ ; 'অমানিত্বম্' ইত্যাদিনা 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্' ইত্যন্তেন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়স্য জ্ঞানং তৎসাধনমুক্তম্ ; 'অনাদিমৎপরম্' ইত্যাদিনা 'হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্' ইত্যন্তেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ং চোক্তং ময়া। এতত্ত্রয়ং বিজ্ঞায় মিথো বিবেকেনাবগত্য মদ্ভাবায় মৎপ্রেম্নে মৎস্বভাবায় বা সংসারিত্বায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি মদ্ভক্তঃ ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—উক্ত ক্ষেত্রাদির বিষয় তাহার জ্ঞানফলের সহিত উপসংহার করিতেছেন 'ইতি ক্ষেত্রমিতি', 'মহাভূতগুলি' ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া চেতনা, ধৃতি, এই অন্তপর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হইল। 'অমানিত্ব' ইত্যাদি 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের জ্ঞান, তাহার সাধনবিষয় বলা হইয়াছে। 'অনাদিমৎপরম্' ইত্যাদি 'হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্' ; ইত্যন্ত গ্রন্থদ্বারা জ্ঞেয়-বস্তু ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের বিষয়ও আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই তিনটি জানিয়া পরস্পর বিবেকের দ্বারা পার্থক্য অবগত হইয়া, আমার ভাবে অর্থাৎ আমার প্রেমে, আমার স্বভাবে অথবা সংসার-রাহিত্যে পরিণত হয় অর্থাৎ যোগ্য হয়—আমার ভক্ত ॥ ১৮ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রাদি-বিষয়ের জ্ঞান ও তাহার ফলের সহিত উপসংহার করিতেছেন। 'মহাভূত' হইতে 'চেতনাধৃতি' পর্য্যন্ত (গীঃ ১৩।৬-৭) শ্লোক সমূহের দ্বারা ক্ষেত্রস্বরূপ উক্ত হইয়াছে। 'অমানিত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া "তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্" পর্য্যন্ত ( গীঃ ১৩।৮-১২ ) শ্লোকগুলির দ্বারা জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের জ্ঞান ও তৎসাধন বর্ণিত হইয়াছে। 'অনাদিমৎপর' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্' ( গীঃ ১৩।১৩-১৮ ) পর্য্যন্ত শ্লোক সমূহের দ্বারা জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের তত্ত্ব পুনরায় ভগবদ্‌কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

একই তত্ত্ব আবার ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দ-বাচ্য। এস্থলে বর্ণিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে জীব আমার ভাব অর্থাৎ প্রেমলাভের যোগ্য হয়।

শ্রীভগবান্ স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, মৎকথিত এই ত্রিবিধতত্ত্বের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান। ইহা ব্যতীত অন্য সকলই অজ্ঞান। সুতরাং বৃথাজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ কেবল অভেদবাদী হইয়া সেই অজ্ঞানেরই আশ্রয় লাভ করে এবং ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের কৃপা বঞ্চিত হইয়া অপরাধী হয়। ভক্তগণ কিন্তু ভগবৎকৃপায়, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া, ভক্তির অধিকারী হন ও ভগবৎ-প্রেমলাভের যোগ্য হন। এস্থলে ইহাই লক্ষিতব্য যে, ভক্তগণের কৃপা হইলেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ১৮ ॥

**প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।**
**বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥**

**অন্বয়**—প্রকৃতি (প্রকৃতি) পুরুষম্ চ এব (এবং পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী (অনাদি) বিদ্ধি (জানিবে) বিকারান্ চ (এবং বিকার সমূহ) গুণান্ চ (ও গুণসমূহকে) প্রকৃতি সম্ভবান্ এব (প্রকৃতি সম্ভূত বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ**—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে, বিকার ও গুণ সকল প্রকৃতি হইতেই জাত বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ক্ষেত্রজ্ঞান ও ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান-দ্বারা কি ফল হইবে, তাহা বলিতেছি। জড়বদ্ধজীব-সত্তায় তিনটি তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রই 'প্রকৃতি', জীবই 'পুরুষ' এবং পরমাত্মা—আমার তদুভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই—অনাদি অর্থাৎ জড়ীয়-কালের পূর্ব্ব হইতে তাহারা আছে, জড়ীয়কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয়, এবং আমার পরম-অস্তিত্বস্বরূপ চিন্ময় অখণ্ডকালে আমার শক্তি হইতেই তাহাদের উদয় হইয়াছে। জড়া-প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয় কালকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। জীবও আমার নিত্য-শক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্য-বশতঃ জড়া-প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট ; জীব

বাস্তবিক—শুদ্ধচিৎতত্ত্ব ; তাহাতে মদীয়া পর-শক্তি-ক্রমে একটু তটস্থ-ধর্ম্ম নিহিত হওয়ায়, তাহা জড়া প্রকৃতিতেও উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। চিৎতত্ত্ব কিরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা বদ্ধযুক্তি ও বদ্ধজ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না ; যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল —জড়প্রকৃতিসম্ভূত, উহারা জীবের স্বধর্ম্মগত তত্ত্ব নয় ॥ ১৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং মিথো বিবিক্তস্বভাবয়োরনাদ্যোঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ সংসর্গ-স্থানাদিকালিকত্বং সংসৃষ্টয়োস্তয়োঃ কার্য্যভেদস্তৎসংসর্গস্থানাদিকালিকস্য হেতুশ্চ নিরূপ্যতে,—প্রকৃতিমিত্যাদিভিঃ। অপিরবধৃতৌ ; মিথঃসংপৃক্তৌ প্রকৃতি-পুরুষাবুভাবনাদ্যেব বিদ্ধি—মদীয়শক্তিত্বান্নিত্যাবেব জানীহি ;—তয়োর্মৎ-শক্তিত্বং তু পুরৈবোক্তং 'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিনা। অনাদিসংসৃষ্টয়োরপি তয়োঃ স্বরূপভেদোঽস্তীত্যাশয়েনাহ,—বিকারান্ দেহেন্দ্রিয়াদীন্, গুণাংশ্চ সুখদুঃখ-মোহান্ প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রাকৃতান্, ন তু জৈবান্ বিদ্ধীতি ক্ষেত্রাত্মনা পরিণতায়াঃ প্রকৃতেরন্যো জীব ইতি দর্শিতম্ ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এইপ্রকারে পরস্পর ভিন্নস্বভাব অনাদি, প্রকৃতি ও জীবাত্মার সম্বন্ধও অনাদিকাল হইতে অবস্থিত এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সেই প্রকৃতি ও জীবের কার্য্যভেদ এবং এই উভয়ের অনাদিকাল হইতে সংসর্গের কারণ এখন নিরূপণ করা হইতেছে—'প্রকৃতিমিত্যাদি' বাক্যদ্বারা। এখানে 'অপি' শব্দটি অবধারণার্থে, তাহার অর্থ পরস্পর সম্মিলিত প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয়ই অনাদি জানিবে এবং আমার শক্তিত্ব-হেতু ( তাহাদের দুইটিকে ) নিত্যও জানিবে। প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুই যে আমার শক্তি, তাহা কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; "ভূমি-জল" ইত্যাদির দ্বারা। এই দুইটি অনাদিকাল হইতে পরস্পর সংসৃষ্ট থাকিলেও ইহাদের স্বরূপগত ভেদ আছে—এই আশয়ে বলিতেছেন—বিকার—দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি ; ও গুণ—প্রাকৃত সুখ ও দুঃখমোহ-গুলি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু জীব হইতে উৎপন্ন নহে। যেহেতু ক্ষেত্র-স্বরূপে পরিণতা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—জীব, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

**অনুভূষণ**—ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের বর্ণন করিয়া, এক্ষণে ক্ষেত্রের বিকারাদি ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ কিভাবে যোজিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন। প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া এবং জীব উভয়ই

পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া অনাদি বা নিত্য। অপরা ও পরা-ভেদে উহা পরমেশ্বরের দুই প্রকার প্রকৃতি। "ভূমিরাপোঽনলো" গীঃ—৭।৪-৫ শ্লোকে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় পাওয়া যায় ;—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার 'শক্তি' হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"

বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে।
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥"

( ৬ষ্ঠ অং ৭ম অঃ ৬০-৬২ শ্লোঃ )

কৃষ্ণবিমুখতা-ফলেই জীবের মায়াবরণ এবং মায়া হইতে জীবের দুঃখ, শোক ও মোহাদি লাভ, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ মায়া বা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদ-পেতস্য"-শ্লোক ও "সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে। ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্" ॥ ( ৩।৭।৯ ) ঈশ্বর অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানানন্দাদির অনুভব-সমর্থ ও কথঞ্চিৎ চিদৈশ্বর্য্যযুক্ত সুতরাং জড়বন্ধন হইতে মুক্ত শুদ্ধজীবের শোক ও ত্রিগুণের দ্বারা যে বন্ধন, তাহা অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের প্রসিদ্ধা মায়া-শক্তিরই কার্য্য ; উহা তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ বলিয়া আপাততঃ মনে হয় ॥ ১৯ ॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

**অন্বয়**—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্য-কারণের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) হেতুঃ (কারণ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) সুখদুঃখানাং (সুখ-দুঃখের) ভোক্তৃত্বে (ভোক্তৃত্ব-বিষয়ে) পুরুষঃ (পুরুষকে) হেতুঃ (কারণ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ**—জড়ীয় কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, জড়ীয় সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা-বিষয়ে পুরুষ, অর্থাৎ বদ্ধজীবকেই হেতু বলিয়া কথিত হয় ॥ ২০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—জড়ীয় কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়-কর্ত্তৃত্ব—প্রকৃতির ধর্ম্ম; অতএব প্রকৃতিই তাহাদের হেতু। পুরুষের তটস্থ-স্বভাব-বশতঃ জড়াভিমান হইতেই সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বের উদয় হয়। শুদ্ধ-জীবের ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়প্রকৃতিতে আত্মাভিমান-বশতঃ জীব তটস্থস্বভাব হইতে সেই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ সংস্পৃষ্টয়োস্তয়োঃ কার্য্যাভেদমাহ,—কার্য্যেতি। শরীরং কার্য্যং, জ্ঞানকর্ম্মসাধকত্বাদিন্দ্রিয়াণি কারণানি, তেষাং কর্ত্তৃত্বে তত্তদাকার-স্বপরিণামে প্রকৃতির্হেতুঃ। 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি' ইত্যগ্রিমাৎ স্বসংসর্গেণ সচেতনাং প্রকৃতিং পুরুষোঽধিতিষ্ঠতি; তদধিষ্ঠিতা তু সা তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরিণমমানা তত্তদ্দেহাদীনাং স্রষ্ট্রীতি—প্রকৃত্যার্পিতানাং সুখাদীনাং ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুস্তেষাং ভোগে স এব কর্ত্তেত্যর্থঃ। প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বং সুখাদি-ভোক্তৃত্বঞ্চ পুরুষস্য কার্য্যম্; তচ্চ শরীরাদিকর্ত্তৃত্বং তু তদধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতে-রিতি পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বং মুখ্যম্; এবমাহ সূত্রকারঃ—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদিভিঃ। পরেশস্য হরেরধিষ্ঠাতৃত্বং তু সর্ব্বত্রাবর্জ্জনীয়মিত্যুক্তং বক্ষ্যতে চ ॥২০॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এই প্রকৃতি ও পুরুষের কার্য্যগত ভেদের বিষয় বলিতেছেন, শরীর—কার্য্য, জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধকত্ব-নিবন্ধন ইন্দ্রিয়গুলি কারণ, তাহাদের কর্ত্তৃত্বের প্রতি তত্তদাকারে স্বীয় পরিণামে প্রকৃতিই হেতু। (পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া) এই অগ্রে কথিত স্বীয়-সংসর্গের দ্বারা সচেতনা প্রকৃতিতে পুরুষের অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু সেই

প্রকৃতি পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিতা ( চালিতা ) হইলেও জীবের কর্ম্মের অনুরূপে গুণের দ্বারা পরিণতা সেই সেই দেহাদির স্রষ্ট্রী হয়। প্রকৃতির দ্বারা অর্পিত সুখাদির ভোক্তৃত্বের প্রতি পুরুষই কারণ। সুখ-দুঃখাদির ভোগে পুরুষই কর্ত্তা।—ইহাই তাৎপর্য্য। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান ও সুখাদির ভোগ পুরুষেরই কার্য্য। সেই যে প্রকৃতির শরীরাদি কর্ত্তৃত্ব তাহা কিন্তু পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতির। এই হেতু পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব মুখ্য। এই রকমই বলিয়াছেন সূত্রকার—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্ব হেতু"। ইত্যাদির দ্বারা। পরেশ অর্থাৎ পরমেশ্বর হরির অধিষ্ঠাতৃত্ব কিন্তু সর্ব্বত্র অবর্জ্জনীয় বলা হইয়াছে এবং ইহাই বলা হইবে ॥ ২০ ॥

**অনুভূষণ**—জড়ীয় কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু। প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি ভোগ শুদ্ধ জীবের নাই। তটস্থা শক্তি-সম্ভূত জীব মায়াবদ্ধতার ফলে তদভিনিবেশক্রমে প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকে। এ-সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে শ্রীকপিল দেব বলিয়াছেন,—

"কার্য্য-কারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥" (৩।২৬।৮)

অর্থাৎ হে মাতঃ! দেহ, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গের কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বাদি প্রাপ্তি-বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ( যেহেতু কূটস্থ আত্মায় পরমাত্মার প্রাধান্য বিদ্যমান, তজ্জন্য তিনি নিরুপাধিক এবং স্বতঃই নির্ব্বিকার। প্রকৃতিপরিণামভূত দেহাদিতে অভিমান হওয়ায় প্রকৃতিরই প্রাধান্য বশতঃ তাহাকেই ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হয়। ) কিন্তু সুখ-দুঃখাদি কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্বে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষকেই কারণ বলা হয়। ( যদিও কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, উভয়ই এক অহঙ্কারগত, তথাপি দেহাদি জড়ের কার্য্য বলিয়া উহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য এবং সুখ-দুঃখাদি ভোগ-ক্রিয়া চৈতন্য বিনা সম্ভবপর হয় না বলিয়া তাহাতে প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্যেরই প্রাধান্য। ) অবশ্য ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অধীনেই ইহাদের প্রভাব জানিতে হইবে। মায়া ও জীব ঈশ্বরপরতন্ত্র; এ-বিষয়ে শ্রীভাগবতের মধ্বটীকাধৃত ভবিষ্যৎ পর্ব্বে পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মাদিভিঃ সর্গকরী শ্রীবিষ্ণুবলসংশ্রয়াৎ।
সুখদুঃখপ্রদো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব সনাতনঃ ॥

কর্ত্তৃত্বং সুখদুঃখানামন্যেষাং তু তদাজ্ঞয়া।
ভোক্তৃত্বং সুখদুঃখানাং করোত্যেকো হরিঃ স্বয়ম্।
ভোক্তৃত্বমাত্রহেতুত্বং জীবেনান্যত্র কুত্রচিৎ" ॥ ২০ ॥

**পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।**
**কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥**

**অন্বয়**—পুরুষঃ ( জীব ) প্রকৃতিস্থঃ হি ( প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই ) প্রকৃতিজান্ ( প্রকৃতিজাত ) গুণান্ ( বিষয়সমূহ ) ভুঙ্‌ক্তে ( ভোগ করে ) গুণসঙ্গঃ ( প্রকৃতির গুণের সঙ্গ ) অস্য ( এই পুরুষের ) সদসদ্‌যোনিজন্মসু ( সদসদ্ যোনিতে জন্মের ) কারণং ( কারণ ) ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**—পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি বিষয় ভোগ করে ; প্রকৃতির গুণে আসক্তিবশতঃ এই পুরুষের উচ্চাবচ যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—তটস্থ-স্বভাব হইতেই শুদ্ধজীব বৈকুণ্ঠের শুদ্ধতা ত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন এবং প্রকৃতি-জাত গুণ-সঙ্গ-বশতঃই সদসদ্‌যোনিসমূহে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

**শ্রীবলদেব**—প্রকৃত্যধিষ্ঠানে সুখাদিভোগে চ পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বমিত্যেতৎ স্ফুটয়তি ; তস্য প্রকৃতিসংসর্গে হেতুঞ্চ দর্শয়তি,—পুরুষ ইতি। চিৎসুখৈক-রসোঽপি পুরুষোঽনাদিকর্ম্মবাসনয়া প্রকৃতিস্থস্তামধিষ্ঠিত-তৎকৃতদেহেন্দ্রিয়ঃ প্রাণ-বিশিষ্টঃ সন্নেব তৎকৃতান্ গুণান্ সুখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তেঽনুভবতি ক্বেত্যাহ—সদিতি। সতীষু দেবমানবাদিষ্বসতীষু পশুপক্ষ্যাদিষু চ সাধ্বসাধুরচিতাসু যোনিষু যানি জন্মাদীনি, তেষ্বিতি তত্র তত্র পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বম্। তৎসংসর্গে হেতুমাহ,—কারণমিতি। গুণসঙ্গোঽনাদিগুণময়বিষয়স্পৃহা। অয়মর্থঃ,—অনাদির্জীবঃ কর্ম্মরূপানাদিবাসনা-রক্তঃ ; স চ ভোক্তৃত্বাদ্ভোগ্যান্ বিষয়ান্ স্পৃহয়ংস্তদর্পিকা-মনাদিসন্নিহিতাং প্রকৃতিমাশ্রয়িষ্যতি যাবৎ সৎপ্রসঙ্গাত্তত্ত্বাসনা ক্ষীয়তে ; তৎক্ষয়ে তু পরাত্মধামসুখানি ভুঙ্‌ক্তে—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্য ইতি। যত্তু, প্রকৃতেরিত্যাদেঃ কার্য্য-কারণেত্যাদেঃ প্রকৃত্যৈব চেত্যাদের্নান্যং গুণেভ্য ইত্যাদেশ্চাপাততার্থগ্রাহিভিঃ সাংখ্যৈঃ প্রকৃতেরেব কর্ত্তৃত্বমুক্তং, তৎ কিল রভসাভিধানমেব লোষ্ট্রকাষ্ঠবদ-

চেতনায়াস্তস্যাস্তত্ত্বাসম্ভাবাৎ। উপাদানাপরোক্ষচিকীর্ষাকৃতিমত্ত্বং খলু কর্ত্তৃত্বং, তচ্চ চেতনস্যৈবেতি শ্রুতিরাহ,—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ", "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদিকম্। যচ্চ পুরুষসন্নিধানাচ্চৈতন্যাধ্যাসাত্তস্যাস্তত্ত্বমিত্যাহস্তন্ন; যৎ সন্নিধ্যধ্যস্ত-চৈতন্যাত্তস্যাঃ কর্ত্তৃত্বং, তত্তস্যৈব সন্নিহিতস্যেতি সুবচত্বাৎ। ন খলু তপ্তায়সো দগ্ধৃত্বময়োহেতুকমপি তু বহ্নিহেতুকমেব দৃষ্টম্; ন চ চলতি জলং ফলতি তরুরিতিবজ্জড়ায়াস্তস্যাস্তত্ত্ব-সিদ্ধির্জলাদিষন্তর্য্যাম্যধিষ্ঠিতত্বেনেষ্টাসিদ্ধেঃ বিধায়ক-শ্রুতিব্যাকোপাচ্চৈতদেবম্; ন হি জড়প্রকৃতিমুদ্দিশ্য স্বর্গাদিফলকং জ্যোতিষ্টোমাদিমোক্ষফলকং ধ্যানঞ্চ স্মৃতির্বিধত্তেঽপি তু চেতনমেব ভোক্তার-মুদ্দিশ্যেতি পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বম্। তচ্চ প্রকৃতেরিতি যদুক্তং, তত্তু তদ্‌বৃত্তি-প্রাচুর্য্যাদেব যথা করেণ বিভ্রতি পুরুষে করো বিভর্ত্তীতি ব্যপদেশস্তথা প্রকৃত্যা কুর্ব্বতি পুরুষে প্রকৃতিঃ করোতীতি স ভবেদিত্যেকে; প্রাকৃতৈর্দেহাদিভির্যুক্তস্যৈব পুরুষস্য যজ্ঞযুদ্ধাদিকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং, ন তু তৈর্বিযুক্তস্য শুদ্ধস্যেত্যতঃ প্রকৃতেস্ত-দিত্যপরে ॥ ২১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানে ও সুখাদিভোগে পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব ইহাই পরিস্ফুট করা হইতেছে—এবং তাহার প্রকৃতি সংসর্গের হেতুও দেখাই-তেছেন, 'পুরুষ ইতি', চিৎ-সুখস্বরূপ, এক রসাত্মক হইলেও পুরুষ অনাদিকর্ম্ম বাসনার দ্বারা প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া প্রকৃতিকৃত দেহেন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত যুক্ত হইয়াই তৎকৃত সুখ ও দুঃখাদি গুণগুলিকে ভোগ অর্থাৎ অনুভব করে। কোথায় বা কখন? ইহাই বলিতেছেন,—'সদিতি'। সৎ—দেব ও মানুষাদি জন্মে, অসৎ—পশু ও পক্ষী প্রভৃতি জন্মে এবং সাধু ও অসাধু কর্ম্মে রচিত যোনিতে যে সমস্ত জন্মাদি হয়, সেইসব জন্মেতেও পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব। প্রকৃতি পুরুষের সংসর্গের কারণের বিষয় বলা হইতেছে—'কারণমিতি', গুণসঙ্গ অর্থাৎ অনাদি গুণময় বিষয়-স্পৃহা। ইহার তাৎপর্য্য এই—অনাদি জীব, কর্ম্মরূপ অনাদি বাসনার দ্বারা লিপ্ত। সেই জীব ভোক্তৃত্বহেতু ভোগ্য বিষয়গুলির-স্পৃহা করিতে করিতে তাহার অর্পণকারিণী সন্নিহিতা অনাদি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবে, যতদিন সৎ-সঙ্গের দ্বারা সেই বাসনার ক্ষয় না হয় (ততদিন)। কিন্তু তাহার ক্ষয় হইলে পরমাত্মধামস্থ সুখগুলি ভোগ করে।—"তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার সহিত সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করেন।"—এই সমস্ত শ্রুতি হইতেও পাওয়া

যায়। তবে যে সাংখ্যবাদীরা আপাততঃ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলেন,—প্রকৃতিই কর্ত্রী, যেহেতু ভগবান্ বলিয়াছেন 'প্রকৃতেঃ' ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি ইত্যাদি, 'কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে' কার্য্য-কারণ ও কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু কথিত হয়, 'প্রকৃত্যৈবচ' ইত্যাদি বাক্য 'নান্যং গুণেভ্যঃ' ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ; এইমত উক্তি হঠোক্তির মত প্রামাদিক, যেহেতু লোষ্ট্র-কাষ্ঠাদি যেমন জড়ত্ব-নিবন্ধন কার্য্য করিতে অক্ষম, সেই প্রকার জড়া প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব। কর্ত্তৃত্ব কিসে হয়? উপাদানের প্রত্যক্ষ (অপরোক্ষানুভূতি), চিকীর্ষা (করণের ইচ্ছা) ও কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাধীন, এ-সমুদয় চেতনেই সম্ভব। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন,—এই বিজ্ঞানময় আত্মা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, অন্যান্য কর্ম্ম করে। আবার 'এই বিজ্ঞানময় আত্মাই দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে, রসাস্বাদন করে, আঘ্রাণ করে, মনন করে, বোধ করে, কর্ত্তৃত্ব করে। ইত্যাদি শ্রুতি আত্মার কর্ত্তৃত্ব বলিতেছে। আরও যে সাংখ্যবাদীরা বলেন যে,—চৈতন্যের সন্নিধানবশতঃ প্রকৃতিতে চেতনের অধ্যাস হয়, সেইজন্য প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব; একথাও ঠিক নহে—যেহেতু সন্নিধি-নিবন্ধন প্রকৃতিতে আরোপিত চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না, যে সন্নিহিত আত্মা তাহারই কর্ত্তৃত্ব, অধ্যাসের আশ্রয় প্রকৃতির নহে, যেমন অগ্নি-সম্পর্কে তপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তি অগ্নি জন্যই; লৌহ জন্য নহে। যদি বল জড়ও কার্য্য করে—যেমন জল চলিতেছে, গাছ ফল প্রসব করিতেছে, সেইরূপ জড় প্রকৃতিরও কর্ত্তৃত্ব হইবে; তাহাও নহে। তথায় জলাদির মধ্যে অন্তর্য্যামীর অধিষ্ঠানবশতঃ উহা হয়, অতএব তাহারই কর্ত্তৃত্ব। জড়ের নহে, এইজন্য তোমাদের অভিপ্রেত অসিদ্ধ এবং পুরুষের কর্ত্তৃত্ব-বিধায়ক শ্রুতির সহিত প্রকৃতি-কর্ত্তৃত্বে বিরোধ ঘটে; এজন্য পুরুষের কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আর একটি প্রবল অনুপপত্তি, এই জড়া প্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ' ইত্যাদি স্বর্গফলবোধক শ্রুতিবাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না এবং মুক্তিজনক পরমাত্মধ্যান স্মৃতিবাক্য বিধান করে নাই কিন্তু চেতন ভোক্তা পুরুষকে উদ্দেশ করিয়া, অতএব পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব এই যে কথা তোমরা বলিয়াছ এবং তাহার প্রমাণও অনেক দেখাইয়াছ, ইহার অর্থ অন্য প্রকার—পুরুষে প্রকৃতির প্রচুর বৃত্তিবশতঃ তাহার কর্ত্তৃত্বোক্তি, যেমন হাত দিয়া কোন পুরুষ ধরিলে

লোকে বলে হাত ধরিতেছে, সেইরূপ প্রকৃতিশক্তির সাহায্যে পুরুষ কাজ করিলে, প্রকৃতি করিতেছে এইরূপ ব্যপদেশ হয়; এইরূপ মীমাংসাও কেহ কেহ করেন। আবার অন্যে বলেন—প্রকৃতি-সম্ভূত দেহাদিযুক্ত হইয়াই পুরুষ যজ্ঞযুদ্ধ-কর্ম্মের কর্ত্তা হয়, তদ্ব্যতিরেকে শুদ্ধ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব হয় না—এই কারণে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব পঠিত হয় ॥ ২১ ॥

**অনুভূষণ**—জীব—অনাদি, সে অনাদি বাসনার অধীন হইয়া কর্ম্মানুরূপ বিবিধ ফলভোগ করিয়া থাকে। চিৎসুখস্বরূপ, একরস হইয়াও অনাদি কর্ম্মবাসনা দ্বারা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি-প্রদত্ত দেহেন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট হইয়া মায়াদত্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য জীব মায়াবদ্ধ হইয়া নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ ও সাধু-কৃপাদ্বারা এই ভোগবাসনা ক্ষয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে নানাবিধ যোনিতে কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥" ( মধ্য ২০।৪৩ )
"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥" ( ঐ ২০।৪৫ )

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥"
( ১০।৫১।৫৪ )

এই গীতাশাস্ত্রে—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' (৩।২৭) 'কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে' (১৩।২১) 'প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি' (১৩।২৯) 'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারম্' (১৪।১৯) ইত্যাদি শ্লোক সমূহের দ্বারা আপাততঃ অর্থগ্রাহী সাংখ্যকার কর্তৃক প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্বের কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলাৎকারেই কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে এরূপ আরোপ সঙ্গত হয় না। কারণ লোষ্ট্র ও কাষ্ঠবৎ অচেতন প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। কর্ম্ম সম্পাদনের ইচ্ছা ও তাহার সাধন ক্ষমতাই কর্ত্তৃত্ব, তাহা চেতনের ধর্ম্ম। শ্রুতিও বলেন,—সেই পুরুষই সকল যজ্ঞাদিকর্ম্ম করিয়া থাকেন। তিনিই দ্রষ্টা,

স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাণকর্ত্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ইত্যাদি। যদি বলা যায় যে, পুরুষের সন্নিধান হেতু চেতনের অধ্যাসবশতঃ অচেতনা প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ব লাভ করে, তাহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ সন্নিহিত পুরুষের অধ্যাস হইলেও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, অগ্নির সান্নিধ্যে লৌহখণ্ড উত্তপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার নিজের দাহিকা শক্তি নাই, তাহাতে যে দহনক্ষমতা দেখা যায়, তাহা লৌহ-খণ্ডের বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, উহা অগ্নিরই শক্তি, লৌহের নয়।

যদি বলা যায়,—জল চলিতেছে, বৃক্ষ ফলিতেছে, ইহাতে জড়ের কর্ত্তৃত্ব সমর্থিত হইতেছে, সুতরাং প্রকৃতি জড়া হইলেও তাহার কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব কেন? তদুত্তরে বলা যায়,—জল, বৃক্ষের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে চেতনের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই উহা দেখা যাইতেছে কিন্তু ঐ কর্ত্তৃত্ব বৃক্ষ বা জলের নহে। ঐরূপ বলিতে গেলে, এই সম্বন্ধে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহার বিরোধ হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে যে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধান আছে বা মোক্ষ-বিধায়ক ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহা জড়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। চেতন ভোক্তা পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। এই সকলের দ্বারা পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বশ্লোকে যে প্রকৃতিতে যে কার্য্যকারণরূপ কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা তাহার বৃত্তির প্রাচুর্য্যবশতঃই নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ সে কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির বৃত্তিমাত্র। যথার্থ কর্ত্তৃত্ব কিন্তু পুরুষেরই। লোক হস্তের দ্বারা কার্য্য করে বলিয়া যেমন হস্তের উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া বলা হয়, হস্ত কার্য্য করিতেছে, কিন্তু সেখানে কর্ত্তা মনুষ্যই, হস্ত কেবল সাধনমাত্র। সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করে বলিয়া, প্রকৃতি কর্ত্তা না হইলেও প্রকৃতিকেই কর্ত্তা বলিয়া থাকে।—এইরূপ কেহ বলেন। আবার কেহ বলেন,—প্রাকৃত দেহাদির সংযোগেই পুরুষ যজ্ঞাদি বা যুদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু প্রকৃতি-বিযুক্ত শুদ্ধজীবের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না, সুতরাং প্রকৃতিকেই কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

বেদান্তের সূত্রগুলিও এস্থলে আলোচ্য—

"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ", "বিহারোপদেশাৎ" "উপাদানাৎ"

"ব্যপদেশাচ্চ" "ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশবিপর্য্যয়ঃ" ইত্যাদি। (২।৩।৩৩,৩৪,৩৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"যদ্যপি সাংখ্য মানে 'প্রধান'—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন॥
নিজসৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ত' নির্ম্মাণে॥" (আদি ৬'১৮-১৯)

এস্থলে বেদান্তের সূত্রগুলিও আলোচ্য,—

"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" "প্রবৃত্তেশ্চ" "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি", "ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ" "অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ", "অভ্যুপ-গমেঽপ্যর্থাভাবাৎ", "পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি" "অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ," "অন্যথানু-মিতৌ চ জ্ঞ-শক্তি-বিয়োগাৎ,"।

তটস্থস্বভাব জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে অবিদ্যাকৃত অধ্যাসের ফলেই জড়ের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বকে বরণ করিয়া সংসারী হন এবং নানাবিধ জন্মলাভ করতঃ সুখ দুঃখাদি লাভ করিয়া থাকেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবের বাক্যে পাই,—

"এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মানেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥" (৩।২৬।৬-৭)

অর্থাৎ এই প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়ায় ঐ পুরুষ অর্থাৎ জীব প্রকৃতির গুণজাত কার্য্যসমূহের কর্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ জীব কেবল সাক্ষীমাত্র; তিনি কোন কর্ম্মের কর্তা নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের পরা শক্তি-রূপ এবং স্বয়ং সুখস্বরূপ কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কর্তৃত্বাভিমান হইতেই জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহরূপ সংসার-লাভ এবং তাহা হইতেই বন্ধন ও সেই বন্ধন হইতেই পরাধীনতা উপস্থিত হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"যেমন রাজকীয় পুরুষও 'রাজা' নামে কথিত হয়, সেই প্রকার এই স্থানে ঈশ-শব্দবাচ্য ঈশ্বরের শক্তিরূপ শুদ্ধ জীব 'ঈশ্বর'-শব্দে উক্ত হইয়াছে।"

অন্যত্র শ্রীকপিল দেবের বাক্যে পাওয়া যায়,—

"স এব যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥" ভাঃ—৩।২৭।২-৩।

অর্থাৎ সেই জীব যখন সুখ-দুঃখাদিরূপ প্রকৃতির গুণে বিশেষরূপে আসক্ত হন, তখনই অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন, এবং সেই অভিমান বশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তৎসংসর্গকৃত কর্ম্মদোষে দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি উত্তমাধম যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং সুখ-দুঃখ ভোগে নিবৃত্ত না হইয়া সংসারপদবী প্রাপ্ত হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"'কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত 'প্রেম বিবর্ত্তে' পাওয়া যায়,—

"চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময়-ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি' কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি—নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু" ॥ ২১ ॥

**উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।**
**পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥**

**অন্বয়**—অস্মিন্ ( এই ) দেহে ( শরীরে ) পরঃ ( জীব ভিন্ন অন্য ) পুরুষঃ ( পুরুষ ) উপদ্রষ্টা ( সাক্ষী ) অনুমন্তা চ ( অনুমোদনকারী ) ভর্ত্তা ( ধারক ) ভোক্তা ( পালক ) মহেশ্বরঃ ( মহেশ্বর ) পরমাত্মা চ ইতি অপি ( এবং পরমাত্মা প্রভৃতিরূপও ) উক্তঃ ( কথিত হন ) ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ**—এই দেহে জীব ভিন্ন অন্য পুরুষ, ইহার নিকটস্থ দ্রষ্টা, অনুমোদনকারী, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হন ॥ ২২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—জীব—আমার নিত্য সখা; তাহার তটস্থ-স্বভাব বিশুদ্ধভাবে অবস্থিত হইলেই সে আমার প্রতি সাম্মুখ্য লাভ করে; তটস্থ-স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা, তদ্দ্বারা আমার বিমল-প্রেম লাভ করিলেই তাহার জৈবধর্ম্মের চরিতার্থতা হয়। সেই স্বভাবের অপব্যবহার-দ্বারা জীবের যখন প্রাকৃত-ক্ষেত্রে প্রবেশ হয়, আমিও পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। অতএব জীবের দেহে আমি জীবের কার্য্যসকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর-স্বরূপে পরমাত্ম-নামে পরম-পুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা লক্ষিত হই এবং জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহাদের ফল দান করি ॥ ২২ ॥

**শ্রীবলদেব**—দেহে সুখাদিভোক্তৃতয়াবস্থিতং জীবমুক্ত্বা নিয়ন্তৃতয়া তত্রাবস্থিতমীশ্বরমাহ,—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ দেহে পরো জীবাদন্যঃ পুরুষোঽস্তি,—যো মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চ প্রোক্তঃ; উপদ্রষ্টা সন্নিধৌ পৃথক্স্থিতএব সাক্ষী; অনুমন্তানুমতিদাতা,—তদনুমতিং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং ন ক্ষম ইত্যর্থঃ; ভর্ত্তা ধারকঃ; ভোক্তা পালকঃ; 'সর্ব্বতঃ পাণি" ইত্যাদিভিরুক্তস্যাপীশস্য জীবেন সহ স্থিতিং বক্তুং পুনরুক্তিঃ ॥ ২২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—দেহে সুখাদির ভোক্তারূপে অবস্থিত জীবের কথা বলিয়া নিয়ন্তারূপে দেহে অবস্থিত ঈশ্বরের বিষয় বলিতেছেন—'উপদ্রষ্টেতি'। এই দেহে জীব ভিন্ন অপর অন্য একটি পুরুষ আছেন—যাঁহাকে মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলা হইয়াছে। তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সান্নিধ্যে ( সন্নিধিতে পৃথক্স্থিত হইয়া সাক্ষী ) ( অসংস্পৃষ্ট ); অনুমন্তা—অনুমতিদাতা—তাহার অনুমতি ভিন্ন জীবের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। ভর্ত্তা—ধারক, ভোক্তা—পালক। যদিও

'সর্ব্বতঃপাণি' ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও তাঁহার জীবের সহিত অবস্থিতি বলিবার জন্য ইহার পুনরুক্তি ॥ ২২ ॥

**অনুভূষণ**—সংসারী জীবের দেহে জীবাত্মা ব্যতীত পরমেশ্বরও বাস করেন। তিনি সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করিয়া অবিদ্যাশ্রিত জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান। শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী, একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; অপরটি অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষী স্বরূপ পরিদর্শন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় ;—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥" (১১।১১।৬)

অর্থাৎ চিদ্ধর্ম্মনিবন্ধন পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, অবিয়োগ ও ঐকমত্যহেতু সখ্যভাবাপন্ন জীব ও ঈশ্বরস্বরূপ পক্ষীদ্বয় যদৃচ্ছাক্রমে দেহরূপবৃক্ষে আগত হইয়া হৃদয়রূপ নীড়ে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ জীব দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং অপরটি ঈশ্বর ফলভোগ না করিয়াও নিত্যানন্দ-তৃপ্ত জ্ঞানশক্ত্যাদি বলে সমধিকরূপে বিরাজমান থাকেন ॥ ২২ ॥

**য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।**
**সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥**

**অন্বয়**—যঃ (যিনি) এবং (এইরূপ) পুরুষং (পুরুষকে) গুণৈঃ সহ (গুণাদির সহিত) প্রকৃতিং (মায়াশক্তিকে) চ (জীবশক্তিকেও) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) বর্ত্তমানঃ অপি (বিদ্যমান থাকিয়াও) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ**—যিনি এই প্রণালীতে পুরুষতত্ত্ব, সগুণ মায়া-প্রকৃতি ও জীবতত্ত্বকে অবগত হন, তিনি জড়জগতে অবস্থান করিয়াও, পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না ॥ ২৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যিনি এই প্রণালীতে নির্গুণপুরুষ-তত্ত্ব ও সগুণ-প্রকৃতি-তত্ত্ব অবগত হন, তিনি জড়-জগতে বর্ত্তমান হইয়াও আর পুনঃপুনঃ জন্ম লাভ করেন না। অর্থাৎ প্রত্যক্‌ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমার সাম্মুখ্য লাভ করত আমার প্রসাদে আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—এতজ্‌জ্ঞানফলমাহ,—য ইতি। এবং মদুক্তবিধয়া মিথো বিবিক্ততয়া যঃ পুরুষং মহেশ্বরপ্রকৃতিং চ জীবঞ্চ বেত্তি, সর্ব্বথা ব্যবহারসম্পর্কেণ বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ো নাভিজায়তে—দেহান্তে বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই জ্ঞানের ফলের বিষয় বলা হইতেছে,—'য ইতি'। এই-প্রকার আমার উক্তি অনুসারে পরস্পর বিবিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া যিনি পুরুষ মহেশ্বর, প্রকৃতি ও জীবকে জানেন, সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার-সম্পর্কে বর্ত্তমান থাকিলেও বারবার তাঁহার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না—অর্থাৎ তিনি দেহান্তে মুক্তিলাভ করেন ॥ ২৩ ॥

**অনুভূষণ**—প্রকৃতির তত্ত্ব, পুরুষ অর্থাৎ জীবের তত্ত্ব এবং পরমপুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মার তত্ত্ব, যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার জ্ঞান লাভ হইলে কিরূপ ফল ঘটে ; তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিল দেবের বাক্যে পাওয়া যায়,—

> "যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
> স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে ॥
> এবং বিদিত-তত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্।
> যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥"—৩।২৭।২৫-২৬

অর্থাৎ জীবপুরুষ যখন তত্ত্ব-বিষয়ে নিদ্রিত থাকে, স্বপ্নদৃষ্ট অনর্থ সকল তখনই তাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে, কিন্তু সেই পুরুষ জাগরিত হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত অনর্থ সকল সংস্কার বশতঃ স্মৃতিপথে উদিত হইলেও তাহাকে বিমোহিত করিতে পারে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি ভগবান্, জীব ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হইয়া আমাতে চিত্ত নিয়োগপূর্ব্বক আত্মারাম হন্, প্রকৃতি কখনও আর তাঁহার অপকার করিতে সমর্থ হয় না।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তিতেও

অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়,—"যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য······ন বৈ মোহায় কল্পতে।" ঐ তত্ত্বজ্ঞ জীব যে পুনরায় জন্ম লাভ করে না, সে সম্বন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভুবনান্মুনিঃ॥
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে॥"

(৩।২৭।২৭-২৯) ॥ ২৩ ॥

**ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।**
**অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৪ ॥**

**অন্বয়**—কেচিৎ (ভক্তগণ) ধ্যানেন (ভগবৎ-চিন্তা-দ্বারা) আত্মনি (হৃদয়ে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) আত্মনা (স্বয়ংই) পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকেন) অন্যে (জ্ঞানিগণ) সাংখ্যেন (আত্মানাত্ম-বিবেকের দ্বারা) অপরে (যোগিগণ), যোগেন (অষ্টাঙ্গ-যোগ-দ্বারা) [অপরে—অন্য কেহ কেহ] কর্ম্মযোগেন চ (নিষ্কামকর্ম্ম-যোগ-দ্বারাও) [পশ্যন্তি—দর্শন চেষ্টা করেন] ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ**—ভক্তগণ ভগবৎ-চিন্তা-দ্বারা হৃদয়-মধ্যে পরম পুরুষকে স্বয়ংই দর্শন করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ সাংখ্যযোগ-দ্বারা, যোগিগণ অষ্টাঙ্গযোগ-দ্বারা এবং কেহ কেহ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-দ্বারাও দর্শন চেষ্টা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে অর্জ্জুন! বদ্ধজীব পরমার্থসম্বন্ধে দুইপ্রকারে বিভক্ত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ। নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী ও কেবল নৈতিক, এইপ্রকার লোকসকল—পরমার্থ-বহির্ম্মুখ; আর পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহারা—অন্তর্ম্মুখ। নিতান্ত-অভেদবাদ-পরায়ণ সাংখ্যযোগীও বহির্ম্মুখমধ্যেই পরিগণিত। ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মতত্ত্বে চিদাশ্রয়-দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ঈশানুসন্ধানকারী সাংখ্যযোগিসকল দ্বিতীয়-শ্রেণীস্থ; তাঁহারা চব্বিশতত্ত্বময়ী

প্রকৃতিকে আলোচনা করত পঞ্চবিংশতিতম-তত্ত্ব জীবকে শুদ্ধচিৎস্বরূপ জানিয়া ষড়্‌বিংশতিতম-তত্ত্ব যে ভগবান্, তাঁহাতে ক্রমশঃ ভক্তিযোগ বিধান করেন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগি-সকল বর্ত্তমান; তাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা ভগবদালোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—মহেশ্বরস্য প্রাপ্তৌ সাধনবিকল্পানাহ;—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। কেচিদ্‌বিশুদ্ধচিত্তা আত্মনি মনসি স্থিতমাত্মানং মহেশ্বরং মাং ধ্যানেনোপসর্জ্জনী-ভূতজ্ঞানেন পশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্ত্যাত্মনা স্বয়মেব, ন ত্বন্যেনোপকারকেণ; অন্যে সাঙ্খ্যেনোপসর্জ্জনীভূতধ্যানেন জ্ঞানেন পশ্যন্তি; অন্য-যোগেনোপসর্জ্জনী-ভূতজ্ঞানেনাষ্টাঙ্গেন পশ্যন্তি; অপরে তু কর্ম্মযোগেনান্তর্গতধ্যানজ্ঞানেন নিষ্কামেণ কর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—মহেশ্বরের প্রাপ্তি-বিষয়ে বিবিধ সাধনের উল্লেখ করিতেছেন,—'ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্'। কেহ কেহ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মা অর্থাৎ মনে স্থিত আত্মা মহেশ্বর, আমাকে ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ উপসর্জ্জনীভূত অর্থাৎ গৌণীভূত জ্ঞানের দ্বারা দর্শন করেন অর্থাৎ স্বয়ং সাক্ষাৎকার করেন কিন্তু অন্য কোন উপকারকের দ্বারা নহে। অন্যান্য লোক সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত উপসর্জ্জনীভূত অর্থাৎ গৌণীভূত ধ্যানের সহিত জ্ঞানের দ্বারা দেখিয়া থাকেন। আবার অন্য কেহ কেহ জ্ঞানকে অপ্রধান রাখিয়া যোগশাস্ত্রপ্রোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা জ্ঞানের সহিত দেখিয়া থাকেন। আবার কিন্তু অপর কেহ কেহ কর্ম্মযোগের অন্তরে ধ্যান ও জ্ঞানকে রাখিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জানেন ॥ ২৪ ॥

**অনুভূষণ**—মহেশ্বর-প্রাপ্তির বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর বিষয় শ্রীভগবান্ এক্ষণে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। কেহ কেহ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানমিশ্র ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকার করেন অবশ্য স্বয়ংই করেন অন্য উপকারকের দ্বারা কিন্তু নহে। কেহ কেহ ধ্যানমিশ্র সাংখ্যজ্ঞানের দ্বারা দর্শন করেন। কেহ কেহ জ্ঞানমিশ্র অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। অপর আবার কেহ কেহ কিন্তু কর্ম্মযোগের অন্তর্গত ধ্যান ও জ্ঞানমিশ্র নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারা অনুভব চেষ্টা করেন।

এই প্রকারে বিভিন্ন সাধনের কথা উল্লিখিত হইলেও সব সাধনের প্রাপ্তি সমান নহে। সুতরাং সব সাধনও সমান নহে। **সাংখ্যজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও** নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ পরমাত্মদর্শনের পারম্পর্য্যভাবে **কারণ হইলেও কিন্তু**

সাক্ষাৎ কারণ নহে। পরমাত্মা, নির্গুণ তত্ত্ব সুতরাং সাত্ত্বিক জ্ঞানাদি-সাধনের দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হয় না, পরম্পরাক্রমেই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"জ্ঞানঞ্চ ময়ি সন্ন্যসেৎ" (১১।১৯।১)। আরও পাওয়া যায়,—"ন সাধয়তি মাং যোগঃ", ইত্যাদি এবং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ( ভাঃ—১১।১৪।২০-২১), এই গীতাতেও পরে শ্রীভগবান্ বলিবেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ( গীঃ ১৮।৫৫ )। সুতরাং কেবলা-ভক্তিই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎপ্রাপ্তিতে একমাত্র কারণ।

অধিকারীভেদেও সাধনের ভেদ দেখা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব-সংবাদে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" ১০।২০।৬-৮।

ঐ-সম্বন্ধে গীঃ—৮।২২ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২৪ ॥

**অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।**
**তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥**

**অন্বয়**—অন্যে তু ( অপর কেহ কেহ কিন্তু) এবং ( এইরূপ তত্ত্ব ) অজানন্তঃ ( না জানিয়া ) অন্যেভ্যঃ ( অন্য উপদেশকগণের নিকট ) শ্রুত্বা ( শুনিয়া ) উপাসতে ( উপাসনা করেন ) তে অপি ( তাঁহারাও ) শ্রুতিপরায়ণাঃ ( উপদেশ শ্রবণ পরায়ণ হইয়া ) মৃত্যুং চ ( মৃত্যুরূপ সংসারকে ) অতিতরন্তি এব ( অতিক্রম করিয়া থাকেন ) ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ**—আবার অপর কেহ এইরূপ তত্ত্ব না জানিয়া, অন্য আচার্য্যবর্গের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাও শ্রবণনিষ্ঠ হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুরূপ সংসারকে অবশ্য অতিক্রম করেন ॥ ২৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীস্থ পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু-সকল ইতস্ততঃ কীর্ত্তনকারিগণের নিকট শ্রবণ করিয়া তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক

ভগবদুপাসনা আরম্ভ করেন ; ইঁহারাও সাধুসঙ্গ ও সদালোচনা-ক্রমে অবশেষে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ ভক্তি লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—অন্যে ত্বেবমীদৃশানুপায়ানজানন্তঃ শ্রুতিপরায়ণাস্তত্তৎকথা-শ্রবণাদিনিষ্ঠাঃ সাম্প্রতিকা অন্যেভ্যস্তদ্বক্তৃভ্যস্তানুপায়ান্ শ্রুত্বা তং মহেশ্বর-মুপাসতে ; তেঽপি, চাৎ তৎসঙ্গিনশ্চ ক্রমেণ তানুপলভ্যানুষ্ঠায় চ মৃত্যুমতি-তরন্ত্যেবেতি তৎকথা-শ্রুতিমহিমাতিশয়ো দর্শিতঃ ॥ ২৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—আবার অন্যান্য কেহ কেহ কিন্তু এই প্রকার উপায়গুলির বিষয় না জানিয়া ঈশ্বর-কথা-শ্রবণপরায়ণ হইয়া সেই সেই কথা শ্রবণাদি নিষ্ঠাপরায়ণ হন। ইঁহারা কিন্তু আধুনিক বা আধুনিক ভাবাপন্ন হরি-কথার বক্তৃগণ হইতে সেই সব উপায়গুলির বিষয় শ্রবণ করিয়া সেই মহেশ্বরকে উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহারাও 'চ'কারের অর্থবলে তাঁহার সঙ্গীরাও ক্রমে ক্রমে সেই সব উপায়ের উপলব্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেনই। ইহার দ্বারাই তাঁহার কথা শ্রবণের মহিমার সর্ব্বোৎকর্ষ প্রদর্শন করা হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অন্য এক প্রকার অধিকারীর বিষয়ও বর্ণন করিতেছেন। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উপায় সকলের কথা অবগত নহেন, তাঁহারা যদি পরকালে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্ জিজ্ঞাসু হইয়া বিভিন্ন উপদেশকের নিকট শ্রবণ-পরায়ণ হন এবং তাঁহাদের নিকট কথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণ-নিষ্ঠ হইতে পারেন, সাম্প্রতিক কালের অন্য উপদেশকের উপদেশ হইতে উপায় জানিয়া মহেশ্বর আমাকে উপাসনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন কি, তাঁহাদের সঙ্গীরাও ক্রমশঃ আমার ভজনের উপায় অবগত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিবেনই। এস্থলে শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণকারীর মহিমা অতিশয় ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যেমন পাওয়া যায়,—

"যে বা কিছু না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে তেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত ॥" ২৫ ॥

**যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।**
**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥**

**অন্বয়**—ভরতর্ষভ ! যাবৎ ( যে কিছু ) স্থাবরজঙ্গমম্ ( চরাচরাত্মক ) সত্ত্বং ( প্রাণী ) সংজায়তে ( উৎপন্ন হয় ) তৎ ( সেই সমস্ত ) ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ ( ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে ) [ উৎপন্ন হয় বলিয়া ] বিদ্ধি ( জানিবে ) ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ**—হে ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ ! যে কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণী উৎপন্ন হয়, তৎ সমুদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—স্থাবর-জঙ্গম-মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও ॥ ২৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথানাদিসংযুক্তয়োঃ প্রকৃতিজীবয়োর্বিয়োগানুসন্ধানায় তয়োঃ সংযোগেন সৃষ্টিং তাবদাহ,—যাবদিতি। স্থাবরজঙ্গমং কিঞ্চিৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতং যাবদ্যৎপ্রমাণকমুৎকৃষ্টমপকৃষ্টং চ সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদ্-বিদ্ধি—ক্ষেত্রেণ প্রকৃত্যা সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্বন্ধাজ্জানীহীত্যর্থঃ। ঈশ্বরঃ প্রকৃতিজীবৌ নিয়ময়ন্ প্রবর্ত্তয়তি, তৌ তু মিথঃ সম্বধ্নীত, ততো দেহোৎপত্তিদ্বারা প্রাণিসৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর অনাদিকাল হইতে পরস্পর সংযুক্ত প্রকৃতি ও জীবের বিয়োগ অনুসন্ধান করিবার জন্য তাহাদের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির বিষয়ের কথা বলা হইতেছে—'যাবদিতি', স্থাবর বা জঙ্গম যে কোনও প্রাণিসমূহ যত আছে, যত পরিমাণ উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ( শ্রেষ্ঠ বা নীচ ) রূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই হইয়া থাকে জানিবে। ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ হইতেই জানিবে। ঈশ্বর প্রকৃতি ও জীবকে নিয়মিত করিয়া প্রবর্ত্তিত করেন ; এবং সেই দুইটিকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করেন। সেই হেতু দেহোৎপত্তির দ্বারা প্রাণিবর্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

**অনুভূষণ**—অনাদিকাল হইতে প্রকৃতি ও জীব পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে সুতরাং তাহাদের বিচ্ছেদ অনুসন্ধান নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরের সংযোগে যে সৃষ্টি হয়, তাহাই বলিতেছেন। স্থাবর ও জঙ্গম যাবতীয় প্রাণী—উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট সকলেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই জন্ম লাভ করে ; অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সম্বন্ধ হইতেই হইয়া থাকে। ঈশ্বর

প্রকৃতি ও জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে পরস্পরের সম্বন্ধ হইতেই দেহোৎপত্তিবশতঃ প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈর্যোষিৎ পুরুষ এব হি।
তয়োর্ব্যবায়াৎ সম্ভূতির্যোষিৎপুরুষয়োরিহ ॥ (৪।১১।১৫)

অর্থাৎ পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে পরিচিত হয়। আবার ঐ স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর মিলনেই এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

**সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।**
**বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥**

**অন্বয়**—সর্ব্বেষু ভূতেষু (সকল ভূতমধ্যে) সমং (সমভাবে) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত) বিনশ্যৎসু (বিনাশশীলগণের মধ্যে) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরম্ (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) (সম্যক্) পশ্যতি (সম্যক্‌রূপে দর্শন করেন) ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ**—সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল দেহাদির মধ্যেও অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ২৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও, বিনশ্বর বস্তুর ধর্ম্ম যে বিনাশিত্ব, তাহা স্বীকার করেন না; যিনি পরমাত্মাকে এইরূপে জানেন, তিনিই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ প্রকৃতৌ তৎসংযুক্তেষু চ জীবেষু স্থিতমপীশ্বরং তেভ্যো বিবিক্তং পশ্যেদিত্যাহ,—সমমিতি। যস্তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গী সর্ব্বেষু স্থাবরজঙ্গমদেহবৎসু ভূতেষু জীবেষু সমমেকরসং যথা স্যাত্তথা তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং বিনশ্যৎসু তত্তদ্দেহ-বিমর্দ্দেন বিনাশং গচ্ছৎসু তেষ্ববিনশ্যন্তং তদ্বিলক্ষণং পশ্যতি, স এব পশ্যতি, তদ্‌যাথাত্ম্যদর্শী ভবতি; তথা চ বৈবিধ্যবিনাশধর্ম্মিভ্যঃ প্রকৃতিসংযোগিভ্যো জীবেভ্য ঐকরস্যাবিনাশধর্ম্মা পরেশো বিবিক্ত ইতি ॥ ২৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর প্রকৃতিতে সংযুক্ত জীবসমূহের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরকে তাহাদের হইতে বিভিন্ন রূপেই বিবেচনা করিবে; ইহাই বলা হইতেছে,—'সমমিতি'। যিনি প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ববিদের প্রসঙ্গী তিনি স্থাবর-জঙ্গমদেহ-

প্রাপ্ত সমস্ত জীবগণের মধ্যে সমানভাবে এক রসস্বরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরকে ঐ স্থাবরাদিদেহের নিঃশেষরূপে বিনাশ হইলেও, তিনি অবিনশ্বর ও ঐসব জীব-বিলক্ষণ বলিয়া দেখেন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শী হন। ইহাকে প্রকৃত যথাযথদর্শী বলা হয়। অতএব বিবিধরূপে বিনাশ ধর্ম্মী, প্রকৃতি সংযোগী জীবগণ হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে একরস, অবিনাশধর্ম্মী ও পরমেশ্বর বলিয়াই জানিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

**অনুভূষণ**—প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত জীবগণের মধ্যে ঈশ্বর অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিলেও তিনি প্রকৃতি ও জীব হইতে পৃথক্। যিনি তত্ত্ববিৎ পুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তিনি স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণিদেহের মধ্যে এক পরমেশ্বরকেই দেখিয়া থাকেন। দেহধারী জীবগণের দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও পরমেশ্বরের বিনাশ নাই। তিনি জীব হইতে পৃথকৃরূপে অবিনাশী থাকেন। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে এই প্রভেদ যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ ॥"—৪।২৯।৪৪।

অর্থাৎ বাচস্পতিগণও কিন্তু অদ্যাপি তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা সর্ব্বত্র অবস্থিত পরমেশ্বরকে বিচার করিয়াও জানিতে পারেন নাই। শ্রীভগবান্ জীবদেহে বাস করিয়াও যে দেহের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন না, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥" ( ১।১১।৩৮ )

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার ॥" (আদি ১।৪৫) ॥ ২৭ ॥

**সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।**
**ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥**

**অন্বয়**—হি ( যেহেতু ) সর্ব্বত্র ( সর্ব্বভূতে ) সমং ( সমভাবে ) সমবস্থিতম্ ( সম্যক্‌রূপে অবস্থিত ) ঈশ্বরম্ ( ঈশ্বরকে ) পশ্যন্ ( দর্শন করিয়া ) আত্মনা ( মনের দ্বারা ) আত্মানম্ ( নিজেকে ) ন হিনস্তি ( হিংসা অর্থাৎ অধঃপাতিত করেন না ) ততঃ ( সেই হেতু ) পরাং গতিম্ ( পরমা গতি ) যাতি ( প্রাপ্ত হন ) ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ**—যেহেতু সর্ব্বভূতে সমভাবে সম্যক্ অবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিয়া, কুপথগামী মনের দ্বারা তিনি নিজেকে অধঃপাতিত করেন না, সেই হেতু পরমা গতি প্রাপ্ত হন্ ॥ ২৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—প্রকৃতির ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াই বদ্ধজীবসকলের অবস্থার পার্থক্য ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে যিনি বিবেক-দ্বারা সর্ব্বভূতস্থিত আমার ঐশ্বর-ভাবকে সর্ব্বত্র সমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথগামি-মনোদ্বারা তাঁহার জৈব-সত্তার অধঃপাত সাধন করেন না ॥ ২৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথোক্তবিধয়া তেভ্যো বিবিক্তমীশ্বরং পশ্যন্ তদ্দর্শনমহিম্না চ প্রকৃতি-বিকারেভ্যঃ স্ববিবেকঞ্চ লভত ইত্যাশয়েনাহ,—সমং পশ্যন্ হীতি। সর্ব্বত্র ভূতেষু সমং যথা ভবত্যেবং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপগুণতয়াবস্থিতমীশ্বরং পশ্যন্নাত্মানং স্বমাত্মনা প্রকৃতিবিকারবিবেকগ্রাহিণা বিষয়রসগৃধ্নুনা মনসা ন হিনস্তি নাধঃপাতয়তি ; স তদ্‌রসবিরক্তেন তেন পরামুৎকৃষ্টাং গতিং তদ্-বিকারেভ্যঃ সবিবেকখ্যাতিং যাতি ॥ ২৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর উক্ত বিধান-অনুসারে সেই পাঞ্চভৌতিক প্রাণী হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্‌রূপে দেখিয়া এবং সেই জ্ঞান-জনিত মহিমায় প্রকৃতির বিকার ( তত্ত্ব ) গুলি হইতে আত্ম-বিবেক লাভ করে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—'সমং পশ্যন্ হীতি', সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমানভাবে এবং সম্যক্‌রূপে অপ্রচ্যুত-স্বরূপ ( অস্খলিতভাবে ) ও অপ্রচ্যুতগুণরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিতে থাকিলে, স্বীয় আত্মাকে স্বয়ং নিজে নিজেই ( বা মনের দ্বারা ) প্রকৃতির বিকারের বিবেকগ্রাহী অর্থাৎ বিষয়-ভোগরস-লোভী মনের দ্বারা অধঃপাতিত করেন না। তিনি সেই ভোগরস-বিরক্ত মনের দ্বারা পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গতি, সেই বিকারাদি জ্ঞান হইতে বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

**অনুভূষণ**—ভগবৎ-কথিত বিধানানুসারে যিনি প্রকৃতি ও তৎসংযুক্ত জীব

হইতে পৃথক্‌রূপে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকে অনুভব করেন এবং সেই অনুভবের ফলেই প্রকৃতির বিকারসমূহ হইতে নিজের বিবেক লাভ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া অপ্রচ্যুত স্বরূপগুণবিশিষ্ট ভগবানকে সকলের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত দেখেন ; এবং তাহার ফলে নিজ আত্মাকে আর প্রকৃতির বিকার-গ্রহণকারী বিষয়রসগৃধ্নু মনের দ্বারা অধঃপাতিত করেন না। তখন তিনি বিষয়রসবিরক্ত মনের দ্বারা বিবেকবান্ হইয়া উৎকৃষ্টা গতি লাভ করিয়া থাকেন।

বদ্ধ জীব প্রকৃতির বিচিত্র গুণ-কর্ম্মে আবদ্ধ হওয়ায় বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর সেই বিভিন্ন জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। ইহা যিনি বিবেকবলে অবগত হন, তিনি নিজের আত্মাকে অধঃপাতিত করেন না পরন্তু পরিশেষে পরা গতি লাভের যোগ্য হন্। যিনি মনের দ্বারা ভগবদৈশ্বর্য্য অনুভব বা চিন্তা না করিয়া অন্যত্র বিচরণ করেন, তিনি আত্মঘাতী ও অধঃপতিত। ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়,—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥" (৩)

অর্থাৎ অসূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ প্রকাশশূন্য অজ্ঞান-তিমিরাবৃত যে লোক-সমূহ আছে, যাহারা আত্মঘাতী মানব অর্থাৎ ভবসমুদ্র তরণের ইচ্ছা রহিত, তাহারা মৃত্যুর পর ঐ সকল লোকে গমন করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"

(১১।২০।১৭)

এই প্রসঙ্গে গীঃ ৬।৫ শ্লোকও আলোচ্য ॥ ২৮ ॥

**প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।**
**যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥**

**অন্বয়**—যঃ ( যিনি ) সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ( কর্ম্মসমূহকে ) প্রকৃত্যা এব চ ( প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই ) ক্রিয়মাণানি ( সম্পাদিত ) পশ্যতি ( দর্শন করেন ) তথা

( এবং ) আত্মানম্ ( আত্মাকে ) অকর্ত্তারং ( অকর্ত্তা ) [ পশ্যতি—দেখেন ] সঃ ( তিনি ) পশ্যতি ( যথার্থ দর্শন করেন ) ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ**—যিনি সকলকর্ম্ম প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয় এবং আত্মা অকর্ত্তা, ইহা দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—'দেহেন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণতা মৎকর্ম্মফলদাত্রী ঈশ্বরপ্রেরিতা প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু আত্ম-স্বরূপ আমি কিছু করি না,'—এরূপ যিনি দেখিতে পা'ন, তিনি আপনাকে সমস্ত-কর্ম্মের মধ্যে 'অকর্ত্তা' বলিয়া দৃষ্টি করেন ॥ ২৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—প্রকৃতেঃ স্ববিবেকং কথং যাতীত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারমাহ,—প্রকৃত্যৈবেতি দ্বাভ্যাম্। যঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রকৃত্যৈব, চান্মদধিষ্ঠিতয়েশ্বর-প্রেরিতয়া ক্রিয়মাণানি পশ্যতি, তথাত্মানং তেষাং কর্ম্মণামকর্ত্তারং পশ্যতি, স এব পশ্যতি স্বযাথাত্ম্যদর্শী ভবতি। অয়মর্থঃ,—ন খলু বিজ্ঞানানন্দস্বভাবোঽহং যুদ্ধযজ্ঞাদীনি দুঃখময়ানি কর্ম্মাণি করোমি, কিন্ত্বনাদিভোগবাসনেনাবিবেকিনা ময়াধিষ্ঠিতা মদ্ভোগসিদ্ধয়ে মদ্বাসনানুগুণেন পরেশেন চ প্রেরিতা সুখদুঃখমোহ-স্বভাবা প্রকৃতিরেব মদ্দেহাদি-দ্বারা তানি করোতীতি তদ্ধেতুকত্বাৎ সৈব তৎকর্ত্রীতি কর্ম্মকারিণ্যাঃ প্রকৃতেস্তদকর্ত্তা শুদ্ধো জীবো বিবিক্তঃ; শুদ্ধস্যাপি কর্ত্তৃত্বং তু পশ্যতীত্যনেন ব্যক্তমিতি ॥ ২৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রকৃতি হইতে নিজের বিবেক-জ্ঞান কিরূপে প্রাপ্ত হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে তাহার প্রকার বলিতেছেন,—'প্রকৃত্যৈবেতি দ্বাভ্যাম্'। যিনি সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতি দ্বারা কৃত হয় এবং সেই প্রকৃতি অন্তরে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কার্য্য করে, ইহা জ্ঞান করেন এবং আত্মা সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা নহে বলিয়া জানেন, তিনিই নিজ আত্মার যাথাত্ম্যদর্শী হন। কথাটি এই,—বিজ্ঞানঘন, আনন্দময় স্বভাবসম্পন্ন আমি (আত্মা) যুদ্ধযজ্ঞ প্রভৃতি দুঃখময় কার্য্য কখনই করি না, কিন্তু অনাদি ভোগবাসনায় বাসিত অবিবেকাধিকৃত আমা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সুখদুঃখমোহস্বভাবা প্রকৃতিই আমার ভোগ-সম্পাদনের জন্য আমার ( আত্মার ) বাসনানুকূল পরমেশ্বর প্রেরিত হইয়া আত্মার দেহাদি নির্ম্মাণ করে এবং তাহার সাহায্যে সেই কর্ম্মগুলি করে সুতরাং প্রকৃতিই কর্ম্মের হেতু এজন্য প্রকৃতিই কর্ম্মকর্ত্রী, এইভাবে কর্ম্মকারিণী

প্রকৃতি হইতে কর্ম্মের অকর্ত্তা শুদ্ধজীব পৃথক্‌ভূত। তবে শুদ্ধ আত্মার কর্ত্তৃত্ব ইহা কিন্তু 'পশ্যতি' এই পদের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

**অনুভূষণ**—প্রকৃতি হইতে কি প্রকারে নিজ বিবেক উৎপন্ন হয়, তাহাই এক্ষণে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন।

সমস্ত কর্ম্মগুলি আমাতে অধিষ্ঠিত অন্তর্য্যামীস্বরূপ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া প্রকৃতির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে, আমি আত্মা কিন্তু অকর্ত্তাই। এইভাবে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী।

এস্থলে ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে, বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব আমি যুদ্ধ বা যজ্ঞাদি দুঃখময় কর্ম্মগুলি কিছুই করি না, কিন্তু অনাদি ভোগবাসনারূপ অবিবেকবশতঃ আমার ভোগসিদ্ধির জন্য আমার বাসনানুসারে আমাতে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিতা প্রকৃতিই দেহাদিদ্বারা করাইয়া থাকে। সুতরাং এই জাতীয় ভোগমূলক কর্ম্ম-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতুরূপে কর্ম্মকারিণী আর তাহা হইতে পৃথক্ শুদ্ধ আত্মা জীব—আমি অকর্ত্তা। শুদ্ধ আত্মা নিষ্ক্রিয় নহেন, তাহারও কর্ত্তৃত্বের বিষয় 'পশ্যতি' শব্দে এতৎপ্রসঙ্গে ব্যক্ত হইল। আবার প্রকৃতির ক্রিয়াগুণের দ্বারা চালিত হইয়া বদ্ধজীবই কর্ম্মের অভিমান করিয়া থাকে। ঈশ্বর কিন্তু সর্ব্বহৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে সকলের প্রেরক হইলেও তিনি অকর্ত্তাই। এমন কি, শুদ্ধ জীবাত্মাও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রাকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা অভিমান করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহস্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম-মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ ॥" (১১।২৮।১৫)

তন্ত্রভাগবতে পাওয়া যায়,—"অহঙ্কারাত্তু সংসারো ভবেজ্জীবস্য ন স্বতঃ।" শাস্ত্রে আরও পাওয়া যায়,—

"সুপ্তেঽহমি ন দৃশ্যন্তে সুখদোষপ্রবৃত্তয়ঃ।
অতো তস্যৈব সংসারো ন মে সংসৃতিসাক্ষিণঃ ॥"

অর্থাৎ সুষুপ্তিতে যখন অহঙ্কারে সুখ-দোষ প্রবৃত্তি সমূহ দৃষ্ট হয় না, তখন সেই অহঙ্কারেরই সংসার, সংসারসাক্ষী আমার নহে।

গীঃ—৩।২৭-২৮ শ্লোকও দ্রষ্টব্য ॥ ২৯ ॥

**যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।**
**অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥**

**অন্বয়**—যদা ( যখন ) ভূতপৃথগ্ভাবম্ ( ভূতগণের পৃথক পৃথক্ ভাবকে ) একস্থং ( এক প্রকৃতিতে স্থিত ) ততঃ এব চ ( এবং সেই প্রকৃতি হইতেই ) বিস্তারং ( উৎপত্তি ) অনুপশ্যতি ( জানিতে পারেন ) তদা ( তখন ) [ সঃ—তিনি ] ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ( ব্রহ্মভাব লাভ করেন ) ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ**—যখন ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত এবং প্রকৃতি হইতেই বিস্তার জানিতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যে-সময়ে বিবেকী পুরুষ প্রলয়-সময়ে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের সেই-সেই-আকারগত পার্থক্য একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সৃষ্টিসময়ে সেই এক-প্রকৃতি হইতেই ভূতসকলের বিস্তার জানিতে পারেন, তৎকালে তাঁহার প্রকৃতিগত ভেদবুদ্ধি রহিত হয়; তিনি তখন শুদ্ধচিৎতত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার-সম্বন্ধে ঐক্য লাভ করেন। এই অভেদবুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপ দর্শন করেন, তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

**শ্রীবলদেব**—যদেতি। অয়ং জীবো যদা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং পৃথগ্-ভাবং তত্তদাকারগতং দেবত্ব-মানবত্ব-দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বাদিরূপং পার্থক্যমেকস্থং প্রকৃতি-গতমেব প্রলয়েঽনুপশ্যতি। ততঃ প্রকৃতিত এব সর্গে তেষাং দেবত্বাদীনাং বিস্তারঞ্চ পশ্যতি, ন ত্বাত্মস্থং তৎ পৃথক্‌ভাবং ন চাত্মনস্তদ্বিস্তারঞ্চ পশ্যতি—স্বপ্রকৃতিবিবিক্তাত্মদর্শী, তদা তদ্ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—তদ্বিবিক্তমভিব্যক্তাপহত-পাপ্মত্বাদি-বৃহদ্গুণাষ্টকং স্বমনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'যদেতি'। এই জীব যখন দেবতা ও মানুষাদি যাবতীয় প্রাণিবর্গের পরস্পর পৃথক্‌ভাব অর্থাৎ তত্তদাকারগত দেবত্ব-মনুষ্যত্ব-দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বাদিরূপ পার্থক্য থাকিলেও প্রলয়কালে প্রকৃতিগতই একত্রস্থিত দেখিয়া থাকেন। তারপর প্রকৃতি হইতেই পুনঃ সর্গে—সৃষ্টি সময়ে সেই দেবত্বাদির বিস্তারও দেখিয়া থাকেন, কিন্তু সেই পৃথক্‌ভাব আত্মস্থ দেখেন না এবং আত্মা হইতে ইহার বিস্তারও দেখেন না। স্বীয়প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আত্মদর্শীই হইয়া থাকেন—তখন তিনি ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হন, বিবিক্ত অর্থাৎ

প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ অপহত-পাপাদি বৃহদ্গুণাষ্টকযুক্ত নিজেকে অনুভব করেন ॥ ৩০ ॥

**অনুভূষণ**—জীব যখন দেব, মানবাদি ভূতগণের আকারাদিগত পৃথক্‌ভাব এবং দেবত্ব, মানবত্বাদিরূপ পার্থক্য প্রকৃতিগত লয়-কালে একত্রই অনুভব করেন এবং পুনরায় সৃষ্টিতে বিস্তার লাভ করতঃ পার্থক্য লাভ করে, ইহাও অনুভব করেন, প্রকৃতি-বিমুক্ত সেই জীবই ব্রহ্মভূত হন অর্থাৎ প্রকৃতিবিমুক্ত অপহত-পাপাদি ব্রহ্মের অষ্টগুণযুক্ত নিজেকে অনুভব করিয়া থাকেন।

এস্থলে ইহাই লক্ষিতব্য যে, 'আমি ব্রহ্ম' এই কথা বলিলেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন না। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি-বিমুক্ত জীবই ব্রহ্মত্বলাভের যোগ্য হন, সুতরাং প্রকৃতিসৃষ্ট জড় দেহাদিযুক্ত অবস্থায় দেব বা মনুষ্য কেহই ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য হন না। আর এই ব্রহ্মত্বলাভও চিজ্জাতীয়ত্ব-বিচারে একত্ব। সর্ব্বতো-ভাবে ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব কোনদিন সম্ভব নহে। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—
"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বর-জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সঙ্গে কহত অভেদ॥" ॥ ৩০ ॥

**অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।**
**শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥**

**অন্বয়**—কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্ব হেতু) নির্গুণত্বাৎ (নির্গুণত্ব হেতু) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ পরমাত্মা (নির্ব্বিকার পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (দেহমধ্যে থাকিয়াও) ন করোতি (কর্ম্ম করেন না) ন লিপ্যতে (কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না) ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ**—হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ এই নির্ব্বিকার পরমাত্মা, দেহমধ্যে অবস্থান করিয়াও কোন কর্ম্ম করেন না, বা কোন কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ব্রহ্মসম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পা'ন যে, আত্মা—পরম অব্যয়, অনাদি ও নির্গুণ; এই শরীরে অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্রধর্ম্মে

লিপ্ত হন না। লিপ্ত না হইয়াও জীব ক্ষেত্রকে কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা শুন ॥ ৩১ ॥

**শ্রীবলদেব**—নন্থ পরেশমাত্মানঞ্চ বিবিক্তং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতীত্যুক্তির-যুক্তা ; "এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি জীবস্য দেহেন সহোৎপত্তিবিনাশশ্রবণাদিতি চেত্তত্রাহ,—অনাদিত্বাদিতি। অয়মাত্মা জীবঃ শরীরস্থোঽপ্যনাদিত্বাৎ পরমব্যয়োঽব্যয়ত্বপ্রধানধর্ম্মত্বাদ্বিনাশ-শূন্যো নিগু'ণত্বাদ্বিশুদ্ধজ্ঞানানন্দত্বান্ন যুদ্ধযজ্ঞাদিকর্ম্ম করোতি ; অতঃ শরীরেন্দ্রিয়-স্বভাবেনোৎপত্তিবিনাশলক্ষণেন ন লিপ্যতে। শ্রুত্যর্থস্ত্বৌপচারিকতয়া নেয়ঃ ॥৩১॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন হইতেছে পরেশ ও নিজেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌রূপে দেখিতে পারিলে কৃতার্থ হওয়া যায়, এই কথা অযৌক্তিক। যেহেতু "এই পঞ্চভূত হইতে সেই আত্মা উৎপন্ন হইয়া পুনঃ তাহাদের নাশে নষ্ট হয়, তাহাদের মৃত্যুর পর কোন সংজ্ঞা থাকে না"—এই শ্রুতি জীবের দেহের সহিত উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বলিতেছে—এইরূপ আশঙ্কা যদি হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'অনাদিত্বাদিতি', এই আত্মা—জীব শরীরস্থ হইলেও অনাদিত্বহেতু একান্ত অব্যয় অর্থাৎ অব্যয়ত্ব তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম এজন্য তিনি বিনাশশূন্য, এবং নিগু'ণত্ব, বিশুদ্ধজ্ঞানানন্দত্বহেতু যুদ্ধ ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন না ; শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্বভাব উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মের সহিত আত্মা লিপ্ত হন না। তবে যে উক্ত শ্রুতি আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ বলিতেছে, তাহার সমাধান ঔপচারিক অর্থাৎ লাক্ষণিকরূপে অর্থাৎ দেহাদির বিনাশ আত্মায় আরোপিত করিয়া জানিবে ॥ ৩১ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত দেবমানবাদি ভূতগণের আকারগত পার্থক্য এক প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টিকালে বিস্তার লাভ করে এবং প্রলয় কালে প্রকৃতিতেই লয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু যিনি নিজের আত্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মভূত হন। ইহাতে যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে, পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলেই সে কৃতার্থ হয়, একথা অযৌক্তিক ; কারণ এই ভূতগণ হইতে সেই সকল উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই পুনরায় অনুপ্রবেশ করে, তাহাদের মরণ হয় না, সুতরাং জীবের দেহের সহিতই উৎপত্তি ও বিনাশ শুনা যায়। তদুত্তরে বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন যে, এই জীব শরীরস্থ হইয়াও অনাদিস্বরূপ হওয়ায় পরম

অব্যয় এবং এই অব্যয় প্রধান ধর্ম্ম হেতু জীবের বিনাশ নাই ; আরও জীব নির্গুণ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দময় স্বরূপ বলিয়া যুদ্ধ বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম কিছুই করেন না। অতএব শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে জীব-স্বরূপের লিপ্ততা নাই। ব্রহ্মভূত জীবও দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন। সুতরাং শুদ্ধ জীবেরই যখন নির্লেপ দেখা যাইতেছে, তখন পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অবস্থান করিলেও অনাদি, নির্গুণ ও অব্যয়স্বরূপ বলিয়া তিনি যে কুত্রাপি লিপ্ত হন না, ইহাতে আর বক্তব্য কি? তবে জীব বদ্ধদশায় গুণলিপ্ত হয় বলিয়া সংসার-দশা প্রাপ্ত হয় কিন্তু পরমেশ্বর কখনও কোন অবস্থায় গুণলিপ্ত হন না ; ইহাই জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর-সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।" (ভাঃ ১।৭।২৩)

এতৎপ্রসঙ্গে গীঃ-৯।৯ শ্লোক আলোচ্য ॥ ৩১ ॥

**যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।**
**সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥**

**অন্বয়**—যথা (যেরূপ) সর্ব্বগতং (সর্ব্বত্র অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মত্ব-হেতু) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) তথা (সেই রূপ) সর্ব্বত্র দেহে (সর্ব্ব দেহ-মধ্যে) অবস্থিতঃ (অবস্থিত) আত্মা (আত্মা) ন উপলিপ্যতে (দেহাদিগুণদোষে লিপ্ত হন না) ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ**—যেরূপ আকাশ সর্ব্বপদার্থগত হইয়াও সূক্ষ্মত্ব-হেতু কোথাও লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সর্ব্ব দেহে অবস্থিত আত্মাও, দৈহিক গুণ-দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—আকাশ যেরূপ সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বগত হইয়াও অন্য-বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মসম্পন্নবিবেকী জীব সর্ব্বদেহস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥

**শ্রীবলদেব**—নম্বু শরীরে স্থিতস্তদ্ধর্ম্মৈঃ কুতো ন লিপ্যত ইত্যত্রাহ,—যথেতি। যথা সর্ব্বত্র পঙ্কাদৌ গতং প্রবিষ্টমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে, তথাত্মা জীবঃ সর্ব্বত্রদেবমানবাদাবুচ্চাবচে দেহে স্থিতোঽপিতদ্ধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে সৌক্ষ্ম্যাদেব ॥ ৩২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—শরীরে যখন আত্মা অবস্থান করিতেছেন, তখন শরীরের ধর্ম্ম উৎপত্তি-বিনাশ দ্বারা কেন লিপ্ত হন না?—ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'যথেতি।' যেমন সর্ব্বত্র পঙ্ক (পাঁকমাটি) প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইলেও আকাশ অতিশয় সূক্ষ্মত্ব-হেতু পঙ্কাদির ধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেই রকম আত্মা—জীব সমস্ত দেবতা ও মানুষাদিতে এবং ছোট বড় সকল দেহে অবস্থান করিলেও তাহাদের ধর্ম্মের দ্বারা সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন লিপ্ত হয় না ॥ ৩২ ॥

**অনুভূষণ**—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শরীরে অবস্থিত হইয়াও জীবাত্মা শরীর-ধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না; কি প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন যে, আকাশ পৃথিবীস্থ পঙ্কাদিতে প্রবেশ করিয়াও স্বীয় সূক্ষ্ম-ধর্ম্মত্ব হেতু সে যেমন কুত্রাপি লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ জীবও দেব ও মানবাদি উচ্চ-নীচ যোনি লাভ করিয়াও শুদ্ধ স্বরূপে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে। তবে স্বরূপসিদ্ধি না হইলে, বদ্ধাবস্থায় কিন্তু জীবের গুণলেপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরমাত্মাতে কখনও গুণলেপ সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্ তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্।
প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ" ॥ ( ১১।১১।১২ ) ৩২ ॥

**যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥**

**অন্বয়**—ভারত! যথা ( যেমন ) একঃ রবিঃ ( এক সূর্য্য ) ইমম্ ( এই ) কৃৎস্নং ( সমগ্র ) লোকং ( জগৎকে ) প্রকাশয়তি ( প্রকাশ করে ) তথা ( সেই রূপ ) ক্ষেত্রী ( পরমাত্মা ) কৃৎস্নং ( সমগ্র ) ক্ষেত্রং ( দেহকে ) প্রকাশয়তি ( প্রকাশিত করেন ) ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত! যেরূপ এক সূর্য্য এই সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে ভারত! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেইরূপ চেতনধর্ম্ম-দ্বারা প্রকাশ করেন ॥ ৩৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—দেহধর্ম্মেণালিপ্ত এবাত্মা সধর্ম্মেণ দেহং পুষ্ণাতীত্যাহ,—যথেতি। যথৈকো রবিরিমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া, তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৃৎস্নমাপাদমস্তকমিদং ক্ষেত্রং দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ সূত্রকারঃ,—"গুণাদ্বালোকবৎ" ইতি ॥ ৩৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—দেহধর্ম্মের দ্বারা অলিপ্ত থাকিয়াও আত্মা নিজ ধর্ম্মের দ্বারা (স্বীয় মহিমায়) দেহ পোষণ করিয়া থাকে,—ইহাই বলিতেছেন—'যথেতি'। যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমগ্র জগৎকে স্বীয় প্রভার দ্বারা প্রকাশিত করে, সেই রকম একই ক্ষেত্রী জীব সমগ্র এই আপাদমস্তকপূর্ণ ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ তাহার চেতনা সম্পাদন করে। চেতনার দ্বারাই যে হয়, সেইরূপ বলিয়াছেন সূত্রকার—"গুণ হইতে অথবা আলোকের ন্যায় (লৌকিক ব্যবহারের ন্যায়) ইতি ॥ ৩৩ ॥

**অনুভূষণ**—দেহ-ধর্ম্মে অলিপ্ত আত্মা নিজ ধর্ম্মের দ্বারাই দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইতেছেন—যেমন সূর্য্য একক উদিত হইয়া সমস্ত লোক প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রী জীবও আপাদমস্তক সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে অর্থাৎ চৈতন্য সম্পাদন করে।

এ-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে পাওয়া যায়,—

"গুণাদ্বালোকবদিতি" (বেঃ সূঃ—২।৩।২৪)

অর্থাৎ জীব নিজ গুণে আলোকের ন্যায় দেহব্যাপী হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।**
**ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্** ॥ ৩৪ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

**অন্বয়**—যে (যাঁহারা) এবং (এই প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) পরম্ (পরমপদ) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৪ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়স্য
অন্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

**অনুবাদ**—যাঁহারা এই প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় অবগত হন, তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন ॥ ৩৪ ॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্-
ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—জড়া প্রকৃতির সমস্ত-কার্য্যই ক্ষেত্র ; এবং পরমাত্মা ও আত্ম-রূপ দ্বিবিধ তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি এই অধ্যায়ের লিখিত প্রণালীমতে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসকলের জড়নিষ্ঠ-প্রবৃত্তির মোক্ষ অবগত হন, তিনি প্রকৃতির পরতত্ত্ব পরব্যোম প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ গুরুপাদ-আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আলোচনা করিতে করিতে স্বীয় সমস্ত অনর্থ নাশ করত নিষ্ঠা লাভ করেন। চিদচিদ্বিবেকাভাবই অনর্থসমূহের মধ্যে প্রধান। সেই অনর্থ-নিবৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশে এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র-তত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক কথিত হইয়াছে যে, মহাভূতসমূহ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি বিষয়, এই চব্বিশটি—ক্ষেত্র ; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত ও চেতনায়তন মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য. এইগুলি—ক্ষেত্রবিকার, এবং এতদতিরিক্ত কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতির অতীত অনাদি মদ্দাসত্বরূপ ব্রহ্ম-সম্পত্তির যোগ্য চিৎকণস্বরূপ জীব ও সর্ব্বব্যাপী আমার অংশরূপ পরমাত্মা, এই দুইজন—ক্ষেত্রজ্ঞ ; ক্ষেত্র ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই 'সংসার' ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান-দ্বারাই পরমাত্মাবলোকনক্রমে স্বরূপানাবাপ্তিরূপ অনর্থের নিবৃত্তি হয় ;—ইহা স্মরণাঙ্গানুগত তত্ত্ব।

**ইতি—ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের**
**'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।**

**শ্রীবলদেব**—অধ্যায়ার্থমুপসংহরন্ তজ্জ্ঞানফলমাহ,—ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ

সহিতয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবেশয়োরেবং মদুক্তবিধয়ান্তরং ভেদং জ্ঞানচক্ষুষা বৈধর্ম্ম্য-বিষয়ক-প্রজ্ঞা-নেত্রেণ যে বিদুস্তথাভূতানাং প্রকৃতেঃ সকাশান্মোক্ষং চ তৎ-সাধনমমানিত্বাদিকং যে বিদুস্তে প্রকৃতেঃ পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পরব্যোমাখ্যং মৎপদং যান্তীতি ॥ ৩৪ ॥

জীবেশৌ দেহমধ্যস্থৌ তত্রাদ্যো দেহধর্ম্মযুক্।
বধ্যতে মুচ্যতে বোধাদিতি জ্ঞানং ত্রয়োদশাৎ ॥

## ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

**বঙ্গানুবাদ**—অধ্যায়ের অর্থকে উপসংহার করিবার ইচ্ছায় সেই জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—'ক্ষেত্রেতি'। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের এইরূপ আমার উক্ত প্রকারে ভেদকে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য-বিষয়ক জ্ঞাননেত্রের দ্বারা যাঁহারা জানেন এবং সেই প্রাণীদের প্রকৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও তাহার সাধনভূত 'অমানিত্বাদি' যাঁহারা জানেন, তাঁহারা প্রকৃতির অতীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্যোমাখ্য আমার পদ ( স্থান ও ধাম বা আমাকে ) লাভ করে ॥ ৩৪ ॥

জীব ও ঈশ্বর দেহের মধ্যেই অবস্থান করেন, তন্মধ্যে প্রথমটি ( জীব ) দেহের ধর্ম্মাদির দ্বারা যুক্ত হয় বলিয়া বদ্ধ হয় এবং পরে আত্মবোধ জন্মিলে মুক্ত হয়—এইরূপ জ্ঞানের বিষয় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

## ইতি—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

**অনুভূষণ**—অধ্যায়ের উপসংহার করিতে গিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানের ফল বলিতেছেন। যিনি ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও পরমেশ্বরের তত্ত্ব ও ভেদ আমার কথিত উপায়ানুসারে জানিতে পারেন এবং ইহাদের পরস্পরের বৈধর্ম্ম্য-বিষয়ক-জ্ঞান জ্ঞাননেত্রে জানিতে পারেন এবং জীবের প্রকৃতি হইতে মুক্তির উপায়স্বরূপে মৎ-কথিত অমানিত্বাদি সাধনসমূহ অবগত হইয়া অনুষ্ঠান করেন, তিনি প্রকৃতির অতীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্যোমাখ্য মদীয়ধামে গমনপূর্ব্বক আমাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

## ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

## ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

**শ্রীভগবানুবাচ,—**

**পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।**
**যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১ ॥**

**অন্বয়**—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) জ্ঞানানাং (জ্ঞান সাধনসমূহের মধ্যে) উত্তমম্ (মুখ্য) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানং (উপদেশ) ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি (পুনরায় বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব্বে মুনয়ঃ (মুনিসকল) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরা মুক্তি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—সকল জ্ঞান-সাধন মধ্যে অতি উত্তম এক জ্ঞান-উপদেশ তোমাকে বলিব, যাহা অবগত হইয়া মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে পরা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরমতত্ত্ব-সম্বন্ধে সমুদয় কথা বলিয়াছি। জ্ঞানের দ্বারা যে-প্রকারে সেই ভগবত্তত্ত্বরূপ উত্তম জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা আমি পুনরায় বলিতেছি;—যাহা অবগত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ সনকাদি মুনিসকল পর-সিদ্ধি-রূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন॥ ১ ॥

**শ্রীবলদেব**—গুণাঃ স্যুর্বন্ধকাস্তে তু পরিচেয়াঃ ফলৈস্ত্রয়ঃ।
মদ্ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি প্রোক্তং চতুর্দ্দশে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে মিথঃ সংপৃক্তানাং প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং স্বরূপাণি বিবিচ্য জ্ঞানমমানিত্বাদিধর্ম্মৈর্বিশিষ্টঃ প্রকৃতিবন্ধাদ্বিমুচ্যতে, বন্ধহেতুশ্চ গুণসঙ্গ ইত্যুক্তম্। তত্র 'কে গুণাঃ, কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ, কস্য গুণস্য সঙ্গাৎ কিং ফলং, গুণসঙ্গিনঃ কিম্বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো মুক্তিঃ?' ইত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণমর্থমাত্মরুচ্যুৎপত্তয়ে ভগবান্ স্তৌতি,—পরমিতি দ্বাভ্যাম্। পরং পূর্ব্বোক্তাদন্যৎ প্রকৃতিজীবান্তর্গতমেব গুণবিষয়কং জ্ঞানং ভূয়ো বক্ষ্যামি—যজ্‌জ্ঞানানাং প্রকৃতিজীববিষয়কাণামুত্তমং শ্রেষ্ঠং নবনীতবদুদ্ধৃতত্বাৎ; যজ্-

জ্ঞাত্বোপলভ্য সর্ব্বে মুনয়স্তন্মননশীলা ইতো লোকে পরামাত্মযাথাত্ম্যোপলব্ধি-লক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ ; যদ্বা, জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং, তচ্চ প্রাগুক্তমপি ভূয়ঃ পুনর্বিধান্তরেণ বক্ষ্যামি। তচ্চ জ্ঞানানাং তপঃপ্রভৃতীনাং জ্ঞানসাধনানাং মধ্যে পরমুত্তমমত্যুত্তমং তদন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ,—যজ্‌জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয় ইতো লোকাৎ পরাং মোক্ষলক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ ॥ ১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদে গুণ তিন প্রকার, ইহারা সংসার বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তাহাদের ( নিজ নিজ ) ফলের দ্বারাই পরিচয় জানিবে। আমার ভক্তির দ্বারা সেই গুণ সমূহের নিবৃত্তি অর্থাৎ জীবগণের ভববন্ধনের নিবৃত্তি হইবে, ইহাই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরস্পর সংপৃক্ত ( সম্বন্ধযুক্ত ) প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বরের (মদুক্ত) স্বরূপগুলির বিচারপূর্ব্বক জানিতে জানিতে অমানিত্বাদিধর্ম্মসমূহের দ্বারা বিশিষ্ট ( যুক্ত ) হইলে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। সংসারে আবদ্ধ হওয়ার কারণ তিনগুণের সঙ্গ, ইহা বলা হইয়াছে। সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে "গুণগুলি কি কি ?" কোন গুণে কিরূপে সঙ্গ ( বদ্ধ বা যুক্ত )। কোন গুণের সঙ্গবশতঃ কি ফল ? গুণ-সঙ্গীর কিবা লক্ষণ এবং কিরূপে গুণগুলি হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ? এই প্রয়োজনেই (বলিবার জন্য) বক্ষ্যমাণ অর্থকে আত্মার প্রতি রুচির উৎপত্তির জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রশংসা করিতেছেন—'পরমিতি দ্বাভ্যাম্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। আমা-কর্ত্তৃক পূর্ব্বে উক্ত হইতে ভিন্ন প্রকৃতি ও জীবের অন্তর্গতই গুণ-বিষয়ক জ্ঞানের বিষয় পুনরায় বলিব—প্রকৃতি ও জীববিষয়ক জ্ঞান সমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ ; দুগ্ধ হইতে নবনীতের ( মাখন ) ন্যায় উদ্ধৃত-হেতু। যাহা জানিয়া বা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া ভগবানের মননশীলসম্পন্ন সমস্ত মুনিগণ এই জগতে আত্মার স্বরূপের যথাযথভাবে উপলব্ধি-স্বরূপ সিদ্ধিকে লাভ করেন। অথবা জানা যায় ইহার দ্বারা ইতি জ্ঞানশব্দের অর্থ উপদেশ। তাহা পূর্ব্বে বলা হইলেও পুনরায় প্রকারান্তরে আরও বলিব। কারণ—তাহা জ্ঞানের অর্থাৎ তপস্যা প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় উৎকৃষ্ট। পরমমুক্তির অতিশয় অন্তরঙ্গ সাধকত্ব হেতু ইহাকে অতিশয় উত্তম জ্ঞান বলিয়া বলা হইয়াছে—যাহা জানিয়া সমস্ত মুনিগণ এই ভববন্ধন হইতে মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ১ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ে 'যাবৎ সংজায়তে' (১৩।২৬) শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তির কথা বর্ণন করিয়া নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ নিরাস করতঃ সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও জীবের নিয়মন কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বাধ্যায়ে 'কারণং গুণসঙ্গো' (১৩।২১) শ্লোকে প্রকৃতির গুণ-সংসর্গই জীবের সদসৎ যোনিতে জন্মলাভের কারণ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই গুণ সমূহই বা কি? কোন্ গুণে কিরূপ সঙ্গ? বা কিরূপভাবেই বদ্ধ করে? গুণ-সঙ্গের ফল কিরূপ? গুণসঙ্গীর লক্ষণ এবং কি প্রকারে সেই গুণ-সঙ্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়? অর্থাৎ 'ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ' শ্লোকে মোক্ষলাভের উপায়ও কথিত হইয়াছে। সেই বিষয় পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা করিতে গিয়া শ্রোতার রুচি উৎপাদনার্থ শ্রীভগবান্ সেই জ্ঞানের মহিমা তুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। পূর্ব্ব বর্ণিত জ্ঞান হইতে ভিন্ন, প্রকৃতি ও জীব-বিষয়ক জ্ঞান যে সকল জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নবনীতের ন্যায় উত্তমরূপে উদ্ধৃত হইয়া বর্ণিত হইবে, তাহাই বলিলেন। যে জ্ঞান লাভ করিয়া মননশীল মুনিগণ আত্মযাথাত্ম্য উপলব্ধিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞান যে পূর্ব্বোক্ত তপঃ প্রভৃতি জ্ঞানসাধন-সমূহের মধ্যেও অতিশয় উত্তম, প্রকারান্তরে তাহাও বলিলেন ॥ ১ ॥

**ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।**
**সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥**

**অন্বয়**—ইদং জ্ঞানম্ (এই জ্ঞানকে) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) [মুনয়ঃ—মুনিগণ] মম (আমার) সাধর্ম্ম্যং (সমান-ধর্ম্মতা) আগতাঃ [সন্তঃ] (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টি কালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ করেন না) প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (মৃত্যু যন্ত্রণা লাভ করেন না) ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**—এই জ্ঞানকে আশ্রয় পূর্ব্বক মুনিগণ আমার স্বারূপ্যলক্ষণা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া, সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন না, বা প্রলয়কালেও মৃত্যুযন্ত্রণা লাভ করেন না ॥ ২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—জ্ঞান—সামান্যতঃ 'সগুণ'; 'নিগুর্ণ'-জ্ঞানকেই 'উত্তম-জ্ঞান' বলা যায়; সেই নিগুর্ণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেই জীব আমার

সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জৈবধর্ম্ম রূপ-শূন্য ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানে না যে, জড়জগতে যেরূপ 'বিশেষ'-নামক ধর্ম্মের দ্বারা বস্তুসকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠরাজ্য আছে, তাহাতেও একটি বিশুদ্ধ 'বিশেষ-ধর্ম্ম' আছে। সেই 'বিশেষ'-দ্বারা অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে; উহাকে 'আমার নির্গুণ সাধর্ম্ম্য' বলে। নির্গুণজ্ঞানের দ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রম করত নির্গুণ-ব্রহ্ম-লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টিসময়ে জড়-জগতে জীব আর জন্ম লাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না ॥ ২ ॥

**শ্রীবলদেব**—ইদমিতি। গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ সর্গে নোপজায়ন্তে, সৃজিকর্ম্মতাং নাপ্নুবন্তি, প্রলয়ে ন ব্যথন্তে—মৃতিকর্ম্মতাঞ্চ ন যান্তীতি জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তম্ ;—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্ ॥ ২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'ইদমিতি'। গুরুর উপাসনার দ্বারা এই বক্ষ্যমাণ ( আমি যাহা বলিব ) জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত লোক নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টক-সম্পন্ন সর্ব্বেশ্বর আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সাধনাদিরূপ বিশেষ উপায়ের দ্বারা আবির্ভাবিত সেই আটটি গুণের দ্বারা সাম্য লাভ করিয়া, সৃষ্টিকালে দুঃখময় সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ সৃষ্ট হন না এবং প্রলয়েও ব্যথিত হন না অর্থাৎ মৃত্যুক্রিয়ার কর্ম্ম হন না। এইভাবে জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হন। এই উক্তি দ্বারা মোক্ষে জীবের বহুত্ব বলা হইয়াছে—"সেই বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা জ্ঞানিগণ দেখিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায় ॥ ২ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকেও শ্রীভগবান্ সেই জ্ঞানের মহিমাই বর্ণন করিতেছেন। এই জ্ঞান আশ্রয় করিলে যে আরও কি ফল লাভ করিতে পারা যায়, সেই সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তৎ-সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ফল

স্বরূপে তাঁহার আর সৃষ্টিকালে জন্ম এবং প্রলয়ে মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না অর্থাৎ পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। এই স্থলে 'সাধর্ম্ম্য' অর্থে সারূপ্যলক্ষণা মুক্তিকেই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীধরস্বামিপাদ লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রমেয় রত্নাবলীর চতুর্থ প্রমেয়ে কান্তিমালা টীকায় পাওয়া যায়,—"মুণ্ডক (১।১।৩) শ্লোকে—'সাম্য' ও গীঃ—১৪।২ শ্লোকে 'সাধর্ম্ম্য' শব্দ আছে, সেই শব্দ-দ্বারা মোক্ষাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে জানিতে হইবে এবং 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এই বাক্যে 'ব্রহ্মৈব' শব্দে ব্রহ্মতুল্য জানিতে হইবে। 'এব' শব্দ তুল্যার্থে সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম্মপ্রাপ্তি ( শ্রীশুকদেব )—জরা-মরণাদি-রাহিত্য লক্ষণ, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদি লক্ষণ নহে।—ভাঃ ৫।১।২৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

এই 'সাম্য' শব্দের উল্লেখ মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং...নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"। এবং ভাঃ—১১।৫।৪৮ শ্লোকেও "তৎসাম্যমাপুঃ"—কথা পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে "তন্মহিমানমবাপ" —কথায় 'মহিমা'-শব্দে শ্রীবীররাঘব বলেন,—ছান্দোগ্যোল্লিখিত মুক্তস্বরূপের অষ্টলক্ষণের আবির্ভাব। শ্রীধর বলেন,—'জীবন্মুক্তি'; শ্রীবিশ্বনাথ বলেন,— 'বৈকুণ্ঠ'। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১।২৭ শ্লোকে 'তাদাত্ম্য'-শব্দে শ্রীবীররাঘব বলিয়াছেন,—'সাধর্ম্ম্য' অর্থাৎ সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,—'তদ্রূপসাম্য' অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপ; শ্রীজীব বলেন,—'তৎসাম্য' অর্থাৎ ভগবানের সমতা। শ্রীশুকদেব বলেন,—'বিভিন্নাংশ জীব ভগবান হইতে ভিন্ন হইলেও অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলিয়া, তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই 'তাদাত্ম্য' শব্দের তাৎপর্য্য।' অতএব 'সাধর্ম্ম্য'-শব্দে শ্রীভগবানের সহিত জীবের একীভূত অর্থাৎ কেবলাভেদ বা লয়প্রাপ্তি বুঝায় না।

বেদান্তে প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে "অপি স্মর্য্যতে" সূত্রের ভাষ্যে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতার এই শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—"ইদং জ্ঞানম্......চেতি। মুক্তানাং ভগবৎ-সাধর্ম্ম্য-লক্ষণঃ স স্মর্য্যতে তস্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ।" শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও এই সূত্রের ভাষ্যে গীতার এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ২ ॥

**মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।**
**সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥**

**অন্বয়**—ভারত! মহৎ ব্রহ্ম ( মহৎ ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি ) মম ( আমার ) যোনিঃ ( গর্ভাধান-স্থান ) তস্মিন্ ( তাহাতে ) অহং ( আমি ) গর্ভং ( চিৎ-পুঞ্জরূপ জীব-বীজকে ) দধামি ( স্থাপন করি ) ততঃ ( তাহা হইতে ) সর্ব্ব-ভূতানাং ( সকল জীবের ) সম্ভবঃ ( উৎপত্তি ) ভবতি ( হয় ) ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত! প্রকৃতি আমার যোনি বা গর্ভাধানস্থান, আমি তাহাতে তটস্থপ্রভাবরূপ জীব-বীজকে আধান করি, তাহা হইতেই সমস্ত জীবের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—জড়া প্রকৃতির মূল-তত্ত্বই—জগতের মাতৃযোনিত্ব; আমি সেই জগৎ-যোনি 'প্রধান' সংজ্ঞক ব্রহ্মে গর্ভ আধান করি; তাহাতেই সমস্তভূতের উৎপত্তি হয়। আমার পরা প্রকৃতির জড়-প্রভাবই ঐ 'ব্রহ্ম'; তাহাতেই ঐ পরা প্রকৃতির তটস্থ-প্রভাব-গত জীব-রূপ বীর্য্য আধান করি; তাহা হইতেই ব্রহ্মাদি সমস্ত-জীবের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—তদেবং বক্তব্যার্থস্তুত্যা তস্মিন্ রুচিং শ্রোতুরুৎপাদ্য 'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিদ্বয়ার্থানুসারাৎ 'যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ' ইত্যাদৌ প্রকৃতিজীবসংযোগং পরেশহেতুকমভিমতমিহ স্ফুটয়তি,—মমেতি। মহৎ সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণং ব্রহ্মাভিব্যক্ত-সত্ত্বাদিগুণকং প্রধানং মম সর্ব্বেশ্বরস্যাণ্ডকোটিস্রষ্টুর্যোনির্গর্ভধারণ-স্থানং ভবতি। প্রধানে ব্রহ্মশব্দশ্চ,—"তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে" ইতি শ্রুতেঃ; তস্মিন্মহতি ব্রহ্মণি যোনিভূতে গর্ভং পরমাণুচৈতন্যরাশিমহং দধাম্যর্পয়ামি;—'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিনা যা জড়া প্রকৃতিরুক্তা, সেহ মহদ্‌ব্রহ্মেত্যুচ্যতে; 'ইতস্ত্বন্যাম্' ইত্যাদিনা যা চেতনা প্রকৃতিরুক্তা, সেহ সর্ব্বপ্রাণিবীজত্বাদ্‌গর্ভশব্দেনেতি;—ভোগক্ষেত্রভূতয়া জড়য়া প্রকৃত্যা সহ চেতন-ভোক্তৃবর্গং সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো মহদ্ধেতুকাৎ প্রকৃতিদ্বয়সংযোগাদ্‌গর্ভা-ধানাদ্বা সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানাং সম্ভবো জনির্ভবতি ॥ ৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অতএব এইরূপে সেই বক্তব্য অর্থকে এইপ্রকারে প্রশংসা করিয়া তাহাতে শ্রোতার রুচি উৎপাদন করিয়া "ভূমি জল" ইত্যাদি দুইটির অর্থানুসারে "যাবৎকাল পর্য্যন্ত কিছু উৎপন্ন হয়" ইত্যাদিতে প্রকৃতি ও জীবের

সংযোগের কারণ পরেশ ( পরমেশ্বরই )। ইহাই এখানে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিতেছেন,—'মমেতি'। মহৎ—সমস্ত প্রপঞ্চ জগতের কারণ। ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত সত্বাদি গুণাত্মক প্রধান, সর্ব্বেশ্বর আমার—কোটি ব্রাহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারী আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভধারণস্থান হয়। এখানে প্রধান অর্থে ব্রহ্মশব্দ-প্রয়োগের কারণ "তাহা হইতে এই ব্রহ্ম নাম, রূপ ও অন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে" —এই শ্রুতি। সেই যোনিস্বরূপ মহৎ নামক ব্রহ্মে—গর্ভ অর্থাৎ পরমাণু-চৈতন্য সমষ্টি আমি অর্পণ করিয়া থাকি—"ভূমি জল" ইত্যাদির দ্বারা যে জড়া প্রকৃতির সম্পর্কে বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিই এখানে মহৎ ব্রহ্মনামে উক্ত হইতেছে। ইহা হইতে অন্যা প্রকৃতি ইত্যাদি দ্বারা যে চেতন প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, সেইপ্রকৃতিই সমস্ত প্রাণীর বীজহেতু গর্ভশব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। ভোগের ক্ষেত্রস্বরূপ জড়া প্রকৃতির সহিত চেতন-রূপ ভোক্তৃবর্গকে আমি সংযোজিত করিয়া থাকি—ইহাই তাৎপর্য্য। সেই মহৎ-ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন প্রকৃতিদ্বয়ের সংযোগ হইতে অথবা গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

**অনুভূষণ**—মহিমাকীর্ত্তন-মুখে বক্তব্য বিষয়ের প্রতি শ্রোতার রুচি উৎপাদন করিয়া 'ভূমিরাপো' ( ৭।৪-৫ ) শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত দ্বিবিধ প্রকৃতির সংযোগের হেতু একমাত্র পরমেশ্বর, ইহাই স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন ; অর্থাৎ

পরমেশ্বরাধীন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ ; ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

**মহৎব্রহ্ম**—পরমেশ্বরের যোনি বা গর্ভাধানের স্থান। এস্থলে প্রধান সংজ্ঞক প্রকৃতিই 'মহৎ ব্রহ্ম' শব্দবাচ্য। মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে"। ( ১।১।৯ )

**গর্ভ**—পরমেশ্বরের তটস্থা শক্তি সম্ভূত জীবনিচয়। উহা সর্ব্বপ্রাণী-বীজ বলিয়া গর্ভশব্দে কথিত হইয়াছে।

শ্রীধর স্বামী বলেন,—প্রলয়কালে শ্রীভগবানে লয় প্রাপ্ত, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম-বাসনাযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে সৃষ্টিকালে ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সংযোগই গর্ভাধান। তাহা হইতেই ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥"—( ৩।৫।২৬ )
"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥" ( ৩।২৬।১৯ )

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥
সাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব'রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥" (মধ্য—২০।২৭২-২৭৩)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—"যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ"—এই ৮ম শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; কারণ-বারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করতঃ তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাসরূপই শম্ভু-লিঙ্গ; তাহাই রমাশক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্ব-রূপ কামজীবের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষ্ণু-সৃষ্ট কামের প্রথম উদয়কে হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব বলে; তাহাই সৃষ্ট্যুন্মুখ মনোরূপি তত্ত্ব। ইহাতে গূঢ় বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন। নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি, এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্ত্তা। দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই উপাদান, এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময়-তত্ত্বই প্রপঞ্চ-প্রকটন-কারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ" ॥ ৩ ॥

**সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।**
**তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥**

**অন্বয়**—কৌন্তেয়! ( হে কুন্তীনন্দন ) সর্ব্বযোনিষু ( সর্ব্বযোনিতে ) যাঃ মূর্ত্তয়ঃ ( যে সকল শরীর ) সম্ভবন্তি ( উদ্ভূত হয় ) তাসাং ( সেই সকলের )

মহৎ ব্রহ্ম ( প্রকৃতি ) যোনিঃ ( মাতৃস্থানীয় উৎপত্তিস্থান ) অহং ( আমি ) বীজপ্রদঃ ( বীজ-আধানকারী ) পিতা ( পিতৃস্বরূপ ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—হে কৌন্তেয় ! দেবতির্য্যকাদি সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি উদ্ভূত হয়, মহৎ ব্রহ্মই অর্থাৎ প্রকৃতি তাহাদের যোনি অর্থাৎ জননীস্বরূপা এবং আমি বীজ-আধানকর্ত্তা পিতৃস্বরূপ ॥ ৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত-যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপা যোনিই সেই সকলের মাতা এবং কারণ-চৈতন্যবিগ্রহস্বরূপ আমিই সে-সকলের বীজপ্রদ পিতা ॥ ৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয় ! সর্ব্বযোনিষু দেবাদিস্থাবরান্তাসু যোনিষু যা মূর্ত্তয়স্তনবঃ সংভবন্তি, তাসাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রধানং যোনিরুৎপত্তিহেতুর্মাতে-ত্যর্থঃ ; জীবপ্রদস্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরমাণুচৈতন্যরাশিসংযোজকঃ পরেশোঽহং পিতা ভবামি ॥ ৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'সর্ব্বেতি'। হে কৌন্তেয় ! দেবাদি হইতে স্থাবর অন্ত ( পর্য্যন্ত ) সর্ব্বযোনিতে যে যে মূর্ত্তি অর্থাৎ তনু সম্ভব হয়, তাহাদের মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রধান যোনি বা উৎপত্তির হেতুরূপে মাতা ;—ইহাই তাৎপর্য্য। আমি তাহাদের বীজপ্রদ-পিতা অর্থাৎ সেই কর্ম্মের অনুসারে পরমাণু চৈতন্যরাশির সংযোজক পরেশ, আমিই পিতা হই ॥ ৪ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ সৃষ্টিকালে তাঁহাকে মহৎব্রহ্মপ্রকৃতি-রূপা মাতৃস্বরূপা যোনিতে জীবরূপ বীর্য্য-আধানকারী পিতৃস্বরূপ বলিয়া বর্ণনান্তে বর্ত্তমান শ্লোকে তিনি সর্ব্বদাই, কেবল সৃষ্টিকালে নহে, দেবাদি যাবতীয় জন্ম-পরিগ্রহের মূল পিতৃস্বরূপ এবং প্রকৃতি মাতৃস্বরূপা—ইহাই বলিতেছেন। এ-বিষয়ে জীব বা প্রকৃতির কাহারও কোনকালে স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব নাই, জানিতে হইবে। যে কোন স্থান হইতে যিনিই যে কোন দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী-আদি দেহ প্রাপ্ত হউন না কেন, 'প্রকৃতিই' সকলের মূল মাতৃস্বরূপা এবং পরমেশ্বরই মূল পিতৃস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই—"জনং জনেন জনয়ন্"—( ৩।২৯।৪৫ ) অর্থাৎ জনের দ্বারা পিত্রাদিরূপে জনকে পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন করিলেও তিনিই আদি বা মূল জন্মদাতা। অন্যত্রও পাওয়া যায় ;—"ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশ সৃজত্যবতি হন্তি চ।"—( ভাঃ ৬।১৫।৬ ) এবং ভাঃ—৬।১২।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

**সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।**
**নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥**

**অন্বয়**—মহাবাহো! প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাত) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই) গুণাঃ (গুণসমূহ) দেহে (শরীর মধ্যে) (অবস্থিত) অব্যয়ম্ (নির্ব্বিকার) দেহিনম্ (দেহী জীবকে) নিবধ্নন্তি (বন্ধন করে) ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**—হে মহাবাহো! জড়া প্রকৃতি হইতে জাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অবস্থিত নির্ব্বিকার দেহী জীবকে সুখ-দুঃখাদি ভোগে আবদ্ধ করে ॥ ৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সেই জড়োৎপাদিকা প্রকৃতি হইতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ নিঃসৃত হয়; আর তটস্থা-প্রকৃতি হইতে যে-সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেইসকল অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে ॥ ৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ 'কে গুণাঃ, কথং তেষু পুরুষস্য সঙ্গঃ, কথং বা তে তং নিবধ্নন্তি' ইত্যাহ,—সত্ত্বমিতি চতুর্ভিঃ। সত্ত্বাদিসংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ প্রকৃতেরভিব্যক্তাস্তে স্বকার্য্যে দেহে স্থিতং পুরুষমব্যয়ং বস্তুতো নির্ব্বিকারমপি নিবধ্নন্ত্যবিবেকগৃহীতৈঃ সুখদুঃখমোহৈঃ স্বধর্ম্মৈস্তং যোজয়ন্তীতি ॥৫॥

**বঙ্গানুবাদ**—অতঃপর "গুণ কি কি" সেই সেই গুণেতে পুরুষের কিরূপে সঙ্গ (আসক্তি) হয়। কিরূপেই বা সেই তিনটি গুণ পুরুষকে বিশেষরূপে সংসারে আবদ্ধ করে, ইহাই 'সত্ত্বম্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন,—সত্ত্বাদিসংজ্ঞক তিন প্রকার গুণ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই ইহারা অভিব্যক্ত; তাহারা নিজ কার্য্যে দেহে স্থিত অব্যয় পুরুষকে বাস্তবিকপক্ষে (স্বরূপতঃ) নির্ব্বিকার হইলেও বিশেষরূপে সংসার বন্ধনে জড়িত করিয়া দেয়। অবিবেকের দ্বারা গৃহীত সুখ-দুঃখ ও মোহস্বরূপ স্বধর্ম্মের দ্বারা তাহাকে সংযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

**অনুভূষণ**—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে কিরূপে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়, তাহা বর্ণন করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ গুণত্রয় কি কি? তাহাদের সঙ্গ জীবের কি প্রকারে হয়? এবং কি প্রকারেই বা গুণসমূহ জীবকে আবদ্ধ

করে—তাহাই চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো—এই তিন প্রকার গুণই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। তাহারা প্রকৃতিজাত দেহে অবস্থিত পুরুষ অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ অব্যয় ও নির্ব্বিকার হইলেও অবিবেকের দ্বারা সুখ-দুঃখ ও মোহরূপ প্রকৃতির স্বধর্ম্মের সহিত যোজিত করে।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্ত স্বরূপা।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ॥"—(১১।২২।১২)

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—"প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য"—(৩।২৬।১৭) অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাঃ"—ভাঃ ১।২।২৩ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

তটস্থা শক্তি-প্রকটিত যে সকল জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষে এই জড়া প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে, প্রকৃতির গুণসমূহ সেই অব্যয়, চিৎস্বরূপ জীবকে প্রকৃতিজাত দেহে অধ্যাস উৎপাদন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে পাওয়া যায়,—

"এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ ॥"—(৩।২৬।৬-৭)

অন্যত্র আরও পাওয়া যায়,—

"স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিষজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥

(ভাঃ—৩।২৭।২-৩) ॥ ৫ ॥

**তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌।**
**সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥**

**অন্বয়**—অনঘ! তত্র ( সেই গুণত্রয়ের মধ্যে ) নির্ম্মলত্বাৎ ( শুদ্ধতা-হেতু ) প্রকাশকম্‌ ( প্রকাশক ) অনাময়ম্‌ ( আময় বা দোষরহিত শান্ত ) সত্ত্বং ( সত্ত্বগুণ ) সুখসঙ্গেন ( সুখ-সঙ্গের দ্বারা ) জ্ঞানসঙ্গেন চ ( জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা ) [ দেহিনম্‌—জীবকে ] বধ্নাতি ( আবদ্ধ করে ) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—হে নিষ্পাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলতা-হেতু প্রকাশক, নিরুপদ্রব বা শান্ত সত্ত্বগুণ, দেহী জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ-দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—প্রকৃতির 'সত্ত্বগুণ'—অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশ-কারী ও পাপশূন্য ; সত্ত্বগুণই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ-দ্বারা বদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ সত্ত্বাদীনাং ত্রয়াণাং লক্ষণানি বন্ধকতা-প্রকারাংশ্চাহ,—তত্রেতি ত্রিভিঃ। তত্র তেষু ত্রিষু মধ্যে সত্ত্বং প্রকাশকং জ্ঞানব্যঞ্জকমনাময়ম-রোগং দুঃখবিরোধি-সুখব্যঞ্জকমিতি যাবৎ ; কুতঃ? নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ ; তথা চ "প্রকাশসুখকারণং সত্ত্বম্‌" ইতি। তচ্চ সত্ত্বং স্বকার্য্যে জ্ঞানে সুখে চ যঃ সংযোগো 'জ্ঞান্যহং, সুখ্যহম্‌' ইত্যভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি ; জ্ঞানং চেদং লৌকিকবস্তুযাথাত্ম্যবিষয়ং সুখঞ্চ দেহেন্দ্রিয়প্রসাদরূপং বোধ্যম্‌। তত্র তত্র সঙ্গে সতি তদুপায়েষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিস্তৎফলানুভবোপায়েষু দেহেষূৎপত্তিঃ, পুনশ্চ তত্র তত্র সঙ্গ ইতি ন সত্ত্বাদ্‌বিমুক্তিঃ ॥ ৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তন্মধ্যে 'সত্ত্বাদি' তিনটি গুণের লক্ষণ এবং বন্ধকতার প্রকার-ভেদের বিষয় বলা হইতেছে—'তত্র' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। সেই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম—প্রকাশ, সেই সত্ত্বগুন জ্ঞানব্যঞ্জক, অনাময়—অরোগ অর্থাৎ দুঃখবিরোধি-সুখ ব্যঞ্জক ; কি হেতু? নির্ম্মলত্ব অর্থাৎ অতিশয় স্বচ্ছহেতু। সেইরূপ কথা বলা হইয়াছে যথা 'প্রকাশ ও সুখকারণ সত্ত্ব' ইতি সেই সত্ত্বগুণ—স্বীয় কার্য্যে জ্ঞানে ও সুখে যে সংযোগ 'আমি জ্ঞানী' আমি 'সুখী' এইরূপ অভিমান হয়—ইহাতে পুরুষকে বিশেষরূপে বন্ধন করে। এই জ্ঞান—লৌকিক-বস্তু-যাথাত্ম্য-বিষয়ক এবং সুখ— দেহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতারূপ জানিবে। সেই সেই বিষয়ের সঙ্গ ( যুক্ত ) হইলে, তাহার উপায়স্বরূপ কর্ম্মতে প্রবৃত্তি

আসে। ইহার ফলানুভবের উপায়ভূত দেহাদিতে উৎপত্তি, পুনরায় তাহাতে সঙ্গ। এইহেতু সত্ত্বগুণ হইতে মুক্তি হয় না॥ ৬॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বশ্লোকে প্রকৃতির গুণের দ্বারা জীব দেহে আবদ্ধ হয়, ইহা বর্ণন করিয়া, বর্ত্তমানে কোন্ গুণে, কি প্রকারে আবদ্ধ হয়, তাহা বিশেষ ভাবে কয়েকটি শ্লোকে বলিতে গিয়া প্রথমেই সত্ত্বগুণের কথা বলিতেছেন। ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশক ও অনাময় বলিয়া জীবকে সুখ সঙ্গে এবং জ্ঞান-সঙ্গে অর্থাৎ 'আমি সুখী' ও 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ সাত্ত্বিক অভিমানে আবদ্ধ করে। অনেকে মনে করেন যে, ত্রিগুণের মধ্যে যেহেতু সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলেই মুক্তি লাভ হইবে। কিন্তু শ্রীমদ্বলদেবের টীকায় পাই,—এই জ্ঞান লৌকিক বস্তু-যাথাত্ম্যবিষয়ক এবং এই সুখ দেহেন্দ্রিয়-প্রসাদরূপ বুঝিতে হইবে। সেই সেই স্থলে সঙ্গ বা আসক্তি হইলে তদুপায়ভূত কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্তি এবং তৎফল-অনুভব-উপায়রূপ নানাবিধ দেহে উৎপত্তি এবং পুনরায় সেই সেই স্থলে সঙ্গ বা আসক্তি, অতএব সত্ত্বগুণ হইতে বিমুক্তি নহে। এই জন্যই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ —'অনঘ'-শব্দে ঐরূপ সাত্ত্বিক অভিমানরূপ—'অঘকেও' স্বীকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন॥ ৬॥

**রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।**
**তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭॥**

**অন্বয়**—কৌন্তেয়! রজঃ (রজোগুণকে) রাগাত্মকং (অনুরঞ্জনরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবম্ (বিষয়ের অভিলাষে আসক্তি জনিত) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিবে) তৎ (সেই রজোগুণ) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তির দ্বারা) দেহিনম্ (জীবকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)॥ ৭॥

**অনুবাদ**—হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে অনুরাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে, সেই রজোগুণ দেহী জীবকে কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে॥ ৭॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—'রজোগুণ'কে তৃষ্ণা-সঙ্গজাত অভিলাষাত্মক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে; হে কৌন্তেয়, সেই রজোগুণই দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে॥ ৭॥

**শ্রীবলদেব**—রজ ইতি রাগঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্মিথোঽভিলাষস্তদাত্মকং রজোবৃদ্ধি-হেতুকার্য্যয়োস্তাদাত্ম্যাৎ; তচ্চ তৃষ্ণাদিসমুদ্ভবং শব্দাদিবিষয়াভিলাষস্তৃষ্ণা, পুত্রমিত্রাদিসংযোগোঽভিলাষঃ সঙ্গস্তয়ো সম্ভবো যস্মাত্তৎ; তথা চ "রাগতৃষ্ণা-সঙ্গকারণং রজঃ" ইতি। তদ্রজঃ স্ত্রীবিষয়পুত্রাদিপ্রাপকেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনা-ভিলাষেণ দেহিনং পুরুষং নিবধ্নাতি—স্ত্র্যাদি-স্পৃহয়া কর্ম্মাণি করোতি, তানি তৎফলানুভবোপায়ভূতান্ স্ত্র্যাদীন্ প্রাপয়ন্তি, পুনরপ্যেবমিতি রজসো ন বিমুক্তিঃ ॥ ৭॥

**বঙ্গানুবাদ**—'রজঃ' ইহা রাগ (অনুরাগ বা আসক্তি) স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সঙ্গাভিলাষ-স্বরূপ ইহা কেননা, রজোগুণের বৃদ্ধির কারণ তৃষ্ণা ও সঙ্গ-রূপ কার্য্যদ্বয়, কারণ রজোগুণের সহিত অভিন্ন, সেই রজোগুণ তৃষ্ণাদির উৎপাদক, সেই রজোগুণের শব্দাদি-বিষয়ের ভোগাভিলাষ—তৃষ্ণা। পুত্র ও মিত্রাদির সংযোগ অভিলাষ—সঙ্গ, সেই দুইটির সম্ভব—উৎপত্তি যাহা হইতে হয়। সেইরূপ বলা আছে যথা—"রাগ, তৃষ্ণা ও সঙ্গের কারণ রজঃ।" সেই রজো-গুণ স্ত্রী, বিষয় ও পুত্রাদি-লাভজনক কর্ম্মেতে অভিলাষের দ্বারা দেহী পুরুষকে সংসারে আবদ্ধ করে—স্ত্রী প্রভৃতির স্পৃহাহেতু কর্ম্মগুলি করিয়া থাকে; সেই কর্ম্ম সকল তাহার ফলানুভবের উপায়ভূত স্ত্রীপ্রভৃতিকে লাভ করায়। পুনরায় এই রকমই হয়; এইজন্য রজোগুণ হইতে মুক্তি হয় না ॥ ৭ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ রজোগুণের পরিচয় করাইতেছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"রজোগুণ রাগাত্মক—অনুরঞ্জনরূপ অর্থাৎ প্রীতি-সম্পাদক 'তৃষ্ণা'—অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ; 'সঙ্গ'—প্রাপ্ত-বিষয়ে আসক্তি, যাহা হইতে এই উভয়ের উৎপত্তি, সেই রজোগুণ দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মে আসক্তি-দ্বারা আবদ্ধ করে।" শ্রীমদ্বলদেব বলেন,—'রাগ' শব্দে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অভিলাষাত্মক কার্য্য রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। শব্দাদি-বিষয়-অভিলাষই 'তৃষ্ণা' এবং পুত্র-মিত্রাদির সংযোগ-অভিলাষই 'সঙ্গ'। রাগ, তৃষ্ণা ও সঙ্গের হেতু রজোগুণ। এই রজোগুণ স্ত্রী, বিষয়, পুত্রাদি প্রাপক-কর্ম্মে অভিলাষ জন্মাইয়া জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। সেই সংসারাসক্ত জীব স্ত্রী-পুত্রাদির স্পৃহা-দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম করে এবং তৎফলাদি লাভ করিয়া থাকে; এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন লাভ করে বলিয়া রজোগুণের দ্বারা মুক্তি সম্ভব নহে।

এতৎ প্রসঙ্গে গীঃ ৩।৩৭ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
ততো কামো গুণধ্যানাদ্দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতেঃ॥
করোতি কামবশগং 'কর্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুঃখোদর্কানি সংপশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ" ॥ ৭ ॥

**তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।**
**প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥**

**অন্বয়**—ভারত! তমঃ তু ( তমোগুণ কিন্তু ) অজ্ঞানজম্ ( অজ্ঞানজাত ) সর্ব্বদেহিনাম্ ( সর্ব্বজীবের ) মোহনং ( মোহকর ) বিদ্ধি ( জানিবে ) তৎ ( সেই তমো ) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ ( প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা ) [ দেহী-জীবকে ] নিবধ্নাতি ( আবদ্ধ করে ) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত! তমোগুণকে অজ্ঞানজাত সর্ব্বজীবের মোহন-কারী জানিবে, সেই তমোগুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে॥ ৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সমস্ত-দেহীর মোহনকারী অজ্ঞানজাত গুণকেই 'তমঃ' বলিয়া জানিবে; প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা-সহকারে তমোগুণ জীবকে আবদ্ধ করে॥ ৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—তমস্ত্বিতি। তু-শব্দঃ পূর্ব্বদ্বয়াদ্বিশেষদ্যোতকঃ। বস্তুযাথাত্ম্যা-বগমো জ্ঞানং তদ্বিরোধ্যাবরকতা-প্রধানং প্রকৃত্যংশোঽজ্ঞানং, তস্মাজ্জাতং তমোঽতঃ সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিপর্য্যয়জ্ঞানজনকম্; তথা চ "বস্তুযাথা-ত্ম্যজ্ঞানাবরকং বিপর্য্যয়জ্ঞানজনকং তমঃ" ইতি। তত্তমঃ প্রমাদাদিভিঃ স্বকার্য্যৈঃ পুরুষং নিবধ্নাতি; তত্র প্রমাদোঽনবধানমকার্য্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরূপং সত্ত্বকার্য্যপ্রকাশবিরোধী, আলস্যমনুদ্যমো রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি-তদুভয়-বিরোধিনী তু নিদ্রা চিত্তাবসাদাত্মেতি ॥ ৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'তমস্ত্বিতি', 'তু' শব্দ পূর্ব্বদ্বয় অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে ইহার বিশেষদ্যোতক ( বৈশিষ্ট্যবোধক )। বস্তু যথাযথভাবে বোধের নাম জ্ঞান, তাহার বিরোধী ও আবরকতা প্রধান প্রকৃতির অংশ ( স্বরূপ ) অজ্ঞান।

তাহা হইতে জাত তমঃগুণ, অতএব সমস্তদেহীর মোহন অর্থাৎ বিপর্য্যয়-জ্ঞানের জনক। তথাচ "বস্তুর যাথাত্ম্যরূপ জ্ঞানের আবরক, বিপর্য্যয়জ্ঞানের জনক তমোগুণ" ইতি, সেই তমোগুণ প্রমাদাদি স্বীয় কার্য্যের দ্বারা পুরুষকে দুঃখময় সংসারে আবদ্ধ করে। সেই সম্পর্কে—প্রমাদ ( শব্দের অর্থ ) অনবধান অর্থাৎ অকর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্তি, যাহা সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশের বিরোধী, আলস্য—অনুদ্যম ; ইহা রজঃকার্য্য-প্রবৃত্তির বিরোধী—এই উভয়বিরোধিনী নিদ্রা, কিন্তু চিত্তের অবসাদ-স্বরূপ ॥ ৮ ॥

**অনুভূষণ**—তমোগুণ অজ্ঞানজাত ও সর্ব্বজীবের মোহনকারী। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা তমোগুণ সকলকে আবদ্ধ করিয়া থাকে। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও লিখিয়াছেন—'তমস্থিতি'—'তু'-শব্দ পূর্ব্বদ্বয় হইতে বিশেষ-দ্যোতক। বস্তুযাথাত্ম্য-অবগম—জ্ঞান ; তদ্বিরোধী আবরকতা-প্রধান প্রকৃত্যংশ—অজ্ঞান, তাহা হইতে জাত তমো সুতরাং সর্ব্বদেহীর মোহনকারী অর্থাৎ বিপর্য্যয়-জ্ঞানজনক, সেই হেতু ইহাকে বস্তু-যাথাত্ম্য-জ্ঞানাবরক, বিপর্য্যয়-জ্ঞানজনক বলা যায়।

সেই তমো প্রমাদাদি স্বকার্য্যের দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করে। সেস্থলে প্রমাদ অর্থে অনবধান, অকর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিরূপ সত্ত্বকার্য্য-প্রকাশ-বিরোধী ; আলস্য—অনুদ্যম, রজো কার্য্য-প্রবৃত্তি-বিরোধী এবং তদুভয়-বিরোধিনী নিদ্রা কিন্তু চিত্তের অবসাদ ॥ ৮ ॥

**সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।**
**জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥**

**অন্বয়**—ভারত! সত্ত্বং ( সত্ত্বগুণ ) সুখে ( সুখের সহিত ) সঞ্জয়তি ( আসক্ত করে ) রজঃ ( রজোগুণ ) কর্ম্মণি ( কর্ম্মে ) [ সঞ্জয়তি ] তমঃ তু ( তমোগুণ কিন্তু ) জ্ঞানম্ ( জ্ঞানকে ) আবৃত্য ( আচ্ছন্ন করিয়া ) প্রমাদে ( অনবধানতায় ) সঞ্জয়তি ( সংযুক্ত করে ) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে, আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট করে ॥ ৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে বদ্ধ করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে ॥ ৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—গুণাঃ স্বান্যদ্বয়োৎকৃষ্টাঃ সন্তঃ স্বকার্য্যং তন্বন্তীত্যাহ,—সত্ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বমুৎকৃষ্টং সৎ স্বকার্য্যে সুখে পুরুষং সংজয়ত্যাসক্তং করোতি ; রজ উৎকৃষ্টং সৎ কর্ম্মণি তং সঞ্জয়তি ; তম উৎকৃষ্টং সৎ প্রমাদে তং সঞ্জয়তি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্যাজ্ঞানমুৎপাদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—গুণগুলি স্বজাতীয় অন্য দুইটি গুণ হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াই স্বীয় কার্য্য বিস্তার করে, ইহাই বলা হইতেছে,—'সত্ত্বমিত্যাদি' দুইটি শ্লোক-দ্বারা। সত্ত্বগুণ যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে স্বীয় কার্য্যে অর্থাৎ সুখে পুরুষকে সংযোজিত করে অর্থাৎ সংসারে অতিশয় আসক্ত করিয়া থাকে। এইরূপ রজোগুণ প্রবল হইলে, কর্ম্মে জীবকে আসক্ত করে। তমোগুণ উৎকৃষ্ট হইলে, প্রমাদে পুরুষকে আসক্ত করিয়া থাকে। জ্ঞানকে আবৃত করিয়া অজ্ঞানকে উৎপাদন করিয়া—এই অর্থ ॥ ৯ ॥

**অনুভূষণ**—এ-স্থলে গুণত্রয়ের কার্য্য ও সামর্থ্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে"—(১১।২২।১৩) অর্থাৎ জ্ঞান—সত্ত্বগুণের বৃত্তি, কর্ম্ম—রজোগুণের বৃত্তি, অজ্ঞান—তমোগুণের বৃত্তি, এই সকলই প্রকৃতির গুণ। সত্ত্বগুণ জীবকে জ্ঞান বা সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্ম্মে আসক্ত করে এবং তমোগুণ প্রমাদাদিতে আসক্ত করিয়া অজ্ঞানের বশীভূত করে। এই গুণের তারতম্যেই কেহ ধর্ম্মশীল, জ্ঞানাসক্ত, কেহ কর্ম্মাসক্ত, কেহ বা মোহাসক্ত হইয়া পড়ে ॥ ৯ ॥

**রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।**
**রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥**

**অন্বয়**—ভারত ! সত্ত্বং ( সত্ত্বগুণ ) রজঃ তমঃ চ ( রজো ও তমোগুণকে ) অভিভূয় ( পরাভূত করিয়া ) ভবতি ( উদ্ভূত হয় ) রজঃ ( রজোগুণ ) সত্ত্বং তমঃ চ এব (সত্ত্ব ও তমোগুণকেও ) তথা ( সেই প্রকার ) তমঃ ( তমোগুণ ) সত্ত্বং রজঃ ( সত্ত্ব ও রজোগুণকে ) [অভিভূয় ভবতি—অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয় ] ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত ! সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমঃকে পরাভূত করিয়া উদ্ভূত, রজো গুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত, তদ্রূপ তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোকে পরাজিত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে ॥ ১০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, যেখানে রজঃ ও তমঃ পরাজিত; যেখানে রজোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও তমঃ পরাজিত এবং যেখানে তমোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত থাকে। এইরূপ গুণসকলের পৃথক স্থিতি ও পরস্পর-সম্বন্ধে অবস্থিতি জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

**শ্রীবলদেব**—সমেষু ত্রিষু কথমকস্মাদেকস্যোৎকর্ষ ইতি চেৎ-প্রাচীন-তাদৃশকর্ম্মোদয়াত্তাদৃশাহারাচ্চ স্বভবতীতি ভাববানাহ,—রজ ইতি। সত্ত্বং কর্ত্তৃ রজস্তমশ্চাভিভূয়ো তিরস্কৃত্যোৎকৃষ্টং ভবতি, রজঃ কর্ত্তৃ সত্ত্বং তমশ্চাভিভূয়োৎ-কৃষ্টং ভবতি, তমঃ কর্ত্তৃ সত্ত্বং রজশ্চাভিভূয়োৎকৃষ্টং ভবতি ; যদোৎকৃষ্টং ভবতি, তদা পূর্ব্বোক্তমসাধারণং কার্য্যং করোতীতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ—তিনটিই সমান। অতএব একগুণ হইতে অপর গুণের উৎকর্ষ কিরূপে হয়? ইহা যদি বল, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—প্রাচীন তাদৃশ কর্ম্মের উদয়হেতু এবং তাদৃশ আহার-হেতু স্ব (একটির) প্রাধান্য হয়। রজ ইতি। সত্ত্বগুণ রজো তমোগুণকে অভিভূত (তিরস্কৃত) করিয়া উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উৎকৃষ্ট হয়। তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া উৎকৃষ্ট হয়, যখন উৎকৃষ্ট হয় তখন পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

**অনুভূষণ**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো তিন গুণ সমান হইলে, তন্মধ্যে একটি গুণ কি প্রকারে উৎকর্ষতা লাভ করে, তাহাই বলিতেছেন। প্রাচীন তাদৃশ কর্ম্মোদয় এবং তাদৃশ আহারের ফলেই একটির প্রাধান্য হয়। যেমন সত্ত্বগুণ প্রধান হইয়া রজো ও তমোগুণকে অভিভূত করে। সেইরূপ রজো গুণ প্রধান হইলে সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত হয়। আবার তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করিলে সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া ফেলে এবং পূর্ব্বোক্ত নিজ নিজ অসাধারণ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"পূর্ব্বাদৃষ্টবশেই কোন একটি গুণ প্রবল হইয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাভূত করিয়া স্ব-স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে।"

এই জন্যই শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যে পাওয়া যায়, রজোগুণ বৃদ্ধি করিয়া তমোগুণকে ধ্বংস করিতে হয়। আবার রজোগুণ ধ্বংস করিবার জন্য সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে হয়। পুনরায় সত্ত্বগুণকেও দূরীভূত করিবার জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্ব নির্গুণ ভাব প্রবল হওয়া দরকার। আপাততঃ সাত্ত্বিক গুণ বৃদ্ধি পাইলে ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ আসে। কিন্তু বিশুদ্ধ হরিভজনের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রয়োজন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

এস্থলে যেমন প্রাচীন কর্ম্ম বা অদৃষ্টবশতঃ গুণ বিশেষের প্রাবল্য ঘটে, তদ্রূপ আহারের তারতম্যবশতঃও গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং গুণজয়ের পক্ষে আহারের সংযম একটি প্রধান লক্ষিতব্য বিষয়। এ-বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বস্যশুদ্ধিঃ" ॥ ১০ ॥

**সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।**
**জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥**

**অন্বয়**—যদা (যে সময়ে) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্ব্বদ্বারেষু (শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়ে) প্রকাশঃ (বিষয়ের যাথার্থ্য-প্রকাশরূপ) জ্ঞানং (জ্ঞান) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা (সেই সময়ে) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধং (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে) উত (আত্মোত্থসুখাত্মক প্রকাশ দ্বারাও সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ**—যখন এই দেহে শ্রোত্রাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ের স্বরূপ-প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে এবং সুখ-প্রকাশরূপ চিহ্ন দ্বারাও সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে ॥ ১১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি-দ্বারা এই জড়দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার-সকলে 'প্রকাশ-গুণ' বৃদ্ধি পায়; তাহাই 'ঐন্দ্রিয়জ্ঞান' ॥ ১১ ॥

**শ্রীবলদেব**—উৎকৃষ্টানাং সত্ত্বাদীনাং লিঙ্গান্যাহ,—সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। যদা

সর্ব্বেষু জ্ঞান-দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদিযাথাত্ম্যপ্রকাশরূপং জ্ঞানমুপজায়তে, তদা তাদৃশ-জ্ঞানলিঙ্গেনাস্মিন্ দেহে সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ। উতেত্যপ্যর্থে,—সুখ-লিঙ্গেনাপি তদ্বিদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—উৎকৃষ্ট সত্ত্বাদিগুণের লিঙ্গ-( চিহ্নের কথা ) সম্পর্কে বলা হইতেছে—'সর্ব্ব' ইত্যাদি তিনটি শ্লোক-দ্বারা। যখন সকল জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ শ্রোত্রাদিতে শব্দাদিযাথাত্ম্য-প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাদৃশ জ্ঞান-লিঙ্গের ( চিহ্নের ) দ্বারা এই দেহে সত্ত্বগুণকে বিবৃদ্ধ ( বর্দ্ধিত ) জানিবে। 'উত' শব্দটি অপি ( ও ) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—এইজন্য সুখরূপ চিহ্নের দ্বারাও তাহা সত্ত্বের উৎকর্ষ জানিবে ॥ ১১ ॥

**অনুভূষণ**—উৎকৃষ্ট সত্ত্বাদিগুণের লক্ষণ তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। কোন্ কোন্ লক্ষণের দ্বারা কোন্ গুণ প্রবল জানা যায়, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। যখন শ্রোত্র-নেত্রাদি-ইন্দ্রিয়-দ্বারপথে বস্তুর যাথাত্ম্য-জ্ঞান এবং সুখাত্মক-ভাব প্রকাশ পায়, তখনই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্" ॥—( ১১।২৫।১৩ )

অর্থাৎ যে সময় প্রকাশক, স্বচ্ছ ও শান্ত সত্ত্বগুণ অপর গুণদ্বয়কে পরাভূত করে, সেই সময় পুরুষ সুখ-ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি গুণযুক্ত হইয়া থাকেন।

অন্যত্র পাওয়া যায়,—"পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ"—( ভাঃ—১১।২৫।৯ ) অর্থাৎ শমাদি লক্ষণ হইতে পুরুষকে সত্ত্বগুণযুক্ত অনুমান করিবে।

গুণযোগের দ্বারা মদ্ভক্তিও সগুণা হন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্ম্মভিঃ। তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা ॥"—( ১১।২৫।১০ ) "সাত্ত্বিক ব্যক্তি—স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন—নিজকৃত্য সমূহের দ্বারা নিরপেক্ষ হইয়া ভগবদ্ভজনে অনুপ্রাণিত হন।"—শ্রীল প্রভুপাদ। এ-সম্বন্ধে ভাঃ—৩।২৯।১০ শ্লোকও দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

**লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।**
**রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥**

**অন্বয়**—ভরতর্ষভ! লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ, কর্ম্মণাম্ (কর্ম্মসমূহের) আরম্ভঃ (উদ্যম) অশমঃ (অনিবৃত্তি) স্পৃহা, এতানি (এই সকল) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে) জায়ন্তে (জন্মে) ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ**—হে ভরতর্ষভ! লোভ, নানাযত্নপরতা, কর্ম্মসমূহে উদ্যম, বিষয়ভোগে অনিবৃত্তি, ভোগাভিলাষ—এই সকল রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে উৎপন্ন হয় ॥ ১২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যাহার রজোগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, কর্ম্মাগ্রহিতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায় ॥ ১২ ॥

**শ্রীবলদেব**—লোভঃ স্বদ্রব্যাত্যাগপরতা, প্রবৃত্তিস্তদ্‌বৃদ্ধিযত্নপরতা, কর্ম্মণাং গৃহনির্ম্মাণাদীনামারম্ভঃ, অশমো বিষয়ভোগাদিন্দ্রিয়াণামনুপরতিঃ, স্পৃহা বিষয়-লিপ্সা,—এতৈর্লিঙ্গৈ রজো বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ ॥ ১২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—লোভ—স্বীয় দ্রব্যের অত্যাগ-(অনর্পণ) শীলতা, প্রবৃত্তি—তাহার বৃদ্ধিতে যত্নশীলতা, গৃহনির্ম্মাণাদিরূপ কর্ম্মসমূহের আরম্ভ, অশম—অর্থাৎ বিষয়-ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়াদির অনুপরতি (অবিরাম ভোগাসক্তি)। স্পৃহা—বিষয়ের ভোগেচ্ছা, এই সমস্ত চিহ্নের দ্বারা রজোগুণকে বিবৃদ্ধ বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

**অনুভূষণ**—রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ বা পরিচয় বলিতেছেন,—

লোভ—বহুপ্রকারে ধনাদির আগমন হইলেও পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধমান অভিলাষ (শ্রীধর) স্বদ্রব্য-অত্যাগপরতা (শ্রীবলদেব)

প্রবৃত্তি—সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবার যত্ন (শ্রীধর) হার্দ্দ যত্নপরতা (শ্রীবলদেব) (শ্রীবিশ্বনাথ)

কর্ম্মের আরম্ভ—মহাগৃহাদিনির্ম্মাণ-উদ্যম (শ্রীধর) গৃহনির্ম্মাণাদির আরম্ভ (শ্রীবলদেব) (শ্রীবিশ্বনাথ)

অশম—ইহা করিয়া ইহা করিব—এইরূপ সঙ্কল্প ও বিকল্পের উপরমশূন্য (শ্রীধর) বিষয়-ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তির অভাব (শ্রীবলদেব) (শ্রীবিশ্বনাথ)

স্পৃহা—উচ্চাবচ ইতঃস্ততো দৃষ্ট বস্তুমাত্রের গ্রহণেচ্ছা (শ্রীধর) বিষয়-লিপ্সা (শ্রীবলদেব)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া॥"—( ১১।২৫।১৪ )

অর্থাৎ যখন সঙ্গ ও ভেদজ্ঞানের জনক চঞ্চল স্বভাব রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করে, তখন পুরুষ দুঃখ, কর্ম্ম, যশ ও শ্রীর দ্বারা যুক্ত হন।

অন্যত্র পাওয়া যায়,—'কামাদিভিঃ রজোযুক্তং'—( ভাঃ—১১।২৫।২ ) অর্থাৎ কামাদি লক্ষণ হেতু রজোগুণাধিক্য যুক্ত জানা যায়।

রজোগুণযুক্ত ব্যক্তির ভক্তির লক্ষণেও পাওয়া যায়,—"যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্ম্মভিঃ। তং রজঃ প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"—( ভাঃ—১১।২৫।১১ ) অর্থাৎ যখন পুরুষ কাম্য-বিষয়ের প্রার্থনা করিয়া স্বকর্ম্মের দ্বারা আমার ভজন করে, তখন তাহাকে রজো প্রকৃতির জানিবে।

এ-সম্বন্ধে ভাঃ—৩।২৯।৮-৯ শ্লোকও দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

**অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।**
**তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩॥**

**অন্বয়**—কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ ( বিবেক-অভাব ) অপ্রবৃত্তি ( অনুদ্যম ) প্রমাদঃ ( অন্যমনস্কতা ) মোহ এব চ ( মিথ্যাভিনিবেশাদি ) এতানি ( এই সকল ) তমসি বিবৃদ্ধে [ সতি ] ( তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ) জায়ন্তে ( উৎপন্ন হয় )॥ ১৩॥

**অনুবাদ**—হে কুরুবংশজাত কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ প্রভৃতি এই সকল উৎপন্ন হয়॥ ১৩॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে কুরুনন্দন, তমোবৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়॥ ১৩॥

**শ্রীবলদেব**—অপ্রকাশো জ্ঞানাভাবঃ, শাস্ত্রাবিহিতবিষয়গ্রহরূপোঽপ্রবৃত্তিঃ ক্রিয়াবিমুখতা, প্রমাদঃ করাদিস্থেঽপ্যর্থে নাস্তীতি প্রত্যয়ো মোহো মিথ্যাভি-নিবেশঃ এতৈর্লিঙ্গৈস্তমো বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ॥ ১৩॥

**বঙ্গানুবাদ**—অপ্রকাশ—জ্ঞানের অভাব, অপ্রবৃত্তি—শাস্ত্রের অবিহিত ( অনুক্ত ও অসম্মত ) বিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ শাস্ত্রে অনুক্ত-বিষয়ে প্রবৃত্তি; অপ্রবৃত্তি—ক্রিয়া-বৈমুখ্য। প্রমাদ—সমস্ত বস্তু করতলগত হইলেও নাই বলিয়া

যে বিশ্বাস। মোহ—মিথ্যা অভিনিবেশ। এই সমস্ত চিহ্নের দ্বারা তমোগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে॥ ১৩॥

**অনুভূষণ**—তমোগুণের বৃদ্ধির লক্ষণসমূহ বলিতেছেন,—

অপ্রকাশ—বিবেকভ্রংশ বা নাশ ( শ্রীধর ) জ্ঞানাভাব—শাস্ত্র-অবিহিত বিষয়-গ্রহণরূপ ( শ্রীবলদেব ) বিবেকের অভাব ( শ্রীবিশ্বনাথ )

অপ্রবৃত্তি—অনুদ্যম ( শ্রীধর ) ক্রিয়াবিমুখতা—কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদনে অনাগ্রহ ( শ্রীবলদেব )। উদ্যমের অভাব ( শ্রীবিশ্বনাথ )

প্রমাদ—কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনুসন্ধান রহিত ( শ্রীধর ) করাদিগত বিষয়ও নাই—এইরূপ বিশ্বাস ( শ্রীবলদেব ) কণ্ঠাদিতে ধৃত বস্তুও নাই—এই বিশ্বাস ( শ্রীবিশ্বনাথ )

মোহ—মিথ্যা অভিনিবেশ ( শ্রীধর ) ঐ ( শ্রীবলদেব ) ঐ ( শ্রীবিশ্বনাথ )

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া॥"—( ১১।২৫।১৫ )

অর্থাৎ যখন বিবেক-নাশক, আবরণাত্মক জড় তমোগুণ রজো ও সত্ত্বগুণকে পরাভূত করে, তখন পুরুষ শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশা প্রভৃতির দ্বারা যুক্ত হন্।

অন্যত্র পাওয়া যায়—"ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্"।—( ভাঃ ১১।২৫।৯ ) অর্থাৎ ক্রোধাদি লক্ষণ হইতে তমোগুণাধিক্যযুক্ত অনুমান করিবে। তমোগুণান্বিত ব্যক্তির ভগবদ্ভজন লক্ষণেও পাওয়া যায়,—"হিংসামাশাস্য তামসম্"—( ভাঃ ১১।২৫।১১) অর্থাৎ হিংসা কামনায় আমার আরাধনাকারী ব্যক্তিকে তামস বলিয়া জানিবে॥ ১৩॥

**যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।**
**তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪॥**

**অন্বয়**—যদা তু ( আর যখন ) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে ( সতি ) ( সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ) দেহভৃৎ ( জীব ) প্রলয়ং ( মৃত্যুকে ) যাতি ( প্রাপ্ত হয় ) তদা ( তখন ) উত্তমবিদাং ( হিরণ্যগর্ভাদি-উপাসকগণের ) অমলান্ ( সুখপ্রদ ) লোকান্ ( লোকসমূহ ) প্রতিপদ্যতে ( লাভ করে )॥ ১৪॥

**অনুবাদ**—আর যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কালে দেহী-জীব দেহত্যাগ করে, তখন হিরণ্যগর্ভাদি-উপাসকদিগের সুখপ্রদ লোকসমূহ লাভ করে॥ ১৪॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের সুখপ্রদ লোক-লাভ হয়॥ ১৪॥

**শ্রীবলদেব**—মৃতিকালে বিবৃদ্ধানাং গুণানাং ফলবিশেষানাহ,—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা দেহভৃজ্জীবঃ প্রলয়ং যাতি ম্রিয়তে, তদোত্তমবিদাং হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকানাং লোকান্ দিব্যভোগোপেতান্ প্রতিপদ্যতে লভতে ; অমলান্ রজস্তমো-মলহীনান্॥ ১৪॥

**বঙ্গানুবাদ**—মৃত্যুকালে বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্ব-রজো ও তমোগুণের ফলবিশেষের কথা বলা হইতেছে—'যদা ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা'। সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইলে যখন দেহধারী জীব প্রলয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মরে, তখন হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক উত্তম বিদ্বান্গণের দিব্যভোগের দ্বারা যুক্ত অমল লোক অর্থাৎ রজো ও তমোগুণরূপ-মলহীন ধামগুলি লাভ করিয়া থাকে॥ ১৪॥

**অনুভূষণ**—মরণকালে যাহার যে গুণ-বৃদ্ধি হয়, তাহার সেই অনুসারে পরকালের ফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সত্ত্বগুণের অতিশয় বৃদ্ধিকালে যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে হিরণ্যগর্ভাদির-উপাসকগণের সুখপ্রদ নির্ম্মল লোক লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি"—(১১।২৫।২২) অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি-কালে মৃতপুরুষগণ স্বর্গলোক লাভ করেন॥ ১৪॥

**রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।**
**তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫॥**

**অন্বয়**—রজসি [বিবৃদ্ধে সতি] (রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে) প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যু লাভ করিয়া) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য মধ্যে) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে) তথা (সেই প্রকার) তমসি (বিবৃদ্ধে সতি) (তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে) প্রলীনঃ [সন্] (মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়-যোনিষু (পশ্বাদি যোনিতে) জায়তে (জন্ম লাভ হয়)॥ ১৫॥

**অনুবাদ**—রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্তকালে মৃত্যু হইলে জীব কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য-

লোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি-যোনিতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের কুলে জন্মলাভ হয়, এবং তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মূঢ় চতুষ্পদাদি-যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি হয় ॥ ১৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—রজসি প্রবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা জনঃ কর্ম্মসঙ্গিষু কাম্য-কর্ম্মাসক্তেষু নৃষু মধ্যে জায়তে ; তথা তমসি প্রবৃদ্ধে প্রলীনো মৃতো জনো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—রজোগুণ প্রবল হইলে প্রলয় অর্থাৎ মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মরিয়া) জীব কর্ম্মসঙ্গী অর্থাৎ কাম্য-কর্ম্মে আসক্তিযুক্ত মনুষ্য সমূহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সেইরূপ তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে মৃত ব্যক্তি পশুপক্ষি-প্রভৃতি ইতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

**অনুভূষণ**—রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কাম্য-কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যকুলে জন্ম হয়, আর তমোগুণের অত্যন্ত বৃদ্ধিতে মৃত্যু লাভ করিলে পশ্বাদি জন্ম লাভ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"নরলোকং রজোলয়াঃ" "তমোলয়াস্তু নিরয়ং" ( ১১।২৫।২২ ) অর্থাৎ রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ নরলোক এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ নরকগতি লাভ করিয়া থাকে। অতএব অন্ততঃ মৃত্যুকালে যাহাতে উন্নততর গুণ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে পরাভূত করিতে হয় এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে নাশ করিতে হয়, কিন্তু সত্ত্বগুণও মায়িক সুতরাং পুনরাবর্ত্তন করায় বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা নিগুর্ণতার দ্বারা মায়িক সত্ত্বকে লয়পূর্ব্বক মৎ-প্রাপ্তির যোগ্য হওয়া আবশ্যক। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"যান্তি মামেব নিগুর্ণাঃ"—[১১।২৫।২২] অর্থাৎ নিগুর্ণ পুরুষগণ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। অন্তঃকালে মানবমনের অবস্থানুসারে পরজন্ম লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন,—'মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ' অতএব মরণকালে একমাত্র ভগবৎ-স্মরণই বিহিত এবং ভগবৎ-স্মরণের দ্বারাই বিশুদ্ধসত্ত্ব-গুণাশ্রয়ে মায়িক গুণ অতিক্রম করতঃ নিগুর্ণতা লাভ হয়। এস্থলে "যং যং বাপি" গীঃ—৮।৬ শ্লোকের অনুভূষণ দ্রষ্টব্য ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

**অন্বয়**—সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ ( সাত্ত্বিক কর্ম্মের ) নির্ম্মলম্ ( নির্ম্মল ) সাত্ত্বিকং ( সত্ত্ব প্রধান ) ফলম্ ( ফল ) আহুঃ ( তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন ) রজসঃ তু ( আর রাজসিক কর্ম্মের ) দুঃখম্ ফলং ( দুঃখময় ফল ) তমসঃ ( তামসিক কর্ম্মের ) অজ্ঞানং ফলং ( অজ্ঞানময় ফল ) [ আহুঃ—বলিয়া থাকেন ] ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ**—সুকৃত—সাত্ত্বিক কর্ম্মের নির্ম্মল সুখময় ফল, আর রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখময় এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান বা অচেতনময় কথিত হয় ॥ ১৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলকে 'নির্ম্মল', রাজসিক কর্ম্মের ফলকে 'দুঃখ' এবং তামসিক কর্ম্মের ফলকে 'অজ্ঞান' বা 'অচেতন' বলা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ গুণানাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারা বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ,—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণো নির্ম্মলং ফলমাহুর্গুণস্বভাববিদো মুনয়ো মলদুঃখমোহরূপ-রজস্তমঃফল-লক্ষণান্নির্গতং সুখমিত্যর্থঃ ; তচ্চ সাত্ত্বিকং সত্ত্বেন নির্ব্বৃত্তম্। রজসো রাজসস্য কর্ম্মণঃ ফলং দুঃখং কার্য্যস্য কারণানুরূপ্যাদ্দুঃখপ্রচুরং কিঞ্চিৎ সুখমিত্যর্থঃ। তমসস্তামসস্য কর্ম্মণো হিংসাদেঃ ফলমজ্ঞানমচৈতন্যপ্রায়ং দুঃখমেবেত্যর্থঃ। তত্র রজস্তমঃশব্দাভ্যাং রাজসতামস-কর্ম্মণী লক্ষ্যে,—'গোভিঃ প্রীণিতমৎসরম্' ইত্যত্র যথা গো-শব্দেন গো-পয়ো লক্ষ্যতে। সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মণাং লক্ষণান্যষ্টাদশে বক্ষ্যন্তে,—'নিয়তং সঙ্গরহিতম্' ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর সত্ত্বাদি ত্রিগুণের স্বীয় অনুরূপ কর্ম্মের দ্বারা বিচিত্র ফলের কারণতা বলা হইতেছে—'কর্ম্মণ ইতি', সুকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ম্মের নির্ম্মল ফলের বিষয় গুণস্বভাববিদ্ মুনিগণ বলিয়াছেন যে,—মল অর্থাৎ দুঃখ-মোহরূপ—রজঃ-তমোগুণেরফল হইতে নির্গত যে সুখ ; তাহাই নির্ম্মল এই অর্থ। সেই সুখ সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণের দ্বারাই হইয়া থাকে। রজোগুণের অর্থাৎ রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ। কার্য্যমাত্র কারণের অনুরূপ হয়, এইজন্য দুঃখ-প্রচুর কিছু কিছু সুখ, ইহাই অর্থ। তমোগুণের তামস হিংসাদি কর্ম্মের ফল

অজ্ঞান অচৈতন্য-প্রায় দুঃখই। এই প্রসঙ্গে রজো ও তমঃ শব্দ দুইটির দ্বারা রাজস ও তামস কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—"গরুগুলির দ্বারা প্রীণিত মৎসর" এখানে যেমন গো-শব্দের দ্বারা গোদুগ্ধ লক্ষিত হয়। সাত্ত্বিকাদি-কর্ম্মসমূহের লক্ষণগুলি অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইবে। 'নিয়ত-সঙ্গরহিত" ইত্যাদির দ্বারা ॥ ১৬ ॥

**অনুভূষণ**—কোন্ গুণানুসারে কর্ম্ম করিলে কিরূপ ফলের তারতম্য ঘটে, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। সুকৃত—সাত্ত্বিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি দুঃখমোহাদিশূন্য সুখপ্রদ নির্ম্মল কিন্তু অনিত্য ফল লাভ করেন, আর রাজসিক কর্ম্মকারী ব্যক্তি প্রচুর দুঃখপূর্ণ কিঞ্চিৎ সুখপূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং হিংসাদিবহুল তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান ও অচৈতন্যপ্রায় অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। এই সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের লক্ষণ গীঃ—১৮।২৩-২৫ শ্লোকে পাওয়া যাইবে ॥ ১৬ ॥

**সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।**
**প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥**

**অন্বয়**—সত্ত্বাৎ ( সত্ত্বগুণ হইতে ) জ্ঞানং ( জ্ঞান ) সংজায়তে ( উৎপন্ন হয় ) রজসঃ ( রজোগুণ হইতে ) লোভ এব চ ( লোভই উৎপন্ন হয় ) তমসঃ ( তমোগুণ হইতে ) প্রমাদমোহৌ ( প্রমাদ এবং মোহ ) ভবতঃ ( হয় ) অজ্ঞানম্ এব চ ( এবং অজ্ঞানও হয় ) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ**—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—ঈদৃক্‌ফলবৈচিত্র্যে প্রাগুক্তমেব হেতুমাহ,—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাৎ প্রকাশলক্ষণং জ্ঞানং জায়তে; অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশপ্রচুরং সুখং ফলম্। রজসো লোভস্তৃষ্ণা-বিশেষো যো বিষয়কোটিভিরপ্যভিসেবিতৈর্দু-ষ্পূরস্তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখপ্রচুরং কিঞ্চিৎ সুখং ফলম্। তমসস্তু প্রমাদাদীনি ভবন্ত্যতস্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণোঽচৈতন্যপ্রচুরং দুঃখমেব ফলম্ ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই প্রকার ফলের বিচিত্রতার হেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছেন—'সত্ত্বাদিতি'। সত্ত্বগুণ হইতে প্রকাশ-স্বরূপ জ্ঞান জন্মে। অতএব সাত্ত্বিক কর্ম্মের প্রকাশ-প্রচুর সুখরূপফল। রাজসিক কর্ম্মের ফল—লোভ অর্থাৎ তৃষ্ণাবিশেষ যাহা কোটী কোটী বিষয় অতিসেবিত হইলেও দুষ্পূর অর্থাৎ পূরণের অযোগ্য। তাহাও দুঃখেরই হেতু বলিয়া রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখপ্রচুর কিঞ্চিৎ সুখ। তমো গুণের অর্থাৎ তামসিক কর্ম্মের দ্বারা প্রমাদাদি অতএব সেই তামস কর্ম্মের ফল অচৈতন্য-প্রচুর দুঃখই ॥ ১৭ ॥

**অনুভূষণ**—সত্ত্বাদিগুণের তারতম্যানুসারে ফলের তারতম্যের কারণ বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। সত্ত্বগুণের প্রাবল্য ঘটিলে জ্ঞান লাভ হয় ও আত্মানাত্ম-বস্তু-বিষয়ক বিচার-বিবেক জন্মে। রজোগুণের বৃদ্ধিতে বিষয়লোভ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তাহার ফলে কোটী কোটী অর্থ, রাজ্যাদি সম্পদ প্রাপ্ত হইলেও আরও অধিক লাভের জন্য দুষ্পূরণীয় কাম দেখা যায়। তমোগুণের বৃদ্ধিতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানের প্রাচুর্য্য ঘটে। ফলস্বরূপে কেবল অজ্ঞানের সেবা করিতে গিয়া আলস্য ও কর্ম্মহীনতার দ্বারা ধ্বংসই প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের "পার্থিবাদ্দারুণো" (১।২।২৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ বলেন,—"তমসো লয়াত্মকত্বাদ্রজো বিক্ষেপকং শ্রেষ্ঠম্। তস্মাদপি সত্ত্বং লয়বিক্ষেপশূন্যং ব্রহ্মদর্শনম্" ॥ ১৭ ॥

**ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।**
**জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥**

**অন্বয়**—সত্ত্বস্থাঃ ( সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিগণ ) ঊর্দ্ধং ( স্বর্গাদি লোকে ) গচ্ছন্তি ( গমন করেন ) রাজসাঃ ( রাজস-লোকগণ ) মধ্যে ( মনুষ্যলোকে ) তিষ্ঠন্তি ( অবস্থান করে ) জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ (নিকৃষ্ট গুণশালী তামস ব্যক্তিগণ) অধঃ গচ্ছন্তি ( নরকাদি নিম্নলোকে ) গচ্ছন্তি ( গমন করে ) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ**—সত্ত্বগুণস্থ জনগণ স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকসমূহে গমন করিয়া থাকে, রজোগুণান্বিত লোকেরা নরলোকে স্থানলাভ করে, এবং নিকৃষ্ট তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ নরকাদি অধোলোকে গমন করে ॥ ১৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধগতি লাভ করে অর্থাৎ 'সত্য-লোক' পর্য্যন্ত যায় ; রাজস লোকেরা নরলোকে স্থান লাভ করে, এবং তামস ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে ॥ ১৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ সত্ত্বাদিবৃত্তিনিষ্ঠানাং তান্যেব ফলান্যূর্দ্ধমধ্যাধো-ভাবেনাহ,—ঊর্দ্ধমিতি। তমসি বৃত্তি-শব্দাদিতরয়োশ্চ বৃত্তির্বিবক্ষিতা। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তি-নিষ্ঠাঃ সত্ত্বতারতম্যেনোর্দ্ধং সত্যলোকপর্য্যন্তং গচ্ছন্তি ; রাজসা রজোবৃত্তিনিষ্ঠা মধ্যে পুণ্যপাপমিশ্রিতে মনুষ্য-লোকে তিষ্ঠন্তি—মনুষ্যা এব ভবন্তি রজস্তারতম্যেন। জঘন্যঃ সত্ত্বরজোঽপেক্ষয়া নিকৃষ্টো যো গুণস্তমঃসংজ্ঞস্তদ্‌বৃত্তৌ প্রমাদাদৌ স্থিতাস্ত্বধো গচ্ছন্তি—তমস্তারতম্যেন পশুপক্ষিস্থাবরাদিযোনিং লভন্তে। তামসা ইত্যুক্তিস্তেষাং সর্ব্বদা তমসি স্থিতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর সত্ত্বাদি-বৃত্তিনিষ্ঠদিগের সেই সেই ফলগুলির বিষয় ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ ভেদের দ্বারা বলা হইতেছে—'ঊর্দ্ধমিতি'। তমোগুণেতে বৃত্তি শব্দ প্রয়োগ হেতু ইতর ( অপর ) দ্বয়েরও ( রজ ও সত্ত্ব ) বৃত্তি বলা অভিপ্রেত। সত্ত্বগুণে স্থিত অর্থাৎ সত্ত্ববৃত্তিতে নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণের তারতম্যের দ্বারা ঊর্দ্ধ অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। রজো-গুণাবলম্বী অর্থাৎ রজোবৃত্তিতে অতিশয় নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পুণ্য ও পাপমিশ্রিত মধ্য অর্থাৎ মনুষ্যলোকে অবস্থান করে—অর্থাৎ রজোগুণের তারতম্যানুসারে মনুষ্যরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জঘন্য অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজোগুণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে তমঃসংজ্ঞকগুণ তাহার বৃত্তি প্রমাদাদিতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ অধঃ ( লোকে ) গমন করিয়া থাকে—তমো গুণের তারতম্যবশতঃ পশু-পক্ষী ও স্থাবরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। 'তামসাঃ' এই উক্তির ( প্রকৃত উদ্দেশ্য )—তাহাদের সর্ব্বদা তমোগুণেতে স্থিতিই ধ্বনিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

**অনুভূষণ**—এক্ষণে সত্ত্বাদিগুণতারতম্যে-প্রাপ্যলোক-সমূহের কথা বর্ণন করিতেছেন। সাত্ত্বিক পুরুষেরা স্বর্গাদি-লোক, রাজসিক ব্যক্তিগণ নরলোক, এবং জঘন্য তমোগুণের লোকেরা নরকাদি লোক লাভ করে। আবার তমোগুণের তারতম্যে পশু, পক্ষী, স্থাবরাদি যোনিও লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্রজসান্তরচারিণঃ॥
সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ॥"

( ১১।২৫।২১-২২ )

অর্থাৎ বেদার্থবিৎ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা ঊর্দ্ধদেশে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ স্থাবরাদিক্রমে অধোগতি এবং রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ মনুষ্যগতি লাভ করিয়া থাকে। এ-সম্বন্ধে আরও পাওয়া যায়,—

"শুক্লাৎ প্রকাশভূয়িষ্ঠাঁল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃশোকোৎকটান্ ক্বচিৎ॥"

( ভাঃ—৪।২৯।২৮ )

পঞ্চম স্কন্ধেও পাওয়া যায়,—"স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ো" ( ভাঃ—৫।১৯।১৮ ) ॥ ১৮ ॥

**নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।**
**গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯॥**

**অন্বয়**—যদা ( যখন ) দ্রষ্টা ( জীব ) গুণেভ্যঃ ( গুণত্রয় হইতে ) অন্যং ( পৃথক্ ) কর্ত্তারং ( কর্ত্তাকে ) ন অনুপশ্যতি ( দর্শন করেন না ), গুণেভ্যঃ চ ( এবং গুণসমূহ হইতে ) পরং ( অতীত আত্মাকে ) বেত্তি ( অবগত হন ), [ তদা—তখন ] সঃ ( তিনি ) মদ্ভাবং ( আমাতে ভাব ) অধিগচ্ছতি ( লাভ করেন ) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ**—যখন জীব গুণত্রয় হইতে পৃথক্ অন্য কর্ত্তাকে দর্শন করেন না এবং গুণত্রয়ের অতীত অন্তর্য্যামী আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি আমাতে ভাব অর্থাৎ ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—'গুণসকলই কর্ত্তা, গুণের অন্য কর্ত্তা নাই',—সূক্ষ্ম-দর্শনের দ্বারা এইরূপ অনুভব করিয়া জীব গুণসকলের অতীত যে ভগবদ্ভাব, তাহা জানিতে পারিলে মদ্ভাবরূপা শুদ্ধভক্তি লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং গুণবিবেকাৎ সংসারমুক্ত্বা তদ্বিবেকান্মোক্ষমাহ,—নান্যমিতি দ্বাভ্যাম্। দ্রষ্টা তত্ত্বযাথাত্ম্যদর্শী জীবো যদা দেহেন্দ্রিয়াত্মনা পরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি,—গুণান্ কর্ত্তৄন্ পশ্যত্যাত্মানং গুণেভ্যঃ পরমকর্ত্তারং বেত্তি, তদা স মদ্ভাবমধিগচ্ছতি। অয়মাশয়ঃ,—ন খলু বিজ্ঞানানন্দো বিশুদ্ধো জীবো যুদ্ধযজ্ঞাদিদুঃখময়কর্ম্মণাং কর্ত্তা, কিন্তু গুণময়দেহে-ন্দ্রিয়বানেব সংস্তথেতি গুণহেতুকত্বাদ্গুণনিষ্ঠং তৎকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং, ন তু বিশুদ্ধাত্ম-নিষ্ঠমিতি যদানুপশ্যতি, তদা মদ্ভাবমসংসারিত্বং মৎপরভক্তিং বা লভত ইতি পুরাপ্যেতদভাষি ; ইহ গুণহেতুকং কর্ত্তৃত্বং শুদ্ধস্য নিষিদ্ধং, ন তু শুদ্ধনিষ্ঠমিতি, 'তস্য দ্রষ্টা' ইত্যাদিনোক্তঃ ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এইপ্রকারে গুণের বিবেক পার্থক্য হইতে সংসারের কথা বলিয়া অতঃপর সেই বিবেক হইতে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহাই বলা হইতেছে—'নান্যমিতি' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা। দ্রষ্টা—তত্ত্বের যথাযথ স্বরূপদর্শী জীব যখন দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণতগুণত্রয় হইতে কর্ত্তাকে স্বতন্ত্রভাবে দর্শন করে না অর্থাৎ গুণই সৃষ্টিকর্ত্তা, আত্মা গুণ হইতে অতীত, অকর্ত্তা ইহা জানে, তখন সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। কথাটি এই, যথার্থতঃ বিজ্ঞানানন্দময় বিশুদ্ধ জীবাত্মা যুদ্ধ-যজ্ঞাদিদুঃখময় কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারে না কিন্তু সত্ত্বাদি গুণময় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধিধারী হইয়াই সেই কর্ত্তা হয়, গুণ হইতে সৃষ্টি হয় বলিয়াই সেই কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব গুণেই স্থিত কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ নহে, ইহা যখন সম্যক্ দর্শন করে, তখন আমার ভাব অর্থাৎ অসংসারিত্ব বা আমাতে ভাব অর্থাৎ ভক্তি-লাভ করে, এই কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি ; কারণ এখানে গুণনিমিত্তককর্ত্তৃত্ব শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে বারণ করা হইল, 'শুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ নহে' এই কথায়। 'তস্য দ্রষ্টা' তাহার সাক্ষীভূত আত্মা ইত্যাদিবাক্য দ্বারা ইহা বলা হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

**অনুভূষণ**—প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কিভাবে জীবের সংসার বন্ধন হয়, তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া বর্ত্তমানে তদুদ্ধারের উপায় বর্ণন করিতেছেন। যখন কেহ গুণসমূহের কর্ত্তৃত্বেই দেহেন্দ্রিয়াদির পরিণতি, ইহার অন্য কর্ত্তা নাই জানিয়া, তদ্ভিন্ন নিজ আত্মাকে গুণাতীত এবং মৎসম্বন্ধীয় বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তখনই তিনি মদ্ভাব অর্থাৎ আমাতে ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ"—গীঃ—৩।২৭ শ্লোকে

অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মার গুণাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তৎপরবর্ত্তী "তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো"—গীঃ—৩।২৮ শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের গুণের প্রতি অসঙ্গের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"গুণকৃত সংসার দেখাইয়া গুণাতীত মোক্ষ দেখাইতেছেন—'নান্যং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'গুণেভ্যঃ'—কর্ত্তৃকরণ ও বিষয়াকারে পরিণত হইতে অপর কর্ত্তা দ্রষ্টা জীব যখন দর্শন না করে, কিন্তু গুণসকলই সর্ব্বদা কর্ত্তা ইহাই 'অনুপশ্যতি'—দর্শন করে অর্থাৎ অনুভব করে, এই অর্থ। 'গুণেভ্যঃ পরং'—
—গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ—অতিরিক্ত আত্মাকেই জানেন, তখন সেই দ্রষ্টা 'মদ্ভাবং'—আমাতে সাযুজ্য 'অধিগচ্ছতি'—প্রাপ্ত হন। তখন তাদৃশ জ্ঞানলাভের পরও আমাতে পরা'ভক্তি করিয়াই—ইহা উপান্ত ( ২৬শ ) শ্লোকের অর্থ দর্শনে জানা যায়" ॥ ১৯ ॥

**গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।**
**জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥**

**অন্বয়**—দেহী ( জীব ) দেহসমুদ্ভবান্ ( দেহের কারণভূত ) এতান্ ত্রীন্ ( এই তিন ) গুণান্ ( গুণকে ) অতীত্য ( অতিক্রম করিয়া ) জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈঃ ( জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে ) বিমুক্তঃ [ সন্ ] ( বিমুক্ত হইয়া ) অমৃতম্ ( মোক্ষ ) অশ্নুতে ( প্রাপ্ত হন ) ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ**—দেহবিশিষ্ট জীব দেহোৎপাদক এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ২০॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—দেহবিশিষ্ট জীব নির্গুণ-নিষ্ঠা-দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি দেহোদ্ভূত গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিপ্রভৃতি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্গুণ-প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

**শ্রীবলদেব**—মদ্ভাবপদেনোক্তমর্থং স্ফুটয়তি,—গুণানিতি। দেহী দেহ-মধ্যস্থোঽপি জীবো গুণপুরুষবিবেক-বলেনৈতান্ দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপাদকাং-স্ত্রীন্ গুণানতীত্যোল্লঙ্ঘ্য জন্মাদিভির্বিমুক্তোঽমৃতমাত্মানমশ্নুতেঽনুভবতি।

সোঽয়মসংসারিত্বলক্ষণো মদ্ভাবো মৎপরভক্তিপাত্রতা-লক্ষণো বা ; এবং বক্ষ্যতি,—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদিনা ॥ ২০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—মদ্ভাবপদের দ্বারা উক্ত অর্থকে বিশদভাবে বলিতেছেন,—'গুণানিতি'। দেহী—দেহের মধ্যে অবস্থান করিলেও জীব গুণ ও পুরুষের বিবেক বলে ( পার্থক্যবোধবশে ) এই দেহসমুদ্ভব অর্থাৎ দেহোৎপাদক তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ জন্মমরণাদি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতস্বরূপ আত্মাকে অনুভব করে। ইহাই অসংসারিত্বলক্ষণ মদ্ভাব—অথবা আমার পরা ভক্তির পাত্রতারূপ মদ্ভাব সম্পন্ন হওয়া। এই প্রকারই বলা হইবে—"ব্রহ্মভূত প্রসন্ন-আত্মা" ইত্যাদি-দ্বারা ॥ ২০ ॥

**অনুভূষণ**—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির আর জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি ক্লেশের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না, ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণও জ্ঞানের সিদ্ধিতে জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, ভগবৎ-সেবানন্দে প্রেমামৃত আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভক্তিহীন জ্ঞানী কিন্তু কেবল-জ্ঞানের দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রেয়ঃ স্থতিং ভক্তিমুদস্য" শ্লোক দ্রষ্টব্য। ( ১০।১৪।৪ ) শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তই যে একমাত্র প্রকৃত গুণাতীত হন, তাহা অধ্যায়ের শেষে পাওয়া যাইবে ॥ ২০ ॥

**অর্জ্জুন উবাচ,-**

**কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।**
**কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥**

**অন্বয়**—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—( অর্জ্জুন কহিলেন ) প্রভো! এতান্ ( এই ) ত্রীন্ গুণান্ ( ত্রিগুণ ) অতীতঃ [ জনঃ ] ( অতিক্রান্ত জন ) কৈঃ লিঙ্গৈঃ ( কি কি লক্ষণ দ্বারা ) [ জ্ঞেয়ঃ ] ভবতি ( জ্ঞাত হন )? কিম্ আচারঃ ( কিরূপ আচরণ করেন )? কথম্ চ ( এবং কি উপায়ে ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ ( এই গুণত্রয়কে ) অতিবর্ত্ততে ( অতিক্রম করেন )? ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**—অর্জ্জুন বলিলেন,—হে প্রভো! এই ত্রিগুণ-অতিক্রমকারী ব্যক্তি কি কি চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হন্? তিনি কিরূপ আচরণ করেন? এবং কি উপায়ে তিনি এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করেন? ॥ ২১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—হে প্রভো, যিনি উক্ত তিন গুণের অতীত হন, তাঁহার কি লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন ; তিনি কিরূপ আচার করেন এবং কিরূপ সাধন-দ্বারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হন ? ॥ ২১ ॥

**শ্রীবলদেব**—গুণাতীতস্য লক্ষণমাচারং চ গুণাত্যয়সাধনঞ্চার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি, কৈরিত্যর্দ্ধকেন। প্রথমঃ প্রশ্নঃ—কৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ ; কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ—স কিং যথেষ্টাচারো নিয়তাচারো বেত্যর্থঃ। কথং চৈতানিতি তৃতীয়ঃ—কেন সাধনেন গুণানত্যেতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এক্ষণে গুণাতীতের লক্ষণ এবং আচরণ ও গুণ অতিক্রম করিবার উপায়ের কথা অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কৈরিত্যর্দ্ধকেন'। প্রথম প্রশ্ন—কি কি চিহ্নের দ্বারা গুণাতীতকে জানিতে পারা যায় ? তাঁহার আচরণ কি ?—ইহা দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ তিনি কি যথেচ্ছাচারী অথবা নিয়তাচারী ? কিরূপে এই গুণগুলিকে অতিক্রম করে ?—ইহা তৃতীয় প্রশ্ন ; ইহার মর্ম্ম—কোন্ সাধনের দ্বারা গুণগুলিকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ? ॥ ২১ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে অর্জ্জুন সেই গুণাতীত ব্যক্তির মহিমা শ্রবণ করিয়া, যিনি গুণাতীত হন, তাঁহার লক্ষণ বা চিহ্ন কি ? তাঁহার আচার কিরূপ ? এবং তিনি কি প্রকারে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন ?—এই তিনটি প্রশ্ন করিলেন। পূর্ব্বেও 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' গীঃ—২।৫৪ শ্লোকে অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণাদি জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; তাহাই বিশেষভাবে জানিবার জন্য পুনরায় এই প্রশ্ন করিতেছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ?' ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে [২।৫৪] জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদত্ত হইলেও, পুনরায় তাহা হইতে বিশেষভাবে জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কোন্ কোন্ চিহ্নের দ্বারা ?'—প্রথম প্রশ্ন ; কোন্ কোন্ লক্ষণে তিনি যে গুণাতীত, তাহা জানা যায় ? 'ইঁহার আচার কিরূপ ?'—দ্বিতীয় প্রশ্ন ; 'কি প্রকারে এই গুণত্রয়কে ?'—তৃতীয় প্রশ্ন ; গুণাতীতত্ব-প্রাপ্তির জন্য কি সাধন ?—এই অর্থ। 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

কি?'—ইত্যাদি বাক্যে সে সময় স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকারে গুণাতীত হন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই, বর্ত্তমানে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেন—এই বিশেষ ॥ ২১ ॥

**শ্রীভগবানুবাচ,—**

**প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।**
**ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥**
**উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।**
**গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥**
**সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।**
**তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥**
**মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।**
**সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥**

**অন্বয়**—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ বলিলেন) পাণ্ডব! [যঃ—যিনি] প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ [প্রবৃত্তি] মোহম্ এব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), নিবৃত্তানি (নিবৃত্ত হইলে) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ [সন্] (অবস্থিত হইয়া) গুণৈঃ (গুণত্রয়ের কার্য্য-দ্বারা) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) [যঃ—যিনি] গুণাঃ (গুণসকল) বর্ত্তন্তে (স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ইতি এবং (এই প্রকার বিচার পূর্ব্বক) অবতিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না), [যঃ—যিনি] সমদুঃখসুখঃ (সুখদুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন), স্বস্থঃ (স্বরূপাবস্থিত), সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট), তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্য জ্ঞানযুক্ত), ধীরঃ (ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যভাববিশিষ্ট) মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ (মান ও অপমানে তুল্য-জ্ঞানযুক্ত), মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ (মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে তুল্যভাব বিশিষ্ট), সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বকর্ম্মোদ্যম পরিত্যাগী), সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ২২—২৫ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বভাবতঃ উদিত হইলে দ্বেষ করেন না, বা নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া গুণত্রয়ের কার্য্যাদি দ্বারা বিচলিত হন না, ত্রিগুণ স্ব-স্ব কার্য্য করিতেছে—এইরূপ বিচারে অবস্থিত থাকেন, তদ্দ্বারা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন না, যিনি সুখদুঃখে সমভাববিশিষ্ট, লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং কাঞ্চনে তুল্যজ্ঞানযুক্ত, প্রিয় ও অপ্রিয়-বিষয়ে সমভাবাপন্ন, ধীমান্, নিজের নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যভাবযুক্ত, মান ও অপমানে, শত্রু ও মিত্রপক্ষে তুল্যভাববিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মোদ্যম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন ॥ ২২—২৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অর্জ্জুনের তিনটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহিতে লাগিলেন,—"তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি?' তাহার উত্তর এই যে, দ্বেষরাহিত্য ও আকাঙ্ক্ষা-রাহিত্যই তাহার লিঙ্গ। বদ্ধজীব জড়-জগতে অবস্থিত হইয়া জড়-প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ের মধ্যেই আছেন; সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিলেই কেবল সেই গুণত্রয়ের উচ্ছিত্তি হয়; কিন্তু যে পর্য্যন্ত না লিঙ্গভঙ্গরূপা মুক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে লাভ কর, সে-পর্য্যন্ত নির্গুণতা লাভ করিবার উপায় একমাত্র দ্বেষ-পরিত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগকেই জানিবে। দেহসত্ত্বে 'প্রকাশ', 'প্রবৃত্তি' ও 'মোহ' (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতেই এই তিনটি উদিত হয়) অবশ্যই দেহে অনুস্যূত থাকিবে; কিন্তু ঐ সকলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দ্বেষ-দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না। এই লিঙ্গদ্বয় যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই 'নির্গুণ'। চেষ্টা-দ্বারা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ-দ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে 'মিথ্যা' জানিয়া যাহারা চেষ্টা-পূর্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা কখনও নির্গুণ নয়।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি?' তাহার আচার এইরূপ,—গুণসকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপন আপন কার্য্য করিতেছে। তিনি গুণগুলিকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদের হইতে পৃথক্ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উদাসীনের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না। তাঁহার দেহচেষ্টা-দ্বারা দুঃখ, সুখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি, এই সমস্ত উপস্থিত হয়; কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি

করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে তুল্য জ্ঞান করেন। তাঁহার সাংসারিক ব্যবহার-দ্বারা যে সকল মান-অপমান, শত্রু-মিত্র সঙ্ঘটিত হয়, তিনি সে-সমস্তই লৌকিক ব্যবহারে ন্যস্ত করিয়া, স্বীয় চৈতন্য-সম্বন্ধে কিছুই নয়, এরূপ জানেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যতপ্রকার আরম্ভ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'গুণাতীত' নাম প্রাপ্ত হন ॥ ২২-২৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—যদ্যপি 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' ইত্যাদিনা পৃষ্টমিদং 'প্রজহাতি যদা কামান্' ইত্যাদিনোত্তরিতঞ্চ, তথাপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতীতি বিধান্তরেণ তস্য লক্ষণাদীন্যাহ ভগবান্,—প্রকাশং চেত্যাদি পঞ্চভিঃ; তত্রৈকেন লক্ষণং স্বসংবেদ্যমাহ,—প্রকাশং সত্ত্বকার্য্যং, প্রবৃত্তিং রজঃকার্য্যং, মোহং তমঃ-কার্য্যম্; এতানি ত্রীণি সংপ্রবৃত্তান্যুৎপাদকসামগ্রীবশাৎ প্রাপ্তানি দুঃখ-রূপাণ্যপি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, বিনাশকসামগ্রীবশান্নিবৃত্তানি বিনষ্টানি তানি সুখরূপাণ্যপি সুখবুদ্ধ্যা যো নাকাঙ্ক্ষতি; এতাদৃশদ্বেষরাগশূন্যো গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। স্বগতৌ দ্বেষতদভাবৌ রাগতদভাবৌ চ পরো ন বেদিতুমর্হতীতি স্বসংবেদ্যমিদং লক্ষণম্। অথ পরসম্বেদ্যলক্ষণং বক্তুং 'কিমাচারঃ' ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—উদাসীনেতি ত্রিভিঃ। উদাসীনো মধ্যস্থো যথা বিবাদিনোঃ পক্ষগ্রহৈঃ স্বমাধ্যস্থ্যান্ন বিচাল্যতে, তথা সুখ-দুঃখাদিভাবেন পরিণতৈর্গুণৈর্যো নাত্মাবস্থিতৈর্বিচাল্যতে, কিন্তু গুণাঃ স্বকার্য্যেষু প্রকাশাদিষু বর্ত্তন্তে, মম তৈর্ন সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য তুষ্ণীমবতিষ্ঠতে, নেঙ্গতে গুণকার্য্যানুরূপেণ ন চেষ্টতে, গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিঞ্চ, সমেতি। যতোঽয়ং স্বস্থঃ স্বরূপনিষ্ঠোঽতএব সমদুঃখসুখঃ সমে অনাত্মধর্ম্মত্বাৎ তুল্যে সুখদুঃখে যস্য সঃ; সমান্যনুপাদেয়তয়া তুল্যানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য সঃ, লোষ্ট্রমৃৎপিণ্ডতুল্যো প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখসাধনে বস্তুনী যস্য সঃ; ধীরঃ প্রকৃতি-পুরুষবিবেককুশলঃ; তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য সঃ,—তৎপ্রয়োজকয়োর্দোষ-গুণয়োরাত্মগতত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। য ঈদৃশো, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। মানেতি স্ফুটার্থঃ। নিন্দাস্তুতী বাগ্ব্যাপারেণ সাধ্যে, মানাপমানৌ তু কায়মনোব্যাপারেণাপি স্যাতামিতি ভেদঃ। সর্ব্বেতি—দেহযাত্রামাত্রাদন্যৎ সর্ব্বকর্ম্ম গ্রাহ্যম্। য ঈদৃশো গুণাতীতঃ 'উদাসীনবৎ' ইত্যাদ্যুক্তা যস্যাচারাঃ পরৈরপি সংবেদ্যাঃ, স গুণাতীতো বোধ্যো ন তু তদনুপপত্তিবাবদূক ইতি ভাবঃ ॥ ২২-২৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যদিও "স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি?" ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা ইহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এবং প্রকৃষ্টরূপে যখন কাম্যবস্তুগুলি ত্যাগ করে ইত্যাদির দ্বারা তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তথাপি বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এইজন্য প্রকারান্তরে তাহার লক্ষণগুলি ভগবান্ বলিতেছেন,—'প্রকাশং চেত্যাদি' পাঁচটি শ্লোকদ্বারা। তার মধ্যে একটি শ্লোক-দ্বারা স্বসংবেদ্য লক্ষণ বলিতেছেন—প্রকাশ—সত্ত্বগুণের কার্য্য, প্রবৃত্তি—রজো-গুণের কার্য্য, মোহ—তমোগুণের কার্য্য। এই তিনটি নিজ উৎপাদক সামগ্রী-বশে প্রাপ্ত অর্থাৎ সংপ্রবৃত্ত হইয়া দুঃখের স্বরূপ হইলেও দুঃখ মনে করিয়া যিনি দ্বেষ করেন না। আবার বিনাশক সামগ্রীবশে নিবৃত্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে সেইগুলি সুখের স্বরূপ হইলেও সুখ মনে করিয়া যিনি সেগুলি আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহাকে এতাদৃশ দ্বেষরাগশূন্য ও গুণাতীত বলা হইয়া থাকে। চতুর্থ শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয়। স্বগত দ্বেষ এবং তাহার অভাব এবং রাগ—আসক্তি এবং তাহার অভাব এই দুইটিকে অপরে জানিতে পারে না, এইজন্য ইহার লক্ষণ স্বসংবেদ্য বলা হইয়াছে। অনন্তর পরসম্বেদ্য লক্ষণ বলিতে ইচ্ছুক হইয়া "আচরণ কি?" এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—'উদাসীনেত্যাদি' তিনটি শ্লোক-দ্বারা। উদাসীন অর্থাৎ মধ্যস্থ, যেমন পরস্পর বিবাদকারী দুইজনের মধ্যে কোন পক্ষ লইয়া স্বীয় মধ্যস্থতা হইতে যিনি কখনও বিচলিত হন না, সেই প্রকার যিনি সুখ ও দুঃখাদিরূপে পরিণত আত্মাবস্থিত গুণসমূহের দ্বারা কখনও বিচলিত হন না। কিন্তু গুণগুলি স্বীয় কার্য্য—প্রকাশাদিতে বর্ত্তমান আছে। আমার কিন্তু তাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া, তুষ্ণী অবস্থাতে থাকেন। গুণ-কার্য্যের অনুরূপে কোন চেষ্টা করেন না—তাঁহাকে গুণাতীত বলা হয়—ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয়। 'কিন্তু সমেতি'। যেই হেতু ইনি স্বস্থ অর্থাৎ স্বরূপ নিষ্ঠ অতএব সুখ ও দুঃখে সমজ্ঞানী। সুখ-দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে, এই হেতু সুখ ও দুঃখে তুল্য বুদ্ধি যাঁহার তিনি। তুল্য—প্রিয়াপ্রিয় অর্থাৎ যাঁহার প্রিয়াপ্রিয়বস্তু—সুখ বা দুঃখের সাধন-বস্তু দুইটিই লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ডের তুল্য প্রতীয়মান হয়, যিনি ধীর অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বিবেকে দক্ষ এবং যাঁহার নিন্দা ও স্তুতি সমান অর্থাৎ নিন্দা-স্তুতির কারণীভূত দোষ ও গুণ আত্মার নহে, এইজন্য যিনি এতাদৃশ ব্যক্তি তাঁহাকে গুণাতীত বলা হয়।

ইহা দ্বিতীয়ের সহিত অন্বয় ; মান ইত্যাদি শ্লোক সহজ অর্থ। নিন্দা ও স্তুতি বাক্যের ব্যাপারের দ্বারাই সাধ্য, মান ও অপমান কিন্তু কায়মনোব্যাপারের দ্বারাই হয়, এই ভেদ। 'সর্ব্বেতি'। সর্ব্ব পদের দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহক কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মই গ্রাহ্য। যিনি ঈদৃশ গুণাতীত "উদাসীনের ন্যায়" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। যাঁহার আচার সমূহ পরের দ্বারাও যাহা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাতব্য। তাঁহাকে গুণাতীত বলিয়াই জানিবে। কিন্তু লোকের কাছে নিজের গুণাতীতত্ব প্রতিপন্ন করিবার কেবল বক্তৃতাবাগীশ ব্যক্তি গুণাতীত নহে—ইহাই ভাবার্থ ॥ ২২-২৫ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দান-প্রসঙ্গে প্রথমে গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ-সম্বন্ধে বলিতেছেন, গুণসমূহের কার্য্য প্রবৃত্ত হইলে যিনি দুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না অথবা নিবৃত্ত হইলে সুখবুদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া লক্ষিত হন। তাঁহার আচার কিরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, গুণাতীত পুরুষ সুখদুঃখাদির দ্বারা বিচলিত না হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন। সাংসারিক দ্বন্দ্ব-ব্যাপারকে তুল্যজ্ঞান পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া সেই সকল গুণকার্য্যের সহিত তাঁহার আত্মার কোন সম্পর্ক নাই জানিয়া, দৈহিক কৃত্যাদিতে যিনি নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আত্মকৃত্য করেন, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"সে-স্থলে 'কি প্রকার চিহ্নদ্বারা তিনি গুণাতীত হন ?'—এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'প্রকাশং'—'এই দেহে সমস্ত দ্বারে যখন জ্ঞান প্রকাশ পায়' ( ১১ শ্লোঃ )—ইহা সত্ত্বগুণের কার্য্য। এবং প্রবৃত্তি রজোগুণের কার্য্য ; এবং মোহ তমোগুণের কার্য্য—এ-গুলি সত্ত্বাদিগুণের উপলক্ষণ। সত্ত্বাদি গুণসমূহের সকল কার্য্যই যথাযোগ্যরূপে 'সংপ্রবৃত্তানি'—স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেও দুঃখ-বুদ্ধিতে যিনি 'ন দ্বেষ্টি'—দ্বেষ করেন না, এবং গুণকার্য্যসকল নিবৃত্ত হইলেও সুখ-বুদ্ধিতে যিনি 'ন কাঙ্ক্ষতি'—আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন, চতুর্থ ( ২৫শ ) শ্লোকের সহিত অন্বয়। ( 'সং প্রবৃত্তানি' পদে ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার আর্ষ-প্রয়োগ )। 'কিমাচারঃ' ?—এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'উদাসীনবৎ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। গুণকার্য্য সুখ ও দুঃখাদির দ্বারা 'যো ন বিচাল্যতে'—যিনি বিচলিত হন না—স্বরূপাবস্থা

হইতে চ্যুত হন না, পরন্তু গুণগুলিই নিজ নিজ কার্য্যে অবস্থিত থাকে, এইরূপ বিচার করিয়া। ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধই নাই, এইরূপ বিচারপূর্ব্বক বিবেকজ্ঞান হওয়ায় যিনি মৌনী থাকেন। ('অবতিষ্ঠতি' পদে পরস্মৈপদের ব্যবহার আর্ষপ্রয়োগ)। 'নেঙ্গতে'—কোন প্রকার দৈহিক অর্থাৎ দেহসম্বন্ধীয় কার্য্যে যত্ন করেন না। 'গুণাতীতঃ স উচ্যতে'—তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন—এই বাক্যে গুণাতীত ব্যক্তির এই সকল চিহ্ন এবং এই সব আচার দেখিয়াই, তাঁহাকেই গুণাতীত বলা হয়, কিন্তু গুণাতীতত্ব-উপপত্তির বাচাল (প্রচারক) গুণাতীত বলিয়া কথিত হয় না, এই ভাব" ॥ ২২-২৫ ॥

**মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।**
**স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥**

**অন্বয়**—যঃ (যিনি) মাং চ (আমাকেই) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক-ভাবে) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগদ্বারা) সেবতে (সেবা করেন), সঃ (তিনি) এতান্ গুণান্ (এই গুণসমূহকে) সমতীত্য (অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্ম-অনুভব-নিমিত্ত) কল্পতে (যোগ্য হন) ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ**—যিনি আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-সহকারে সেবা করেন, তিনি এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানুভবের যোগ্য হন ॥ ২৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্ত্তমান হন? তাহার উত্তর এই যে, অব্যভিচারি-ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দেশক জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-দ্বারা আমাকে সেবা করিতে করিতে, আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্মভাব, তাহা লাভ করেন ॥ ২৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—মাঞ্চেতি। চোঽবধারণে। 'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারম্' ইত্যাদ্যুক্ত্যা যো গুণপুরুষবিবেকখ্যাতিমবাপ, তস্যৈব তস্যা গুণাত্যয়ো ন সংসিধ্যতি, কিন্তু তদ্বানপি যো মাং কৃষ্ণমেব মায়া-গুণাস্পৃষ্টং মায়া-নিয়ন্তারং নারায়ণাদিরূপেণ বহুধাবিভূ'তং চিদানন্দঘনং সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-গুণরত্নালয়মব্যভিচারেণৈকান্তিকেন ভক্তিযোগেন সেবতে শ্রয়তি, স এতান্ দুরত্যয়ানপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য

ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে—গুণাষ্টকবিশিষ্টত্বায় নিজধর্ম্মায় যোগ্যো ভবতি, তং ধর্ম্মং লভত ইত্যর্থঃ। জীবে ব্রহ্মশব্দস্তূক্ত এব প্রাক্; তথা চ ভক্তিশিরস্কয়ৈব তদ্বিবেকখ্যাতা জীবস্য স্বরূপলাভো, ন তু কেবলয়া তয়েত্যুক্তম্। যত্তু 'ব্রহ্মভূয়ায়' ইত্যনেন মদ্রূপতাং স যাতীতি পার্থসারথিনোপদিষ্টমিতি ব্যাচষ্টে, তন্নিরবধানমেব 'তেনৈবেদং জ্ঞানম্' ইত্যাদিনা মোক্ষেঽপি স্বরূপভেদস্যাভিহিতত্বাৎ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদিশ্রুতিষ্বপি তত্র তস্য দৃষ্টত্বাদণুত্ববিভুত্বাদি-নিত্যধর্ম্মকৃতত্বেন নিত্যত্বাচ্চ তদ্ভেদস্য তস্মাদ্গুণাষ্টকবিশিষ্টত্বমেব "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতৌ তু ব্রহ্মসদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ;—"এবৌপম্যেঽবধারণে" ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ, "ববা যথা তথৈবেবং সাম্যে" ইত্যমরকোষাচ্চ; অন্যথা ব্রহ্মভাবোক্তয়ো ব্রহ্মাপ্যয়ো ন সংগচ্ছেত ॥২৬॥

**বঙ্গানুবাদ**—কিরূপে এই তিনগুণকে অতিক্রম করা যায়—এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'মাঞ্চেতি'। এখানে 'চ'কার অবধারণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। "গুণগুলি হইতে ভিন্ন কোন কর্ত্তা নাই" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা যিনি গুণ ও পুরুষের বিবেক-খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই (গুণ পুরুষ বিবেক খ্যাতিদ্বারাই) তাঁহার (সেই জ্ঞানীর) গুণাত্যয় সিদ্ধ হইবে না কিন্তু তদ্বান্ হইয়াও অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিমান্ হইয়াও যিনি আমাকে অর্থাৎ কৃষ্ণকেই মায়া-গুণের সহিত অসংস্পৃষ্ট, মায়ার নিয়ন্তা নারায়ণাদিরূপে বহুপ্রকারে আবির্ভূত, চিদানন্দঘন ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণরত্নের আলয় (আমাকে) অব্যভিচারী ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা সেবা করেন অর্থাৎ আশ্রয় করেন, তিনি অতিশয় দুরতিক্রম হইলেও এই গুণগুলিকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যোগ্য হন; অর্থাৎ গুণাষ্টকবিশিষ্ট নিজ ধর্ম্মের যোগ্য হন অর্থাৎ সেই ধর্ম্মলাভ করেন, ইহাই অর্থ। জীবার্থে ব্রহ্ম শব্দ পূর্ব্বে বলাই হইয়াছে। তথাচ ভক্তির বলে-লব্ধ বিবেকখ্যাতির দ্বারা জীবের স্বরূপ লাভ, নতুবা কেবল বিবেকখ্যাতি-দ্বারা নহে, ইহা বলা হইয়াছে। তবে যে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন 'ব্রহ্মভূয়ায় এই পদের অর্থ আমার স্বরূপ সে লাভ করে' ইহা পার্থসারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা প্রমাদবশতঃই হইয়াছে অর্থাৎ অবধান না করিয়াই করা হইয়াছে; কেননা জীবের মুক্তি হইলেও 'তেনৈবেদং জ্ঞানম্' তাঁহার দ্বারাই এই জ্ঞানলাভ করে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্বরূপ হইতে পার্থক্যের

কথাই মুক্ত পুরুষের বলা হইয়াছে, তদ্‌ভিন্ন শ্রুতিও আছে—নিরুপাধি মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরের সাম্য প্রাপ্ত হয়। ( স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না )। মুক্তাবস্থায় জীবের ঈশ্বরভেদ দৃষ্টই হয়; তদ্‌ভিন্ন অণুত্ব, বিভুত্বাদি নিয়ত ধর্ম্ম-ভেদহেতু নিত্যই পার্থক্য প্রতিভাত হয় অতএব 'ব্রহ্মভূয়' শব্দের অর্থ গুণাষ্টক বিশিষ্টত্বই। 'ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়', এই শ্রুতিতে যদিও অভেদ আপাতঃ প্রতিপত্তি হইতেছে, তাহা হইলেও উহার অর্থ ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। বিশ্বপ্রকাশ নামক অভিধানও 'এব' শব্দের সাদৃশ্য ও অবধারণ উভয় অর্থ ধরিয়াছে। অমরকোষেও আছে ব, বা যথা, তথা, এব, এবং এইগুলি সাম্যবাচক। যদি ব্রহ্মৈব ভবতি বাক্যের অর্থ ব্রহ্ম সমান হয় এই অর্থ স্বীকার না কর, তবে ব্রহ্মভাবের পরে জীবভাবের অপগম একথা সঙ্গত হয় না ॥ ২৬ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বোক্ত গুণাতীত পুরুষ কি প্রকারে ত্রিগুণ অতিক্রম করেন? এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোক বলিতেছেন। অব্যভিচার অর্থাৎ অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার এই শ্যামসুন্দর আকারেরই সেবা করিতে করিতে, আমার ভক্ত এই গুণসমূহ আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে অতিক্রম করেন এবং আমার স্বরূপ-অনুভবের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রিত ভক্তই যে নির্গুণতা লাভ করেন, এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" (১১।২৫।২৬) অর্থাৎ একমাত্র আমারই আশ্রয়কারী ব্যক্তি নির্গুণ বলিয়া কথিত। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে বলেন "মদপাশ্রয়ঃ" শব্দে "মদেকশরণো ভক্তঃ" অর্থাৎ একমাত্র আমারই শরণগ্রহণকারী ভক্ত আমার আশ্রিত ও নির্গুণ। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥" ( ১০।৮৮।৫ )

ভক্ত চিত্রকেতুও বলিয়াছেন,—"জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে গুণগণতোঽস্য দ্বন্দ্ব-জালানি"।—( ভাঃ—৬।১৬।৩৯ ) ভক্তগণ নির্গুণত্বলাভান্তে ব্রহ্মানুভবের যোগ্য হন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ 'ব্রহ্মভূয়ায়' শব্দে ব্রহ্মানুভবের যোগ্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তি ব্যতীত ব্রহ্মানুভবের দ্বিতীয় পথ নাই। কোন বিষয়ে

অনুভব করিতে হইলে, অনুভবকারী ও অনুভবনীয় বিষয় উভয়েরই বর্ত্তমানতা প্রয়োজন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ জীবের মুক্তিতে এতদুভয়ের বর্ত্তমানতা স্বীকার করেন না বলিয়া তাহাদের অনুভব সামর্থ্য লাভ হয় না। এই জন্য ভক্তগণই ব্রহ্মানুভবের যোগ্য। কেবলা ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের কৃপায় ব্রহ্মানুভব সামর্থ্য লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই'—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১)। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাওয়া যায়,—"মোক্ষসাধনত্বেনাতিপ্রসিদ্ধস্যাপি জ্ঞানস্য মোক্ষকারণত্বং পরাস্তীকৃতমেব।" 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্' ইতি (১।৫।১২)। চতুর্থাশ্রমিণো জ্ঞানিনোঽপি 'স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ' ইতি (১১।৫।৩) 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ইত্যাদ্যুক্তের্জ্ঞানান্বয়েঽপি ভক্ত্যা বিনা মোক্ষাসিদ্ধেঃ (১০।২।৩২)। 'যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা' ইতি জ্ঞানব্যতিরেকেঽপি ভক্ত্যৈব মোক্ষসিদ্ধেরুক্তত্বাৎ মোক্ষং প্রতি জ্ঞানং নৈবান্বয়ব্যতিরেকীতি (১০।২০।৩২)। তদপি জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি যা প্রসিদ্ধিস্তত্র জ্ঞানগতা গুণীভূতা ভক্তিরেব মোক্ষং জনয়েৎ। জ্ঞানস্য তু নামমাত্রেণৈব কারণতা 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য' ইতি (১১।১৪।২১) 'ন তপো নাত্মমীমাংসা' ইতি (১০।২৩।৪৩) "কিং বা সাংখ্যেন যোগেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি। কিম্বা 'শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিম্" (৪।৩১।১২) ইত্যাদি বাক্যৈর্ব্রহ্মানুভবং প্রতি জ্ঞানস্য সহকারিতাঽপি বস্তুতো ন প্রতিপাদিতেতি।"

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—'ব্রহ্মভূয়ায়' শব্দে ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। তাঁহার টীকায় পাই,—"পরমেশ্বর আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগদ্বারা যিনি সেবা করেন, তিনি এই গুণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্মভূয়' —ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্য হন।" ইহার দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে গুণাতিক্রমণের বা মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমদ্ রামানুজ আচার্য্যও 'ব্রহ্মভূয়ায়' শব্দে ব্রহ্মভাব যোগ্য হয় অর্থাৎ অমৃত অব্যয় স্বরূপ যথাবস্থিত আত্মাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও এই শব্দে "ব্রহ্মবৎ অর্থাৎ প্রকৃতিবৎ, ভগবানের প্রিয়ত্ব অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয় বিগ্রহের বা সেবকের ভাব, ভগবদ্দাস্য" বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"গুণের অন্য কর্ত্তা নাই, ইত্যাদি উক্তির দ্বারা যিনি গুণ-পুরুষ-বিবেক-খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারও তদ্দ্বারা সেই প্রকৃতির গুণ-নাশ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু যিনি সেইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও মায়াগুণ-অস্পৃষ্ট, মায়ার নিয়ন্তা, নারায়ণাদি বহুরূপে আবির্ভূত, চিদানন্দঘন, সার্ব্বজ্ঞাদি গুণরত্নালয় কৃষ্ণস্বরূপ আমাকেই অব্যভিচার অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-দ্বারা সেবা করেন অর্থাৎ আশ্রয় করেন, তিনি এই দুরত্যয় গুণসমূহকেও অতিক্রম করিয়া 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' অর্থাৎ গুণাষ্টক বিশিষ্ট নিজধর্ম্মের যোগ্য হন, অর্থাৎ সেই ধর্ম্ম লাভ করেন।" কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহার দ্বারা জীবব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে ঐক্য বা কেবল অভেদবাদ স্থিরীকৃত হইল। তাঁহার রচিত প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থে চতুর্থ প্রমেয়ে "অথ বিষ্ণুতো জীবানাং ভেদঃ"-সূত্রে তিনি ইহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে গীতার বর্ত্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের অনুভূষণও দ্রষ্টব্য। জীব মুক্ত হইলে যে আটটি অবস্থা লাভ করেন, তাহার বিষয়ে ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়,—"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ"।

(১) অপহত পাপ—মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য, (২) বিজর—জরাধর্ম্মরহিত নিত্য নূতন ; (৩) বিমৃত্যু—আর পতন হয় না (৪) বিশোক—সুখদুঃখাদি রহিত, (৫) বিজিঘৎস—ভোগবাসনারহিত, (৬) অপিপাসো—অন্যাভিলাষশূন্য—কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না, (৭) সত্যকাম—কৃষ্ণসেবোপযুক্ত কামনা, (৮) সত্য সঙ্কল্প—যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

> "এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
> যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
> ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ॥"—( ১১।২৫।৩২ )

অতএব শ্রীভগবানে অনন্যভক্তির দ্বারাই জীব ত্রিগুণ জয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের অষ্টগুণ লাভ পূর্ব্বক মায়ার হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিজস্বরূপস্থ ব্রহ্মভাব

আশ্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মের আমি এই বিচারে ভগবৎ-সম্বন্ধ লাভ করেন এবং তৎ-সম্বন্ধ লাভের ফলে স্বস্বরূপতা অর্থাৎ মায়াতীত সচ্চিদানন্দময়তা লাভ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবানন্দলাভে প্রেমানন্দ-আস্বাদনের যোগ্য হন। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি যে পরা ভক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা গীঃ—১৮।৫৩-৫৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং"—( ১৪।১৭ ) শ্রীগীতার এই উক্তি অনুসারে সত্ত্ব গুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক জ্ঞানিগণের জ্ঞানসম্বন্ধী সকলই সাত্ত্বিকই। জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধ হইলে সাত্ত্বিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া গুণাতীত হন। আর ভক্ত কিন্তু সাধক দশা আরম্ভ হইতেই গুণাতীত হইতে থাকে। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"—(১১।২৯।৩৪ )

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ "জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকম্"—(ভাঃ ৫।১২।১১) শ্লোকের টীকায় পূর্ব্বোক্ত "মর্ত্ত্যো যদা" শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"আমার দ্বারা বিশিষ্টকৃত হয়, ইহা প্রয়োগ না করিয়া বিচিকীর্ষিত এই 'সন্' প্রত্যয় প্রয়োগ হইতে নিগু'ণ করিতে আরম্ভ করিলে সে ক্রমে ক্রমে ভক্তি-অভ্যাসবান্ হইয়া নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-রতি-ভূমিকারূঢ় হইলে সম্যক্ নিগু'ণ হয়, তখন মিথ্যাভূত বস্তুসমূহের সহিত তাহার ব্যবহার হয় না, তাহার পূর্ব্বে কিন্তু ঐসকল বস্তুসহ যথাযোগ এবং ব্যবহার হয়, অতএব ইহার অর্থ এই—'অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা ভক্তি উপদেশ কালেই ভক্তের গুণাতীত দেহেন্দ্রিয়-মনাদি মৎকর্ত্তৃক ভক্ত-মাহাত্ম্য দর্শনার্থ অলক্ষিত ভাবেই সৃষ্ট হয়, মিথ্যাভূত দেহাদি অতি অলক্ষিত ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয়।' এই টীকায় তিনি 'নৈবম্বিধঃ পুরুষকারঃ...স জহাতি বন্ধম্'—( ভাঃ—৫।১।৩৫ ) শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'যেহেতু অন্ত্যজও যদি উরুক্রম ভগবানের নাম একবারমাত্র গ্রহণ করেন, তৎক্ষণই ( প্রারব্ধ ) তনুত্যাগ করেন,—এই কথায় তখনও দেহ দৃষ্ট হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মসম্বলিত তনুত্যাগ অলক্ষিতই—এই অর্থ। তাহার পর তখন অমৃতত্ব অর্থাৎ মরণধর্ম্মাভাবকে লাভ করিয়া তখনই আমা সহ আত্মভাব অর্থাৎ আত্মার বা নিজের অবস্থিতির যোগ্য হয় অর্থাৎ যেখানে আমি অবস্থান করি, সেইখানেই সেও আমার সেবার জন্য অবস্থান করে—এই অর্থ।"

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "ভক্তিঃ পরেশানুভব......ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্"—( ১১।২।৪২ ) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

ভক্ত সাধক দশা হইতে গুণাতীত হন, ইহা শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বহুস্থানে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এমন কি, ভক্ত-প্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল, স্রক্-চন্দন, গন্ধাদি দ্রব্যও ভগবদ্ বহির্ম্মুখের ভোগচক্ষে প্রাকৃত বিষয় বলিয়া বোধ হইলেও উহা ভগবানের জন্য বিশেষরূপে নিযুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। এ-বিষয়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ "তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু"—( ভাঃ—৩।৯।১৯ ) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"স্রগাদীনাং প্রাকৃত বিষয়ত্বেঽপি ভগবদর্থবিনিযুক্তত্বে সতি তৎক্ষণ এবা-প্রাকৃতত্বং স্যাদিত্যেকাদশে ( ১১।২৫।২৭-২৯ ) ব্যক্তীভবিষ্যতি।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই ;—

"প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥" ( অন্ত্য ১৯১—১৯৩ )

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

—'কিরূপে এই তিন গুণকে অতিক্রম করিতে পারে ?'—এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'মাঞ্চ' ইত্যাদি। 'চ'—নিশ্চয়ার্থে আমাকেই। শ্যামসুন্দরাকার পরমেশ্বর আমাকেই যিনি ভক্তিযোগে সেবা করেন, তিনিই মাত্র 'ব্রহ্মভূয়ায়'—ব্রহ্মের ভাবাপন্ন ব্রহ্মের অনুভবযোগ্য হন। 'আমি ঐকান্তিকী ভক্তি-দ্বারাই লভ্য'—ভাঃ—১১।১৪।২১—আমার এই বাক্যে 'একয়া'—এই বিশেষণ পদের প্রয়োগে 'আমাতেই যাঁহারা প্রপন্ন হন, তাঁহারা মায়া উত্তীর্ণ হন' (৭।১৪)—এস্থলেও 'এব'-কারের প্রয়োগে নিশ্চয় হইয়াছে যে, ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রকারে ব্রহ্মের অনুভব হয় না। কিপ্রকার ভক্তিযোগদ্বারা ? 'অব্যভিচারেণ' —কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অমিশ্র,—নিষ্কাম কর্ম্মেরও ত্যাগ শুনা যায়। 'জ্ঞানও আমাতে সন্ন্যাস করিবে'—ভাঃ ১১।১৯।১—এই বাক্যে জ্ঞানিগণের চরম দশায়

জ্ঞানেরও ত্যাগ শুনা যায়, কিন্তু ভক্তিযোগের ন্যাস কোথাও শুনা যায় না, ভক্তিযোগেই অব্যভিচার ; সেই হেতু কর্ম্মযোগের ন্যায় জ্ঞানযোগও পরিত্যাগ করিয়া যদি অব্যভিচার—কেবলা ভক্তিযোগেই সেবা করেন, তাহা হইলে জ্ঞানীও গুণাতীত হন ; অন্য উপায়ে নহে। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের (১১।২৫।২৬) উক্তিতে 'আমার আশ্রিত কর্ত্তা নির্গুণ'—অনন্যভক্তই কিন্তু গুণাতীত হন। এস্থলে এই তত্ত্ব—ভাঃ—১১।২৫।২৬ "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥" অর্থাৎ অনাসক্ত কর্ত্তা 'সাত্ত্বিক', রাগান্ধ কর্ত্তা 'রাজস', স্মৃতিভ্রষ্টকর্ত্তা 'তামস' এবং আমার আশ্রিত কর্ত্তা 'নির্গুণ' নামে অভিহিত। এই শ্লোকে অসঙ্গী কর্ম্মী বা জ্ঞানী সাত্ত্বিক বলিয়া তৎসাহচর্য্যে সাধক বলিয়া পরিচিত আর 'আমার আশ্রয়কর্ত্তা নির্গুণ'—এই বাক্যে ভক্তই সাধক ইহা জানা যায়। তারপর জ্ঞানী জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া সাত্ত্বিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া গুণাতীত হয়, আর ভক্ত সাধকদশার আরম্ভ হইতেই গুণাতীত হন, এই অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—এই শ্লোকের 'চ'-কার অবধারণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ঈশ্বর নারায়ণ আমাকেই দ্বাদশ অধ্যায় কথিত অব্যভিচার ভক্তি যোগে যিনি সেবা করেন'॥ ২৬॥

**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।**
**শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭॥**

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

**অন্বয়**—হি ( যেহেতু ) অহং ( আমি ) ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মের ) প্রতিষ্ঠা ( আশ্রয় ) অব্যয়স্য ( অব্যয় ) অমৃতস্য চ ( মোক্ষের ) শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ ( সনাতন ধর্ম্মের ) ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ ( ঐকান্তিক সুখের ) [ প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় ] ॥ ২৭॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়স্য

অন্বয়ঃ সমাপ্তঃ॥

**অনুবাদ**—কারণ আমি ব্রহ্মের ( নির্ব্বিশেষ ) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, অব্যয় মোক্ষের, সনাতন ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখের আমিই একমাত্র আশ্রয় ॥ ২৭ ॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্-
ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যদি বল, ব্রহ্মসম্পত্তিই জীবের সর্ব্বপ্রকার সাধনের ফল, তবে কিরূপে ব্রহ্মভূত ব্যক্তি তোমার নির্গুণ প্রেম সম্ভোগ করে ? তবে বলি, শুন। আমার নিত্য নির্গুণ-অবস্থায় আমি স্বরূপ ( বস্তু ) তঃ 'ভগবান্'। আমার জড়শক্তিতে আমার তটস্থ-শক্তির চৈতন্যবীজের আধানকালে, প্রথমোক্ত শক্তির যে আদি-প্রকাশ, তাহাই আমার 'ব্রহ্ম'-স্বভাব। জড়বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ করেন, তখন তিনি নির্গুণ-অবস্থার প্রথম-সীমা প্রাপ্ত হন। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্ব্বে জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটি-নির্ব্বিশেষভাব উপস্থিত হয়। তাহাতে অবস্থিত হইলে সেই নির্ব্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া চিদ্বিশেষ হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ আলোচকগণ নির্গুণ-ভক্তিরসরূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষারূপ দুর্ব্বাসনা-বশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক্ অবস্থিতি না হয়, তাহারাই চরমে নির্গুণ-ভক্তি লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্ব আমিই—জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ঐকান্তিক-সুখরূপ ব্রজরস, সমুদায়ই এই নির্গুণ সবিশেষতত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অসৎ-তৃষ্ণাই দ্বিতীয় অনর্থ। জীব—স্বভাবতঃই নির্গুণ, কিন্তু জড়প্রকৃতির সংসর্গে সগুণ-প্রায় হইয়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণে আবদ্ধ হইয়াছেন ; সেই গুণত্রয়-জন্যই সমস্ত অসৎ-তৃষ্ণার উদয় হয়। নিস্ত্রৈগুণ্য-ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অসৎতৃষ্ণা দূর করা উচিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নববিধা ভক্তির আলোচনা-কালে যখন সাধুসঙ্গ-লাভ হয়, তখন অসৎ-তৃষ্ণা দূর হয় এবং সাধুর সেবা করিতে করিতেই হৃদয়

ভক্তিমার্গে স্থির হয়। এই অধ্যায়ের ২২ শ্লোক হইতে শেষ-পর্য্যন্ত নিস্ত্রৈগুণ্য-লাভের প্রকার কথিত হইয়াছে। ভগবৎপাদসেবা-প্রক্রিয়ায় মহাপ্রসাদ-সেবন, মহাপ্রসাদ-তুলস্যাদির ঘ্রাণ, শ্রীমূর্ত্তি ও লীলা-স্থানাদির দর্শন, ভগবদ্ভক্ত-চরিত ও ভগবন্নাম-রূপ-লীলাদির শ্রবণ এবং ভগবৎসম্বন্ধি বস্তুর স্পর্শন-ব্রতরূপ অসদ্বিষয় হইতে চিত্তের প্রত্যাহার-সাধনই শুদ্ধভক্তদিগের নিস্ত্রৈগুণ্য-লাভের একমাত্র উপায়,—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

**ইতি—চতুর্দ্দশ-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।**

**শ্রীবলদেব**—নন্থ তদ্বিবেকখ্যাত্যা ত্বদেকভক্ত্যা চ গুণাতীতো লব্ধস্বরূপো 'ব্রহ্ম'-শব্দিতো মুক্তঃ কথং তিষ্ঠেদিতি চেত্তত্রাহ,—ব্রহ্মণো হীতি। হির্নিশ্চয়ে। ব্রহ্মণস্তৎপূর্ব্বকয়া তয়া সত্ত্বাদ্যাবরণাত্যয়াদাবির্ভাবিত-স্বগুণাষ্টকস্যামৃতস্য মৃতি-নির্গতস্যাব্যয়স্য তাদ্রূপ্যৈণৈকরসস্য মুক্তস্য মদতিপ্রিয়স্যাহমেব বিজ্ঞানানন্দ-মূর্ত্তিরনন্তগুণো নিরবদ্যঃ সুহৃত্তমঃ সর্ব্বেশ্বরঃ। প্রতিষ্ঠা—"প্রতিষ্ঠীয়তেঽত্র' ইতি নিরুক্তেঃ। পরমাশ্রয়োঽতিপ্রিয়ো ভবামীতি তাদৃশং মাং পরয়া ভক্ত্যানুভবং-স্তিষ্ঠতীতি, ন মত্তো বিশ্লেষলেশো, "ন চ পুনরাবর্ত্ততে", যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে", "মুক্তানাং পরমা গতিঃ" ইতি স্মৃতিভ্যঃ। নন্থ মুক্তস্বাং কথং শ্রয়েৎ শ্রয়ণফলস্য মুক্তের্লাভাদিতি-চেদস্ত্যতিশয়িতং ফলমিতি ভাবেনাহ,—শাশ্বতস্য চেত্যাদি। নিত্যস্য ষড়ৈশ্বর্য্যশব্দিতস্য ধর্ম্মস্যৈকান্তিকস্য মদসাধারণস্য সুখস্য চ বিচিত্রলীলা-রসস্যাহমেব প্রতিষ্ঠেতি। তীব্রানন্দরূপ-মদ্বিভূতিমল্লীলানুভবায় মামেব সমাশ্রয়-তীত্যেবমাহ শ্রুতিঃ,—"রসো বৈ সঃ; রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি ॥ ২৭ ॥

সংসারো গুণযোগঃ স্যাদ্বিমোক্ষস্তু গুণাত্যয়ঃ।
তৎসিদ্ধির্হরিভক্ত্যেবেত্যেতদ্বুদ্ধং চতুর্দ্দশাৎ ॥

**ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।**

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—সেই বিবেক খ্যাতির দ্বারা এবং তোমার উপর ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা গুণাতীত লব্ধ-স্বরূপ ব্যক্তি "ব্রহ্ম" শব্দিত মুক্ত কিভাবে থাকিবে, ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলিতেছন 'ব্রহ্মণো হীতি' 'হি'নিশ্চয়ে।

জীবের সেই বিবেক খ্যাতি ও ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তিবশে সত্ত্বাদি গুণাবরণ-নাশের পর স্বকীয় গুণাষ্টক আবির্ভাবিত হয়; এতাদৃশ হইলে মৃত্যু হইতে অতীত হয় এবং অব্যয় হয়, ব্রহ্মভাবের জন্য এক আনন্দরসময় আমার অতি-প্রিয় সেই মুক্তপুরুষের বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তি অনন্তগুণাধার, অনিন্দনীয়, সর্ব্বেশ্বর আমিই পরম বন্ধু। আমিই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমআশ্রয়, যেহেতু যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এইরূপ প্রতিষ্ঠাশব্দের ব্যুৎপত্তি আছে। আমিই তাহার অতিপ্রিয় হইতেছি—এইভাবে তাদৃশ আমাকে পরম ভক্তিতে অনুভূতি করিতে থাকে। আমা হইতে তাহার কিছুমাত্র বিয়োগ হয় না, এ-সব কথা শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যথা 'তিনি আর পুনরায় এই সংসারে আসেন না'। 'যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আর জ্ঞানিগণ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না' ভগবান্ মুক্তপুরুষদিগের চরম গতি ( গন্তব্যস্থান )। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—'যদি মুক্তই হইল, তবে আর আশ্রয় করিবে কেন, আশ্রয়ের ফল মুক্তিতো করতলগতই হইয়াছে' এই যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি—ইহা হইতে অতিরিক্ত বিশেষ ফল আছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, শাশ্বতস্য 'চ' ইত্যাদি ষড়ৈশ্বর্য্যশব্দবাচ্য নিত্য ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিকসুখ যাহা কেবল আমাতেই বিদ্যমান, সেই বিচিত্রলীলানন্দাত্মক সুখের আমিই আধার। তীব্র আনন্দময় আমার বিভূতিপূর্ণ লীলা আস্বাদের জন্য আমাকেই সম্যক্ আশ্রয় করে। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন, তিনিই রসস্বরূপ, এই মুক্তপুরুষ রসময় তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দবান্ হয় ॥ ২৭ ॥

সংসার ( তিন ) গুণযোগেই হয়, মুক্তি কিন্তু তিনগুণের অবসান **হইলেই** হয়। তাহার সিদ্ধি কেবল হরিভক্তির দ্বারাই হইবে। ইহা চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে বুঝা গেল।

**ইতি—চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্‌ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥**

**অনুভূষণ**—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যিনি তোমারই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, তিনি আবার কিরূপে তোমার নির্গুণ কৃষ্ণলীলারস বা প্রেম আস্বাদন করিতে পারেন?

তদুত্তরে বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, আমার অঙ্গজ্যোতিঃ ব্রহ্ম, সেই জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি আমিই স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপ। আমিই অব্যয় মোক্ষেরও একমাত্র আশ্রয়। সনাতন ভক্তি-ধর্ম্মের এবং ব্রজলীলাপর ঐকান্তিক সুখের বা যাবতীয় রসের আমিই পরম আশ্রয়। যেহেতু আমিই সকলের মূল আকর বা আশ্রয় এবং সকলই আমার আশ্রিত বা অধীন তত্ত্ব, সেই হেতু আমার ভক্তিফলে সকল ফলই লভ্য হইতে পারে—ইহাই যুক্তি সঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ আমাতে অনন্যভক্তি-ফলে জীব যে নির্গুণতাক্রমে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, তাহা কেবল তাহার স্ব-স্বরূপতা লাভ মাত্র। জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই দাস্য-সখ্যাদি-ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার সেবার যোগ্য হয় এবং নিত্যলীলার পরিকরত্ব লাভ করে। মুক্তি সম্বন্ধেও কথিত আছে—"মুক্তি-র্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।"

শ্রীকৃষ্ণই—ব্রহ্মের আশ্রয়। এ-সম্বন্ধে শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং...তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ( কঠঃ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০ ও শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৪ )

ঈশোপনিষদেও পাওয়া যায়,—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ...তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ( ৫।৪০ )

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্॥" ( ১০।১৩।৫৫ )
"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ( ১।২।১১ )

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদের বাক্যেও পাই,—

"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়ো অভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥
স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্‌গুরুশ্চ॥" ( ভাঃ ৭।১০।৪৮-৪৯ )

অর্থাৎ হে মহারাজ! মনুষ্য-লোকে আপনারা অতিশয় ভাগ্যবান্; কারণ আপনাদের গৃহে মনুষ্যরূপী শ্রীকৃষ্ণাখ্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে বাস করেন; ইহা জানিয়াই ভুবন-পাবন মুনিগণ সর্ব্বদা আপনাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন। সেই প্রসিদ্ধ নররূপী শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, নিরুপাধি পরমানন্দের অনুভবস্বরূপ, মহাজনগণের অন্বেষণীয়, তিনিই আপনাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুল-পুত্র, আত্মা, পূজণীয়, আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টা।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ" ( ভাঃ ১১।৩।৩৭ )

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"তদেব সৎ স্থূলং কার্য্যং অসৎ সূক্ষ্মং কারণং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ভাতি। কুতঃ যদ্ যস্মাত্তয়োঃ সদসতোঃ পরং কারণং অতএব 'তৎপরং পরমংব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত' ইতি হরিবংশবাক্যং, তস্য চায়মর্থঃ। তৎপরং সর্ব্বস্মাৎ পরং যৎ পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদ্বিভজতে স্বত এব মহদাদিরূপেণ বিভক্তং করোতি তন্মমৈব তেজো জ্ঞাতুমর্হসীত্যতো 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইতি ভগবদুক্তেঃ সূর্য্যস্য ঘনং তেজ ইতিবত্তস্য বপুস্তেজ এব ব্রহ্মেত্যভ্যুপগন্তব্যম্। অতএব 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি শ্রুতৌ যস্য কৃষ্ণস্যেতি ব্যাচক্ষতে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা"। ( আদি ১।৩ )

“ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥” ( মঃ ২০।১৫৯ )

“তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁ’রে ব্রহ্ম-সুনির্ম্মল॥” ( আঃ ২।১২ )

“অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
‘ব্রহ্ম,’ ‘আত্মা’, ‘ভগবান্’—তিনি তাঁর রূপ॥” ( আঃ ২।৬৫ )

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে অষ্টম শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

“যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্র সত্তা।”

তিনি ভগবৎ-সন্দর্ভেও লিখিয়াছেন;—

“ব্যক্তিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্।”

অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানই একমাত্র মুক্তির আশ্রয়,—

ঘণ্টাকর্ণের প্রতি শিবের বচন—

“মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।”

শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি”। ( শ্বেঃ ৩।৮ )

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন,—

“বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥” ( ১০।৫১।২০ )

অর্থাৎ হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন, আমাদের মধ্যে একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি প্রদানে সমর্থ।

শ্রীপদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

“বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ ইতি”।

“কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ”—স্কান্দে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়,—“যে করয়ে বন্দী ছাড়য়ে সেই সে”।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়॥" ( মধ্য ২৪।১৩১ )

শ্রীকৃষ্ণই সকল ধর্ম্মের আশ্রয়,—

"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।" ( ভাঃ—৭।১১।৭ )

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" (ভাঃ—১।২।৬)

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥" ( ভাঃ—৬।৩।২২ )

তিনিই সকল সুখের বা রসের আশ্রয়,—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" ( তৈঃ—২।৭ )

অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্" ( ১০।৪৩।১৭ )

কেহ যদি বলেন যে জীব মুক্তিতে ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে আর ভক্তি করিবে কেন? বা কি প্রকারে? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতির স্তবে "দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়" শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন যে,—"তোমার ভক্তগণ ( যদিও বিরল ) তোমার লীলাকথামাধুর্য্য"-পান হইতে উত্থিত নর্ত্তন, কীর্ত্তন, ক্রোশন, পাদতলপতন, প্রপতন্ মূর্চ্ছন, প্রবোধন, হাহা-করণ, রোদন-আদি পরিশ্রমকেও পরম সুখ মনে করিয়া ব্রহ্মাস্বাদ সুখকে পশু-গণের তৃণচর্ব্বণ সুখের ন্যায় মনে করেন।"

শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন,—

"ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্।"

শ্রুতিতেও মুক্তি হইতে ভক্তির অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যথা,—

"যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।" সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকৃৎগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে,—"মুক্তাঅপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তম্ ভজন্তে"।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ধৃত অন্য শ্রুতিও পাওয়া যায়,—

"মুক্তা হেতমুপাসতে" "মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী"—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥" ( আদি—৭।৮৪-৮৫ )

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

—"যদি প্রশ্ন হয় যে, তোমার ভক্তগণের কিরূপে নির্গুণব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়? সে প্রাপ্তি ত' অদ্বিতীয় তদেক অনুভবদ্বারাই সম্ভব হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—'ব্রহ্মণঃ' ইত্যাদি। যেহেতু পরমপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম, তাঁহারও প্রতিষ্ঠা আমিই। 'প্রতিষ্ঠা'—ইহাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, অন্নময়াদি শ্রুতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা-শব্দের এই অর্থ। আরও 'অমৃতস্য'—অমৃতের প্রতিষ্ঠা, তাহা কি স্বর্গীয় সুধা? না, 'অব্যয়স্য'—নাশ-রহিত মোক্ষের এই অর্থ; আরও 'শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য'—সাধন ও ফলদশায়ও নিত্যস্থিত ভক্তি আখ্যাযুক্ত পরম ধর্ম্মের আমি প্রতিষ্ঠা, আর তৎপ্রাপ্য ঐকান্তিক ভক্ত সম্বন্ধে 'সুখস্য'—প্রেমেরও প্রতিষ্ঠা আমি। অতএব সকলই আমার অধীন বলিয়া কৈবল্য কামনায় অনুষ্ঠিত আমার ভজন দ্বারা ব্রহ্মে লীয়মান ব্রহ্মত্বও প্রাপ্ত হন। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন, —'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—আমি ঘনীভূত ব্রহ্মই যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশই তদ্রূপ।' সূর্য্য তেজরূপ হইলেও যেমন তেজের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপই আমি—কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপ হইলেও ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। এ-বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণও প্রমাণ—'সেই বিষ্ণু সকল মঙ্গলের আধার-স্বরূপ, তিনি চিত্তের এবং সর্ব্বব্যাপী আত্মার আশ্রয়।' শ্রীধরস্বামিপাদ তথায়ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সর্ব্বগ আত্মার—পরব্রহ্মের আশ্রয়—প্রতিষ্ঠা। ভগবান্ বলিয়াছেন—'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'। আর বিষ্ণুধর্ম্মে নরকদ্বাদশী প্রসঙ্গে—'প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্মেও একমাত্র পুরুষ বাসুদেবই প্রভু ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।' ঐ গ্রন্থেই মাসর্ক্ষ পূজাপ্রসঙ্গে—'যেরূপ অচ্যুত পরতত্ত্ব হইতেও

পরম ব্রহ্মভূত, তাহা হইতেও পরম আত্মা'। আর হরিবংশেও ( বিষ্ণু পর্ব্ব ১১৪ অঃ ১১-১২ ) বিপ্রকুমার আনয়ন প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য—'সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম ব্রহ্ম সকল জগৎকে বিভাগ করেন, হে অর্জ্জুন, সেই ঘনজ্যোতিঃ আমারই তেজঃস্বরূপ জানিবে। ব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—'যাঁহার প্রভায় প্রভূত ব্রহ্ম অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা বিভাগকৃত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।' শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধেও সত্যবান্ রাজাকে বৎসরূপী ভগবানের উক্তিতে পাওয়া যায় (৮।২৪।৩৮)—'কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে প্রদত্ত ও তোমার প্রশ্নসমূহের প্রত্যুত্তরমুখে তোমার হৃদয়ে বিস্তারিত ও পরব্রহ্ম শব্দে বিজ্ঞাত আমার মহিমা জানিতে পারিবে।' শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে—'আচ্ছা, তোমার ভক্ত তোমার ভাব প্রাপ্ত হইলেও কিরূপে ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন ? যেহেতু ব্রহ্ম হইতে তুমি অন্য এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—'ব্রহ্মণঃ' ইত্যাদি। 'প্রতিষ্ঠা'—আমিই পর্য্যাপ্তি। 'পর্য্যাপ্তি পরিপূর্ণতা'—অমরকোষ। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত শ্লোকও বলিয়াছেন—'যে নরাকার পরব্রহ্ম আমার মনের বিবাদ ধিক্কৃত করিয়াছেন, আমি সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সারভূত তেজঃস্বরূপ নন্দনন্দনকে বন্দনা করি' ॥ ২৭ ॥

**ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।**

**চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।**

# পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

**অন্বয়**—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) [ সংসারম্—সংসারকে] উর্দ্ধমূলম্ ( উর্দ্ধমূল-বিশিষ্ট ) অধঃশাখম্ ( অধঃশাখা-বিশিষ্ট ) অব্যয়ম্ ( নিত্য ) অশ্বত্থং ( অশ্বত্থ বৃক্ষ বিশেষ ) [ শ্রুতয়ঃ—শ্রুতিগণ ] প্রাহুঃ ( বলিয়া থাকেন )। ছন্দাংসি ( কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য সকল ) যস্য ( যাহার ) পর্ণানি ( পত্র স্বরূপ ) যঃ ( যিনি ) তং ( তাহাকে ) বেদ ( জানেন ) সঃ ( তিনি ) বেদবিৎ ( বেদজ্ঞ ) ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শ্রুতিসকল এই সংসারকে উর্দ্ধমূলবিশিষ্ট, অধঃ-শাখাযুক্ত, নিত্য অথচ বিনশ্বর বলিয়া, অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ বর্ণনা করেন, কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্যসকল সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষের তত্ত্ব জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ॥ ১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে অর্জ্জুন, যদি তুমি এরূপ মনে কর যে, বেদবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি, শুন। কর্ম্ম-নির্ম্মিত এই সংসারটি—অশ্বত্থবৃক্ষ বিশেষ ; কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই ; কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্যসকলই ইহার পত্র-স্বরূপ। এই বৃক্ষটি—উর্দ্ধমূল ; ইহার শাখাসকল—অধোভাগে বিস্তৃত অর্থাৎ এই বৃক্ষটি—সর্ব্বোর্দ্ধ মহত্তত্ত্ব, সত্যলোকস্থিত হইতে জীবের কর্ম্মফল-প্রাপকরূপে স্থাপিত। যিনি এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব অবগত হন, তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

**শ্রীবলদেব**—সংসারচ্ছেদি বৈরাগ্যং জীবো মেঽংশঃ সনাতনঃ।
অহং সর্ব্বোত্তমঃ শ্রীমানিতি পঞ্চদশে স্মৃতম্ ॥

পূর্ব্বত্র বিজ্ঞানানন্দস্যোৎপত্তিকগুণাষ্টকস্যাপি জীবস্য কর্ম্মরূপানাদি-বাসনানুগুণেন ভগবৎসংকল্পেন প্রকৃতিগুণসঙ্গঃ। স চ বহুবিধস্তদত্যয়শ্চ

ভগবদ্ভক্তিশিরস্কেন বিবেকজ্ঞানেন ভবেত্তস্মিংশ্চ সতি সংপ্রাপ্তনিজস্বরূপো জীবো ভগবন্তমাশ্রিত্য প্রমোদী সর্ব্বদা তস্মিংস্তিষ্ঠতীত্যুক্তম্। অথ তদ্বিবেকজ্ঞান-স্থৈর্য্যকরং বৈরাগ্যং জীবস্য ভজনীয়ভগবদংশত্বং ভগবতঃ স্বেতর-সর্ব্বোত্তমত্বং চোক্তেষ্বর্থেষূপযোগায় পঞ্চদশেঽস্মিন্ বর্ণ্যতে। তত্র তাবদ্ গুণবিরচিতস্য সংসারস্য বৈরাগ্যবৈচ্ছত্ত্বাৎ সংসারং বৃক্ষত্বেন বৈরাগ্যঞ্চ শস্ত্রত্বেন রূপয়ন্ বর্ণয়তি ভগবান্,—উর্দ্ধমূলমিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সংসাররূপমশ্বত্থমূর্দ্ধমূলমধঃশাখং প্রাহুঃ ;—ঊর্দ্ধে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে 'প্রধান'-বীজোত্থ-প্রথমপ্ররোহরূপ-মহত্তত্ত্বাত্মক-চতুর্ম্মুখরূপং মূলং যস্য তম্, অধঃ সত্যলোকাদর্ব্বাচীনেষু স্বর্ভুবর্ভূর্লোকেষু দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাসুর-যক্ষ-রাক্ষস-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-স্থাবরান্তা নানাদিক্-প্রসৃতত্বাচ্ছাখা যস্য তম্ ; চতুর্ব্বর্গফলাশ্রয়ত্বাদশ্বত্থমুত্তমবৃক্ষম্। তাদৃশেন বিবেকজ্ঞানেন বিনা নিবৃত্তেরভাবাদব্যয়ং প্রবাহরূপেণ নিত্যঞ্চ ; তমাহুঃ শ্রুতয়স্তাশ্চ,—"ঊর্দ্ধমূলোঽর্ব্বাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। ঊর্দ্ধমূলমর্ব্বাক্‌শাখং বৃক্ষং যো বেদ সম্প্রতি ॥" ইত্যাদিকাঃ। যস্য সংসারাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি কাম্য-কর্ম্মপ্রতিপাদকানি শ্রুতিবাক্যানি বাসনারূপ-তন্নিদানবর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি প্রাহুস্তানি চ্ছন্দাংসি—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত, ভূতিকাম ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ" ইত্যাদীনি বোধ্যানি ; পত্রৈস্তরুর্বর্দ্ধতে শোভতে চ তমশ্বত্থং যো বেদ যথোক্তং জানাতি, স এব বেদবিৎ ; বেদঃ খলু সংসারস্য বৃক্ষত্বং ছেত্তত্বাভিপ্রায়েণাহ,—তচ্ছেদনোপায়জ্ঞো বেদার্থ-বিদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—বৈরাগ্য সংসারবন্ধনকে ছেদন করে, জীব আমার নিত্য অংশ, আমি সর্ব্বোত্তম শ্রীমান্ ( ষড়ৈশ্বর্য্যাদিতে পূর্ণ ) ইহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিজ্ঞানানন্দ এবং ঔৎপত্তিক ( উৎপত্তিবিশিষ্ট ) গুণাষ্টক-সম্পন্ন হইলেও জীবের কর্ম্মরূপ অনাদি বাসনার অনুসারী ভগবৎ-সঙ্কল্পের দ্বারা প্রকৃতির গুণের ( দেহাদির ) সঙ্গ হয়। সেইটি বহু প্রকার এবং তাহার অত্যয় ( বিনাশ ) ভগবানের প্রতি ভক্তিশিরস্ক অর্থাৎ ভক্তি-জন্য বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। সেই ভক্তি-প্রধান বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলে, জীব নিজের স্বরূপ লাভ করিয়া ভগবানকে আশ্রয়ের দ্বারা আনন্দময় হইয়া সকল সময়েই তাঁহাতে অবস্থান করে ; ইহা বলা হইয়াছে। অনন্তর সেই বিবেকজ্ঞানের স্থিরতা-সম্পাদক বৈরাগ্য,

জীবের ভজনীয় ভগবদংশত্ব এবং নিজ হইতে ভিন্ন শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তমত্ব, এ-গুলি—উক্ত বিষয়ে অতিশয় উপযোগিতার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইতেছে। এই বিষয়ে গুণ-দ্বারা রচিত (সংস্কৃষ্ট) সংসারের বন্ধন ছেদনের যোগ্যতা একমাত্র বৈরাগ্যেরই আছে বলিয়া সংসারকে বৃক্ষরূপে এবং বৈরাগ্যকে অস্ত্ররূপে রূপ দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করিতেছেন—'ঊর্দ্ধমূলমিত্যাদি' তিনটি শ্লোক দ্বারা। ঊর্দ্ধমূল ও অধোদিকে (নিম্নদিকে) শাখাবিশিষ্ট সংসারনামক অশ্বত্থবৃক্ষ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—ঊর্দ্ধে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে "প্রধান" প্রকৃতিরূপ বীজোত্থ—প্রথম অঙ্কুররূপ-মহত্তত্ত্বাত্মক-চতুর্ম্মুখরূপ মূল যাহার তাহাকে (অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হয়)। অধঃ (অধোভাগে)—সত্যলোক হইতে অর্ব্বাচীন (অধোবর্ত্তী) স্বর্গলোক, ভুবর্লোক ও ভূর্লোকেতে দেবতা-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-অসুর-যক্ষ-রাক্ষস-মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ও স্থাবর পর্য্যন্ত নানাদিকে প্রসৃত (ব্যাপ্তহেতু) হেতু শাখা স্বরূপ যাহার তাদৃশ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফলের আশ্রয়হেতু অশ্বত্থ অতি উত্তম বৃক্ষ। যাহা তাদৃশ বিবেক-জ্ঞান ভিন্ন অন্য-দ্বারা নিবৃত্তির অভাবহেতু অব্যয়—প্রবাহরূপে প্রবহমান অর্থাৎ নিত্য। শ্রুতিগণ সেই সংসারকে অশ্বত্থই বলিয়াছেন—"সেই শ্রুতিসমূহ যথা—"ঊর্দ্ধমূল অধোগামী শাখাযুক্ত এই অশ্বত্থ সনাতন।" "যিনি এই ঊর্দ্ধমূল অর্ব্বাক্ শাখ বৃক্ষকে সম্প্রতি জানেন" ইত্যাদি। যেই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের ছন্দোগুলি অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলি বাসনারূপ তাহার কারণের বর্দ্ধকত্ব বলিয়া পাতাস্বরূপ বলিয়া থাকে। সেইগুলি যথা—"বায়ু-দেবতার প্রীতির জন্য শ্বেতবর্ণ ছাগলকে ছেদ করিবে, ভূতি (ঐশ্বর্য্য-কামী) ব্যক্তি ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে একাদশ কপালে পক্ব চরু (পাক করিবে), প্রজাকামী ব্যক্তি পুত্রেষ্টি করিবে" এইগুলি জানা উচিত। যেহেতু পত্রের দ্বারা তরু বর্দ্ধিত হয় ও শোভা পায়। সেই অশ্বত্থকে যিনি জানেন অর্থাৎ যথোক্তভাবে অবগত হন, তিনি বেদবিৎ, 'বেদজ্ঞ' কারণ বেদই সংসারের বৃক্ষত্ব ছেদ্যত্বাভিপ্রায়েই বলিতেছেন,—অতএব তাহার ছেদে উপায়জ্ঞ ব্যক্তি বেদার্থবিৎ। ইহাই ভাবার্থ॥ ১॥

**অনুভূষণ**—বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, আবির্ভাবিত গুণাষ্টক-সম্পন্ন জীব কর্ম্মরূপ অনাদি বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া ভগবদিচ্ছায় প্রকৃতির গুণসঙ্গ লাভ করে এবং তাহা বহুবিধ ও তাহার বিনাশ ভগবদ্ভক্তিশিরস্ক বিবেক-জ্ঞানের দ্বারাই

হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। ভক্তিমূলক বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে, জীব নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃষ্ট মোদ অর্থাৎ আনন্দলাভ করে ও সর্ব্বদা শ্রীভগবানের আশ্রয়েই অবস্থান করে, ইহাও বলা হইয়াছে।

তৈত্তরীয় উপনিষদেও পাওয়া যায়,—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" ( ২।৭ ) অর্থাৎ সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করে।

অনন্তর শ্রীভগবান্ এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে সেই বিবেকজ্ঞানের স্থিরতা সম্পাদক বৈরাগ্যের বিষয় এবং জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ ও জীব হইতে পৃথক্ শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তমত্ব ও উক্ত বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে শ্রীভগবানের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় তাহা বর্ণন করিতেছেন।

বৈরাগ্যরূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন করা যায় বলিয়া, সংসারকে এখানে বৃক্ষরূপে এবং বৈরাগ্যকে শস্ত্ররূপে বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ তিনটি শ্লোক বলিতেছেন।

সংসারের মূল আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। তাঁহার বিভিন্নাংশ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া এবং তাঁহার আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াই তদপাশ্রিতা মায়াশক্তি-উত্থিত প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক সত্যলোকাবস্থিত ব্রহ্মাকে মূল করিয়া স্বর্গাদিক্রমে দেবতা-গন্ধর্ব্বাদি স্থাবরান্ত বিস্তৃত অধঃশাখযুক্ত সংসারে অনাদিকাল হইতে নানাবিধ কর্ম্মফল-ভোগের সহিত যে সংসার পরিভ্রমণ করে, তাহাতে বৈরাগ্য উৎপাদন করাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান অধ্যায়ে সংসারতত্ত্ববিষয়েও উপদেশ করিতেছেন।

সংসারের পরিচয় বুঝাইবার নিমিত্ত ইহাকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত উপমা দিতেছেন। অশ্বত্থ বৃক্ষ যেরূপ অসংখ্য শাখা-পত্রদ্বারা বিরাট মহীরুহরূপে বিস্তৃত, এই সংসারও ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব বেদশাখায় নানাবিধ আপাত-মধুর কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যরূপপত্রদ্বারা বিস্তৃত হইয়া কর্ম্মফলবাধা বদ্ধজীবের নিকট চতুর্ব্বর্গদায়ক আশ্রয়লাভ-যোগ্য বিচারিত হইয়া বহুমানিত হইতেছে। কিন্তু ভক্তগণ ইহাকে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রে ছেদন-যোগ্য বলিয়া বৃক্ষরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন এবং 'ন শ্বঃ স্থাস্যতি' অর্থাৎ আগামী কল্য ইহা থাকিবে না বলিয়াই ইহাকে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বর্ণন করেন। যিনি এই সংসারকে যথোক্তরূপে অবগত হন, তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ"—( ১১।১১।৬ ) শ্লোক, উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—শ্বেতাশ্বঃ ( ৪।৬ ) এবং কঠোপনিষদের "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" শ্লোকও আলোচ্য। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে মায়াবাদিগণের সংসার-মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন করিলেন এবং সংসার-প্রবাহ সত্য এবং নিত্য কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল বা নশ্বর, ইহাই জানাইলেন ॥ ১ ॥

**অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।**
**অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥**

**অন্বয়**—তস্য ( সেই সংসার বৃক্ষের ) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ ( গুণত্রয়-দ্বারা বর্দ্ধিত ) বিষয়প্রবালাঃ ( বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত ) শাখাঃ ( শাখাসমূহ ) অধঃ ( নিম্নদিকে ) ঊর্দ্ধং চ ( ও ঊর্দ্ধদিকে ) প্রসৃতাঃ ( বিস্তৃত হইয়াছে ) মনুষ্যলোকে (নরলোকে ) কর্ম্মানুবন্ধীনি ( কর্ম্মপ্রবাহজনক ) মূলানি ( মূলসমূহ ) অধঃ চ ( অধোদিকে ) অনুসন্ততানি ( সর্ব্বদা বিস্তৃত হইতেছে ) ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**—সেই সংসার বৃক্ষের গুণদ্বারা বর্দ্ধিত, বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত শাখা-সমূহ নিম্নদিকে অর্থাৎ নিকৃষ্ট যোনিতে এবং ঊর্দ্ধে অর্থাৎ দেবাদি যোনিতে বিস্তার লাভ করিয়াছে, নরলোকে কর্ম্মপ্রবাহজনক জটাসমূহ অধোভাগে সর্ব্বদা বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এই বৃক্ষের শাখা-সকল কতকগুলি তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া অধোগামী হইয়াছে ; কতকগুলি রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া সমান-ভাবে আছে ; কতকগুলি সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত ঊর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইতেছে। সকল গুলিই প্রকৃতির গুণত্রয়-দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। জড়ীয় বিষয়সমূহই ঐ শাখাগণের পল্লব ; বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বত্থবৃক্ষের জটাসকল অধোভাগে ফল অনুসন্ধানপূর্ব্বক বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

**শ্রীবলদেব**—কিঞ্চাধ ইতি। তস্যোক্তলক্ষণস্য সংসারাশ্বত্থস্য শাখা অধ ঊর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ ; অধো মনুষ্যপশ্বাদিযোনিষু দুষ্কৃতৈরূর্দ্ধঞ্চ দেবগন্ধর্ব্বাদিযোনিষু সুকৃতৈর্বিস্তৃতাঃ ; গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভিরম্বুনিষেকৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থৌল্যভাজঃ ; বিষয়াঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবাঃ যাসাং তাঃ, শাখাগ্র-স্থানীয়াভিঃ শ্রোত্রাদিবৃত্তিভির্যোগাদ্‌রাগাধিষ্ঠানত্বাচ্চ শব্দাদীনাং পল্লবস্থানীয়ত্বং, তস্যা-

শ্বত্থস্যাধশ্চশব্দাদূর্দ্ধং চাবান্তরাণি মূলান্যনুসন্ততানি বিস্তৃতানি সন্তি, তানি চ তত্তদ্ভোগজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনারূপাণি ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকারিত্বান্মূলতুল্যা-ন্যুচ্যন্তে ; মুখ্যং মূলং তাদৃক্ চতুর্ম্মুখস্তত্তদ্বাসনাস্ত্ববান্তরমূলানি ন্যগ্রোধস্যেব জটোপজটাবৃন্দানীতি ভাবঃ। তানি কীদৃশানীত্যাহ,—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানু-বন্ধীনি যতস্ততঃ কর্ম্মফলভোগাবসানে সতি পুনর্মনুষ্যলোকে কর্ম্মহেতুভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ ; স লোকঃ খলু কর্ম্মভূমিরিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—আর এক কথা 'অধ ইতি'। সেই উক্তলক্ষণযুক্ত সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধদেশে প্রসৃত—ছড়াইয়া আছে ; অর্থাৎ দুষ্কৃত কর্ম্মসমূহের দ্বারা মনুষ্য-পশু প্রভৃতি যোনিতে জন্ম। সুকৃতকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা দেবতাগন্ধর্ব্বাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ দ্বারা শাখাবিস্তৃত ; অর্থাৎ জল সেচনের দ্বারা যেমন বৃক্ষবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ সত্ত্বাদিবৃত্তিরূপগুণসমূহের দ্বারা—অর্থাৎ স্থূলত্বপ্রাপ্ত শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি তাহাদের প্রবাল—পল্লব, তাহার কারণ শাখার অগ্রস্থানীয় শ্রোত্রাদি বৃত্তিগুলির দ্বারা যোগ হেতু ও রাগের অধিষ্ঠানত্ব-হেতু শব্দাদি পল্লবস্থানীয়। সেই অশ্বত্থের অধঃ এবং 'চ' শব্দদ্বারা বোধিত হেতু ঊর্দ্ধ এবং অবান্তর মূলগুলি অনুসন্তত ( বিস্তৃত ) হইয়া আছে। সেইগুলিকে অর্থাৎ তদ্‌ভোগজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনারূপ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রবৃত্তির কারণত্বহেতু মূলতুল্যই বলা হয়। মুখ্য মূল তাদৃক্ চতুর্ম্মুখ, কর্ম্মবাসনা কিন্তু অবান্তর মূলগুলি বটবৃক্ষের মত জটা ও উপজটাগুলি। সেইগুলি কিরূপ? তাহাই বলা হইতেছে—মনুষ্যলোকে কর্ম্মের অনুসারী, যেহেতু, সে-কারণ কর্ম্মফলের ভোগের অবসান হইলে, পুনরায় মনুষ্যলোকে কর্ম্মের হেতুভূত হইয়া থাকে। ইহাই অর্থ ; সেইলোক নিশ্চিতভাবে কর্ম্মভূমি এই বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে সংসার-বৃক্ষের সম্যক্ জ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অশ্বত্থরূপ সংসার-বৃক্ষের শাখাসমূহ 'অধঃ' অর্থাৎ অধোলোক এবং ঊর্দ্ধলোকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। দুষ্কৃত কর্ম্মের দ্বারা জীব অধো অর্থাৎ এই মনুষ্যলোকে মনুষ্য পশু প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে আর সুকৃত কর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধ অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে দেব, গন্ধর্ব্বাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণবৃত্তির দ্বারাই প্রবৃদ্ধ হয় অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ জলসেক ও বিহিত পরিচর্য্যাদি

পাইয়া পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সংসার - বৃক্ষওতদ্রূপ গুণত্রয়ের দ্বারা রস প্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সংসার-বন্ধনের হেতু এবং এই গুণের তারতম্যানুসারেই জীবের সদসৎ বিভিন্ন গতি লাভ হইয়া থাকে।

শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সমূহই সংসার-বৃক্ষের পল্লবস্বরূপ। শাখাগ্রস্থানীয় শ্রোত্রাদিবৃত্তিসমূহের দ্বারা রাগের অধিষ্ঠান হেতু শব্দাদির পল্লবস্থানীয়ত্ব। এই বৃক্ষের অবান্তর কতকগুলি মূল আছে। তাহাও ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে বিস্তৃত। বিষয় সমূহের ভোগজনিত রাগ ও দ্বেষাদি বাসনাগুলি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মায় বলিয়া উহাকেই মূলতুল্য বলা হয়। মুখ্য মূল সত্যলোকে বিস্তৃত, তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু বাসনারূপ অবান্তর মূলগুলি বৃক্ষের চারিদিকে বহির্দ্দেশে বিস্তৃত উহা বটবৃক্ষের জটা ও উপজটা সমূহের ন্যায়। যদি বল সেগুলি কিরূপ ? তদুত্তরে বলিলেন যে, এই বাসনারূপ মূলগুলিই মনুষ্যলোকে কর্ম্মবন্ধনের হেতু। যেহেতু কর্ম্মফলভোগের অবসানে পুনরায় মনুষ্যলোকেই কর্ম্মের হেতুভূত হয়। এই জন্যই এই মনুষ্যলোক কর্ম্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ ( ১৪।১৮ ) শ্রীমদ্ভাগবতের "উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ" ( ১১।২৫।১১ ) এবং শ্রুতি বর্ণিত "মৃত্বা পুনর্ম্মৃত্যুমাপদ্যতে অর্দ্যমানঃ স্বকর্ম্মভিঃ।" —শ্লোক সমূহ আলোচ্য ॥ ২ ॥

**ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।**
**অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥**
**ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।**
**তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥**

**অন্বয়**—ইহ ( এই সংসারে ) অস্য ( এই বৃক্ষের ) রূপম্ ( স্বরূপ ) তথা ( পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ) ন উপলভ্যতে ( উপলব্ধ হয় না ) [ ইহার ] অন্তঃ ন ( অন্ত জানা যায় না ) আদিঃ চ ন ( আদিও দেখা যায় না ) সংপ্রতিষ্ঠা চ ন ( এবং স্থিতিও উপলব্ধ হয় না ) সুবিরূঢ়মূলং ( অত্যন্ত দৃঢ়মূল ) এনম্ ( এই ) অশ্বত্থং ( অশ্বত্থরূপ সংসারকে ) দৃঢ়েন ( দৃঢ় ) অসঙ্গ শস্ত্রেণ ( বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র-

ধারা) ছিত্ত্বা ( ছেদন করিয়া ) ততঃ ( তারপর ) তৎপদং ( মূলভূত সেই ভগবৎ বস্তু ) পরিমার্গিতব্যং ( অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য) যস্মিন্ গতাঃ (যাহা প্রাপ্ত হইলে) ভূয়ঃ ( পুনরায় ) ন নিবর্ত্তন্তি ( প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না ) যতঃ ( যাহা হইতে ) পুরাণী ( চিরন্তন ) প্রবৃত্তিঃ ( সংসার প্রবাহ ) প্রসৃতা (বিস্তৃত হইয়াছে) তমেব ( সেই ) আদ্যং পুরুষং চ ( আদি পুরুষকে ) প্রপদ্যে ( শরণ লইতেছি ) ॥ ৩-৪ ॥

**অনুবাদ**—এই জগতে সংসারবৃক্ষের স্বরূপ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপলব্ধির বিষয় হয় না, ইহার অন্ত জানা যায় না, আদি দেখা যায় না, এবং স্থিতিও বুঝিতে পারা যায় না ; অত্যন্ত দৃঢ়মূল এই সংসারকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ কুঠারদ্বারা ছেদন করিয়া, তদনন্তর সংসারের মূলীভূত সেই শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, যে পদ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, যাহা হইতে অনাদি সংসার-প্রবাহ বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৩-৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—মনুষ্যলোকে এই বৃক্ষের স্বরূপ অবগত হওয়া কঠিন ; যেহেতু ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। এই বিনশ্বর দৃঢ়মূল অশ্বত্থ অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সত্য-বস্তুর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। সেই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদি-পুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রসৃতা হইয়াছে। যদি এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অনুসন্ধান কর, তবে সেই আদি-পুরুষের প্রতি প্রপত্তি কর ॥ ৩-৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—ন রূপমিতি। অস্যাশ্বত্থস্য রূপমিহ মনুষ্যলোকে তথা নোপলভ্যতে, যথোর্দ্ধমূলত্বাদিধর্ম্মকতয়া ময়োপবর্ণিতম্ ; ন চাস্যান্তো নাশ উপলভ্যতে—কথময়মনর্থব্রাতজটিলো বিনশ্যেদিতি ন জ্ঞায়তে ; ন চাস্যাদিকারণ-মুপলভ্যতে—কুতোঽয়মীদৃশো জাতোঽস্তীতি ; ন চাস্য সংপ্রতিষ্ঠা সমাশ্রয়োঽ-প্যুপলভ্যতে—কিং সমাশ্রিত্যোঽয়ং সংতিষ্ঠত ইতি। কিন্তু 'মনুষ্যোঽহং পুত্রো যজ্ঞদত্তস্য, পিতা চ দেবদত্তস্য, তদনুরূপকর্ম্মকারী সুখী দুঃখী, চাস্মিন্ দেশেঽস্মিন্ গ্রামে নিবসামি' ইত্যেতাবদেব বিজ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং দুর্ব্বোধোঽনর্থব্রতে হেতুশ্চায়মশ্বত্থস্তস্মাৎ সৎপ্রসঙ্গলব্ধবস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেনৈনমসঙ্গশস্ত্রেণ বৈরাগ্য-কুঠারেণ দৃঢ়েন বিবেকাভ্যাসনিশিতেন ছিত্ত্বা স্বতঃ পৃথক্‌কৃত্য তৎপদং পরি-

মার্গিতব্যমিতি পরেণান্বয়ঃ। সঙ্গো বিষয়াভিলাষস্তদ্বিরোধ্যসঙ্গো বৈরাগ্যং, তদেব শস্ত্রং তদভিলাষনাশকত্বাৎ সুবিরূঢ়মূলং পূর্ব্বোক্তরীত্যাত্যন্তং বদ্ধমূলম্। ততঃ সংসারাশ্বত্থমূলাদুপরিস্থিতং তৎপদং পরিমার্গিতব্যং—সৎপ্রসঙ্গলব্ধৈঃ শ্রবণাদিভিঃ সাধনৈরন্বেষ্টব্যম্। তৎপদং কীদৃশম্? তত্রাহ,—যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ গতাস্তৈঃ সাধনৈর্যৎ প্রাপ্তা জনাস্ততো ন নিবর্ত্তন্তে—স্বর্গাদিব ন পতন্তি। মার্গণবিধিমাহ,—তমেবেতি। যতঃ পুরাণী চিরন্তনীয়ং জগৎপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা, তমেব চাদ্যং সর্ব্বকারণং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীতি প্রপত্তিপূর্ব্বকৈঃ শ্রবণাদিভিস্তন্মার্গণমুক্তম্। যো জগদ্ধেতুর্যৎপ্রপত্ত্যা সংসারনিবৃত্তিঃ, স খলু কৃষ্ণ এব,—'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ' ইত্যাদেঃ, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী' ইত্যাদেশ্চ তদুক্তেঃ, 'ন তদ্ভাসয়তে' ইত্যাদিনা ব্যক্তীভাবিত্বাচ্চ ॥ ৩-৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'ন রূপমিতি'। এই অশ্বত্থের রূপ এই মনুষ্যলোকে সেইভাবে উপলব্ধি হয় না, যেভাবে আমি ঊর্দ্ধমূলত্বাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছি। এবং ইহার অন্ত অর্থাৎ বিনাশও জানিতে পারা যায় না—কিরূপে ইহা (অশ্বত্থ) অনর্থসমূহের দ্বারা জটিল (হইয়াও) নষ্ট হইবে, ইহা জানিতে পারা যায় না; এবং ইহার আদি কারণও উপলব্ধি হয় না—কোথা হইতে ইহা এইরূপে জাত (উৎপন্ন) হইয়াছে ইতি, এবং ইহার সংপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে আশ্রয়েরও উপলব্ধি হয় না—কাহাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া এই (অশ্বত্থ) অবস্থান করিতেছে। কিন্তু—'আমি মনুষ্য যজ্ঞদত্তের পুত্র এবং দেবদত্তের পিতা, তাহার অনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সুখী (বা) দুঃখী এবং এইদেশে এইগ্রামে বাস করিতেছি।' এই পর্য্যন্তই জানি। যেইহেতু এইপ্রকার ইহা দুর্বোধের বিষয় ও অনর্থ সমূহের হেতু এই অশ্বত্থ, সেইহেতু সৎপ্রসঙ্গ হইতে লব্ধ বস্তুর যথাযথ জ্ঞানের দ্বারা ইহাকে (এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে) অসঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ বৈরাগ্যরূপ কুঠারের দ্বারা, সুদৃঢ় বিবেক ও অভ্যাসরূপ শাণ-যন্ত্রে শাণিত করিয়া তাহার দ্বারা ছেদন করিয়া নিজ থেকে পৃথক্‌ করিয়া সেইপদকে বিশেষরূপে পরিমার্গ অর্থাৎ অন্বেষণ করা উচিত; ইহা পরের সহিত অন্বয়। সঙ্গ—বিষয়ের প্রতি অভিলাষ, তাহার বিরোধী অসঙ্গ—বৈরাগ্য, তাহাই শস্ত্র; কারণ তাহার অভিলাষকে নাশ করিবার শক্তি আছে এইহেতু, সুবিরূঢ় মূল—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে অত্যন্ত বদ্ধমূল। সেই বৃক্ষকে সেই সংসাররূপ অশ্বত্থের মূল হইতে উপরে স্থিত সেইপদকে সম্যক্‌রূপে অন্বেষণ

করিতে হইবে—অর্থাৎ সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা লব্ধ শ্রবণাদিরূপ সাধন সমূহের দ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই পদ কিরূপ ? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'যস্মিন্নিতি'। যাহাতে গত অর্থাৎ সাধনসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত লোকগণ তাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন করে না—(কর্ম্মফলে) স্বর্গধামের প্রাপ্তির ন্যায় পতিত হয় না। মার্গণ অর্থাৎ অন্বেষণের বিধির বিষয় বলা হইতেছে—'তমেবেতি'। যাহা হইতে পুরাতনী অর্থাৎ চিরন্তনী এই জগৎ প্রবৃত্তি ( কর্ম্মফলে সংসারে জন্মাদি গ্রহণ করা ) প্রসৃতা, অর্থাৎ নানারূপে বিস্তৃতা সেই আদ্য ও সকলের কারণ পুরুষকে আমি শরন ( আশ্রয় ) করিতেছি ; এইভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ( প্রতিপত্তি মূলক ) শ্রবণাদির দ্বারা তাঁহার অন্বেষণ বিধির কথা বলা হইয়াছে। যিনি জগতের কারণ, যাঁহার আশ্রয় লইলে সংসারবন্ধন নষ্ট হয়, তিনি কৃষ্ণই ( ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে) যেহেতু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'আমি সকলের উৎপত্তির কারণ' 'ইহা গুণময়ী দৈবী' ইত্যাদি তাঁহার উক্তি হইতে জানা যাইতেছে এবং 'সূর্য্য তাহাকে প্রকাশ করে না' ইত্যাদি উক্তিদ্বারা উহা পরে ব্যক্ত হইবে, এজন্যও ॥ ৩-৪ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে পুনরায় বলিতেছেন যে, আমি যে বলিয়াছি, অশ্বত্থরূপ সংসার-বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধলোকে, তাহা এই মনুষ্যলোক অবগত হইতে পারে না। ইহার অন্ত অর্থাৎ নাশের কথাও জানিতে পারে না। কি প্রকারে যে এই অনর্থপূর্ণ জটিল সংসার বিনাশ হইবে, তাহা বুঝিতে পারে না। এই সংসারের আদি কারণ, কোথা হইতে ইহা জাত ? এবং ইহার সমাশ্রয় কি ? কাহাকে আশ্রয় করিয়াই বা ইহা অবস্থিত হইতেছে, কিছুই অবগত হইতে পারে না। কেবলমাত্র জানে যে, আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পিতা, তদনুরূপ কর্ম্মকারী সুখী বা দুঃখী, এই দেশে বা গ্রামে বাস করিতেছি ইত্যাদি। যেহেতু ইহা এইরূপ দুর্ব্বোধ্যতত্ত্ব ও অনর্থমূলক সেই হেতু সৎপ্রসঙ্গ হইতে লব্ধ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানের দ্বারা এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ দৃঢ় বিবেক ও অভ্যাসযুক্ত সুতীক্ষ্ণ বৈরাগ্যরূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক 'তৎপদং' অর্থাৎ সেই শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্ম অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। সঙ্গ অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ এবং তাহার বিরোধী অসঙ্গই বৈরাগ্য, তাহাই শস্ত্র, উহার দ্বারাই সুদৃঢ়মূল বিষয়াভিলাষ নাশ করা যায়।

প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্বাদিক্রমে সংসারের উৎপত্তির বিষয় অবগত হইলেও প্রকৃতিরও মূল পরমেশ্বরই সর্ব্বমূল। তাঁহার তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীপাদপদ্মই অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। তাহাও আবার একমাত্র সৎপ্রসঙ্গলব্ধ শ্রবণাদি সাধনের দ্বারাই অন্বেষণ করিতে হইবে। যদি বল, সেইতত্ত্ব বা পাদপদ্ম কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন, যাঁহাকে সাধুসঙ্গলব্ধ শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনের দ্বারা প্রাপ্ত হইলে, আর পুনরাবৃত্তি হয় না; অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভের পর যেমন পতন হয়, সেরূপ হয় না। তাঁহাকে অন্বেষণের বিধি হইতেছে যে, যাঁহা হইতে চিরন্তনী জগৎ-প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইতেছে, সেই সর্ব্বকারণকারণ আদি পুরুষের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করি। এই প্রপত্তিমূলে শ্রবণাদি-দ্বারা **তাঁহার অনুসন্ধানের** কথাই বলা হইয়াছে। যিনি এই জগতের উৎপত্তির **মূল কারণ**, যাঁহাতে প্রপন্ন হইলে সংসারের নিবৃত্তি হয়, তিনি স্বয়ং **শ্রীকৃষ্ণই**। নিজমুখেই বলিয়াছেন 'সর্ব্বস্য প্রভবঃ,' ইত্যাদি। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী" ইত্যাদি তাঁহার শ্রীমুখোক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়। 'ন তদ্ভাসয়তে' ইত্যাদি দ্বারা পরে ব্যক্ত করিবেন।

শ্রীনারদের উপদেশেও পাই,—

"তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ" ( ভাঃ—১।৫।১৮ )

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবির বাক্যেও পাই,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

( ভাঃ—১১।২।৩৭ )

মাতা দেবহূতিও বলিয়াছেন,—

"তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্"

( ভাঃ—৩।২৫।১১ )

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

( মধ্য—২০।১১৭-১২০ )

অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতি একমাত্র সংসার-নিবৃত্তির উপায়॥ ৩-৪॥

**নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।**
**দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫॥**

**অন্বয়**—নির্ম্মানমোহাঃ ( মান ও মোহ শূন্য ) জিতসঙ্গদোষাঃ ( সঙ্গদোষ রহিত ) অধ্যাত্মনিত্যাঃ ( আত্ম-জ্ঞান নিরত ) বিনিবৃত্তকামাঃ ( বিশেষভাবে কামনাশূন্য ) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ ( সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বব্যাপার হইতে ) বিমুক্তাঃ ( বিমুক্ত ) অমূঢ়াঃ ( অবিদ্যানিবৃত্ত পুরুষগণ ) তৎ ( সেই ) অব্যয়ম্ পদং ( নিত্য পদ ) গচ্ছন্তি ( প্রাপ্ত হন॥ ৫॥

**অনুবাদ**—অহঙ্কার ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষরহিত, পরমাত্মা-আলোচনাপর, নিবৃত্তকাম, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বব্যাপার হইতে বিমুক্ত, অবিদ্যানির্ম্মুক্ত পুরুষগণই সেই অব্যয়পদ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৫॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অভিমানহীন, মোহ-শূন্য, সঙ্গদোষ-রহিত, নিত্যানিত্য-বিচার-পরায়ণ, নিবৃত্তকাম, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ হইতে মুক্ত, প্রপত্তি-বিধিজ্ঞ পুরুষসকলই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন॥ ৫॥

**শ্রীবলদেব**—তৎপ্রপত্তৌ সত্যাং কীদৃশাঃ সন্তস্তৎপদং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ,—নির্ম্মানেতি। মানঃ সৎকারজন্যো গর্ব্বঃ, মোহো মিথ্যাভিনিবেশস্তাভ্যাং নির্গতাঃ, জিতঃ সঙ্গদোষঃ প্রিয়ভার্য্যাদিস্নেহলক্ষণো যৈস্তে, অধ্যাত্মং স্বপরাত্ম-বিষয়কো বিমর্শঃ স নিত্যো নিত্যকর্ত্তব্যো যেষাং তে, সুখাদিহেতুত্বাত্তৎ-সংজ্ঞৈর্দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্বিমুক্তাস্তৎসহিষ্ণবঃ, অমূঢ়াঃ প্রপত্তিবিধিজ্ঞাঃ॥ ৫॥

**বঙ্গানুবাদ**—সেই ঈশ্বরের শরণাগতি জন্মিলে, কি জাতীয় অবস্থাপন্ন হইয়া সেই পদকে লাভ করিতে পারা যায়, ইহাই বলা হইতেছে—'নির্ম্মানেতি'। মান—সৎকার জন্য অর্থাৎ ভাল কার্য্যহেতু পুরস্কারাদির জন্য গর্ব্ব,

মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ, এই দুইটি হইতে নির্গত ( নির্ম্মুক্ত ) যাঁহারা তাঁহারা, জিত—সম্পূর্ণরূপে পরাভূত, প্রিয় ভার্য্যাদির প্রতি স্নেহরূপ সঙ্গদোষ যাঁহাদের দ্বারা তাঁহারা, অধ্যাত্ম—স্বীয় আত্মা ও পরমাত্ম-বিষয়ক বিমর্শ ( বিশেষরূপে চিন্তা ) যাঁহাদের নিত্য—নিত্য কর্ত্তব্য। সুখাদির হেতু বিষয়, তৎসংজ্ঞিত দ্বন্দ্ব—শীতউষ্ণাদির দ্বারা বিমুক্ত ( অসংস্পৃষ্ট বা অলুব্ধ ) গণ তাহার সহিষ্ণুতাযুক্ত ব্যক্তিগণ, অমূঢ়—প্রপত্তির বিধি জানেন ॥ ৫ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি স্বীকার করিলে অর্থাৎ শরণাগত হইলে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পদ অর্থাৎ শ্রীপাদপদ্ম লাভ করে, তাহাই শ্রীভগবান্ এক্ষণে বলিতেছেন।

মান—অর্থাৎ সৎকারজনিত গর্ব্ব, মোহ—অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ, তাহা হইতে নির্গত—শূন্য ; জিত—সঙ্গদোষ অর্থাৎ প্রিয় ভার্য্যাদির প্রতি যে স্নেহাদি লক্ষণ, সঙ্গ—অর্থাৎ আসক্তি, তাহা রহিত ; অধ্যাত্ম—অর্থাৎ স্ব ও পরমাত্ম-বিষয়ক বিচার-পরায়ণ ; নিত্য কর্ত্তব্য-পরায়ণ ; নিবৃত্ত কাম ; শীতোষ্ণাদি সুখ ও দুঃখাত্মক দ্বন্দ্ব-বিষয় হইতে মুক্ত অর্থাৎ সহিষ্ণু ; এবং অমূঢ় অর্থাৎ প্রপত্তির বিধি-বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ সেই অব্যয় পদ লাভ করিতে পারেন ॥ ৫ ॥

**ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।**
**যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬॥**

**অন্বয়**—যৎ ( যাঁহাকে ) গত্বা ( প্রাপ্ত হইয়া ) [ ভক্তগণ ] ন নিবর্ত্তন্তে ( নিবৃত্ত হন না ) তৎ ( তাহা ) মম ( আমার ) পরমং ধাম ( সর্ব্বপ্রকাশক তেজ )। সূর্য্যঃ, তৎ ( তাহাকে ) ন ভাসয়তে ( প্রকাশ করিতে পারে না ) ন শশাঙ্কঃ ( চন্দ্র নহে ) ন পাবকঃ ( অগ্নিও নহে ) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ আর পুনরাবর্ত্তন করেন না, তাহা আমার সর্ব্বপ্রকাশক ধাম, সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র নহে, অগ্নিও নহে ॥ ৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয় ধামকে প্রকাশ করিতে পারেন না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীবের আনন্দলাভে আর নিবৃত্তি হয় না। মূলতত্ত্ব এই যে, জীবের দুইটি অবস্থা অর্থাৎ সংসার

ও মুক্তি ; সংসারিদশায় জীব—দেহাত্মাভিমান-বশতঃ জড়সঙ্গ-লিপ্সু, আর মুক্তাবস্থায় শুদ্ধজীব—আমার পবিত্র চিদ্‌বিলাস-ভাবের নিরন্তর আস্বাদক। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গশস্ত্র-দ্বারা সংসাররূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। জড়সম্বন্ধি-বস্তুতে আসক্তিকে 'সঙ্গ' বলা যায়। জড়মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যিনি জড়সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ, তাঁহার স্বভাব—নিগুর্ণ ; তিনিই কেবল নিগুর্ণ-ভক্তি লাভ করেন। সৎসঙ্গকেও 'অসঙ্গ' বলি, অতএব সংসারি-জীব জড়াসক্তি-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের আশ্রয়-দ্বারা সংসারকে সমূলে ছেদন করিবেন। কেবল সন্ন্যাস-লিঙ্গ ধারণ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্য আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসারনাশ হয় না। ইতর-তৃষ্ণা ত্যাগপূর্ব্বক পরম-রস-রূপা মদ্ভক্তি অবলম্বন করিলে সংসার-নাশ-রূপা মুক্তিই জীবের অবান্তর ফলস্বরূপে উপস্থিত হয়। অতএব দ্বাদশ-অধ্যায়ে যে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-জীবের একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে সমস্ত-জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবকস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের নিগুর্ণতা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সকলপ্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা এবং ভক্তির আনুষঙ্গিক-ফলস্বরূপ ইতর বৈরাগ্যের নিগুর্ণতা প্রদর্শিত হইল ॥ ৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—গন্তব্যং পদং বিশিংষন্ পরিচায়য়তি,—ন তদিতি। প্রপন্না যদ্গত্বা যতো ন নিবর্ত্তন্তে, তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ। সর্ব্বাবভাসকা অপি সূর্য্যাদয়স্তন্ন ভাসয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" ইত্যাদি-শ্রুতেশ্চ ; সূর্য্যাদিভিরপ্রকাশ্যস্তেষাং প্রকাশকঃ স্বপ্রকাশক-চিদ্বিগ্রহো লক্ষ্মী-পতিরহমেব পদ-শব্দবোধ্যঃ প্রপন্নৈর্লভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—গন্তব্য পদকে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পরম ধামের বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছেন—'ন তদিতি,' শরণাগত ব্যক্তিগণ যেই ধামে গমন করিয়া, পুনরায় কখনও ফিরিয়া আসেন না, সেইটীই আমার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ, ইহা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিত। সমস্ত বস্তুর অবভাসক অর্থাৎ প্রকাশক সূর্য্য প্রভৃতিও সেই ধাম প্রকাশ করে না ; শ্রুতিও বলিয়াছেন "সেখানে সূর্য্যও প্রকাশিত হয় না" ইত্যাদি। সূর্য্যাদি কর্ত্তৃক অপ্রকাশ্য। কারণ—সেই সূর্য্যাদির প্রকাশক—স্বয়ং-প্রকাশ চিদ্‌বিগ্রহধারী লক্ষ্মীপতি আমিই সেই 'পদ'শব্দের বোধ্য (প্রতিপাদ্য)। (এই পদ) শরণাগত ভক্তগণ কর্ত্তৃকই লভ্য ॥ ৬ ॥

**অনুভূষণ**—সেই গন্তব্য পদকে বিশেষভাবে বর্ণন পূর্ব্বক পরিচয় করাইতেছেন। শরণাগত ব্যক্তি যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করে না, তাহাই তাঁহার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ। পরম অর্থে শ্রীমৎ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। সকলের প্রকাশক ; সূর্য্যাদিও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রুতিতেও আছে, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" (২।২।১৫) সূর্য্যাদির অপ্রকাশ্য, অধিকন্তু সূর্য্যাদিরও প্রকাশক। স্বপ্রকাশ, চিদ্বিগ্রহ, লক্ষ্মীপতি আমিই প্রপন্নগণের লভ্য, 'পদ' শব্দে বুঝিতে হইবে।

এতৎ প্রসঙ্গে কঠোপনিষদের "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (২।২।১৫) শ্লোক আলোচ্য ॥ ৬ ॥

হরিবংশেও পাওয়া যায়,—"তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম সমস্ত জগৎকে বিভক্ত করিয়াছেন। আমারই সেই ঘন তেজকে, হে ভারত! তোমার জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।**
**মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥**

**অন্বয়**—মম এব ( আমারই ) অংশঃ; সনাতনঃ ( নিত্য ) জীবভূতঃ বিভিন্নাংশ জীব ) জীবলোকে ( এই জগতে ) প্রকৃতিস্থানি ( প্রকৃতিতে অবস্থিত ) মনঃ ষষ্ঠানি ( মনকে লইয়া ছয় ) ইন্দ্রিয়াণি ( পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ) কর্ষতি ( আকর্ষণ করে ) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**—আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব, এই জগতে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যদি বল, জীবের এবম্ভূত দুই প্রকার দশা কিরূপে হয়? তবে শুন। আমি—পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ—দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ; স্বাংশ-ক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদি-রূপে লীলা প্রকাশ করি ; বিভিন্নাংশ-ক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কর-রূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশপ্রকাশে আমার অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে ; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বর অহংতত্ত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংতার

উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্তদশা ও বদ্ধদশা ; উভয়-দশায়ই, জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য ; মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য, আর বদ্ধদশায় জীব, স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয়-তত্ত্ববোধে বহন করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—নন্থ ত্বৎপ্রপত্ত্যা যস্তৎপদং যাতি, স জীবঃ ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—মমৈবেতি। জীবঃ সর্ব্বেশ্বরস্য মমৈবাংশো, ন তু ব্রহ্মরুদ্রাদেরীশ্বরস্য ; স চ সনাতনো নিত্যো, ন তু ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিতঃ ; স চ জীবলোকে প্রপঞ্চে স্থিতো মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি কর্ষতি—পাদাদিশৃঙ্খলা ইব বহতি ; তানি কীদৃংশীত্যাহ,—প্রকৃতিস্থানি প্রকৃতিবিকারভূতাহঙ্কারকার্য্যাণীত্যর্থঃ। তত্র মনঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারস্য, শ্রোত্রাদিকং তু রাজসাহঙ্কারস্য কার্য্যমিতি বোধ্যম্। ভগবৎপ্রপত্ত্যা প্রাকৃতকরণহীনো ভগবল্লোকং গতস্তু ভাগবতৈর্দেহকরণৈর্বিভূষণৈরিব বিশিষ্টো ভগবন্তং সংশ্রয়ন্ নিবসতীতি সূচ্যতে ;—"স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসংপদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতি" ইতি মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতেঃ, "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ, ভগবৎসংকল্প-সিদ্ধ-চিদ্বিগ্রহস্তত্র ভবতীতি। যত্তু, ঘটাকাশবজ্জলাকাশবদ্বা জীবো ব্রহ্মণোহংশোহন্তঃকরণেনাবচ্ছেদাত্তস্মিন্ প্রতিবিম্বনাদ্বা ঘটজলনাশে তত্তদাকাশস্য শুদ্ধাকাশত্ববদন্তঃকরণনাশে জীবাংশস্য শুদ্ধব্রহ্মত্বমিতি বদন্তি, ন তৎসারম্,—'জীবভূতঃ' 'মমাংশ' 'সনাতনঃ' ইত্যুক্তিব্যাকোপাৎ ; পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য 'দেহিনোঽস্মিন্ যথা" ইত্যত্র প্রত্যাখ্যানাচ্চ, প্রতিবিম্বসাদৃশ্যাত্তু, তত্ত্বং মন্তব্যমম্বুবদধিকরণবিনির্ণয়াৎ। তস্মাৎ, ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বং জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং বিধুমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টং চেদমেকবস্ত্বেকদেশত্বং চাংশত্বমাহুঃ। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু, জীবো ব্রহ্মশক্তিঃ—'ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্' ইতি পূর্ব্বোক্তেরতস্তদেকদেশত্বাদংশো জীবঃ ॥ ৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—তোমার প্রপত্তির দ্বারা ( শরণাগতি দ্বারা ) যিনি সেই পরমপদ লাভ করেন, সেই জীব কে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'মমৈবেতি'। জীব—সর্ব্বেশ্বর আমারই অংশ ; কিন্তু এই জীব ব্রহ্ম বা রুদ্রাদি ঈশ্বরের অংশ নহে। সেই জীব সনাতন—নিত্য, ঘটাকাশাদির মত কল্পিত নহে।

সেই জীব এই প্রপঞ্চে—জীবলোকে অবস্থান করিয়া মনসহ শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গণকে আকর্ষণ করে,—পাদাদিশৃঙ্খলের মত বহন করে ( যে পাদাদি অঙ্গ বন্ধন শৃঙ্খলকে বহন করে )। সেই ইন্দ্রিয় কিরূপ ? ইহাই বলা হইতেছে— ইহারা প্রকৃতিতেই অবস্থিত অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারভূতস্বরূপ অহঙ্কারের কার্য্য। ( সেই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে ) মন—সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য, কিন্তু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় রাজসিক অহঙ্কারের কার্য্য বলিয়া জানিবে। শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা অর্থাৎ শরণাগতির ফলে প্রাকৃত (প্রকৃতি-সম্ভূত) ( চক্ষুঃ-কর্ণাদি ) ইন্দ্রিয় বিহীন হইয়া ভগবদ্-ধামে গমন করিয়া সেখানে কিন্তু ভাগবত দেহ ও করণ ( ইন্দ্রিয়াদি ) বিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ অলঙ্কারের মত অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া শ্রীভগবানকে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বাস করিয়া থাকেন ; শ্রুতি ইহাই সূচনা করিতেছে। "সেই এই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এই মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মের দ্বারা দেখে, ব্রহ্মের দ্বারা শ্রবণ করে এবং ব্রহ্মের দ্বারাই এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করে।"—ইহাই মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতি।

'যে স্থানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তিধারী হইয়া বাস করেন' ইত্যাদি স্মৃতিও প্রমাণ। তথায় পুরুষ শ্রীভগবানের সঙ্কল্প হইতে চিদ-বিগ্রহধারী হয়। তবে যে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জীবের মধ্যে ব্রহ্মেরই অংশ যেমন ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ অথবা যেমন জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ, বিভু হইলেও অন্তঃকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধতার জন্য অথবা জলে প্রতিবিম্ব নাশবশতঃ ঘট ও জলের নাশ ঘটিলে যেমন ঘটাকাশ, জলাকাশ, মহাকাশরূপেই অবস্থান করে, সেইরূপ অন্তঃকরণের ধ্বংস হইলে জীবাংশেরও শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতা, এইমত সারগর্ভ নহে ; কারণ 'জীবভূতঃ' জীবস্বরূপ একথা বলায়, প্রতিবিম্বের মত জীব মিথ্যা নহে এবং 'মমাংশঃ' জীব আমার অংশ এই উক্তি হইতেও বুঝা যায় যে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের অগ্নি হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন পৃথক্ সত্তার মত জীবের পৃথক্ সত্তা, ইহা ভেদ-বোধক ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা বোধিত হইতেছে। এবং 'সনাতনঃ' একথা বলায় জীবের নাশ নাই, ইহা সূচিত হইতেছে কিন্তু প্রতিবিম্বের নাশ, ঘটের নাশ আছে, এই বৈলক্ষণ্য-বশতঃ ঐ উক্তি সারগর্ভ নহে, যাহা স্বীকার করিলে, এই ভগবদুক্তিগুলির বিরোধ হইয়া পড়ে। তদ্‌ভিন্ন অদ্বৈতবাদীর উক্ত অবিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ এই উভয়েরই 'দেহিনোঽ-

স্মিন্’ ইত্যাদি দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত শ্লোকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তবে প্রতিবিম্বসাদৃশ্যবশতঃ জীব একটি বস্তুভূত পদার্থ কারণ সাদৃশ্য বলিলেই দুইটি পদার্থের সত্তা মানিতেই হইবে ; এজন্য জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথকৃভূত কিন্তু ব্রহ্ম-সদৃশ মানিতে হইবে ; ইহা ‘অম্বুবদধিকরণ বিনির্ণয়াৎ’ এই বেদান্তসূত্রে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অতএব জীব ব্রহ্মের উপসর্জ্জন অর্থাৎ অংশ, যেমন চন্দ্র-মণ্ডলের শতাংশ শুক্রমণ্ডল ইত্যাদি স্থলে অংশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অংশকে একদেশই বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতেছে অনন্তময় একটি অদ্বিতীয় শক্তিমৎবস্তু, জীব সেই ব্রহ্মের একটি শক্তিবিশেষ, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—যথা ‘ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং’ ইত্যাদি জীব নামে অপর একটি শক্তি আছে, যাহা পরা প্রকৃতি স্বরূপ জানিও। অতএব ব্রহ্মের একদেশবশতঃ জীব তাঁহার অংশ ॥ ৭ ॥

**অনুভূষণ**—যদি প্রশ্ন হয় যে, ভগবৎ-প্রপত্তি-দ্বারা যিনি সেই অব্যয় পদ লাভ করেন, সেই জীব কে ? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সেই জীব সর্ব্বেশ্বর আমারই অংশ, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ঈশ্বরের অংশ নহে ; সেই জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য। ঘটাকাশাদির ন্যায় কল্পিত নহে ; সেই জীব জীব-লোক প্রপঞ্চে অবস্থিত হইয়া মন-সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ বা পাদশৃঙ্খলা-দির ন্যায় বহন করে। সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, প্রকৃতির বিকারভূত অহঙ্কারের কার্য্য। তাহাতে মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের এবং শ্রোত্রাদি কিন্তু রাজস অহঙ্কারের কার্য্য বুঝিতে হইবে। ভগবৎ-প্রপত্তির দ্বারা প্রাকৃত-করণহীন ব্যক্তি ভগবল্লোকে গমন পূর্ব্বক ভাগবত দেহ-লাভ করতঃ তদনুরূপ করণ-বিভূষণে ভূষিতের ন্যায় বিশিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানকে আশ্রয়-পূর্ব্বক তথায় বাস করেন, ইহাই সূচিত হয়। মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতিতে উক্ত আছে,—“সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ এই মর্ত্ত্য-শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারাই দর্শন, ব্রহ্মদ্বারাই শ্রবণ এবং ব্রহ্মদ্বারাই এই সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া থাকেন।” স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—“যেখানে সকল পুরুষেরা বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বাস করেন।” ভগবৎ-সঙ্কল্পসিদ্ধ চিদ্বিগ্রহ তথায় লাভ হয়। অন্তঃকরণ-অবচ্ছেদহেতু ঘটাকাশবৎ বা জলাকাশবৎ জীবে ব্রহ্মের অংশ, তাহাতে প্রতিবিম্ব নাশ হেতু বা ঘটজল নাশ হইলে সেই সেই আকাশের যেরূপ শুদ্ধ আকাশত্ব হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ নাশ হইলে জীবাংশের শুদ্ধ ব্রহ্মত্ব

লাভ হয়, এই কথা যাঁহারা বলেন—তাহা অসার, কারণ উহাতে 'জীবভূতঃ' 'মমাংশঃ' 'সনাতনঃ' এই উক্তি সমূহের বিরোধ হয়; পরিচ্ছেদাদি বাদদ্বয় 'দেহিনোঽস্মিন্ যথা' ( ২।১৩ ) এই বাক্যে প্রত্যাখ্যাত বা খণ্ডিত হইয়াছে। প্রতিবিম্ব সাদৃশ্যবশতঃ কিন্তু তত্ত্ব মন্তব্য; অধিকরণ বিনির্ণয়-হেতু যেমন জল। অতএব ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাধীনত্ব জীবের ব্রহ্মাংশত্ব। যেমন চন্দ্রমণ্ডলের শতাংশ শুক্রমণ্ডল প্রভৃতিতেও ইহা দেখা যায় যে, একবস্তুর একদেশত্বকেই অংশত্ব বলে। ব্রহ্ম শক্তিমৎ এক বস্তু, জীব ব্রহ্ম-শক্তি, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—'ইহা হইতে আমার অন্য পরা প্রকৃতিকে জীবভূতা বলিয়া জানিবে' অতএব তাঁহার একদেশহেতু জীব তাঁহার অংশ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মধ্যে পাই,—

"ত্বদীয়া ভক্তিদ্বারা সংসার অতিক্রম করিয়া তৎপদগামী জীব কে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'মমৈবাংশঃ' ইত্যাদি। বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—'শ্রীভগবানের স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ—এই দুই প্রকার ভাগের বিষয় কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্নাংশই জীব।' 'সনাতনঃ'—নিত্য, এবং সে বদ্ধদশায় মনই যে সকল ইন্দ্রিয়ের ষষ্ঠ, প্রকৃতির উপাধিতে স্থিত সেই ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করে। এই সকল আমারই নিজের বলিয়া অভিমান-দ্বারা গৃহীত পদযুগলে আবদ্ধ শৃঙ্খলের ন্যায় আকর্ষণ করে।"

বর্ত্তমান্ শ্লোকে শ্রীভগবান্ জীব-তত্ত্বের বিষয়ে বর্ণন করিতেছেন। জীবকে তাঁহার অংশ বলিলেও, অংশ আবার স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্বাংশ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীব বিভিন্নাংশ তত্ত্ব, কিন্তু উভয়ই সনাতন বস্তু।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

> "স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার।
> অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
> স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
> বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥" ( মধ্য—২২।৮-৯ )

বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে জীবের দুই প্রকার অবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীব নিরুপাধিক ও বিশুদ্ধ কিন্তু বদ্ধাবস্থায় সেই জীব সোপাধিক বলিয়া প্রকৃতির আশ্রয়ে

মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাকৃত দেহকে নিজবোধে আকর্ষণ বা বহন করে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥" (১১।১১।৪)

অর্থাৎ হে মহামতে! অদ্বিতীয় স্বরূপ আমারই অংশে জীব উদ্ভূত হইয়া অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অন্যত্রও শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—"যয়া সম্মোহিতো জীবঃ" (১।৭।৫) যাহারা জীবের সহিত ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের কেবলাভেদ বিচার পোষণ করেন, তাহাদের সেই ভ্রমপূর্ণ বিচার শ্রীভগবান্ এ স্থলে 'মমৈবাংশঃ' 'জীবভূতঃ' প্রভৃতি শব্দে নিরাকরণ করিতেছেন। যাহারা বলেন 'ব্রহ্মই' মায়ার আশ্রয়ে 'জীব' বলিয়া পরিচিত হন এবং মায়ামুক্ত হইলেই পুনরায় 'ব্রহ্ম' হন, শ্রীভগবান্ এক্ষণে 'সনাতনঃ' শব্দের দ্বারা তাহারও নিরাকরণ পূর্ব্বক জীবের নিত্যত্ব বিচার স্থাপন করিতেছেন। মুক্ত ও বদ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই যে জীব নিত্য, তাহা গীঃ—২।২৩-২৪ শ্লোকেও পাওয়া যায়।

জীব যদি সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইত, তাহা হইলে তাহার এইরূপ সংসার-দশা লাভ হইত না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুত্যুক্ত বিচারে ব্রহ্মের ভ্রম বা অজ্ঞান সম্ভব নহে। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর-সহ কহত অভেদ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬১)

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-রচিত প্রমেয়রত্নাবলীতেও পাওয়া যায়,—

"প্রতিবিম্ব-পরিচ্ছেদপক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।
বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্ভির্নিরাকৃতৌ॥" (৪।৮)

"প্রথমতঃ—ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন তাহার প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব? সর্ব্বব্যাপক বস্তুর প্রতিবিম্বরূপ ভেদ কখনও হইতে পারে না; যেমন, জাগতিক দৃষ্টান্ত সর্ব্বব্যাপী আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না—আকাশে খণ্ডিত সাকার গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কেরই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে

বায়ু, কাল, দিক্ প্রভৃতিরও প্রতিবিম্ব হইতে পারিত। অতএব সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্ম অবিষয় সুতরাং নির্গুণ। নির্গুণ অবিষয়ের কিরূপে পরিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইতে পারে? আকাশ জাত-দ্রব্য বলিয়া পরিণাম বিশিষ্ট; জাতদ্রব্যের ঐরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম জাত-দ্রব্য নহে, সুতরাং ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ নিরাকৃত হইল। পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে টঙ্ক (প্রস্তর-ভেদন-অস্ত্র) ছিন্ন পাষাণ খণ্ডের ন্যায় বিকারী বলা হয়; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী, তাহার পরিচ্ছেদরূপ ভেদ হইতে পারে না। অতএব প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ—এই উভয় মতবাদই দূষিত।"—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

. কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অভেদ-সূচক বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তদুত্তরে আমরা ছান্দোগ্যের এই বাক্য আলোচনা করিতে পারি। "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি।" (ছাঃ—৫।১।১৫)

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বলেন,—

"প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে॥" (প্রেমেয় রত্নাবলী ৪।৬)

এমন কি, আচার্য্য শঙ্করের বাক্যেও ভেদবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—

শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো যৎ কর্ম্মকর্ত্তৃর্ব্যপদেশ উক্তঃ;
ব্যাখ্যা কৃতা ভাষ্যকৃতাতথৈব-গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদ বা কৈঃ॥
(তত্ত্বমুক্তাবলী ৫৮)

"কর্ম্মকর্ত্তব্যপদেশাচ্চ" সূত্রে (ব্রঃ সূঃ ১।২।৪) সূত্রকার শ্রীমদ্বেদব্যাস জীব-ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে" (১।৩।১) কঠোপনিষদের এই শ্লোক লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মসূত্রের "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মনৌ হি তদ্দর্শনাৎ" (১।২।১১) সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া "আত্মানৌ" শব্দে বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"যদি বল, শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে॥
যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি॥

তবু তোমা হইতে যে হইয়াছি 'আমি'।
আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥

যেন সমুদ্রের সে 'তরঙ্গ' লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে॥

অতএব জগৎ তোমার তুমি পিতা।
ইহলোক পরলোক তুমি সে রক্ষিতা॥

যাহা হৈতে হয় জন্ম যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥

এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়॥" (অন্ত্য—৩।৪৭,৪৯-৫৪)

জীবস্বরূপের অণুত্ব-প্রযুক্ত 'ভেদ' শ্রুতিতে বহুস্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা" ( বৃহদাঃ—২।১।২০ ) "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা" (শ্বেতাশ্বঃ—৫।৯) "এষোঽণুরাত্মা" (মুণ্ডক—৩।১।৯)। বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্য্যগণও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-বিচার স্বীকার করিয়াছেন। শুদ্ধ দ্বৈতমতে—"যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা" ( তত্ত্বমুক্তাবলী ১০ ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—"অণুং হি জীবং প্রতিদেহ-ভিন্নং" ( নিম্বার্ককৃত দশশ্লোকী ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বাক্যেও পাই,—"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ" ( শ্রীধরস্বামী-উদ্ধৃত )

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়, —"যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো" ( ৩।৭।১৫ )

স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবস্বরূপ সম্বন্ধে যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে চরম ও পরম মীমাংসা। তিনি শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

> "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
> কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' ভেদাভেদ—প্রকাশ" ॥
>
> ( চৈঃ চঃ মধ্য—২০।১০৮ ) ॥ ৭ ॥

**শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।**
**গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥**

**অন্বয়**—ঈশ্বরঃ ( দেহের ইন্দ্রিয়াদির স্বামী জীব ) যৎ ( যখন ) শরীরং ( দেহ ) অবাপ্নোতি ( প্রাপ্ত হন ) যৎ চ অপি ( এবং যাহা হইতে ) উৎক্রামতি ( নিষ্ক্রান্ত হন ) বায়ুঃ, আশয়াৎ ( পুষ্পকোষ হইতে ) গন্ধান্ ইব ( গন্ধের ন্যায় ) এতানি ( এই ছয় ইন্দ্রিয়কে ) গৃহীত্বা ( গ্রহণ করিয়া ) সংযাতি ( গমন করে ) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**—দেহস্বামী জীব যখন কোন শরীর গ্রহণ করে এবং শরীর হইতে নির্গত হয়, তখন বায়ু যেরূপ পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক লইয়া যায়, সেইপ্রকার জীবও এই সকল ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে লইয়া গমন করে ॥ ৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—মরণান্তেই যে বন্ধদশা শেষ হয়, তাহা নয়। জীব এই স্থূলশরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে, এবং সময় উপস্থিত হইলে, পরিত্যাগ করে। এক-শরীর হইতে অন্য-শরীরে গমনকালে সে সেই শরীরসম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয় পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব সূক্ষ্মভূতসহকারে একটি স্থূল-শরীর হইতে অন্য স্থূল-শরীরে ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়া প্রয়াণ করে ॥ ৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—'জীবলোকে স্থিত ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি ইত্যুক্তম্; তৎ প্রতি-পাদয়তি,—শরীরমিতি। ঈশ্বরঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাং স্বামী জীবো যদ্যদা পূর্ব্ব-শরীরাদন্যচ্ছরীরমবাপ্নোতি, যদা চাপ্তাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি, তদৈতানীন্দ্রিয়াণি ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বা যাত্যাশয়াৎ পুষ্পকোশাদ্গন্ধান্ গৃহীত্বা বায়ুরিব স যথান্যত্র যাতি, তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'জীবলোকে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করে' ইহা যে বলা হইয়াছে—তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে—'শরীরমিতি'। ঈশ্বর —শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির স্বামী, জীব যখন পূর্ব্বপূর্ব্বদেহ হইতে অন্য শরীর লাভ করে এবং যখন গৃহীত শরীর হইতে চলিয়া যায়, তখন এই ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মভূতগুলির সহিত গ্রহণ করিয়া যায়। ফুলের কোষ হইতে বায়ু যেমন গন্ধ গ্রহণ করিয়া অন্যত্র যায়, সেইরূপ ॥ ৮ ॥

**অনুভূষণ**—জীবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক জীব ইন্দ্রিয় সমূহ আকর্ষণ করে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে প্রতিপাদন করিতেছেন। ঈশ্বর অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্বামী—জীব যখন প্রাপ্ত শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীর লাভ করে, তখন এই সকল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মভূত সমূহের সহিত গ্রহণ-পূর্ব্বক যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন।

বদ্ধাবস্থায় জীব কিরূপভাবে দেহান্তর লাভ করে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। মরণের পর জীবের বদ্ধাবস্থা শেষ হয় না, যতদিন ভগবদ্-ভজন ফলে জীব মুক্তিলাভ না করে, ততদিন কর্ম্মানুসারে জন্ম-জন্মান্তর লাভ ঘটে। জন্ম-জন্মান্তর কি প্রকারে লাভ হয়, তাহাই এক্ষণে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন। বায়ু যেমন পুষ্পাদি আধার হইতে গন্ধগুণ গ্রহণ করে কিন্তু পুষ্পাদি তথায়ই থাকে, সেই প্রকার জীব মরণকালে স্থূলদেহকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিতকালের বাসনাযুক্ত মন ও তদনুরূপ ইন্দ্রিয়গণকে সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য স্থূলদেহ আশ্রয় করে। এইরূপ বারম্বার স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে বাসনানুযায়ী দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"মনঃ কর্ম্মময়ং নৃ্ণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥" (১১।২২।৩৭)

অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কারযুক্ত মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। আত্মা ইহা হইতে ভিন্ন হইলেও অহঙ্কারের দ্বারা সেই মনের অনুগমন করিয়া থাকে।

শ্রীকপিল দেবের বাক্যেও পাই,—

"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥" (ভাঃ—৩।৩১।৪৩)॥ ৮॥

**শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।**
**অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥**

**অন্বয়**—অয়ং ( এই জীব ) শ্রোত্রম্ ( কর্ণ ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং চ ( ত্বক্ ) রসনং ( জিহ্বা ) ঘ্রাণম্ এব চ ( এবং নাসিকা ) মনঃ চ ( ও মনকে ) অধিষ্ঠায় ( আশ্রয় করিয়া ) বিষয়ান্ ( বিষয় সমূহকে ) উপসেবতে ( উপভোগ করে ) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**—এই জীব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয়-সমূহকে উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অন্য স্থূল-শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ-প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধজীবসকল বিষয়সমূহ সেবা করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—তানি গৃহীত্বা কিমর্থং যাতি? তত্রাহ,—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি সমনস্কান্যধিষ্ঠায়াশ্রিত্যায়ং জীবো বিষয়ান্ শব্দাদীনুপভুঙ্্ক্তে—তদর্থং তদ্গ্রহণমিত্যর্থঃ। চ-শব্দাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ প্রাণাংশ্চাধিষ্ঠায়েত্যবগম্যম্ ॥ ৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—জীব সেই সকল ( ইন্দ্রিয়গুলি ) গ্রহণ করিয়া কিজন্য গমন করে? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'শ্রোত্রমিতি'। মনসহ শ্রোত্রাদি-সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দাদিবিষয়কে ( ভোগ্যবস্তুগুলিকে ) উপভোগ করে।—সেই জন্যই ইন্দ্রিয়দের গ্রহণ—ইহাই তাৎপর্য্য। 'চ' শব্দ থাকায় তাহার অর্থ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া, ইহাই জানিবে ॥ ৯ ॥

**অনুভূষণ**—যদি পূর্ব্ব পক্ষ হয় যে, জীব ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ পূর্ব্বক কিজন্য যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—মনের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দাদি-বিষয় সমূহ উপভোগ করে। 'চ' শব্দে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-প্রাণকে আশ্রয় করিয়া, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

**অন্বয়**—বিমূঢ়াঃ ( মূঢ় ব্যক্তিগণ ) উৎক্রামন্তং ( দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে ) স্থিতং বা অপি ( অথবা দেহে অবস্থান কালে ) ভুঞ্জানং বা ( কিম্বা বিষয়-ভোগকালে ) গুণান্বিতম্ [ জীবং ] ( ইন্দ্রিয়াদি সংযুক্ত জীবকে ) ন অনুপশ্যন্তি ( দেখিতে পায় না ) জ্ঞানচক্ষুষঃ ( বিবেকিগণ ) পশ্যন্তি ( দেখিতে পান ) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—অবিবেকী মূঢ়লোকগণ দেহ হইতে দেহান্তরে গমনকালে, বা দেহে অবস্থান কালে কিম্বা বিষয়-ভোগকালে, ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত এই জীবকে দেখিতে পায় না, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানিগণ দেখিতে পান ॥ ১০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—মূঢ় লোকেরা জীবের এইরূপ উৎক্রান্তি, স্থিতি ও গুণসম্ভোগ বিবেক-সহকারে বিচার করিয়া দেখে না ; যাঁহারা—শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা এই সমুদায়ের বিচার করিয়া ইহাই স্থির করেন যে, জীবের বদ্ধদশাটি —জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর ॥ ১০ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং শরীরস্থত্বেনানুভবযোগ্যমবিবেকিনস্তমাত্মানং নানুভবন্তীত্যাহ,—উদিতি। শরীরাদুৎক্রামন্তং তত্রৈব স্থিতং বা স্থিত্বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহৈরিন্দ্রিয়াদিভির্ব্বান্বিতং যুক্তমনুভবযোগ্যমপ্যাত্মানংবিমূঢ়াশ্চিরন্তনবাসনাকৃষ্টচিত্ততয়া বিবেকাযোগ্যাঃ নানুপশ্যন্তি নানুভবন্তি। জ্ঞানচক্ষুষো বিবেকজ্ঞাননেত্রাস্তু তং পশ্যন্তি—শরীরাদিবিবিক্তমনুভবন্তি ॥ ১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই প্রকারে শরীরের মধ্যে অবস্থিতত্বরূপে অনুভবের যোগ্য সেই আত্মাকে অবিবেকিগণ অনুভব করিতে পারে না—ইহাই বলা হইতেছে ; 'উদেতি'। শরীর হইতে উৎক্রমণকারী অথবা শরীরেই স্থিত কিংবা শরীরে থাকিয়াই বিষয়-ভোগকারী সেই আত্মা সুখদুঃখ ও মোহগুণসম্পন্ন ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যুক্ত অতএব অনুভবের যোগ্য হইলেও তাহাকে মূঢ়—বহির্ম্মুখ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অর্থাৎ চিরকালের বাসনাকৃষ্টচিত্তহেতু বিবেকের অযোগ্য জীবগণ অনুভব করিতে পারে না ; জ্ঞানচক্ষুঃ-সম্পন্ন অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞাননেত্রবান্ কিন্তু তাহাকে দেখে অর্থাৎ শরীরাদি হইতে পৃথক অনুভব করে ॥ ১০ ॥

**অনুভূষণ**—এই প্রকারে শরীরে অবস্থান করিলেও অনুভবের যোগ্য সেই আত্মাকে অবিবেকী ব্যক্তিগণ অনুভব করিতে পারে না। তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। শরীর হইতে উৎক্রান্ত, বা শরীরের মধ্যে অবস্থিত বা তথায় অবস্থিত হইয়া বিষয়-ভোগকারী সুখ-দুঃখ-মোহাদির দ্বারা যুক্ত অনুভবের যোগ্য আত্মাকে চিরকাল ভোগবাসনার দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত বিবেক-রহিত বিমূঢ় ব্যক্তিগণ অনুভব করিতে পারে না। বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারেন অর্থাৎ দেহাদি-বিবিক্ত আত্মাকে অনুভব করিতে পারেন আর মূঢ়ব্যক্তিগণ জীবাত্মার বদ্ধাবস্থায় দেহ-ধারণ ও দেহ-ত্যাগ এবং দেহে অবস্থিতিকালে বিষয়-ভোগস্বীকার প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্ব বিবেকসহকারে আলোচনা করিতে পারে না, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানিগণ উহা আলোচনার ফলে জীবের বদ্ধাবস্থাকে অত্যন্ত ক্লেশকর জানিয়া ভগবদ্‌ভজন করতঃ এই ক্লেশ-নাশের যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

**যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।**
**যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥**

**অন্বয়**—যতন্তঃ (চেষ্টাশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণ) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতম্ (অবস্থিত) এনং (এই আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) অকৃতাত্মানঃ (অশুদ্ধচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) যতন্তঃ অপি (যত্নপরায়ণ হইয়াও) এনং (এই আত্মাকে) ন পশ্যন্তি (দর্শন করিতে পারে না) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ**—যতমান্ যোগিসকল দেহে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করেন, অশুদ্ধচিত্ত অবিবেকিগণ চেষ্টাপরায়ণ হইয়াও ইহাকে অবগত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যতমান যোগীসকল বদ্ধজীবের এইরূপ গতি আত্মতত্ত্বেই অবস্থিত বলিয়া আলোচনা করেন ; আর অশুদ্ধচিত্ত যতিসকল চিৎ-তত্ত্বের আলোচনার অভাবেই জীবাত্মার তত্ত্ব অবগত হন না ॥ ১১ ॥

**শ্রীবলদেব**—'জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি' ইত্যেতদ্বিবৃণ্বন্ দুর্জ্ঞানতাং তস্যাহ,—যতন্ত ইতি। কেচিদ্‌যোগিনো যতমানাঃ শ্রবণাদ্যুপায়ানুতিষ্ঠন্ত আত্মনি

শরীরেঽবস্থিতমেনমাত্মানং পশ্যন্তি ; কেচিদ্‌যতমানা অপ্যকৃতাত্মানোঽনির্ম্মলচিত্তা অতোঽবচেতসোঽনুদিতবিবেকজ্ঞানা এনং ন পশ্যন্তীতি দুর্জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বমিত্যর্থ ॥ ১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেখিয়া থাকেন। ইহারই বিস্তৃত বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে তাহার ( সেই আত্মার ) দুর্জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন,—'যতন্ত ইতি'। কোন কোন যোগী যতমান—যত্নশীল হইয়া অর্থাৎ শ্রবণাদি উপায়গুলির অনুষ্ঠান করিয়া শরীরে অবস্থিত এই আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। আবার কোন কোন যোগী পূর্ব্বোক্তভাবে যত্নপরায়ণ হইয়াও অকৃতাত্মা অর্থাৎ চিত্তের নির্ম্মলতার অভাবগ্রস্ত—অচেতন, বিবেকজ্ঞানের উদয় না হওয়ায়, এই আত্মাকে দেখিতে পায় না। এইহেতু এই আত্মতত্ত্ব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১১ ॥

**অনুভূষণ**—জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি অনুভব করেন, ইহা বর্ণনাভিপ্রায়ে তাহার দুর্জ্ঞেয়ত্বও বলিতেছেন। কোন কোন যোগী সৎপ্রসঙ্গলব্ধ শ্রবণাদি উপায় অনুষ্ঠান করিতে করিতে শরীরে অবস্থিত এই আত্মাকে অনুভব করিতে পারেন আবার কোন যোগী সৎপ্রসঙ্গের অভাবে অন্যভাবে যত্নপরায়ণ হইয়াও অকৃতাত্মা অর্থাৎ নির্ম্মলচিত্ত হইতে না পারিয়া, বিবেকজ্ঞানের উদয় না হওয়ায়, এই আত্মাকে অনুভব করিতে পারে না। এই জন্যই আত্মা দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব।

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"ধ্যানাদি দ্বারা যত্নবান্ হইয়া কোন যোগী দেহে অবস্থিত এই আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক্ দর্শন করেন, আবার শাস্ত্রাভ্যাসাদির দ্বারা যত্নশীল হইয়াও অকৃতাত্মা অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির অভাবে, অচেতন মন্দমতি ব্যক্তি এই আত্মাকে দেখিতে পায় না।"

কঠ-উপনিষদেও পাই,— ( ১।২।৭ )

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ।
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ" ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

**অন্বয়**—আদিত্যগতং ( সূর্য্যগত ) যৎ ( যে ) তেজঃ ( তেজ ) চন্দ্রমসি চ ( চন্দ্রে ) যৎ ( যে তেজ ) অগ্নৌ চ ( এবং অগ্নিতে ) যৎ ( যে তেজ ) অখিলম্ জগৎ ( নিখিল জগৎকে ) ভাসয়তে ( প্রকাশিত করে ) তৎ তেজঃ ( সেই তেজ ) মামকম্ ( আমার তেজ বলিয়া ) বিদ্ধি ( জানিবে ) ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ**—সূর্য্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে যে তেজ এবং অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশ করে, সেই সমস্ত আমার তেজ বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যদি বল, সংসারস্থিত জীব জড় ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপে হইবে ? তবে বলি, শুন। জড়জগতেও আমার চিৎসত্তা দেদীপ্যমান, তাহাকে অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ শুদ্ধচিৎপ্রাপ্তি ও জড়ের নাশ সম্ভব। সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে অখিল জগৎ-প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ, অপরের নয় ॥ ১২ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ মদংশস্য জীবস্য সংসার-রক্তস্য মুমুক্ষোশ্চ ভোগমোক্ষ-সাধনমহমেবেতি ভাবেনাহ,—যদিতি চতুর্ভিঃ। আদিত্যে স্থিতং যত্তেজো যচ্চন্দ্রেঽগ্নৌ চ স্থিতং সৎ সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়তি, তত্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি ;—উদিতেন সূর্য্যেণ জ্বলিতেন চ বহ্নিনাদৃষ্টভোগসাধনানি কর্ম্মাণি নিষ্পদ্যন্তে, তিমিরজাড্যনাশাদয়শ্চ সুখহেতবো ভবন্তি। উদিতেন চন্দ্রেণ চৌষধিপোষ-তাপশান্তি-জ্যোৎস্নাবিহারাস্তথাভূতা ভবন্তীতি তেষাং তত্তৎসাধকং তেজো মত্তেজোবিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর সংসারের প্রতি আসক্ত কিংবা মুক্তিকামী আমার অংশ-সম্ভূত জীবের ভোগ ও মোক্ষ-সাধনের মূল আমিই, এই অভিপ্রায় লইয়া—'যদিতি চতুর্ভি' ইত্যাদি চারিটি শ্লোক-দ্বারা বলিতেছেন। সূর্য্যে অবস্থিত যে তেজ এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে অবস্থিত থাকিয়া যে তেজ এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সেই তেজ 'মামক' অর্থাৎ আমারই বলিয়া জানিবে। সূর্য্যের উদয়ের দ্বারা ও অগ্নির প্রজ্বলনের দ্বারা দৃষ্ট পাপপুণ্য ভোগের সাধনোপযোগী কর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অন্ধকার ও জড়তাদির

বিনাশ ( ঐ সূর্য্য ও অগ্নি জীবের ) সুখহেতু স্বরূপ হয়। চন্দ্র উদিত হইয়া ওষধি ( ফল পাকিলে যে সমস্ত বৃক্ষ মরিয়া যায়, যেমন—ধান্য ) বৃক্ষের পোষণ, তাপশান্তি ও জ্যোৎস্নাকালীন বিহারাদি হেতু—সুখের বিষয় হইয়া থাকে অতএব এইসব সুখের সাধক তেজ, উহা আমারই তেজের বিভূতি—ইহাই অর্থ॥ ১২॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ জীব সংসারাসক্ত ও মুমুক্ষুভেদে দুই-প্রকার। শ্রীভগবানই তাহাদের ভোগ ও মোক্ষ সাধনস্বরূপ অর্থাৎ তিনিই উহা জীবকে দিয়া থাকেন। আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ অবস্থিত হইয়া সমগ্র জগৎ প্রকাশ করে, তাহা তাঁহারই তেজ। সূর্য্য উদিত হইয়া এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া জীবের দৃষ্ট ভোগসাধন-কর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন করে এবং অন্ধকার ও জড়তা নাশপূর্ব্বক সুখের কারণ হইয়া থাকে। সেই প্রকার চন্দ্র উদিত হওয়ায় ওষধির পোষকতা, তাপঃশান্তি ও জ্যোৎস্না-বিকিরণ হইয়া থাকে। তাহাদের সেই সেই কার্য্য-সাধক তেজ শ্রীভগবানেরই তেজরূপ বিভূতি।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ধাম সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। তারপর বলিয়াছেন,—তাঁহার সেই পরমপদ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। আরও বলিয়াছেন যে, জ্ঞান-চক্ষুবিশিষ্ট যোগী সকল সাধুসঙ্গ-লব্ধ শ্রবণাদিসাধন অনুষ্ঠান করিতে করিতে দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মাকে জানিতে পারেন কিন্তু সাধুসঙ্গবিহীন বিমূঢ়াত্মা কিন্তু সেই আত্মবস্তু অনুভব করিতে পারে না। বর্ত্তমানে কয়েকটি শ্লোকে তাঁহার বিভূতি বর্ণনপূর্ব্বক নিজের মহিমা আমাদিগকে জানাইতেছেন।

শ্রীভগবান্ই জীবের ভোগ এবং মোক্ষের প্রদাতা, তিনি তাঁহার তেজাংশরূপে আদিত্যাদিকে প্রকাশ করিয়া জীবের দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগসাধন করাইতেছেন। জীব যদি ঐ তেজ বা বিভূতি-তত্ত্ব আলোচনাক্রমে উহাকে সর্ব্বাকার শ্রীভগবানেরই তেজ বা বিভূতিস্বরূপ শক্তি জানিতে পারে এবং তাঁহারই প্রেরণাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জীবের উপকার সাধন করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিলাভের যোগ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥" ( ২।৫।১১ )

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্যাস-বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎ স্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥" ( ১০।৮৫।৭ )

অর্থাৎ চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রগণের স্ফুরণরূপ সত্তা, পর্ব্বতের স্থৈর্য্য, ভূমির আধারত্ব ও গন্ধগুণ—এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনারই স্বরূপ ॥ ১২ ॥

**গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥**

**অন্বয়**—অহম্ ( আমি ) গাম্ আবিশ্য ( পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ) ওজসা ( নিজ শক্তির দ্বারা ) ভূতানি ( ভূতসমূহকে ) ধারয়ামি ( ধারণ করিতেছি ) রসাত্মকঃ ( রসময় ) সোমঃ ( চন্দ্র ) ভূত্বা ( হইয়া ) সর্ব্বাঃ ( সমস্ত ) ওষধীঃ চ ( ব্রীহ্যাদি ওষধিকে ) পুষ্ণামি ( বর্দ্ধিত করিতেছি ) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**—আমি পৃথিবীর মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ শক্তির দ্বারা ভূতসমূহকে ধারণ করিতেছি, রসময় চন্দ্ররূপে ব্রীহ্যাদি ওষধিকে সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করত আমি স্বীয় শক্তি-দ্বারা সমস্ত ভূতকে ধারণ এবং রস ( অমৃত )ময় চন্দ্ররূপে আমিই ব্রীহ্যাদি ওষধি সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—গামিতি। পাংশুমুষ্টিতুল্যাং গাং পৃথিবীমোজসা স্বশক্ত্যাহমাবিশ্য দৃঢ়ীকৃত্য ভূতানি স্থিরচরাণি ধারয়ামি; মন্ত্রবর্ণশ্চৈবমাহ,—"যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া" ইতি; অন্যথাসৌ সিকতামুষ্টিবদ্বিশীর্য্যেত নিমজ্জেদ্বেতি ভাবঃ। তথাহমেব রসাত্মকঃ সোমোঽমৃতময়শ্চন্দ্রো ভূত্বা সর্ব্বা ওষধী নিখিলা ব্রীহ্যাদ্যাঃ পুষ্ণামি—স্বাদুবিবিধরসপূর্ণাঃ করোমি। তথা চ ভূমিলোকে স্থিতস্য

জীবস্থ বিবিধ-প্রাসাদ-বাটিকা-তড়াগাদি-ক্রীড়াস্থানানি নির্ম্মায় নানারসান্ ভুঞ্জানস্থ তত্তৎসাধনমহমেবেতি ॥ ১৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ধূলার মুষ্টিতুল্য এই পৃথিবীকে আমার ওজঃ অর্থাৎ স্বীয় শক্তির দ্বারা আমি সুদৃঢ় করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমস্বরূপ সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করিতেছি; মন্ত্রবর্ণও এই রকম বলিয়াছে—"যাহার দ্বারা স্বর্গ উগ্র এবং পৃথিবী দৃঢ়া", ইতি। (যদি আমি ধারণ না করিতাম তবে) এই পৃথিবী ও স্বর্গ বালুকার (বালি) মুষ্টির মত নিমজ্জিত হইত (অথবা ক্রমে ক্রমে বিশীর্ণ হইত)। সেই প্রকার আমিই রসাত্মক অমৃতময় চন্দ্র হইয়া ব্রীহি প্রভৃতি নিখিল ওষধি প্রভৃতিকে পোষণ করিতেছি—অর্থাৎ মিষ্টত্ব প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদু রসের দ্বারা পূর্ণ করিতেছি। এই রকম—পৃথিবীতে অবস্থিত জীবের নানারকম (উচ্চ) প্রাসাদ, বাগান-দীঘি প্রভৃতি ও ক্রীড়াস্থানগুলি নির্ম্মাণ করিয়া নানাবিধ আনন্দ উপভোগ করাইয়া থাকি; ইহার সাধন একমাত্র আমিই ॥ ১৩ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ নিজ বিভূতি বর্ণন মুখেই বলিতেছেন যে,—আমিই স্বীয় শক্তির দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীকে দৃঢ়করত স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসমূহকে ধারণ করি। অর্থাৎ শ্রীভগবানের শক্তিতেই পৃথিবী স্বকক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম হয়। মন্ত্রবর্ণেও পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্ যদি পৃথিবীকে দৃঢ়ভাবে না ধারণ করিতেন, তাহা হইলে বালু-মুষ্টির ন্যায় বিশীর্ণ হইত অথবা নিমজ্জিত হইত। আমরা সাধারণতঃ যে প্রাকৃতিক আকর্ষণী শক্তি বলিয়া মনে করি, তাহা শ্রীভগবানেরই ঐশ্বরিক শক্তি। শ্রীভগবানের শক্তিতেই বিচিত্র জগতের ধারণ, পোষণ ও পালন পৃথিবীর দ্বারা হইতেছে দেখা যায়।

শ্রীভগবানই রসাত্মক সোম অর্থাৎ অমৃতময় চন্দ্ররূপে নিখিল ব্রীহ্যাদি ও বৃক্ষলতাদিকে রসবিশেষের দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন।

কোন বৃক্ষের ফল যে অতিশয় স্বাদু ও তৃপ্তিকর হয়, আবার কোন কোন বৃক্ষের ফল, লবণাক্ত, তিক্ত, প্রভৃতি বিবিধ রসপূর্ণ হয়; লতাদিরও সেই প্রকার বিবিধ ভাব; তিনিই দিয়া থাকেন। এমন কি, পৃথিবীতে অবস্থিত জীবের যে বিবিধ অট্টালিকা, বাগান বাড়ী, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী বা ক্রীড়াস্থান দেখা যায়, যাহা আমরা সাধারণতঃ মনে করি, মানুষের শক্তিতেই ঐ সকল

নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের শক্তিতেই ঐ সকল নির্ম্মিত হইয়া জীবকে নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে নানাবিধ বিচিত্র রস ভোগ করাইতেছেন।

শ্রীভগবান্ নিজ শক্তি-দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ পূর্ব্বক চরাচর ভূতসমূহের আশ্রয় দাতা এবং তিনিই রস-স্বরূপ হইয়া ব্রীহিযবাদি শস্যগণকে বর্দ্ধিত করিয়া ভূতগণকে পালন করিতেছেন। এই বাক্যের দ্বারা পৃথিবী, ভূতগণ ও শস্যাদির ধারণ ও পোষণাদি কার্য্যে শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব জানিয়া, জীবের তদ্বিষয়ে অভিমান রহিত হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

**অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।**
**প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥**

**অন্বয়**—অহং ( আমি ) বৈশ্বানরঃ ( জঠরানল ) ভূত্বা ( হইয়া ) প্রাণিনাং ( প্রাণীদিগের ) দেহং ( শরীরকে ) আশ্রিতঃ ( আশ্রয় করিয়া ) প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ ( প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে ) চতুর্ব্বিধং ( চারিপ্রকার ) অন্নং ( ভক্ষ্য দ্রব্যকে ) পচামি ( জীর্ণ করি ) ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ**—আমি জঠরানলরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চতুর্ব্বিধ আহার্য্য জীর্ণ করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—আমিই প্রাণীদিগের শরীরে জঠরানল-রূপে প্রবেশ করত প্রাণ ও অপান বায়ু-সংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চুষ্য, এইরূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি ॥ ১৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—ভোগ্যানামন্নাদীনাং পাকহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ,—অহমিতি। বৈশ্বানরো জঠরাগ্নিস্তচ্ছরীরকো ভূত্বা প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহমুদরমাশ্রিতঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সমাযুক্তশ্চ সন্নহং তৈর্ভুক্তং চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি পাকং নয়ামি ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ-পুরুষে যেনেদং অন্নং পচ্যতে" ইত্যাদিনা ; তথা চাহমেব জাঠরাগ্নি-শরীরস্তত্তদুপকারীত্যেবমাহ সূত্রকারঃ, "শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদিনা। অন্নস্য চাতুর্ব্বিধ্যং চ—ভক্ষ্যং, ভোজ্যং, লেহ্যং, চুষ্যঞ্চেতি ভেদাৎ;—দন্তচ্ছেদ্যং চণকপূপাদি ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যমিতি চোচ্যতে, মোদকৌ-

দনসূপাদি ভোজ্যং, পায়সগুড়মধ্বাদি লেহ্যং, পক্কাম্রেক্ষুদণ্ডাদি চুষ্যং, সোম-বৈশ্বানরয়োঃ স্বাভেদেনোক্তিঃ স্বব্যাপ্যত্বাদিতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—( প্রাণিমাত্রেরই ) ভোগ্য-বিষয় অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি পাকহেতু অগ্নি আমিই,—ইহা বলা হইতেছে—'অহমিতি'। বৈশ্বানর অর্থাৎ জীবের শরীরের অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নি হইয়া সমস্ত দেহধারী প্রাণিবর্গের দেহ অর্থাৎ উদরকে আশ্রয় করিয়া আছি, যে প্রাণ ও অপানবায়ু সেই জঠরাগ্নির উদ্দীপক তাহা যুক্ত হইয়াই আমি জীবগণের ভুক্ত চতুর্ব্বিধ ( চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ) অন্নকে পরিপাক করাই। শ্রুতিও এই প্রকার বলিতেছেন—"এই অগ্নি বৈশ্বানর যেই অগ্নি পুরুষের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, যাহার দ্বারা এই অন্ন পরিপাক হয়" ইত্যাদির দ্বারা এবং এইরূপ কথা বেদান্ত সূত্রকার বলিয়াছেন যে, আমিই শরীরে জঠরাগ্নিরূপে অবস্থান করিয়া তাহাদের উপকারীই হইয়া থাকি "শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ" এই সূত্রে শব্দাদির জন্য এবং অন্তরে অগ্নিরূপে অবস্থান হেতু এবং ইত্যাদির দ্বারা। ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ্য ও চুষ্য-ভেদে অন্ন চতুর্ব্বিধ—তন্মধ্যে দাতের দ্বারা ছেদ্য চণক ( ছোলা মটর ) পূপাদি ( পিঠা ) 'ভক্ষ্য' ইহাকে চর্ব্ব বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে। মোদক ( লাড়ু, মিঠাই ) ভাত ও সূপাদিকে 'ভোজ্য' বলা হয়, পায়স, গুড় ও মধু প্রভৃতি 'লেহ্য', পাকা আম ও ইক্ষুদণ্ডাদি 'চুষ্য'দ্রব্য। সোম ( চন্দ্র ) ও বৈশ্বানর এই দুইটি নিজের ব্যাপ্যত্ববিধায় নিজের সহিত অভেদেই উক্তি করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ তাঁহার আরও একটি বিভূতির কথা বলিতেছেন যে, জীবেব ভোগ্য অন্নাদির পরিপাকের হেতুও তিনি। সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে, আমাদের শরীরের শক্তিতেই আমাদের ভুক্ত দ্রব্যাদি হজম হয়, যখন হজমের গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তখন আমরা মনে করি যে, আমাদের অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ মত অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু এখানে দেখিতেছি—যে অগ্নি উদরের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক হজমাদি করায়, সেই অগ্নির নাম বৈশ্বানর। শ্রীভগবান্ কিন্তু এখানে বলিতেছেন যে, প্রাণীদিগের দেহের মধ্যে তিনিই বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরানলরূপে অবস্থিত হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চতুর্ব্বিধ অন্নাদি পরিপাক করাইয়া থাকেন। শ্রুতিতেও এই বৈশ্বানরের পরিচয় পাওয়া

যায়। আবার জঠরাগ্নি-সম্বন্ধে সূত্রকারও বেদান্তের ১ম অধ্যায়, ২য় পাদ ৫ম সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাহা তাঁহার ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। বায়ুদ্বয়ের সাহায্যে বৈশ্বানর ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চুষ্য ভেদে চতুর্ব্বিধ পদার্থকেই জীর্ণ করিয়া থাকেন। যাহা দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করা হয়, তাহাই ভক্ষ্য অর্থাৎ চনক পূপাদি, যাহা জিহ্বা দ্বারা বিলোড়ন পূর্ব্বক গ্রহণ করা হয়, তাহা ভোজ্য অর্থাৎ পায়সাদি; আর যাহা লেহন পূর্ব্বক উদরস্থ করা হয়, তাহা লেহ্য অর্থাৎ মধু প্রভৃতি; যে সকল দ্রব্য দন্ত দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ রসকে গ্রহণ করা হয়, তাহা চুষ্য অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ডাদি। সুতরাং দেখা যায়, শ্রীভগবানই সোমরূপে ও বৈশ্বানররূপে কোথায়ও খাদ্যাকারে এবং কোথায়ও পরিপাকশক্তি-আকারে জীবের দেহ রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীভগবানই বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নিস্বরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চুষ্য-ভেদে চতুর্ব্বিধ ভোজ্য দ্রব্য পরিপাক করেন। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে" ( বৃহদারণ্যক— ৫।৯।১ )।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ২৭ সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—"শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদি।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আরও কথিত হইয়াছে যে, তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র। এই সকল বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের বিভূতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রুত্যুক্ত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যের তাৎপর্য্যস্বরূপে সর্ব্বত্র ভগবদ্-সম্বন্ধই স্থিরীকৃত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

**সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।**
**বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥**

**অন্বয়**—অহং চ ( আমি ) সর্ব্বস্য ( চরাচর সকলের ) হৃদি ( হৃদয়ে ) সন্নিবিষ্টঃ ( অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত ) মত্তঃ ( আমা হইতে ) স্মৃতিঃ ( স্মৃতি ) জ্ঞানম্ ( জ্ঞান ) অপোহনম্ চ ( এবং উভয়ের নাশ ) [ হয় ] সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ ( সকল বেদের দ্বারা ) অহম্ এব ( আমিই ) বেদ্যঃ ( জ্ঞেয় ) অহম্ এব ( আমিই ) বেদান্তকৃৎ ( বেদান্তকর্ত্তা ) বেদবিৎ চ ( এবং বেদজ্ঞ ) ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ**—আমি চরাচর সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জীবের স্মৃতি, জ্ঞান ও তদুভয়ের নাশ ঘটিয়া থাকে। সকল বেদের আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্ত কর্ত্তা, এবং বেদবিৎ ॥ ১৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—আমিই সর্ব্ব-জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত, আমা-হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান এবং স্মৃতি-জ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি কেবল জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মমাত্র নই; কিন্তু জীব-হৃদয়স্থিত কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। কেবল ব্রহ্ম বা পরমাত্মরূপেই জীবের উপাস্য নই; কিন্তু জীবের নিত্য মঙ্গলবিধাতৃ-স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ। অতএব সর্ব্বজীবের মঙ্গলসাধন জন্য প্রকৃতিগত ব্রহ্ম, জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং পরমার্থদাতা ভগবান্, এবম্ভূত ত্রিবিধ প্রকাশ-দ্বারা আমি বদ্ধজীবের উদ্ধারকর্ত্তা ॥ ১৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—প্রাণিনাং জ্ঞানাজ্ঞানহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ,—সর্ব্বস্য চেতি। তয়োঃ সোমবৈশ্বানরয়োঃ সর্ব্বস্য চ প্রাণিবৃন্দস্য হৃদি নিখিলপ্রবৃত্তিহেতুজ্ঞানোদয়-দেহেঽহমেব নিয়ামকত্বেন সন্নিবিষ্টঃ—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইত্যাদি-শ্রবণাৎ। অতো মত্ত এব সর্ব্বস্য স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়ানুসন্ধিজ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যং জায়তে; তয়োরপোহনং প্রমোষশ্চ মত্তো ভবতি। এবমুক্তং উদ্ধবেন,—'ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তত্র শক্তিতঃ" ইতি। এবং সাংসারিকভোগসাধনতাং স্বস্যোক্ত্বা মোক্ষসাধনতামাহ,—বেদৈশ্চেতি। সর্ব্বৈর্নিখিলৈর্বেদৈরহমেব সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণো বেদ্যঃ, "যোঽসৌ সর্ব্বৈ-র্বেদৈর্গীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ; তত্র কর্ম্মকাণ্ডেন পরম্পরয়া জ্ঞানকাণ্ডেন তু সাক্ষাদিতি বোধ্যম্। কথমেবং প্রত্যেতব্যমিতি চেত্তত্রাহ বেদান্তকৃদহমেবেতি। বেদানামন্তোঽর্থনির্ণয়স্তৎকৃদহমেব বাদরায়ণাত্মনা। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যাদিভিঃ। নন্বন্যে বেদার্থমন্যথা ব্যাচক্ষ্যতে? তত্রাহ,—বেদবিদেব চাহমিত্যহমেব বেদবিদিতি; বাদরায়ণঃ সন্ যমর্থমহং নিরবৈষং, স এব বেদার্থস্ততোঽন্যথা তু ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ইতি। তথা চ মোক্ষপ্রদস্য সর্ব্বেশ্বর-তত্ত্বস্য বেদৈরবোধনাদহমেব মোক্ষসাধনমিতি ॥ ১৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রাণিবর্গের জ্ঞান ও অজ্ঞানের হেতু আমিই—ইহা বলা হইতেছে—'সর্ব্বস্য চেতি'। সেই চন্দ্র ও বৈশ্বানরের এবং সমস্তপ্রাণিবৃন্দের

হৃদয়ে ও সমগ্রকার্য্যের প্রবৃত্তির প্রতি প্রধানকারণস্বরূপ জ্ঞানপূর্ণ দেহে আমিই নিয়ামকরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকি—"যেহেতু জনগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই আমি শাস্তা (নিয়ামক)" ইত্যাদি শ্রুতি আছে। অতএব আমা হইতেই সকলের স্মৃতি, যাহা পূর্ব্বের অনুভূত বস্তুবিষয়ের অনুসন্ধানরূপ জ্ঞান, এবং যে স্মৃতি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কজন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমিই। সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অপোহন ( অপসারণ ) প্রমোষ ( লোপ ) আমা হইতেই হইয়া থাকে, এই রকমই উদ্ধব-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"তোমা হইতেই জ্ঞান নিশ্চিতরূপে জীবসমূহের প্রমোষ ( লোপ ) সেই ভগবানের শক্তি হইতে" সাংসারিকভোগ-সাধন নিজেরই এই কথা বলিয়া, মুক্তির সাধনও আমি, তাহা বলিতেছেন—নিখিল বেদের দ্বারা আমিই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ বেদ্য। "যেই শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদের দ্বারা গীত হইয়াছে" যেহেতু এই শ্রুতি আছে। এই সম্পর্কে ইহা জ্ঞাতব্য যে, কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা পরম্পরায় এবং জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা কিন্তু সাক্ষাৎভাবেই ঈশ্বর বেদ্য। কি প্রকারে এইরকম প্রতীতির বিষয়ে তুমি হইবে—ইহা যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছি—বেদান্তকৃৎ আমিই অর্থাৎ—বেদ-সমূহের অন্ত অর্থাৎ অর্থের নির্ণয়, তাহার প্রবচন কর্ত্তা বাদরায়ণরূপে আমিই। এই রকমই বলিয়াছেন সূত্রকার—"তাহা কিন্তু সমন্বয় হইতে" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা। প্রশ্ন—অন্যান্য কেহ কেহ বেদার্থকে অন্যরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—বেদবিৎও আমি, অর্থাৎ আমিই বেদবিদ্ ইহা। বাদরায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়া যে অর্থ আমি নির্ণয় করিয়াছি, তাহাই বেদের অর্থ, তাহা হইতে অন্যপ্রকার অর্থ ভ্রান্তির দ্বারা কৃত। সেইরূপ মোক্ষপ্রদ সর্ব্বেশ্বরতত্ত্বের ( প্রকৃতরূপে ) বেদগণকর্ত্তৃক বোধ হয় না বলিয়া, আমিই মোক্ষসাধন ॥ ১৫ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ স্বীয় বিভূতির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন পূর্ব্বক পুনরায় নিজ তত্ত্বের মহিমা অন্যরূপে বর্ণন করিতেছেন যে, তিনিই সকল প্রাণীর জ্ঞান ও অজ্ঞানের হেতু, প্রাণিগণের হৃদয়ে নিখিল প্রবৃত্তির হেতু ও সকলের নিয়ামকরূপে অবস্থিত। শাস্ত্রে পাওয়া যায়, অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি সকলের শাসক। অতএব তাঁহা হইতেই সকলের পূর্ব্বানুভূত বস্তুবিষয়ক অনুসন্ধান-রূপ স্মৃতি এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান। আবার এই দুইয়ের অর্থাৎ স্মৃতি ও জ্ঞানের বিনাশ ও প্রমোষ তাঁহা হইতেই হইয়া থাকে।

শ্রীউদ্ধবও এই কথা বলিয়াছেন। তিনিই জীবের সাংসারিক ভোগসাধন এবং মোক্ষসাধন করাইয়া থাকেন। সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণই সকল বেদের বেদ্য। ইহা শ্রুতিতে আছে যে, ইনি সর্ব্ববেদে গীত হন। কর্ম্মকাণ্ডে পরম্পরায় এবং জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে জানা যায়, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ইহা কিপ্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তিনিই বেদব্যাসরূপে বেদান্তকৃৎ অর্থাৎ বেদ সমূহের অন্ত অর্থাৎ অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। সূত্রকার বলিয়াছেন,—"তাহা সমন্বয় হইতেই অবগত হওয়া যায়।" যদি কেহ বলেন যে, অন্য লোক যদি বেদের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করে? তাহা হইলে বলিতেছেন—বেদবিদ্‌ও তিনিই। বাদরায়ণরূপে যে বেদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই বেদের প্রকৃত অর্থ, অন্যরূপ অর্থ করিলে তাহা বিভ্রান্তিমূলকই হইবে। সেইরূপই বলিয়াছেন যে, মোক্ষপ্রদ সর্ব্বেশ্বর-তত্ত্ব বেদও বুঝিতে পারে না সুতরাং তিনিই মোক্ষের উপায় স্বরূপ।

শ্রীভগবান্ যে কেবল সর্ব্বরূপে বহির্জগতে অবস্থিত তাহা নহেন। তিনি সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে বুদ্ধিতত্ত্বাশ্রয়ে স্মৃতি, জ্ঞান এবং তল্লোপাদি বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।" ( ১১।২২।২৮ )

অর্থাৎ আপনার প্রসাদেই জীবগণের জ্ঞান লাভ হয় এবং আপনার মায়া-শক্তি-প্রভাবেই সেই জ্ঞান ভ্রংশ হইয়া থাকে।

তিনিই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম এবং তিনিই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। আবার তিনিই সর্ব্বজীবের উপকারার্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞান-প্রদান নিমিত্ত 'বেদান্তকৃৎ' অর্থাৎ জগদ্গুরু শ্রীমদ্বেদব্যাসরূপে সূত্রকর্ত্তা। কারণ সর্ব্ববেদের তিনিই একমাত্র বেদ্যবস্তু। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাম্" ( ১১।২১।৪৩ )। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে।" তিনিই সর্ব্ববেদের তত্ত্বজ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত অপর কেহই জীবকে সেই বেদ-জ্ঞান দিতে পারে না। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—"ন চান্য একোঽপি চিরং

ধিচিন্বন্" ( ১০।১৪।২৯ ) এমন কি, বেদ স্বয়ং তাঁহাকে জানিতে সমর্থ নহে। সে-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"স এষ সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো ন যত্র কালো বিশতে ন বেদ ॥" (৮।১২।৪৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"কালঃ সর্ব্বত্র প্রভবিতুং বিশন্নপি যত্র ন বিশতি বেদঃ সর্ব্বং জানন্নপি যত্র জ্ঞাতুং ন বিশতি কাল-বেদয়োরপি যো ন গম্য ইত্যর্থঃ।"

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—"ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্"

( ভাঃ—১০।৪৭।৬১ )

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "কো. নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ" ভাঃ-১।১৮।২১ শ্লোকও আলোচ্য। এতদ্ব্যতীত গীতার ৭।৭, ৯।২৪ এবং ১১।৪৩ শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য ॥ ১৫ ॥

**দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।**
**ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥**

**অন্বয়**—ক্ষরঃ চ ( ক্ষর, ক্ষয়শীল ) অক্ষর চ ( ও অক্ষর, অব্যয় ) ইমৌ দ্বৌ এব ( এই দুইটি ) পুরুষৌ ( পুরুষরূপে ) লোকে ( জগতে ) [ প্রসিদ্ধ আছেন ] সর্ব্বাণি ভূতানি ( চরাচর ভূত সকল ) ক্ষরঃ ( ক্ষর ) ; কূটস্থঃ ( কূটস্থ পুরুষকে ) অক্ষরঃ ( অক্ষর ) উচ্যতে ( কথিত হয় ) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ**—ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষতত্ত্ব জগতে প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে চরাচর ভূতগণকে ক্ষর এবং কূটস্থ পুরুষকে অক্ষর বলা হয় ॥ ১৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যদি বল,—প্রকৃতি যে এক, ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যে কতগুলি, তাহা ত' বুঝিতে পারি না ? তবে বলি, শুন। বস্তুতঃ ইহ লোকে দুইটি বৈ পুরুষ নাই, তাহাদের নাম—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। বিভিন্নাংশগত চৈতন্যরূপ জীব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষরণস্বভাব-প্রযুক্ত অনেকাবস্থ বদ্ধজীবই 'ক্ষর' পুরুষ ; আবার তদভাবপ্রযুক্ত একাবস্থ জীবই 'অক্ষর' বা মুক্ত পুরুষ। ব্রহ্মাদি স্তম্ব-পর্য্যন্ত ভূতসমূহই 'ক্ষর' আর **কূটস্থ পুরুষ সর্ব্বদাই** একাবস্থ, অতএব 'অক্ষর' ॥ ১৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—বাদরায়ণাত্মনা নির্ণীতং বেদার্থং সংক্ষিপ্যাহ,—দ্বাবিতি। 'লোক্যতে তত্ত্বমনেন' ইতি ব্যুৎপত্তের্লোকে বেদে, দ্বৌ পুরুষৌ প্রথিতৌ ইমাবিতি প্রমাণসিদ্ধতা সূচ্যতে। তৌ কাবিত্যাহ,—ক্ষরশ্চেতি। শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরোঽনেকাবস্থো বদ্ধোঽচিৎসংসর্গৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ; অক্ষর-স্তদভাবাদেকাবস্থো মুক্তোঽচিদ্বিয়োগৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। ক্ষরা-ক্ষরৌ স্ফুটয়তি,—সর্ব্বাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি ভূতানি ক্ষরঃ; কূটস্থঃ সদৈকা-বস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ। একত্বনির্দ্দেশঃ প্রাগুক্তযুক্তের্বোধ্যঃ;—"বহবো জ্ঞানতপসা" ইত্যাদেঃ, "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" ইত্যাদেশ্চ বহুত্বসংখ্যাকঃ সঃ ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—বাদরায়ণরূপে অর্থাৎ বেদব্যাসরূপে আমার দ্বারা নির্ণীত বেদসমূহের অর্থকে সংক্ষেপ করিয়া বলা হইতেছে—'দ্বাবিতি'। আলোকিত বা জ্ঞাত হইতে পারা যায় তত্ত্ব—ইহার দ্বারা। —এই ব্যুৎপত্তিহেতু লোক শব্দের অর্থ বেদ, তাহাতে দুই পুরুষই বিশেষরূপে খ্যাত (প্রসিদ্ধ) আছে। এই উক্তি-দ্বারা দুই পুরুষের প্রমাণসিদ্ধতা সূচনা করা হইতেছে। সেই দুইটি কি? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—'ক্ষরশ্চেতি'। শরীরের ক্ষরণ (নাশ) হয় বলিয়া ক্ষর—কর্ম্মফলে অনেক অবস্থার দ্বারা বদ্ধ, অচিৎ বস্তুর সহিত সংসর্গ হেতু একরূপ ধর্ম্ম-সম্বন্ধ হেতু এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট (জীব)। অক্ষর—বিনাশের অভাব হেতু এক অবস্থাপন্ন, মুক্ত, অচিদ্ বস্তুর সংসর্গ-শূন্যতারূপ এক ধর্ম্ম সম্বন্ধ হেতু একরূপেই নির্দ্দিষ্ট। ক্ষর ও অক্ষর, এই দুইএর অর্থ বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হইতেছে—ব্রহ্ম আদি স্তম্ব (তৃণ গুচ্ছ) পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই ক্ষর আর কূটস্থ (নির্ব্বিকার) ও সর্ব্বদা এক অবস্থাপন্ন মুক্ত যিনি, তিনি কিন্তু অক্ষর। এখানে এক বচন নির্দ্দেশ পূর্ব্বের উক্ত-যুক্তি হেতু জানিবে—"বাস্তবপক্ষে জীব বহু, যেহেতু উক্তি আছে, "জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা"। "এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া" ইত্যাদি হইতেও। বহুত্ব-সংখ্যাবিশিষ্ট সে বহু জীব, ইহা অবগত হওয়া যায় ॥ ১৬ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ বাদরায়ণরূপে যে বেদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছেন,—বেদে দুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ, ইহা—ইহাদিগের প্রমাণসিদ্ধতাও সূচিত হইতেছে। যদি বলা যায়, তাঁহারা কাঁহারা? তদুত্তরে পাওয়া যাইতেছে যে, ক্ষর অর্থাৎ শরীরের ক্ষরণ অর্থাৎ চ্যুতি-হেতু অচিৎ-সংসর্গবিশিষ্ট অনেকাবস্থাপন্ন বদ্ধ জীব, এক ধর্ম্ম-সম্বন্ধহেতু

একরূপেই নির্দ্দিষ্ট হয়। আর অক্ষর অর্থাৎ অচিৎ-সম্পর্করহিত একাবস্থাপন্ন মুক্ত জীব, ক্ষরণাভাবযুক্ত, এক ধর্ম্ম-সম্বন্ধবিশিষ্ট একরূপেই নির্দ্দিষ্ট। ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতগণ ক্ষর এবং কূটস্থ, সর্ব্বদা এক অবস্থা-সম্পন্ন মুক্ত জীবই অক্ষর। 'বহু জ্ঞান-তপস্যাযুক্ত ব্যক্তিগণ' এবং 'এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া' ইত্যাদি হইতে বহুত্ব-সংখ্যক জীব, জানা যায়। একত্ব নির্দ্দেশ কেবল পূর্ব্বোক্ত যুক্তি হইতেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যেহেতু আমিই বেদবিৎ সেই হেতু সংক্ষেপে সর্ব্ববেদের সার বলিব, শ্রবণ কর,—তাই বলিতেছেন—'দ্বাবিমৌ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'লোকে'—চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জড়জগতে এই দুইটি চেতন পুরুষ আছেন। তাহারা কে? এতদুত্তরে বলিলেন—'ক্ষরং'—স্ব-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া ক্ষর—জীব, স্ব-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না বলিয়া অক্ষর—ব্রহ্মই। শ্রুতি বলিতেছেন—'ইঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অক্ষর বলিয়া জানেন'। 'পরমব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ'—স্মৃতিতেও অক্ষর শব্দ ব্রহ্মবাচকই। ক্ষর ও অক্ষর শব্দের অর্থ পুনরায় বিশেষভাবে বলিতেছেন—'সর্ব্বাণি ভূতানি'—সকল ভূত, এক জীব অনাদি অবিদ্যাদ্বারা স্বরূপ বিচ্যুত হইয়া কর্ম্মবশে সমষ্টি-আত্মক ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত ভূতসমূহ হয়, এই অর্থ। অথবা জাতিতে একবচন। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ অক্ষর 'কূটস্থঃ'—একই অবিচ্যুতস্বরূপে সর্ব্বকালব্যাপী। অমরকোষ অভিধানে পাওয়া যায় যে—'যাহা একরূপে সর্ব্বকালব্যাপী, তাহাই কূটস্থ'।"

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেকে একমাত্র বেদবিৎ এবং বেদান্তকর্ত্তা শ্রীবাদরায়ণরূপে জীবকে বেদ-জ্ঞান প্রদান করেন, ইহা বর্ণন করিয়া এক্ষণে সেই বেদার্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন। ক্ষর ও অক্ষর ভেদে দুইটি পুরুষের কথা প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ জীব এবং অক্ষর পুরুষ কূটস্থ ব্রহ্ম। শ্রীধরস্বামিপাদ ক্ষর অর্থে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরান্ত যাবতীয় শরীরকে ক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন, কারণ অবিবেকী লোকের শরীরেই পুরুষত্ব-জ্ঞান প্রসিদ্ধ আছে এবং শিলারাশি যেরূপ পর্ব্বতে থাকে, সেইরূপ দেহের নাশেও নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত বলিয়া কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তাকে বিবেকীগণ কিন্তু অক্ষর পুরুষ বলেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিভিন্নাংশগত দ্বিবিধ জীবকেই 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' পুরুষ বলিয়াছেন। শরীর ক্ষয়হেতু অনেকাবস্থ অচিৎ-সংসর্গের দ্বারা এক ধর্ম্ম সম্বন্ধ হইতে একত্বে নির্দ্দিষ্ট বদ্ধ জীব 'ক্ষর'; এবং তদভাবপ্রযুক্ত একাবস্থ অচিৎ-বিয়োগরূপ এক ধর্ম্মসম্বন্ধ হইতে একত্বে নির্দ্দিষ্ট মুক্ত জীব 'অক্ষর' ॥ ১৬ ॥

**উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।**
**যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥**

**অন্বয়**—তু ( কিন্তু ) অন্যঃ ( পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ) উত্তমঃ পুরুষঃ ( এক উত্তম পুরুষ ) পরমাত্মা ইতি ( পরমাত্মা শব্দে ) উদাহৃতঃ ( কথিত হন ) যঃ ( যিনি ) ঈশ্বরঃ ( ঈশ্বর ) অব্যয়ঃ ( নির্ব্বিকার ) লোকত্রয়ম্ ( ত্রিলোকে ) আবিশ্য ( প্রবিষ্ট হইয়া ) বিভর্ত্তি ( পালন করিয়া থাকেন ) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ**—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর-তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ এক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন, যিনি ঈশ্বর ও নির্ব্বিকার, ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—পূর্ব্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর, উভয়ের অতীত যে উত্তম পুরুষ, তিনিই 'ঈশ্বর' এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্ত্তৃস্বরূপে বিরাজমান ॥ ১৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—যদর্থং দ্বৌ পুরুষৌ নিরূপিতৌ, তমাহ,—উত্তম ইতি। অন্যঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং, ন তু তয়োরেবৈকঃ সংকল্প ইতি ভাবঃ। তত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ,—পরমাত্মেতি। উত্তমতাপ্রযোজকং ধর্ম্মমাহ,—যো লোকেতি। ন চৈতজ্জগদ্বিধারণপালনরূপমীশনং,—বদ্ধস্য জীবস্য কর্ম্মাসম্ভবাৎ; ন চ মুক্তস্য "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" ইতি প্রতিষেধাচ্চ ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যেই প্রয়োজনের জন্য দুইটি পুরুষকে নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই বলা হইতেছে—'উত্তম ইতি'। ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য ( ভিন্ন )। কিন্তু তাহাদের দুইএরই এক সংকল্প নহে, ইহাই ভাবার্থ। এই বিষয়ে শ্রুতির সম্মতির কথা বলা হইতেছে—যাঁহাকে শ্রুতি পরমাত্মাই বলিয়াছেন; তিনিই উত্তম পুরুষ তাঁহার উত্তমতাপ্রয়োজক ধর্ম্মের বিষয় বলা হইতেছে—'যো লোকেতি'। এই জগৎকে বিশেষরূপে ধারণ-পালনরূপ ঈশন ( পরিচালন ) করিতেছেন। বদ্ধ জীবের কর্ম্মের দ্বারা সেই ধারণ-পালনাত্মক-ঈশন সম্ভব

হয় না। মুক্ত জীবের পক্ষেও তাহা সম্ভব হয় না কারণ সূত্রকার বলিয়াছেন—'জাগতিক ব্যাপার ব্যতীত সমস্ত কার্য্যই মুক্ত পুরুষ করিতে পারেন, এইভাবে জগদ্ব্যাপারে শক্তির প্রতিষেধ আছে ॥ ১৭ ॥

**অনুভূষণ**—যে জন্য দুইটি পুরুষ নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষকেই এখানে 'অন্য' শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই দুইই এক এইরূপ সঙ্কল্প কিন্তু নহে। শ্রুতির সম্মতি প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—পরমাত্মা। এক্ষণে সেই পরমাত্মার উত্তমতা-প্রয়োজক ধর্ম্ম বলিতেছেন—'যো লোকেতি' এই জগতের ধারণ, পালনরূপ পরিচালন বদ্ধ জীবের কর্ম্ম-সাধ্য নহে। এমন কি, মুক্ত পুরুষও জগৎ ধারণ ও পালনাদি করিতে পারেন, ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ বেদান্তে প্রতিষেধ আছে যে, "জগদ্ব্যাপার বর্জ্জ্যম্"। জীবের শক্তিতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, পালন-ক্ষমতা নাই। সুতরাং ইহা পরম পুরুষ, পরমাত্মারই পরমত্ব ও বিলক্ষণতা জানিতে হইবে। এইজন্য এই পরমাত্মা ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে অন্য উত্তম পুরুষ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"জ্ঞানিগণের উপাস্য ব্রহ্মের কথা বলিয়া যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মার কথা বলিতেছেন—'উত্তমঃ' ইত্যাদি। 'তু'-শব্দ পূর্ব্ব হইতে বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক। 'জ্ঞানিগণের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ' গীঃ—৬।৪৬—এই বাক্যে উপাসকের বৈশিষ্ট্য হইতে উপাস্যের বৈশিষ্ট্যও জানা যায়। পরমাত্মতত্ত্বই দেখাইতেছেন—'যঃ ঈশ্বরঃ'—যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়মন কর্ত্তা, 'অব্যয়ঃ'—নির্ব্বিকার ভাবেই 'ত্রিলোকম্'—সমগ্র ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া 'বিভর্ত্তি'—ধারণ করেন এবং পালন করেন।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যে জন্য এই দুইটি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন,—'উত্তমঃ' ইত্যাদি। এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য বিলক্ষণ পুরুষই উত্তম। বিলক্ষণতার কথা বলিতেছেন,—'এই আত্মা পরম' ইহা উদাহৃত অর্থাৎ শ্রুতিগণ বলিয়াছেন; —ইনি আত্মা বলিয়া ক্ষর—অচেতন হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ এবং পরমত্ব হেতু অক্ষর অর্থাৎ চেতন ভোক্তা হইতেও বিলক্ষণ। তাঁহার পরমাত্মতা

প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—যিনি এই লোকত্রয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়মন-কর্ত্তা এবং অব্যয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার হইয়া লোকত্রয়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন" ॥ ১৭ ॥

**যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।**
**অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥**

**অন্বয়**—যস্মাৎ ( যেহেতু ) অহম্ ( আমি ) ক্ষরম্ অতীতঃ ( ক্ষরের অতীত ) অক্ষরাৎ অপি চ ( অক্ষর হইতেও ) উত্তমঃ ( উত্তম ) অতঃ (অতএব) লোকে ( জগতে ) বেদে চ ( এবং বেদাদি শাস্ত্রে ) পুরুষোত্তমঃ ( পুরুষোত্তম নামে ) প্রথিতঃ অস্মি ( প্রসিদ্ধ হই ) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ**—যেহেতু আমি এই ক্ষর-তত্ত্বের অতীত এবং অক্ষর-তত্ত্ব হইতেও উত্তম, সেই হেতু আমি জগতে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—আমি—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'-বাচ্য উভয়বিধ পুরুষ হইতেই অতীত ও উৎকৃষ্ট ; অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া গান করে ॥ ১৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ পুরুষোত্তম-নাম-নির্ব্বচনং স্বস্ত তত্ত্বমাহ,—যস্মাদিতি। উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ। লোকে পৌরুষেয়াগমে,—"লোক্যতে বেদার্থোঽনেন" ইতি নিরুক্তেঃ ; বেদে,—"তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ ;—যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং, স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ। লোকে চ,—"তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর শ্রীভগবান্ নিজের পুরুষোত্তম নাম নির্ব্বচন-তত্ত্ব বলিতেছেন—'যস্মাদিতি'। উত্তম—উৎকৃষ্টতম। লোকে অর্থাৎ পৌরুষেয় আগমে ( বেদে )—"আলোকিত হয় বেদার্থ ইহার দ্বারা" এই নিরুক্তিহেতু, বেদেও প্রসিদ্ধ আছে যথা,—"ইহাই সংপ্রসাদ, যিনি এই শরীর হইতে সম্যক্-রূপে নির্গত হইয়া পরমজ্যোতিরূপ লাভ করিয়া স্বীয়রূপে সম্পন্ন হন—তিনি উত্তমপুরুষ" ইত্যাদিতে—যে পরমজোতিঃ সংপ্রসাদের দ্বারা মিলিত। সেই

উত্তমপুরুষ পরমাত্মা, ইহাই অর্থ। লৌকিকব্যবহারেও বিষ্ণুপুরাণাদিতে কথিত আছেন, দেবগণ কার্য্য জানাইলে পর—"পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে মহাযোগী ভগবান্ পুরুষোত্তম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন" ॥ ১৮ ॥

**অনুভূষণ**—অনন্তর শ্রীভগবান্ স্বীয় পুরুষোত্তম নাম নির্ব্বচন পূর্ব্বক নিজ তত্ত্ব বলিতেছেন। ক্ষর ও অক্ষর-বাচ্য উভয়বিধ পুরুষ হইতেও অতীত উৎকৃষ্টতম-তত্ত্ব আমি। অতএব লোকে অর্থাৎ পৌরুষেয় আগমে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও পাওয়া যায় "এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ" ( ছাঃ ৮।১২।৩ ) ইত্যাদি বাক্যে সেই উত্তম পুরুষ পরমাত্মা। এবং লোকেও প্রসিদ্ধ স্মৃতি আছে যে, দেবগণের কার্য্য বিজ্ঞাপিত হইলে মহাযোগী ভগবান্ পুরুষোত্তম পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মার কথা বলিয়া ভক্তগণের উপাস্য ভগবানের তত্ত্ব বলিতে গিয়া ভগবত্তায়ও স্বীয় কৃষ্ণ স্বরূপেরই পুরুষোত্তম নাম ব্যাখ্যা পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষ বলিতেছেন—'যস্মাদ্' ইত্যাদি। 'ক্ষরং—ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মার 'অতীত', 'অক্ষরাৎ' অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উত্তম। 'উত্তমাৎ'—অবিকার পরমাত্ম পুরুষ 'হইতেও উত্তম। গীঃ—৬।৪৭—এই বাক্যে উপাসকের বৈশিষ্ট্য হইতেই উপাস্যের বৈশিষ্ট্য জানিয়া, চ-কার হইতে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথাদি হইতেও, ইঁহারা পুরুষের কেহ অংশ বা কলা, কিন্তু কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' ( ভাঃ—১।৩।২৮ )—সূত্রের এই উক্তি হইতে আমি উত্তম। এক্ষেত্রে যদিও একই সচ্চিদানন্দরূপবিশিষ্ট বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দদ্বারা কথিত হইতেছে, যদিও বস্তুতঃ স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, —'আপনাতে দুইটি স্বরূপ নাই'—এই ভাগবতের ( ৬।৯।৩৫ ) ষষ্ঠ স্কন্ধের উক্তি, তাহাও সেই সেই ( ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্ ) বস্তুর উপাসকগণের সাধন ও ফলের ভেদ দর্শন হইতে ভেদের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। সেস্থলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের উপাসকগণের সেই সেই প্রাপ্তির সাধন যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এবং ফল জ্ঞান ও যোগের বস্তুতঃ মোক্ষই এবং ভক্তির প্রেমবৎ-পার্ষদত্ব ; সেস্থলে 'নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রহিত হইলে অধিক শোভা পায় না'। ভাঃ—১।৫।১২, 'হে ভূমন্! পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগি-

পুরুষ' ( ভাঃ—১০।১৪।৫ )—ইত্যাদি হইতে জানা যায় যে, ভক্তি বিনা জ্ঞান ও যোগ হইতে মোক্ষ লাভ হয় না। ব্রহ্মের উপাসকগণ ও পরমাত্মার উপাসকগণের পক্ষে নিজ নিজ সাধ্যফলের সিদ্ধির জন্য ভগবানের ভক্তি অবশ্যই করণীয়, কিন্তু ভগবানের উপাসকগণের স্বসাধ্য ফলের সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মের বা পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয় না—মদ্ভক্তিযোগি-পুরুষের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহ সংসারে শ্রেয়ঃসাধানরূপে গণ্য হয় না' ( ভাঃ ১১।২০।৩১ ), 'কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা যাহা' ইত্যাদি। 'আমার ভক্ত আমাতে ভক্তিযোগদ্বারাই সহজে স্বর্গ. মোক্ষ বা আমার বৈকুণ্ঠধাম বা যে কিছু বাঞ্ছিতপদ লাভ করেন'। ভাঃ—১১।২০।৩২-৩৩। 'চারিপুরুষার্থের নিমিত্ত যে কিছু সাধনসম্পত্তি, তাহা ব্যতিরেকেও নারায়ণাশ্রয় নর উহা প্রাপ্ত হ'ন' ইত্যাদি বচনসমূহ হইতে জানা যায়। অতএব ভগবদুপাসনা-দ্বারা স্বর্গ, অপবর্গ ( মুক্তি ) এবং প্রেম প্রভৃতি সকল প্রকার ফলই লাভ করা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসনায় প্রেমাদি পাওয়া যায় না। অতএব ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে ভগবান্ অভেদ হইলেও তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইতেছে। যেরূপ জ্যোতিঃ, দীপ, অগ্নিপুঞ্জ সকলেই তেজস্বী পদার্থ বলিয়া অভিন্ন হইলেও, শীত প্রভৃতি আর্ত্তি বা ক্লেশ ক্ষয়ের হেতু অগ্নি-পুঞ্জেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হয়, সেক্ষেত্রেও অগ্নিপুঞ্জ হইতেও সূর্য্যের প্রাধান্য; তদ্রূপই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই কিন্তু পরমোৎকর্ষ। ব্রহ্মোপাসনার সাধনের পরিপাকে যে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বদ্বেষ্টা মহাপাপী অঘ, বক, জরাসন্ধাদিকেও প্রদান করিয়াছেন। অতএব শ্রীধরস্বামিপাদ 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' এই বাক্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদও নিম্নকথিত উক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বোৎকর্ষ, তাহা স্থাপন করিয়াছেন, যথা "শ্রুতিবচন কথিত চিদানন্দাকার জলদরুচিসার, ব্রজগোপী-গণের হারস্বরূপ, বুদ্ধিমানগণের ভবসমুদ্র পারের উপায়, ভূভারহরণ জন্য পুনঃ পুনঃ অবতারলীলা-গ্রহণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কুশলারম্ভকারী সাধকগণ বার বার ভজন করুন" ইতি, "বংশীবিভূষিত করযুক্ত, নবনীরদবর্ণ, পীতাম্বর, অরুণবিম্ব-ফলাধরোষ্ঠ, পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখশালী ও অরবিন্দনেত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও তত্ত্ব আমি জানি না" ইতি, "প্রমাণসমূহ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মাহাত্ম্য নির্ণীত হইয়াছে। যাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না, তাহারা মূঢ় এবং

নিরয়গামী।" এই সকল উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষই ব্যবস্থাপন করিয়াছে। অতএব 'দ্বৌ ইমৌ' ( ১৬ শ্লোঃ ) ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের এই ব্যাখ্যায় অসূয়া প্রকাশ করা উচিত নহে। কেবলবিদ্‌গণকে নমস্কার॥"

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই পুরুষতত্ত্ব। তিনি স্ত্রী বা ক্লীব নহেন। তাঁহার পুরুষ-তত্ত্বের বিচার অবগত হইলেই তাঁহাতে স্ত্রী বা ক্লীবত্বের বিচার-ভ্রম দূরীভূত হয়। যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বই পুরুষ, সেই বিষ্ণুতত্ত্বগণের মধ্যে যিনি উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম বা পরম, তিনিই—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মার বাক্যে এই 'পুরুষোত্তম' নাম পাওয়া যায়,—

"তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়" ( ৩।৯।১৯ )

দেবতাগণের উক্তিতেও পাওয়া যায়,—

"শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য"—( ভাঃ—১১।৬।১৪ )
"কালো গভীররয় উত্তমপুরুষস্ত্বম্—( ভাঃ—১১।৬।১৫ )

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

এই প্রকারে নিজের নাম পুরুষোত্তম, ইহা বিশেষরূপে নির্ণয় পূর্ব্বক দেখাইতেছেন। যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত বলিয়া ক্ষর-জড়বর্গকে অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থিত এবং নিয়ন্তা বলিয়া অক্ষর-চেতনবর্গ হইতেও উত্তম; অতএব লোকে অর্থাৎ জগতে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামেই বিখ্যাত। শ্রুতিতেও আছে—"সেই এই আত্মা সকলের বশকারী, সকলের অধিপতি, নিয়মনকর্ত্তা ও শাসনকারী" ॥ ১৮ ॥

**যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।**
**স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥**

**অন্বয়**—ভারত! যঃ ( যিনি ) অসংমূঢ়ঃ ( মোহশূন্য হইয়া ) মাম্ ( আমাকে ) এবম্ ( এই প্রকারে ) পুরুষোত্তমম্ ( পুরুষোত্তম বলিয়া ) জানাতি ( জানেন ) সঃ ( তিনি ) সর্ব্ববিৎ ( সর্ব্বজ্ঞ ) মাম্ ( আমাকে ) সর্ব্বভাবেন ( সর্ব্বপ্রকারে ) ভজতি ( ভজনা করেন ) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত! যিনি নানামতবাদ-দ্বারা মোহ প্রাপ্ত না হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব-রূপে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যিনি নানা-মতবাদ-দ্বারা মোহ-প্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে 'পুরুষোত্তম-তত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ এবং তিনিই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজন করিতে সমর্থ ॥ ১৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—তাৎপর্য্যদ্যোতনায় পুরুষোত্তমত্ব-বেত্তুঃ ফলমাহ,—যো মামিতি। এবং মদুক্তনিরুক্ত্যা, ন ত্বশ্বকর্ণাদিবৎ সংজ্ঞামাত্রত্বেন, যো মাং পুরুষোত্তমং জানাত্যসংমূঢ়ঃ—প্রোক্তে পুরুষোত্তমত্বে সংশয়শূন্যঃ সন্, স শ্লোক-ত্রয়স্যৈবার্থং জানন্ সর্ব্ববিৎ, নিখিলস্য বেদস্য তত্রৈব তাৎপর্য্যাৎ। পুরুষোত্ত-মত্বজ্ঞো মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ ভজত্যুপাস্তে। সর্ব্ববেদার্থবেত্তরি সর্ব্ব-ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠাতরি চ যো মে প্রসাদঃ, স তস্মিন্ ভবেদিতি মে পুরুষোত্তমত্বে সন্দি-হানস্ত্বধীতসর্ব্ববেদোঽপ্যজ্ঞঃ, সর্ব্বথা ভজন্নপ্যভক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞানীর ফলের কথা বলা হইতেছে—'যো মামিতি'। এইরূপ আমাকর্ত্তৃক উক্ত নিরুক্তির দ্বারা, কিন্তু অশ্বকর্ণাদির মত (বৃক্ষবিশেষ, তাহার কর্ণ অশ্বের মত না হইলেও সংজ্ঞামাত্র) সংজ্ঞামাত্রের দ্বারা নহে; যে অসংদিগ্ধ অর্থাৎ পরমজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে—আমাকর্ত্তৃক প্রোক্ত পুরুষোত্তমত্ব-সম্পর্কে সংশয়শূন্য হইয়া, সে শ্লোক তিনটিরই প্রকৃত অর্থ জানে বলিয়া—সর্ব্ববিৎ; কেননা, নিখিলবেদের সেই ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। আমাকে পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে ভজনা ও উপাসনাদি করিয়া থাকে। সমস্তবেদের অর্থ-জ্ঞানীর উপর ও সমস্ত ভক্তির অঙ্গের অনুষ্ঠানকারীতে আমার যে প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা, সে তাহাতেই হইবে। কিন্তু আমার পুরুষোত্তমত্ব-সম্পর্কে যে সন্দিহান-ব্যক্তি সে কিন্তু সমস্ত বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও অজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রকারে আমাকে ভজন করিলেও অভক্ত ইতি ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

**অনুভূষণ**—তাৎপর্য্য-প্রকাশের নিমিত্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্ববেত্তার ফল বলিতেছেন। যিনি আমাকে এইপ্রকার মদুক্ত নিরুক্তিবশতঃ পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বলিয়া জানেন, অশ্বকর্ণাদির ন্যায় সংজ্ঞামাত্র জ্ঞান করেন না। অসংমূঢ় সেই

ব্যক্তি আমার পুরুষোত্তমত্বে সংশয় শূন্য হইয়া এই শ্লোকত্রয়ের অর্থ জানিয়া সর্ব্ববিৎ হন অর্থাৎ সেখানেই নিখিল বেদ-তাৎপর্য্য আছে, জানিতে পারেন। পুরুষোত্তমতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বপ্রকারে ভজনা করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্ববেদার্থবেত্তা, সর্ব্বভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠাতা আমার অনুগ্রহ তাঁহাতেই হইয়া থাকে। আর আমার পুরুষোত্তমত্বে সন্দিহান ব্যক্তি সর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াও অজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকারে ভজন করিয়াও অভক্ত,—ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যদি প্রশ্ন হয় যে, তোমার এই ব্যবস্থাপিত অর্থে (?) বাদিগণ বিবাদ করেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—আমার মায়ায় মুগ্ধ তাঁহারা বিবাদ করুন, কিন্তু সাধুগণ মোহ প্রাপ্ত হন না, তাই বলিতেছেন—'যো মাম্' ইত্যাদি। 'অসংমূঢ়ঃ'—বাদিগণের বাদদ্বারা সংমোহ প্রাপ্ত হন না যাঁহারা। শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও তিনিই সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থতত্ত্ব-জ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত অন্যে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও সংমূঢ় অর্থাৎ সম্যক্ মূর্খ ই—এই ভাব। সেইরূপ যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিই আমাকে সর্ব্বপ্রকারে ভজন করেন। তিনি ভিন্ন অন্যে ভজন করিয়াও আমাকে ভজন করে না, এই অর্থ।"

যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মস্বরূপের বিষয়-বর্ণনান্তে ভক্তগণের উপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজপুরুষোত্তম নামের তত্ত্ব ও মহিমা জানাইতেছেন। তিনি ক্ষরপুরুষ জীব হইতে অতীত এবং অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে উত্তম বলিয়া পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও আশ্রয়স্বরূপ। এ-বিষয়ে গীঃ—১৪।২৭ এবং গীঃ-১০।৪২ শ্লোক আলোচ্য। উপাসকের বৈশিষ্ট্য হইতেও উপাস্যের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ"—( গীঃ—৬।৪৭ ) এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ যোগীদিগের মধ্যে আমার ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; ইহা বলিয়া, যোগিগণ-উপাস্য পরমাত্মা হইতেও তাঁহার স্বরূপের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ( ১।৩।২৮ )

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥" (আঃ—২।৮৮)
"অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—সর্ব্ব-অবতংস॥" (আঃ—২।৭০)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" (পূঃ বিঃ ২।৩২)

সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞাতার এবং সকল ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠাতার যে ফল, তাহা তিনিই লাভ করিয়া থাকেন; আর যাহারা কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপকে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বলিয়া অবগত হইতে পারে না, অথবা মুখে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব স্বীকারের অভিনয় করিলেও পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বর্ণিত ভাবে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনার অভিমান করিলেও অর্থাৎ নিজদিগকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া জানিলেও, তাহারা কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য্য-জ্ঞানহীন মূর্খ, তাহাদের সেই মূর্খতার আশ্রয়ে যে নানাবিধ কুমতপ্রসারী প্রজল্প প্রকাশ পায়, তাহা ভক্ত সুধীগণের গ্রাহ্য নহে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"প্রভু বলে,—"সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন'॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥

করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন॥

হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র, তাহার দুর্গতি॥

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

এইমত সকল-শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায়॥

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥

পড়িয়া-শুনিয়া লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৪৮-১৫৯

শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মরাজ যমের বাক্যেও পাই,—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্" ।—( ৬।৪।২৫) ॥ ১৯ ॥

**ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।**
**এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০॥**

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

**অন্বয়**—অনঘ! ( নিষ্পাপ! ) ভারত! ইতি ( এই প্রকারে ) ইদং ( এই )
গুহ্যতমং ( অতিরহস্যপূর্ণ ) শাস্ত্রম্ ( শাস্ত্র ) ময়া ( আমা কর্ত্তৃক ) উক্তম্ (কথিত

হইল) এতৎ (ইহা) বুদ্ধা (অবগত হইয়া) [জনঃ—মনুষ্য] বুদ্ধিমান্ (সম্যক্ জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ চ (এবং কৃতার্থ) স্যাৎ (হন্)॥ ২০॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়স্য অন্বয়ঃ সমাপ্তঃ॥

**অনুবাদ**—হে অনঘ! হে ভারত! আমি তোমাকে এই গুহ্যতম শাস্ত্র উপদেশ করিলাম। জীব ইহা অবগত হইলে, সম্যক্ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হইবে॥ ২০॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে
শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে পুরুষোত্তম-যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে অনঘ! এই পুরুষোত্তম-যোগটি—সর্ব্বগুহ্যতম শাস্ত্র; ইহা অবগত হইলে, বুদ্ধিমান্ জীব কৃতকৃত্য হয়। হে ভারত! এই যোগ অবগত হইলে ভক্তির আশ্রয়গত ও বিষয়গত সমস্ত কষায় দূর হয়। ভক্তি—একটি চিন্ময়ী নিত্যা বৃত্তিবিশেষ; তাহার সুন্দর-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ, তাহার আশ্রয় যে জীব, তাহার স্বীয় 'শুদ্ধতা' ও বিষয় যে ভগবান্, তাঁহার 'পূর্ণ আবির্ভাব',—এই দুইটি নিতান্ত আবশ্যক। ভগবত্তত্ত্বে যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধবুদ্ধি উদিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভক্তি কার্য্য করে না; পরন্তু পুরুষোত্তম-বুদ্ধি হইলেই ভক্তি বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয়॥ ২০॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ভক্তিযোগ-সাধনকালে সাধুসঙ্গ ও শুদ্ধভজনাঙ্গের স্মরণ-বলে যে চারিটি বৃহৎ অনর্থের নিবৃত্তি হওয়া আবশ্যক, তন্মধ্যে সংসারা-সক্তিরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যটি—'তৃতীয়' অনর্থ। শুদ্ধজীব ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতা-ক্রমে যে মায়া-ভোগের বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার 'প্রথম' হৃদয়দৌর্ব্বল্য। পরে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে বিষয়াসক্তি, তাহাই তাঁহার 'দ্বিতীয়' হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই দ্বিবিধ হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতেই অন্য সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি

হইয়াছে। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে উক্ত-দৌর্ব্বল্য-নাশের লক্ষণ শুদ্ধবৈরাগ্য কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি-পর্য্যন্ত ভক্তিজনিত যুক্তবৈরাগ্য-সহকারে পুরুষোত্তম-তত্ত্বালোচনার ব্যবস্থা লক্ষিত হয়।

**ইতি—পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।**

**শ্রীবলদেব**—অথৈতদপাত্রেষ্বপ্রকাশ্যমিতি ভাবেনাহ,—ইতীতি। ইত্যেবং সংক্ষেপরূপং পুরুষোত্তমত্ব-নিরূপকমিদং ত্রিশ্লোকীশাস্ত্রং তুভ্যং পরমভক্তায় ময়োক্তম্। হে অনঘ!—ত্বয়াপ্যপাত্রেষু নৈতৎ প্রকাশ্যমিতি ভাবঃ। এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ পরোক্ষজ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যোঽপরোক্ষজ্ঞানী চেতি পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞানমভ্যর্চ্যতে॥ ২০॥

**শ্রীবলদেব**—বদ্ধান্মুক্তাচ্চ যঃ পুংসো ভিন্নস্তদ্ভৃত্তদুত্তমঃ।
স পুমান্ হরিরেবেতি প্রাপ্তং পঞ্চদশাদতঃ॥

**ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।**

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর ইহা অপাত্রে অর্থাৎ যাহাদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি নাই, তাহাদের নিকটে অপ্রকাশ্য—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'ইতীতি' এই প্রকার সংক্ষিপ্ত পুরুষোত্তমত্ব নিরূপক এই তিন শ্লোকাত্মকশাস্ত্র পরম ভক্ত তোমাকে আমাকর্ত্তৃক কথিত হইল। হে নিষ্পাপ! তুমিও ইহা অপ্রাত্রে কখনও প্রকাশ করিবে না। ইতি। এই জানিয়া বুদ্ধিমান্ প্রথমে পরোক্ষজ্ঞানী হইবে। পরে অপরোক্ষজ্ঞানী হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। এইরূপে পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞানকে সম্মান করা হইতেছে॥ ২০॥

বদ্ধ ও মুক্ত উভয় পুরুষ হইতে যিনি ভিন্ন, যিনি সেই উভয়কে ভরণ করিতেছেন, তিনি উত্তম পুরুষ, সেই উত্তম পুরুষ শ্রীহরিই—ইহা পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে পাওয়া যায়।

**ইতি—পঞ্চদশ অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদগীতোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।**

**অনুভূষণ**—অনন্তর বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের উপসংহারে বলিতেছেন—এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বপূর্ণ শাস্ত্র গুহ্যতম সুতরাং ইহা অপাত্রে অপ্রকাশ্য। পুরুষোত্তমতত্ত্ব-নিরূপক এই ত্রিশ্লোকযুক্ত সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র পরমভক্ত

তোমাকে বলিলাম। হে অনঘ, অর্জ্জুন! তুমিও ইহা অপাত্রে প্রকাশ করিও না। আমার এই উক্তির মর্ম্ম অবগত হইয়া বুদ্ধিমান প্রথমে পরোক্ষজ্ঞানী অবশেষে অপরোক্ষ জ্ঞানী হইয়া কৃতকৃত্য হইবে। পুরুষোত্তমতত্ত্বজ্ঞানের পূজা বা সম্মান এইভাবে করা হইল। শ্রীভগবান্ উপসংহারমুখে এই অধ্যায়ে বর্ণিত 'পুরুষোত্তম-যোগ'কে গুহ্যতম শাস্ত্র বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। এ-স্থলে গুহ্যতম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত ব্যতীত এই তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে অপরে অক্ষম। শ্রীমদর্জ্জুন শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত বলিয়াই তাঁহার নিকট এই সুগোপ্য তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা ভক্তকৃপায় এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃত্য হইবেন ॥ ২০ ॥

**ইতি—শ্রীমদ্ভগবদগীতার পঞ্চদশ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥**

**পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।**

# ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

**অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।**
**দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥**
**অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।**
**দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥**
**তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।**
**ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥**

**অন্বয়**—শ্রীভগবান্ উবাচ,—( শ্রীভগবান্ বলিলেন ) হে ভারত! অভয়ং (ভয়রাহিত্য) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা ) দানং ( দান ) দমঃ চ ( বাহেন্দ্রিয় সংযম ) যজ্ঞঃ চ ( দেবপূজা ) স্বাধ্যায়ঃ ( বেদপাঠ ) তপঃ ( ব্রহ্মচর্য্যাদি ) আর্জ্জবম্ ( সরলতা ) অহিংসা ( অহিংসা ) সত্যম্ ( সত্যবাদিতা ) অক্রোধঃ ( ক্রোধাভাব ) ত্যাগঃ ( পুত্র-কলত্রাদিতে মমতাত্যাগ ) শান্তিঃ ( শান্তি ) অপৈশুনম্ ( পরনিন্দাবর্জ্জন ) ভূতেষু দয়া ( জীবগণের প্রতি করুণা ) অলোলুপ্ত্বং ( লোভ হীনতা ) মার্দ্দবং ( মৃদুতা ) হ্রীঃ ( লজ্জা ) অচাপলম্ ( অচপলতা ) তেজঃ ( তেজ ) ক্ষমা (ক্ষমা) ধৃতিঃ ( ধৈর্য্য ) শৌচম্ ( শৌচ ) অদ্রোহঃ ( দ্রোহাভাব ) নাতিমানিতা ( অভিমান শূন্যতা ) [ এতানি—এই সকল ] দৈবীম্ ( সাত্ত্বিকী ) সম্পদং অভি ( সম্পদের অভিমুখে ) জাতস্য ( জাতব্যক্তির ) ভবন্তি ( উদ্ভূত হয় ) ॥ ১-৩ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভারত! অভয়, চিত্তপ্রসাদ, জ্ঞানোপায়ে দৃঢ়নিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ, স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা-ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, নিরভিমানতা,—এই সকল গুণ দৈবীসম্পদের অভিমুখে জাতব্যক্তির উদিত হয়, অর্থাৎ শুভক্ষণে জন্ম হইলে ঐ সকল সম্পদ লব্ধ হয় ॥ ১-৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এখন তোমার মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, সর্ব্বশাস্ত্রেই সাত্ত্বিকধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা আছে। তাহার তত্ত্ব কি ? সেই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে, সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের দুইটি ফল আছে ; একটি ফল—জীবের গাঢ়-বন্ধ-সাধক, এবং একটি ফল—সংসারমুক্তিজনক। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বময় ; বদ্ধ-দশায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম্মটি গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয়। সত্ত্বসংশুদ্ধির অভিপ্রায়েই শাস্ত্রসকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্ত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশে যে-সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই-সকলই 'দৈবী সম্পদ্', আর যে-সকল কার্য্য-দ্বারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেইসকলই 'আসুরী সম্পদ্'। অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, দান, দম, যজ্ঞ, তপঃ, আর্জ্জব, বেদপাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা,—এই ছাব্বিশটি গুণকে 'দৈবী সম্পদ্' বলা যায়। শুভ-বাসনা অভিলক্ষ্য করিয়া জন্মলব্ধ পুরুষের ঐ সম্পদ্ হয় ॥ ১-৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—দৈবীং তথাসুরীং কৃষ্ণঃ সম্পদং ষোড়শেঽব্রবীৎ।
উপাদেয়ত্বহেয়ত্বে বোধয়ন্ ক্রমতস্তয়োঃ ॥

পূর্ব্বত্র 'অশ্বত্থমূলান্যনুসন্ততানি' ইত্যাদিনা প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্তাঃ শুভা-শুভবাসনাঃ সংসারতরোঽবান্তরমূলত্বেনোক্তাঃ। এতা এব নবমে দৈব্যা-সুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নিগদিতাঃ। তত্র বৈদিকার্থানু-ষ্ঠানহেতুঃ সাত্ত্বিকী শুভবাসনা মোক্ষোপযোগিণী দৈবী প্রকৃতিঃ ; সৈবেহ দৈবী-সম্পত্তরোরুপাদেয়ং ফলম্। স্বাভাবিকরাগদ্বেষানুসারিণী সর্ব্বানর্থহেতু রাজসী তামসী চাশুভবাসনা আসুরী রাক্ষসী চ প্রকৃতির্নিরয়নিপাতোপযোগিনী সা ; সা চাসুরী সম্পত্তরোর্হেয়ং ফলমিত্যেতদ্বোধয়িতুং ষোড়শস্যারম্ভঃ। অত্র দৈবীং সম্পদং ভগবানুবাচ,—অভয়মিত্যাদিনা ত্রিকেণ। চতুর্ণামাশ্রমাণাং বর্ণানাঞ্চ ধর্ম্মাঃ ক্রমাদিহ কথ্যন্তে। সন্ন্যাসিনাং তাবদাহ,—অভয়ং নিরুদ্যমঃ কথমেকাকী জীবিষ্যামীতি ভয়শূন্যত্বম্, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানেন মনোনৈর্ম্মল্যম্, জ্ঞানযোগে শ্রবণাদৌ জ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠেতি ত্রয়ম্ ; অথ গৃহ-স্থানামাহ,—দানং স্বভোগ্যস্য ন্যায়ার্জ্জিতস্য অন্নাদেঃ সৎপাত্রে যথাযোগ্যং সমর্পণম্, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গস্য যথাযোগ্যং সংযমঃ, যজ্ঞোঽগ্নিহোত্রাদের্বিহিত-

স্বানুষ্ঠানমিতি ত্রয়ম্ ; অথ ব্রহ্মচারিণামাহ,—স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ শক্তিমতো ভগবতঃ প্রতিপাদকোঽয়মপৌরুষেয়োঽক্ষররাশিরিতানুসন্ধায় বেদাভ্যাসনিষ্ঠতেত্যেকম্ ; অথ বানপ্রস্থানামাহ,—তপ ইতি ; তচ্চ শরীরাদিত্রিভেদমিত্যষ্টাদশে বক্ষ্যমাণং বোধ্যমিত্যেকম্ অথ বর্ণেষু বিপ্রাণামাহ,—আর্জ্জবং সারল্যম্, তচ্চ শ্রদ্ধালুশ্রোতৃষু স্বজ্ঞাতার্থাগোপনং জ্ঞেয়ম্ ; অহিংসা প্রাণিজীবিকানুচ্ছেদকতা ; সত্যমনর্থাননুবন্ধিযথাদৃষ্টার্থবিষয়ং বাক্যম্ ; অক্রোধো দুর্জ্জনকৃতে স্ব-তিরস্কারেঽভ্যুদিতস্য কোপস্য নিরোধঃ ; ত্যাগো দুরুক্তেরপি তত্রাপ্রকাশঃ ; শান্তির্মনসঃ সংযমঃ ; অপৈশুনং পরোক্ষে পরানর্থকারি-বাক্যাপ্রকাশনম্ ; ভূতেষু দয়া তদ্দুঃখাসহিষ্ণুতা ; অলোলুপ্ত্বং নির্লোভতা,—পলোপশ্ছান্দসঃ ; মার্দ্দবং কোমলত্বং সৎপাত্রসঙ্গবিচ্ছেদাসহনম্ ; হ্রীর্বিকর্ম্মণি লজ্জা ; অচাপলং ব্যর্থক্রিয়াবিরহ ইতি দ্বাদশ। অথ ক্ষত্রিয়াণামাহ,—তেজস্তুচ্ছজনানভিভাব্যত্বম্ ; ক্ষমা সত্যাপি সামর্থ্যে স্বাসমানং পরিভাবকং প্রতি কোপানুদয়ঃ ; ধৃতিঃ শরীরেন্দ্রিয়েষ্ববসন্নেষ্বপি তদুত্তম্ভকঃ প্রযত্নো যেন তেষাং নাবসাদঃ স্যাদিতি ত্রয়ম্। অথ বৈশ্যানামাহ,—শৌচং ব্যাপারে বাণিজ্যে মায়ানৃতাদি-রাহিত্যম্ ; অদ্রোহঃ পরজিঘাংসয়া খড়্গাদ্যগ্রহণমিতি দ্বয়ম্। অথ শূদ্রাণামাহ,—নাতিমানিতা আত্মনি পূজ্যত্বভাবনাশূন্যতা বিপ্রাদিষু ত্রিষু নম্রতেত্যেকমিতি ষড়্‌বিংশতিঃ। এতে তত্র তত্র প্রধানভূতা বোধ্যা অনুক্তানামপ্যুপলক্ষণার্থাঃ। দেহারম্ভকালোন্মুখৈঃ সুকৃতৈর্ব্যক্তাং দৈবীং শুভবাসনামভিলক্ষীকৃত্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি উদয়ন্তে,—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" ইতি শ্রুতেঃ। দেবাঃ খলু পরেশানুবৃত্তিশীলাস্তেষামিয়ং সম্পদনয়া তৎপ্রাপকজ্ঞানভক্তিসম্ভবাৎ সংসারতরোরুপাদেয়ং ফলমেতৎ ॥ ১-৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের বিষয় ও লক্ষণগুলি বলিতে ক্রমে এই দুইটি সম্পদের মধ্যে কোনটির উপাদেয়ত্ব ও কোনটির হেয়ত্ব তাহাও বুঝাইয়া উহাদের বিবৃতি করিয়াছেন।

পূর্ব্বাধ্যায়ে 'অশ্বত্থমূলান্যনুসন্ততানি' ইত্যাদির দ্বারা বহুকালের কর্ম্মনিমিত্ত ( সঞ্চিত ) শুভাশুভরূপকর্ম্মবাসনাই সংসারবৃক্ষের অবান্তর মূলরূপে বলা হইয়াছে। ইহারাই নবমে দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসীরূপে প্রত্যেকপ্রাণীর প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈদিক অর্থের অনুষ্ঠানের হেতু, মোক্ষোপযোগিনী সাত্ত্বিক শুভ বাসনাই দৈবী প্রকৃতি ( বলিয়া অভিহিত

হইয়াছে )। সেই দৈবী প্রকৃতিই এই অধ্যায়ে দৈবী-সম্পৎ সংসার তরুর উপাদেয় ফল ( শ্রেষ্ঠফল )। স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষের অনুসরণকারী সকল অনর্থের হেতু রাজসী ও তামসীরূপ পাপকর্ম্মের বাসনা আসুরী এবং রাক্ষসী প্রকৃতি, ইহা নরকে নিপাতের উপযোগিণী, সেই আসুরী-সম্পৎ সংসার-বৃক্ষের হেয় ফল—ইহাই বলিবার জন্য ষোড়শ অধ্যায়ের আরম্ভ। ইহাতে দৈবী-সম্পৎ কি? তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'অভয়মিত্যাদি' তিনটি শ্লোকদ্বারা। চারিটি আশ্রমের ও চারিটি বর্ণের ধর্ম্মগুলি ক্রমে ক্রমে এখানে বলা হইতেছে—সন্ন্যাসীদের ( ত্যাগীদের ) সম্পর্কে বলা হইতেছে—অভয়—উদ্যমশূন্য হইয়া কিরূপে একাকী বাঁচিয়া থাকিব, এইপ্রকার ভয়শূন্যতা। সত্ত্বসংশুদ্ধি—স্বীয়-স্বীয় আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মনের নির্ম্মলতা আনয়ন করা, জ্ঞানযোগে—শ্রবণাদি জ্ঞানের উপায়ে ব্যবস্থিতি—পরিনিষ্ঠা এই তিনটি ধর্ম্ম। অনন্তর গৃহস্থদিগের সম্পর্কে বলা হইতেছে—দান—ন্যায় ও সৎপথে থাকিয়া উপার্জিত ও স্বীয় ভোগ্য অন্নাদির সৎপাত্রে যথাযোগ্য সমর্পণ। দম—( পাঁচটি ) বাহ্যেন্দ্রিয়-সমূহের যথাযথভাবে সংযম। যজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি বিহিত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান—এই তিনটি। অনন্তর ব্রহ্মচারীদের বিষয় বলা হইতেছে—স্বাধ্যায়—ব্রহ্মযজ্ঞ শক্তিমান্ ভগবানের প্রতিপাদক এই অপৌরুষেয় অক্ষররাশি, ইহা বিচার করিয়া বেদাভ্যাসনিষ্ঠ—ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম। অনন্তর বানপ্রস্থদিগের বিষয় বলা হইতেছে—তপ ইতি। তাহা ( তপ ) শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিভেদ বিশিষ্ট—ইহা অষ্টাদশাধ্যায়ে বলিব—জানিবে—ইহা এক। অনন্তর চারিবর্ণের মধ্যে বিপ্র ( ব্রাহ্মণ )দের বিষয় বলা হইতেছে—আর্জ্জব—সারল্য, তাহা শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতৃবৃন্দের কাছে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত-বিষয় গোপন না করাই জানিবে। অহিংসা—প্রাণিবর্গের জীবিকার অনুচ্ছেদকতা অর্থাৎ বিঘ্নসম্পাদন না করা। সত্য—অনর্থের সহিত অসংশ্লিষ্ট ও যথাদৃষ্টার্থ বিষয়ক বাক্য। অক্রোধ—দুর্জ্জনকর্ত্তৃক কৃত নিজ নিন্দায় উৎপন্ন সত্ত্বেও কোপের নিরোধ। ত্যাগ—দুর্বাক্য কেহ বলিলেও তাহার প্রকাশ না করা। শান্তি—মনের সংযম। অপৈশুন—পরোক্ষে ( অসাক্ষাতে ) পরের ক্ষতিকর বাক্যের অপ্রকাশ। প্রাণিবর্গের উপর দয়া—তাহাদের দুঃখের অসহিষ্ণুতা। অলোলুত্ব—নির্লোভতা। অলোলুপত্ব—পদের "প"কারের লোপ ছন্দের অনুরোধে। মার্দ্দব—কোমলত্ব অর্থাৎ সৎপাত্রের সঙ্গবিচ্ছেদের অসহন। হ্রী—শাস্ত্র ও বেদবিরুদ্ধকর্ম্মে লজ্জা। অচাপল—

ব্যর্থক্রিয়াবিরহ অর্থাৎ নিষ্ফল কর্ম্মত্যাগ।—এই দ্বাদশটি। অনন্তর ক্ষত্রিয়দিগের বিষয় বলা হইতেছে—তেজ—তুচ্ছ নিকৃষ্টব্যক্তিগণের দ্বারা অনভিভাব্যতা অর্থাৎ পীড়িত না হওয়া। ক্ষমা—সামর্থ্য থাকাসত্ত্বেও নিজ অপেক্ষা অসমান পরিভাবকের প্রতি ( দুর্ব্বলের প্রতি ) কোপের উদয় না হওয়া। ধৃতি—শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি অবসন্ন হইলেও তাহার উত্তম্ভকপ্রযত্ন ( ধৈর্য্য ও শান্ত ভাব ) যাহার দ্বারা তাহাদের অবসাদ হইবে না,—এই তিনটি।

অনন্তর বৈশ্যদের বিষয় বলা হইতেছে—শৌচ—ব্যাপারে ও বাণিজ্যে 'মায়া ও অনৃত' অর্থাৎ মিথ্যাদিশূন্যতা। অদ্রোহ—পরকে হিংসা করিবার ইচ্ছায় খড়্গাদির গ্রহণ না করা,—এই দুইটি। অনন্তর শূদ্রাদির বিষয় বলা হইতেছে—'নাতিমানিতা'—নিজেতে পূজ্যত্বাভিমানত্যাগ, বিপ্রাদি তিনেতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেতে নম্রতা ইতি ষড়বিংশতি। ইহারা সেখানে সেখানে প্রধানরূপেই জানিবে। অনুক্ত বিষয়েরও উপলক্ষণার্থগুলি। দেহারম্ভককালে ফলদানপ্রবণ সুকৃতিসমূহের দ্বারা প্রোক্ত—অভিহিত দৈবী ( সম্পদ্ ) শুভ সংস্কার লইয়া জাতপুরুষের উদয় হয়—"পুণ্যবান্ হয় পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা এবং পাপী হয় পাপকর্ম্মের দ্বারা।" ইতি শ্রুতিহেতু। দেবতারাও পরমেশ্বরের অনুবৃত্তিকারী, তাহাদের এই সম্পদ। ইহাদ্বারা তৎপ্রাপকজ্ঞান ও ভক্তির উদ্ভব হয় বলিয়া ইহা সংসার তরুর উপাদেয় ফল॥ ১-৩॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ দৈবী-সম্পদের উপাদেয়ত্ব এবং আসুরী-সম্পদের হেয়ত্ব বুঝাইবার ইচ্ছায় ক্রমশঃ উভয় প্রকার সম্পদের বিষয় বলিয়াছেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সংসারকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত উপমা করিয়া প্রাচীন-কর্ম্ম-নিমিত্ত শুভাশুভ বাসনাই এই সংসার বৃক্ষের অবান্তর মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। নবম অধ্যায়েও প্রাণিগণের দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈদিক বিষয় অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যে শুভবাসনা, তাহাই সাত্ত্বিকী এবং মোক্ষের উপযোগিনী দৈবী-প্রকৃতি। উহাই দৈবী-সম্পদ্ সংসার বৃক্ষের উপাদেয় ফল। স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষানুসারিণী যে অশুভ-বাসনা, যাহা সমস্ত অনর্থের হেতু এবং নরকে নিপাতের উপযোগিনী তাহাই রাজসী ও তামসী ; আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি। উহাই আসুরী-সম্পদ্

সংসার তরুর হেয় ফল। ইহাই বুঝাইবার জন্য এই ষোড়শ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে।

মনুষ্যের কর্ম্মই তাহার সংসার বন্ধনের মূল। সাংসারিক প্রাণিগণের প্রকৃতি আবার দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী-ভেদে তিন প্রকার। প্রকৃতি ত্রিবিধ হইলেও এস্থলে রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকে এক 'আসুরী' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। আবার ইহাতে রাজসী ও তামসী প্রকৃতির ক্রিয়া অতিশয় প্রবলভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ তিনটি শ্লোকে দৈবী সম্পদের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্মসমূহ ক্রমে ক্রমে বলিতেছেন। প্রথমেই সন্ন্যাসীদিগের বিষয় বলিতেছেন। (১) অভয় অর্থাৎ নিরুদ্যম, একাকী গহন বনে বা পর্ব্বতের গুহায় কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব, ইত্যাকার ভয়-শূন্যতা। (২) সত্ত্বসংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বীয় আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা মনের নির্ম্মলতা অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ নির্ম্মলতা। (৩) জ্ঞানযোগে ব্যবস্থিতি—জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক শ্রবণাদিতে অর্থাৎ জ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা।

গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিতেছেন,—(১) দান—ন্যায় পথে অর্জ্জিত স্বভোগ্য অন্নাদির সৎপাত্রে যথাযোগ্যভাবে সমর্পণ। (২) দম—বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গের যথাযোগ্য সংযম। সকল বিষয়ে শাস্ত্রবিহিত যথাযোগ্য ভোগ স্বীকার। যেমন বিবাহিত স্ত্রীতে ঋতুকাল ব্যতীত সঙ্গ না করা।

(৩) যজ্ঞ—বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

অনন্তর ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্ম বলিতেছেন,—

(১) স্বাধ্যায়—ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ শক্তিমান্ শ্রীভগবানের প্রতিপাদক অপৌরুষেয় অক্ষররাশি অনুসন্ধান পূর্ব্বক বেদাভ্যাসনিষ্ঠ হওয়া।

বানপ্রস্থের ধর্ম্ম বলিতেছেন,—

(১) তপস্যা—ইহা শরীরাদি ভেদে অর্থাৎ কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ভেদে ত্রিবিধ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণন হইতে জানিতে হইবে।

চারি আশ্রমের বিষয় বর্ণন করিয়া বর্ত্তমানে চারিবর্ণের বিষয় বলিতে গিয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিতেছেন। (১) আর্জ্জব—সরলতা, তাহা শ্রদ্ধালু শ্রোতার নিকট স্বকীয় পরিজ্ঞাত অর্থ গোপন না করা, জানিতে হইবে। (২) অহিংসা—

অর্থাৎ প্রাণিবৃত্তিচ্ছেদরূপ হিংসা না করা। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও উদ্বেগ না দেওয়া। (৩) সত্য—অনর্থ উৎপাদন না করে, এইরূপ যথা দৃষ্টার্থ-বিষয়ক বাক্য বলা। (৪) অক্রোধ—দুর্জ্জনকৃত স্বীয় তিরস্কারে অভ্যুদিত কোপেরও নিরোধ। (৫) ত্যাগ—দুরুক্তি কেহ করিলেও তাহা প্রকাশ না করা। (৬) শান্তি—মনের সংযম। (৭) অপৈশুন—পরোক্ষে পরের অনর্থকারী বাক্য প্রকাশ না করা। (৮) ভূতগণের প্রতি দয়া—তাহাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারা। (৯) অলোলুপত্ব—লোভ শূন্যতা। (১০) মার্দ্দব—কোমলত্ব অর্থাৎ সৎপাত্রের সঙ্গ-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারা। (১১) হ্রী—বিকর্ম্মে অর্থাৎ শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মে লজ্জা। (১২) অচাপল—ব্যর্থক্রিয়া শূন্য।

অতঃপর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিতেছেন,—

(১) তেজ—তুচ্ছজনের দ্বারা অনভিভাব্য অর্থাৎ পরাভূত না হওয়া। (২) ক্ষমা—সামর্থ্য থাকিতেও নিজ হইতে অসমান ব্যক্তির নিকট পরিভব ঘটিলেও, তাহার প্রতি কোপের উদয় না হওয়া। (৩) ধৃতি—শরীর ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলেও সেই অবসাদ দূর করিবার প্রযত্ন, যাহাতে পুনরায় অবসাদ না আসে।

বৈশ্যগণের বিষয় বলিতেছেন,—

(১) শৌচ—ব্যাপারে বাণিজ্যে মায়া অর্থাৎ প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাভাষণাদি রাহিত্য। (২) অদ্রোহ—পরের হননেচ্ছায় খড়্গাদি গ্রহণ না করা।

অনন্তর—শূদ্রগণের বিষয় বলিতেছেন,—

(১) নাতিমানিতা—নিজেতে পূজ্যত্বভাবনা-শূন্যতা ও বিপ্রাদি ত্রিবর্ণের প্রতি নম্রতা।

এই ছাব্বিশ প্রকার গুণ সেখানে সেখানে প্রধানীভূতা। আর যাহা বলা হয় নাই; তাহাও উপলক্ষণ। দেহারম্ভক কালোন্মুখ সুকৃতির দ্বারা ব্যক্ত দৈবী শুভবাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই জাত পুরুষের হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা পুণ্যবান্ হয় এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপী হয়।

দেবতারা কেবল পরমেশ্বরের আনুগত্য-পরায়ণ। তাঁহাদের এই সম্পাদনার ফলে তৎপ্রাপক জ্ঞান ও ভক্তি জন্মে বলিয়া সংসার বৃক্ষের ইহা উপাদেয় ফল।

সংসাররূপ বৃক্ষের দুইটি ফল ; একটি সংসার-বন্ধক ও অপরটী সংসার-মোচক। যে সকল গুণে গুণী হইলে জীব তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হইয়া ভক্তি-বলে ক্রমশঃ পুরুষোত্তমতত্ত্ববিৎ হন এবং কৃতকৃত্য হইয়া সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করেন, সেই সকল গুণকেই এখানে দৈবী সম্পদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। অবশ্য খুব শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ হইলেই সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ এই দৈবী সম্পদ্‌লাভের যোগ্য হন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"ষোড়শ অধ্যায়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দৈবী ও আসুরী-সম্পদের বর্ণন করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর হইতে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার সর্গের কথাও বলিয়াছেন।

অব্যবহিতপূর্ব্ব ( পঞ্চদশ ) অধ্যায়ে 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্'—ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের ফলের কথা অবর্ণিত থাকায় তাহা স্মরণ করিয়া এই অধ্যায়ে সেই বৃক্ষের মোচক ও বন্ধক-রূপ দ্বিবিধ ফলের কথা বলিতে গিয়া প্রথমে মোচকরূপ ফলের কথা বলিতেছেন—'অভয়ম্' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'অভয়ম্'—পুত্রকলত্রাদি-বিরহিত একাকী নির্জ্জন বনে কিরূপে জীবন ধারণ করিব, এই প্রকারের ভয়শূন্য-অবস্থা। 'সত্ত্বসংশুদ্ধি'—চিত্তের প্রসন্নতা ; 'জ্ঞানযোগে'—জ্ঞানের উপায় অমানিত্বাদিতে 'ব্যবস্থিতিঃ'—পরিনিষ্ঠা, 'দানং'—নিজভোজ্য-অন্নাদির যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া অর্পণ, 'দমঃ'—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, 'যজ্ঞ'—দেবপূজা, 'স্বাধ্যায়ঃ'—বেদপাঠ, অপর-গুলির অর্থ স্পষ্ট। 'ত্যাগঃ'—পুত্রকলত্রাদিতে মমতা-ত্যাগ, 'অলোলুপ্‌ত্বং'—লোভের অভাব—অভয়াদি এই ষড়্‌বিংশতি। 'দৈবীং'—সাত্ত্বিকী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া, 'জাতস্য'—সাত্ত্বিক সম্পদসমূহ প্রাপ্তির প্রকাশক-ক্ষণে জন্মপ্রাপ্ত-ব্যক্তির লাভ হইয়া থাকে ॥ ১-৩ ॥

**দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।**
**অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! ( হে পার্থ! ) দম্ভঃ ( ধর্ম্মধ্বজিতা ) দর্পঃ ( ধনবিদ্যাদি-নিমিত্ত অহঙ্কার ) অভিমানঃ ( অন্যের নিকট পূজাকাঙ্ক্ষা ) ক্রোধঃ ( ক্রোধ ) পারুষ্যম্ এব চ ( নিষ্ঠুরতা ) অজ্ঞানং চ ( এবং অবিবেকতা ) [ এইগুলি ]

আস্থরীম্ ( আস্থরী ) সম্পদম্ অভি ( সম্পদের অভিমুখে ) জাতস্য ( জাত-ব্যক্তির ) [ ভবন্তি—হইয়া থাকে ] ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক আস্থরী সম্পদের অভিমুখে জাত-ব্যক্তির হইয়া থাকে, অর্থাৎ অসজ্জাত ব্যক্তি-গণের এই আস্থরী সম্পদ্ লাভ হয় ॥ ৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক,—এই ছয়টি অসদ্-বাসনার সহিত ( অভিলক্ষ্য করিয়া ) জাত-ব্যক্তিগণের আস্থরী সম্পদ ॥ ৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ নরকহেতুমাস্থরীং সম্পদমাহ,—দম্ভ ইত্যেকেন। দম্ভো ধার্ম্মিকত্বখ্যাতয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানম্, দর্পো বিদ্যাভিজনজন্যো গর্ব্বঃ, অভিমানঃ স্বস্মিন্নভ্যর্চ্চত্ববুদ্ধিঃ, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং প্রত্যক্ষং রুক্ষভাষিতম্, চকারশ্চাপ-লাদেঃ সমুচ্চায়কঃ, অজ্ঞানং কার্য্যাকার্য্যবিবেকধীশূন্যত্বম্, চকারোঽধৃত্যাদেঃ সমুচ্চায়কঃ। এতে দেহারম্ভকালোন্মুখৈর্দুষ্কৃতৈর্ব্যক্তামাস্থরীমশুভবাসনা-মভিলক্ষ্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি,—"পাপঃ পাপেন" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর নরকের হেতু আস্থরী-সম্পদের বিষয় বলা হইতেছে 'দম্ভ' ইত্যাদি একটি শ্লোকের দ্বারা। দম্ভ—ধার্ম্মিকত্ব খ্যাতিলাভের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান। দর্প—বিদ্যা ও আভিজাত্য-জন্য গর্ব্ব। অভিমান—নিজের প্রতি অভ্যর্চ্চনাবুদ্ধি অর্থাৎ সকলেই আমাকে সম্মানাদি করুক, এইরূপ বুদ্ধির নাম অভিমান। ক্রোধ-চিরপ্রসিদ্ধ, পারুষ্য—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাম্‌নাসাম্‌নি রুক্ষভাষা প্রয়োগ। 'চ'কারের দ্বারা চাপলাদির সমুচ্চয়। অজ্ঞান—কোনটী কর্ত্তব্য ( করা উচিত ) এবং কোনটী প্রকৃত অকরণীয় ( করা অনুচিত ) এই জাতীয় বিচারবুদ্ধিহীনতা, এখানেও 'চ'কার শব্দ—-অধৃতি প্রভৃতির সমুচ্চায়ক। ইহারা দেহারম্ভকালে ফলপ্রদানে উন্মুখদুষ্কৃতসমূহের দ্বারা ব্যক্ত আস্থরীরূপ অশুভ বাসনাকে লক্ষ্য করিয়া জাত-পুরুষের হয়। —"পাপী পাপের দ্বারা" এইরূপ শ্রুতিহেতু ॥ ৪ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বের তিনটি শ্লোকে দৈবী সম্পদের কথা বলিয়া এক্ষণে আস্থরী সম্পদের কথা বলিতেছেন। কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি আস্থরী সম্পদের পরিচায়ক, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। আস্থরী সম্পদ নরকের হেতু। (১) দম্ভ—ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান। (২)

দর্প—বিদ্যা ও উচ্চ কুলে জন্ম-জনিত গর্ব্ব। (৩) অভিমান—আপনাকে অতিশয় পূজ্যরূপে বিবেচনা করা। (৪) ক্রোধ—অর্থ প্রসিদ্ধ। (৫) পারুষ্য—লোকের সমক্ষে রুক্ষ বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ। (৬) অজ্ঞান—কার্য্য ও অকার্য্যের বিবেকবুদ্ধিশূন্য। এই গুলিও দেহারম্ভক-কালোন্মুখ দুষ্কৃতির দ্বারাই ব্যক্ত; আসুরিক অশুভ বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই জাত পুরুষের লাভ হইয়া থাকে। যেমন শ্রুতি বলেন,—'পাপের দ্বারা পাপ'। যে ব্যক্তি পাপজন্মা কুপুরুষ, জন্মকালেই তাহাকে এই সকল নিরয়-প্রাপক স্বভাব আশ্রয় করিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"বন্ধক ফলসমূহের কথা বলিতেছেন—'দম্ভঃ'—নিজে অধার্ম্মিক হইয়াও ধার্ম্মিক বলিয়া স্থাপন, 'দর্পঃ'—ধন ও বিদ্যাদির জন্য গর্ব্ব, 'অভিমানঃ'—অন্যের নিকট হইতে সম্মান আকাঙ্ক্ষা অথবা কলত্র পুত্রাদিতে আসক্তি, 'ক্রোধঃ'—স্পষ্টার্থ, 'পারুষ্যং'—নিষ্ঠুরতা, 'অজ্ঞানম্'—অবিবেক, 'আসুরী' এই কথা রাক্ষসী সম্পদেরও উপলক্ষণ। 'অভিজাত'—এইরূপ রাজস ও তামস সম্পদ্ সমূহ প্রাপ্তিসূচক ক্ষণে জাত ব্যক্তিতে এই সকল দম্ভাদি উদিত হইয়া থাকে" ॥ ৪ ॥

**দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।**
**মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥**

**অন্বয়**—দৈবী সম্পদ্ ( দৈবীসম্পদ্ ) বিমোক্ষায় ( মোক্ষের হেতু ) আসুরী [ সম্পদ্ ] ( আসুরীসম্পদ্ ) নিবন্ধায় ( বন্ধন কারণ বলিয়া ) মতা ( কথিত হয় )। পাণ্ডব! ( হে পাণ্ডব! ) মা শুচঃ ( শোক করিও না ) [ ত্বং—তুমি ] দৈবীং সম্পদং ( দৈবী সম্পদ্‌কে ) অভি ( লক্ষ্য করিয়া ) জাতঃ অসি ( জাত হইয়াছ ) ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**—দৈবীসম্পদ্ মোক্ষানুকূল এবং আসুরীসম্পদ্ বন্ধনের কারণ বলিয়া অভিমত। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবীসম্পদের মধ্যে জন্মিয়াছ, শোক করিও না ॥ ৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—দৈবী সম্পদের দ্বারাই মোক্ষচেষ্টা সম্ভব এবং আসুরী সম্পৎ ক্রমেই বন্ধন হইয়া পড়ে। হে অর্জ্জুন! বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক জ্ঞানযোগ-দ্বারা সত্ত্বসংশুদ্ধি হয়। ক্ষত্রিয়বর্ণলব্ধ তোমার দৈবসম্পৎ লাভ হইয়াছে; কেন না, ধর্ম্মযুদ্ধে বন্ধুনাশ ও শরাঘাতাদি-কার্য্য যথাশাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আসুরী সম্পদের মধ্যে পরিগণিত নয়; অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর॥ ৫॥

**শ্রীবলদেব**—এতয়োঃ সম্পদোঃ ফলভেদমাহ,—দৈবীত্যর্দ্ধকেন স্ফুটম্। বাণবৃষ্ট্যা পূজ্যান্ দ্রোণাদীন্ জিঘাংসোঃ ক্রোধপারুষ্যবতো মমেয়মাসুরী সম্পন্নরকং জনয়েদিতি শোচয়ন্তং পার্থমালক্ষ্যাহ,—মা শুচ ইতি। হে পাণ্ডবেতি ক্ষত্রিয়স্য তে যুদ্ধে বাণনিক্ষেপ-পারুষ্যাদিকং বিহিতত্বাৎ দৈব্যেব সম্পত্ততোঽন্যত্র ত্বাসুরীতি মা শুচঃ—শোকং মা কুরু॥ ৫॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই দৈবী ও আসুরী সম্পদের ফলভেদের কথা বলা হইতেছে—'দৈবীত্যাদি' শ্লোকার্দ্ধদ্বারা। স্ফুট (সহজ)। অর্জ্জুন ভাবিল তবে তো (যুদ্ধে) বাণবৃষ্টির অর্থাৎ প্রচুর বাণ নিক্ষেপের দ্বারা পূজ্য দ্রোণাদিকে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হননেচ্ছু আমার (অর্জ্জুনের) এই আসুরী সম্পৎ আমাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করাইবে—এইরূপ দুঃখার্ত্ত পার্থকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'মা শুচঃ' ইতি। হে পাণ্ডব! ইহা ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, এখানে বাণ-নিক্ষেপ ও পরুষবাক্যাদি ব্যবহার করার বিধান আছে বলিয়া ইহা দৈবসম্পৎই। এইরূপ ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র আসুরী সম্পৎ। এই হেতু—তুমি শোক করিও না॥ ৫॥

**অনুভূষণ**—উভয় প্রকার সম্পদের ফলভেদ বুঝাইতেছেন। দৈবীসম্পদের দ্বারা মোক্ষসাধন সম্ভব। আর আসুরীসম্পদের দ্বারা বন্ধন লাভ হইয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন মনে করিলেন যে, বাণবৃষ্টির দ্বারা পূজ্য দ্রোণাদিকে ক্রোধ ও পারুষ্যবান্ আমার জিঘাংসা-বৃত্তির ফলে এই আসুরী সম্পদ্ নরক ভোগ করাইবেই। অর্জ্জুনকে এইরূপ অনুশোচনা করিতে দেখিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তুমি শোক করিও না। হে পাণ্ডব! তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে যুদ্ধে বাণ নিক্ষেপ ও পারুষ্যাদি বিহিত বলিয়া ইহা দৈবী সম্পদ্; এতদ্ব্যতীত অন্যত্র আসুরী। সুতরাং তুমি শোক করিও না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

এই দুই প্রকার সম্পদের কার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন—'দৈবী' ইত্যাদি। হায়, হায়, শর-প্রহার দ্বারা বন্ধুবর্গের হিংসাকামী পারুষ্য ও ক্রোধাদি-যুক্ত আমার এই আসুরী সম্পদ্‌সমূহ সংসার বন্ধ-প্রাপিকা বলিয়া দেখা যাইতেছে—এই বলিয়া খেদকারী অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—'মা শুচ' ইত্যাদি। 'পাণ্ডব'—ক্ষত্রিয়কুলে জাত তোমার পক্ষে যুদ্ধে পারুষ্য-ক্রোধাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিতই, তদ্ব্যতীত অন্যত্রই সেই হিংসাদি আসুরী সম্পদ্‌, —এই ভাব ॥ ৫ ॥

**দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।**
**দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! (হে পার্থ!) অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) দৈবঃ (দৈব প্রকৃতি) আসুরঃ এব চ (এবং অসুর প্রকৃতি) দ্বৌ (দ্বিবিধ) ভূত-সর্গৌ (ভূতসৃষ্টি); দৈবঃ (দৈব-প্রকৃতি সম্বন্ধে) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) প্রোক্তঃ (বলা হইয়াছে) মে (আমার নিকট) আসুরং (অসুর প্রকৃতির বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! এই সংসারে দৈব এবং আসুর দুই প্রকার ভূত-সৃষ্টি হইয়াছে, দৈব-সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে; এক্ষণে আমার নিকট অসুর প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে পার্থ! এই জগতে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি—অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈবসম্পৎ-সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি; এক্ষণে আসুর-সম্পদ্ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—তথাপ্যনিবৃত্তশোকং তমালক্ষ্যাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়তি,—দ্বাবিতি। অস্মিন্ কর্ম্মাধিকারিণি মনুষ্যলোকে দ্বিবিধৌ ভূতসর্গৌ মনুষ্যসৃষ্টী ভবতঃ। যদায়ং মনুষ্যঃ শাস্ত্রাৎ স্বাভাবিকৌ রাগদ্বেষৌ বিনির্ধূয় শাস্ত্রীয়া-র্থানুষ্ঠায়ী, তদা দৈবঃ; যদা শাস্ত্রমুৎসৃজ্য স্বাভাবিক-রাগদ্বেষাধীনোঽশা-স্ত্রীয়ান্ ধর্ম্মান্ আচরতি, তদা ত্বাসুরঃ; ন হি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যামন্যা কোটিস্তৃতী-য়াস্তি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ" ইত্যাদিনা।

তত্র দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ 'অভয়ম্' ইত্যাদিনা। অথাসুরং শৃণু বিস্তরশো বক্ষ্যামি ॥ ৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তথাপি (যুদ্ধজন্য) শোকে মগ্ন অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আসুরী সম্পদের বিস্তৃত বর্ণনাদি করিতেছেন—'দ্বাবিতি'। এই কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যলোকে মানুষ সৃষ্টি (ভূতসৃষ্টি) দুইপ্রকার হইয়া থাকে। যখন এই মনুষ্য (কোন লোক) শাস্ত্রবাক্যানুসারে স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষ বিশেষভাবে পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠানকারী হয়, তখন ইহা দৈবীসম্পৎ। যখন শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবতঃ রাগদ্বেষাদির অধীন হইয়া অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তখন উহা আসুরীসম্পৎ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন অন্য কোনও তৃতীয় সম্পৎ নাই। শ্রুতিও এইপ্রকার বলিয়াছেন —"দুইটি প্রাজাপত্য—দেব ও আসুর" ইত্যাদির দ্বারা। সম্পৎগুলির মধ্যে দৈবীসম্পৎ আমাকর্ত্তৃক "অভয়" ইত্যাদির দ্বারা খুবই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। অনন্তর বিস্তারিতভাবে আসুরীসম্পদের কথা বলিব— শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে শোক করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তাহার শোক নিবৃত্ত হইতেছে না দেখিয়া, আসুরী সম্পদ্ বর্ত্তমান শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। এই কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যলোকে দ্বিবিধ ভূত সৃষ্টি অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন মনুষ্য শাস্ত্রবিধানানুসারে স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষকে বিনির্দ্ধৌত করিয়া শাস্ত্রীয় বিষয় অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি দৈব। আর যখন শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষের অধীন হইয়া অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মাদি আচরণ করে, তখন কিন্তু সে আসুর। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন তৃতীয় কোটি কিন্তু কিছু নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—দুইটি প্রজাপতির দ্বারা দেব ও আসুর ইত্যাদি। দেবী সম্পদের বিষয় বিস্তারিত আমি বলিয়াছি, এক্ষণে আসুরী সম্পদের বিষয় বিস্তারিত বলিব, শ্রবণ কর।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আসুরী সম্পদ্ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা উচিত, এই কারণে আসুরী সম্পদ্ বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছেন। প্রাণিগণের মধ্যে দুইপ্রকার সৃষ্টির বিষয় আমার বাক্যানুসারে শ্রবণ কর। আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিদ্বয়কে একত্র

করিয়া দুইটি বলিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে যে বলিয়াছেন "মোঘাশা মোঘ-কর্ম্মাণঃ" ( ৯।১২ ) ইত্যাদি বাক্যে যে তিন প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ আছে, তাহার সহিত এখানে কোন বিরোধ নাই।

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" ॥ ৬ ॥

**প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥**

**অন্বয়**—আসুরাঃ ( অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট ) জনাঃ ( জন সমূহ ) প্রবৃত্তিং চ ( ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ) নিবৃত্তিং চ ( এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ) ন বিদুঃ ( জানে না ) তেষু ( তাহাদের মধ্যে ) শৌচং ( শুচিত্ব ) ন ( নাই ) আচারঃ অপি চ ( আচারও ) ন ( নাই ) সত্যং চ ( সত্যপরায়ণতাও ) ন বিদ্যতে ( বিদ্যমান নাই ) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**—অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জানে না ; তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার ও সত্যপরায়ণতা বিদ্যমান নাই ॥ ৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না ; শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের-নিকট আদৃত হয় না ॥ ৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—আসুরং সর্গমাহ,—প্রবৃত্তিঞ্চেতি দ্বাদশভিঃ। আসুরা জনা ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ ন জানন্তি ; চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রতিপাদকে বিধি-নিষেধবাক্যে চ ন জানন্তি,—বেদেষ্বাস্থাভাবাদিত্যুক্তম্। তেষু শৌচং বাহ্যা-ভ্যন্তরং তৎপ্রবৃত্তি-তন্নিবৃত্ত্যুপযোগি ন বিদ্যতে। নাপ্যাচারো মন্বাদিভিরুক্তঃ। ন চ সত্যং প্রাণিহিতানুবন্ধি যথাদৃষ্টার্থবিষয়বাক্যমিতি গৃধ্রগোমায়ুবত্তেষামুপ-দেশাদি ॥ ৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—আসুর সৃষ্টির বিষয় বলা হইতেছে—'প্রবৃত্তিঞ্চ' ইত্যাদি বারটি শ্লোকদ্বারা। আসুর প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় জানিতে পারে না। দুইটি 'চ'কারের দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের

প্রতিপাদক বিধি-নিষেধবাক্য তাহারা জানে না, ইহা বুঝাইল। যেহেতু বেদাদিতে তাহাদের কোনরূপ আস্থা নাই—ইহা বলা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ যাহা তাহাতে প্রবৃত্তি এবং তাহা হইতে নিবৃত্তির উপযোগী তাহা তাহাদের নাই। মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রপ্রোক্ত আচারাদিও নাই। ইহা বলা হইয়াছে। প্রাণিগণের হিতকারক যথাদৃষ্টার্থবিষয়বাক্য-রূপ সত্যও তাহাদের মধ্যে নাই। শকুনি ও শৃগালের উপদেশের মত তাহাদের প্রতি উপদেশাদি ব্যর্থ ॥ ৭ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে দ্বাদশটি শ্লোকে আসুর সর্গের কথা বলিতেছেন। অসুরপ্রকৃতির লোকেরা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি জানে না। 'চ' কারের দ্বারা এতদুভয়ের প্রতিপাদক বিধি-নিষেধ বাক্যও জানে না। যেহেতু তাহাদের বেদে আস্থা নাই। তাহাদিগেতে বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ ও তাহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপযোগী ভাবও নাই। মনু প্রভৃতি ঋষি-প্রোক্ত আচারও তাহাদের মধ্যে নাই। প্রাণিগণের হিতকারক যথাদৃষ্টার্থ-বিষয়ক বাক্যরূপ সত্যও তাহাদের নাই। শকুনি ও শৃগালের ন্যায় তাহাদের সম্বন্ধে উপদেশাদি অর্থাৎ তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়। উপদেশ দিলেও তাহা তাহারা গ্রহণে অনিচ্ছুক ॥ ৭ ॥

**অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।**
**অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥**

**অন্বয়**—তে ( তাহারা ) জগৎ ( জগৎকে ) অসত্যম্ ( মিথ্যা ) অপ্রতিষ্ঠম্ ( নিরাশ্রয় ) অনীশ্বরম্ ( ঈশ্বর-শূন্য ) অপরস্পরসম্ভূতং ( পরস্পর সংসর্গ-জাত বা স্বভাব হইতে জাত ) অন্যৎ কিং ( অন্য আর কি ? ) কামহেতুকম্ ( কেবল কামমূলক ) আহুঃ ( বলিয়া থাকে ) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**—আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন, নিরীশ্বর ও স্বভাব-জাত, অন্য আর কি ?—কেবল কামমূলক বলিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অসুরস্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়-হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্যকারণের

পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয়, অর্থাৎ কারণশূন্য কার্য্যসত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই ; যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য ন'ন ॥ ৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—তেষাং সিদ্ধান্তান্ দর্শয়তি তত্রৈকজীববাদিনামাহ,—অসত্যমিতি। ইদং জগদসত্যং শুক্তিরজতাদিবদ্ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতম্ ; অপ্রতিষ্ঠং খপুষ্পবন্নিরাশ্রয়ম্ ; নাস্ত্যেবেশ্বরো জন্মাদিহেতুর্যস্য তৎ। সোঽপি তদ্বদ্ভ্রান্তিরচিত এব, পারমার্থিকে তস্মিন্ স্থিতে তন্নির্ম্মিতজগত্তদ্বদ্দৃষ্টনষ্টপ্রায়ং ন স্যাৎ ; তস্মাদসত্যং জগৎ ত এব মন্যন্তে। একৈব নির্ব্বিশেষা সর্ব্বপ্রমাণাবেদ্যা চিদ্ভ্রমাদেকো জীবস্ততোঽন্যজ্জড়জীবেশ্বরাত্মকং তদজ্ঞানাৎ প্রতিভাষতে ; আস্বরূপসাক্ষাৎকারাদবিসম্বাদি স্বাপ্নিকমিব হস্ত্যশ্বরথাদিকমাজাগরাৎ, সতি চ স্বরূপসাক্ষাৎকারে তদজ্ঞানকল্পিতং তজ্জীবত্বেন সহ নিবর্ত্তেত স্বাপ্নিকরথাশ্বাদীব সুষুপ্তাবিতি। অথ স্বভাব-বাদিনাং বৌদ্ধানামাহ,—অপরস্পরসম্ভূতমিতি স্ত্রীপুরুষসম্ভোগজন্যং জগন্ন ভবতি ঘটোৎপাদনে কুলালস্যেব বালোৎপাদনে পিত্রাদের্জ্ঞানাভাবাৎ সত্যপ্যসকৃৎসম্ভোগে সন্তানানুৎপত্তেশ্চ স্বেদজাদীনামকস্মাদুৎপত্তেশ্চ ; তস্মাৎ স্বভাবাদেবেদং ভবতীতি। অথ লোকায়তিকানামাহ,—কামহেতুকমিতি। কিমন্যদ্বাচ্যম্ ? স্ত্রীপুরুষয়োঃ কাম এব প্রবাহাত্মনা হেতুরস্যেতি স্বার্থে ঠঞ্ ; অথবা জৈনানামাহ,—কামঃ স্বেচ্ছৈব হেতুরস্যেতি। যুক্তিবলেন যো যৎ কল্পয়িতুং শক্নুয়াৎ, স তদেব তস্য হেতুং বদতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তাহাদের ( অসুরদিগের ) সিদ্ধান্তগুলির বিষয় প্রদর্শন করা হইতেছে—সেই সম্পর্কে একজীববাদীরা বলে—'অসত্যমিতি'। এই জগৎ শুক্তিতে ( ঝিনুকে ) রজতাদি ( রৌপ্য ) জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তিমূলক, অতএব অসত্য। অপ্রতিষ্ঠ—আকাশপুষ্পের ন্যায় নিরাশ্রয়। জন্মাদির হেতু ঈশ্বর নাই—এইরূপ মতি যাহার সে—অনীশ্বরবাদী। কারণ—(তাহাদের মত এইরূপ) সেই ঈশ্বরও জগতের ন্যায় ভ্রান্তিপূর্ণ ই। যদি পারমার্থিক অর্থাৎ পরমসত্যরূপ তাহার অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট এই জগৎ ঈশ্বরের ন্যায় দৃষ্ট ও নষ্ট হইত না, কারণ—কারণ-ঈশ্বর নিরাকার ও নিত্য, তৎকার্য্য—জগৎ সাকার ও অনিত্য হইতে পারে না। কারণ ও কার্য্যের সম্পর্কহেতু। অতএব জগৎ 'অসত্য' ইহাই তাহারা মনে করিয়া থাকে। সমস্ত প্রমাণের অতীত নির্ব্বিশেষ, চিৎভ্রমহেতু এক জীব, তাহা ভিন্ন অন্যসমস্ত জড়পদার্থ, জীব ও

ঈশ্বরাত্মক এই বিশ্ব তাহার অজ্ঞানতার জন্যই প্রতিভাষিত হইয়া থাকে। স্বরূপের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত অবিসম্বাদি, স্বাপ্নিক হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির মত যাবৎ জাগ্রত্ দশা না হয়। এইজগৎ আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে (সেই) অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত সেই জীবত্বের সহিত সুষুপ্তি অবস্থায়ও যেমন স্বপ্নকালীন রথ ও অশ্বাদি নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অনন্তর স্বভাববাদি-বৌদ্ধদের সম্পর্কে বলা হইতেছে—'অপরস্পরসম্ভূতমিতি'। স্ত্রী ও পুরুষের সম্ভোগ জন্য এই জগৎ হইতে পারে না। ঘটাদির উৎপাদনকালে কুলালের যেমন ঘট নির্ম্মাণের জ্ঞান থাকে সেরূপ সন্তানোৎপাদনে পিতা-মাতার জ্ঞান থাকে না যে, আমরা সন্তান উৎপাদন করিতেছি, যদি জ্ঞান থাকে বল, তবে বহুবার সম্ভোগ করিলেও দেখা যায় সন্তান হয় না, এবং স্বেদজউদ্ভিজ্জ-জীবদিগেরও স্ত্রী-পুরুষ সম্ভোগ ব্যতীত উৎপত্তি আকস্মিক দেখা যায় অতএব স্বভাব হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়। অতঃপর নাস্তিকমত বলিতেছেন—অপর কি বলিব ? জগৎ কামহেতুক অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের কাম হইতে উৎপন্ন হইয়া এই জগৎ প্রবাহরূপে প্রবাহিত। ইতি স্বার্থে ঠঞ্। অথবা জৈনদিগের মতের বিষয় বলা হইতেছে—কাম অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছাই এই জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়া দেখা যায়। যুক্তিবলের দ্বারা যিনি যাহা কল্পনা করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি তাহাই তাহার হেতু অর্থাৎ কারণ বলিয়া থাকেন ; ইতি ॥ ৮ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান্ শ্লোকে অসুর-প্রকৃতি বিশিষ্ট জনগণের সিদ্ধান্ত বা মত বর্ণন করিতেছেন। "(১) একবাদিগণের (মায়াবাদিগণের) মতে জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ ও অনীশ্বর। এই জগৎ 'অসত্য'—শুক্তি-রজতাদিবৎ ভ্রান্তিমাত্র ; 'অপ্রতিষ্ঠ'—আকাশকুসুমের ন্যায় নিরাশ্রয় ; 'অনীশ্বর'—যাহার জন্মাদির হেতুরূপে কোন ঈশ্বর নাই। (২) স্বভাববাদী বৌদ্ধগণের মতে 'জগৎ'—'অপরস্পর' সম্ভূত। স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগনিমিত্ত উৎপন্ন নহে ; ইহা স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। (৩) লোকায়তিকগণের (চার্ব্বাকাদির) মতে এই জগৎ—'কামহেতুকম্'। ইহা স্ত্রী-পুরুষের কামরূপ প্রবাহ হইতেই উদ্ভূত। (৪) জৈনদিগের মতে কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাই এই জগতের হেতু। বেদাদি.প্রমাণিক শাস্ত্র অস্বীকার করিয়া নিজ নিজ কল্পনারূপ যুক্তিবলে যিনি যেরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ, তিনি জগতের কারণরূপে স্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী সেইরূপ হেতু নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"অসুরগণের মত বলিতেছেন—তাহারা জগৎকে বলে 'অসত্যং'—মিথ্যাভূত, ভ্রম-দ্বারাই উপলব্ধ; 'অপ্রতিষ্ঠং'—প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, তাহা শূন্য —যেমন খ-পুষ্প অর্থাৎ আকাশ কুসুমের কোনও অধিষ্ঠান নাই। 'অনীশ্বরং'—মিথ্যাভূত বলিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক ইহা নহে, স্বেদজ প্রাণিগণের ন্যায় অকস্মাৎই উৎপন্ন বলিয়া, অপরস্পরসম্ভূত, আর কি বক্তব্য আছে? 'কাম-হেতুকং,—কাম অর্থাৎ বাদিগণের ইচ্ছাই যাহার হেতু, তাহা। মিথ্যাভুত বলিয়া যে যেরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ, সেইরূপই। কেহ কেহ আবার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—'অসত্যং'—যাহাতে বেদ পুরাণাদির প্রমাণরূপ সত্য নাই, এতাদৃশ জগৎ (নাস্তিক শাস্ত্রে) এরূপ কথিত হয়—'মুনি, ভণ্ড ও নিশাচরগণ—এই তিন বেদের প্রণেতা ইত্যাদি।' 'অপ্রতিষ্ঠং'—যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা—ব্যবস্থা নাই তাহা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ভ্রমোপলব্ধ। 'অনীশ্বরম্'—ঈশ্বরও ভ্রম-দ্বারাই উপলব্ধ হন, এই ভাব। যদি প্রশ্ন হয় যে, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের বিশেষ প্রযত্নে এই জগৎ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তদুত্তরে—না, তাহা নহে, বলিতেছেন—'অপরস্পরসম্ভূতম্'। মাতা ও পিতা হইতে বালক উৎপন্ন হয়, ইহাও ভ্রমই। কুম্ভকারের ঘট উৎপাদন-বিষয়ে জ্ঞানের ন্যায় মাতা ও পিতার শিশুর উৎপাদনে সেইরূপ জ্ঞান নাই, এই ভাব। 'কিমন্যৎ'—আর কি বক্তব্য আছে? এই ভাব। সেই হেতু এই জগৎ 'কামহেতুকং'—কাম—স্বেচ্ছায়ই হেতুক—হেতুকল্প যে স্থলে তাহা, যুক্তিবলে যাহারা যে পরমাণু, মায়া, ঈশ্বরাদির জল্পনা করিতে সমর্থ, তাহারা তাহাই তাহার হেতু বলিয়া থাকে, এই অর্থ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যদি বল বেদোক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-বিষয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কেন জানে না? কি প্রকারেই বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অঙ্গীকার না করিলে জগতের সুখ-দুঃখাদি ব্যবস্থা হইবে? কি প্রকারেই বা শৌচ-আচারাদি বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা অতিক্রম পূর্ব্বক ঈশ্বর স্বীকার না করিলে জগৎ কোথা হইতেই বা উৎপত্তি লাভ করে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যাহাতে বেদপুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্য নাই, তাদৃশ জগৎ অসত্য তাহারা বলে; বেদাদির প্রামাণিকতা তাহারা

মানে না। নাস্তিকেরা বলে—ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর এই তিনই বেদের কর্ত্তা অর্থাৎ প্রণেতা ইত্যাদি। অতএব জগতের ব্যবস্থাহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা নাই। তাহারা বলে,—জগতের বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। অতএব এই জগতের কোন কর্ত্তা বা ব্যবস্থাপক ঈশ্বর নাই অতএব জগৎ অনীশ্বর তাহারা বলে। তাহা হইলে কোথা হইতে জগতের উৎপত্তি? তাহারা বলে,—সে কারণ 'অপরস্পর-সম্ভূতমিতি' অপর ও পর—অপরস্পর, এই অপরস্পর হইতে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মিথুনীভাব হইতেই জগৎ সম্ভূত। ইহার অন্য-কোন কারণ আছে? যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে বলে, অন্য কিছু কারণ নাই। কিন্তু কামহেতুকই অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের কামই প্রবাহরূপে এই জগতের হেতু" ॥ ৮ ॥

**এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।**
**প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥**

**অন্বয়**—এতাং (এইরূপ) দৃষ্টিং (দর্শন বা সিদ্ধান্ত) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন) অল্পবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি) উগ্রকর্ম্মাণঃ (হিংস্র-কর্ম্মপরায়ণ) অহিতাঃ (অহিতকারী অসুর সকল) জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (ধ্বংসের জন্য) প্রভবন্তি (জন্মিয়া থাকে) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**—এইরূপ দর্শন বা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন, অল্পবুদ্ধি, হিংস্রকর্ম্মপরায়ণ, অমঙ্গলস্বরূপ অসুরগণ জগতের ধ্বংসের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে বা প্রভাব লাভ করে ॥ ৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এইপ্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়কার্য্যে প্রভাব লাভ করে ॥ ৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—স্ব-স্ব-মতনির্ণায়কানি দর্শনানি চ তৈঃ কৃতানি যান্যাস্থায় জগদ্‌বিনশ্যতীত্যাহ,—এতামিতি জাত্যৈকবচনম্‌। এতানি দর্শনান্যবষ্টভ্যালম্ব্যাল্পবুদ্ধয়-স্তুচ্ছমতয়োনষ্টাত্মানোঽদৃষ্টদেহাদিবিবিক্তাত্মতত্ত্বা উগ্রকর্ম্মাণো হিংসা-পৈশুন্য-পারুষ্যাদি-কর্ম্মনিষ্ঠা জগতোঽহিতাঃ শত্রবশ্চ সন্তস্তস্য ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—পরমার্থাজ্জগদ্‌ভ্রংশয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—স্বীয় স্বীয় মতের নির্ণায়ক দর্শন-শাস্ত্রগুলি তাহারা করিয়াছে, এবং যেইগুলি অবলম্বন করিয়া জগতের বিনাশ হইতেছে, তাহাই বলা হইতেছে—'এতাম্' ইহা জাতিতে একবচন। এই সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তুচ্ছমতি ও দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব না জানিয়া উগ্রকর্ম্মশীল অর্থাৎ হিংসা-পৈশুন্য-পারুষ্যাদি কর্ম্মে নিরত ব্যক্তিগণ জগতের অহিতকারী অর্থাৎ শত্রু হইয়া জগতের বিনাশের কারণ হয়। স্বীয় প্রভাব বিস্তার-দ্বারা পরমার্থ হইতে জগৎকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

**অনুভূষণ**—আসুরিক প্রকৃতির লোকদিগের কৃত স্ব-স্ব-মত নির্ণায়ক দর্শন-সমূহ আশ্রয় করিয়াই জগতের লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত দর্শনগ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়াই অল্পবুদ্ধি অর্থাৎ তুচ্ছ মতি সম্পন্ন, নষ্টাত্মা অর্থাৎ দেহাদি-বিবিক্ত-আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন, উগ্রকর্ম্মা অর্থাৎ হিংসা, পারুষ্যাদি কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জগতের শত্রু হইয়া জগতের ক্ষয়ের অর্থাৎ ধ্বংসের নিমিত্ত প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ জগতকে—জগতের লোকদিগকে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট করায় ॥ ৯ ॥

**কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।**
**মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥**

**অন্বয়**—[ তে—তাহারা ] দুষ্পূরং ( দুষ্পূরণীয় ) কামম্ ( বাসনাকে ) আশ্রিত্য ( আশ্রয় পূর্ব্বক ) দম্ভমানমদান্বিতাঃ ( দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া ) মোহাৎ ( মোহবশতঃ ) অসদ্গ্রাহান্ ( অসদ্বিষয়ক আগ্রহ ) গৃহীত্বা ( গ্রহণ করিয়া ) অশুচিব্রতাঃ ( অশুচিব্রতপরায়ণ হইয়া ) প্রবর্ত্তন্তে ( ক্ষুদ্রদেবারাধনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—সেই অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করিয়া, দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ অসৎবিষয়ে আগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক, মদ্যমাংসাদি গ্রহণরূপ কদাচার ব্রতপরায়ণ হইয়া, ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করত দম্ভ, মান ও মদ-যুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ তেষাং দুর্বৃত্ততাং দুরাচারতাঞ্চাহ,—কামমিতি। দুষ্পূরং কামং বিষয়তৃষ্ণামাশ্রিত্য মোহান্ন তু শাস্ত্রাদসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বাশুচিব্রতাঃ সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে। অসদ্গ্রাহান্ দুষ্টনক্রবদাত্মবিনাশকান্ কল্পিতদেবতা-তন্মন্ত্র-তদারাধননিমিত্তক-কামিনীপার্থিবনিধ্যাকর্ষণরূপান্ দুরাগ্রহানিত্যর্থঃ; অশুচীনি শ্মশাননিষেবণ-মদ্যমাংসবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে; দম্ভেনাধর্ম্মিষ্ঠত্বেঽপি ধর্ম্মিষ্ঠত্ব-খ্যাপনেন মানেনাপূজ্যত্বেঽপি পূজ্যত্ব-খ্যাপনেন মদেনানুৎকৃষ্টত্বেঽপ্যুৎকৃষ্টত্বারোপণেন চান্বিতাঃ ॥ ১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর তাহাদের দুর্বৃত্ততা এবং দুরাচারাদির বিষয় বলা হইতেছে—'কামমিতি' দুষ্পূরণীয় বিষয়তৃষ্ণামূলক কামকে আশ্রয় করিয়া মোহবশতঃ কিন্তু শাস্ত্র হইতে নহে। অসদ্গ্রাহ অর্থাৎ অসদ্ বস্তুর নির্ব্বন্ধ গ্রহণ করিয়া অশুচিভাবাপন্ন (বিরোধিমনোবৃত্তিসম্পন্ন) হইয়া প্রবৃত্ত থাকে। অসদ্গ্রাহ শব্দের অর্থ যেগুলি—হিংস্র কুমীরের মত আত্মবিনাশক ও কল্পিত দেবতাগুলি (প্রতিষ্ঠাদি করিয়া) তত্তদ্ মন্ত্রের ও তাহাদের আরাধনা নিমিত্ত (অতি সত্বর) সুন্দরী রমণী (লাভ) রাজা বশ (ও রাজপুরুষাদি বশে আসিবে এবং) নিধি—(ধন রত্নাদি) প্রাপ্তিরূপ উপায় সেই সমগ্র দুষ্ট নির্ব্বন্ধ, (গ্রহণ করিয়া থাকে)। অশুচি উপায় বলিতে—শ্মশানের সেবা ও তথায় বসবাস এবং মদ্যমাংস লইয়া ব্রত ও পূজাগুলি—যাহাদের আছে। দম্ভের দ্বারা—অর্থাৎ স্বয়ং অধার্ম্মিক হইলেও ধার্ম্মিকত্বের খ্যাপনের দ্বারা, সম্মান-বিষয়ে (পূজ্য হিসাবে) অপূজ্য হইলেও পূজ্যত্বরূপ খ্যাপন-দ্বারা, মদের দ্বারা অর্থাৎ অনুৎকৃষ্ট হইলেও উৎকৃষ্টত্ব সর্ব্বপ্রকারে আরোপণে যুক্ত হইয়াই জগতের অহিত সাধন করিতেছে ॥ ১০ ॥

**অনুভূষণ**—অনন্তর সেই অসুর প্রকৃতির লোকদিগের দুর্বৃত্ততা ও দুরাচারতার বিষয় বলিতেছেন। দুষ্পূরণীয় কাম অর্থাৎ মোহবশতঃ বিষয়-তৃষ্ণাকে আশ্রয় করিয়া, কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতে নহে, অসদ্ গ্রাহ গ্রহণ করিয়া অশুচিব্রত হইয়া প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। অসদ্গ্রাহ অর্থে হিংস্র কুম্ভীরের মত আত্মবিনাশক কল্পিত দেবতা ও তন্মন্ত্র ও তদারাধনা নিমিত্তক কামিনী, পার্থিব ধনরত্ন আকর্ষণ রূপ দুরাগ্রহগুলি। অশুচি অর্থে শ্মশান-

সেবা, মদ্য-মাংস বিষয়ক ব্রত যাহাদের তাহারা, দম্ভের দ্বারা, অর্থাৎ অধর্ম্মিষ্ঠ হইয়াও ধর্ম্মিষ্ঠত্ব-খ্যাপনের দ্বারা, মানের দ্বারা অর্থাৎ অপূজ্য হইয়াও পূজ্যত্ব-খ্যাপনের দ্বারা, মদেন অর্থাৎ অনুৎকৃষ্ট হইয়াও উৎকৃষ্টত্ব-আরোপের দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকৃতির লোকেরা উল্লিখিত অসদনুষ্ঠানে রত থাকিয়া তাহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ করে এবং জগতে অসদ্দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া সমাজের ঘোরতর অমঙ্গল সাধন করে॥ ১০॥

**চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।**
**কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১॥**
**আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।**
**ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২॥**

**অন্বয়**—প্রলয়ান্তাম্ (প্রলয় পর্য্যন্ত) অপরিমেয়াং চ (ও অপরিমেয়) চিন্তাম্ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করতঃ) কামোপভোগপরমা (কামের উপভোগই চরম কার্য্য) এতাবৎ ইতি (এইরূপ) নিশ্চিতাঃ (নিশ্চয় করিয়া) আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশাপাশ-দ্বারা) বদ্ধাঃ (বদ্ধ হইয়া) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম-ক্রোধ-দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ) কাম-ভোগার্থং (কামভোগের জন্য) অন্যায়েন (অন্যায়রূপে) অর্থসঞ্চয়ান্ (অর্থ-সঞ্চয়কে) ঈহন্তে (চেষ্টা করে)॥ ১১-১২॥

**অনুবাদ**—আমৃত্যু, অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয়পূর্ব্বক কামের উপভোগকে চরম—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শত শত আশাপাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধপরায়ণ সেই ব্যক্তিগণ কামভোগের জন্য অন্যায়রূপে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে॥ ১১-১২॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—প্রলয় পর্য্যন্ত-ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের উপভোগকে চরমকার্য্য নিশ্চিতরূপে জানে॥ ১১॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—শত শত আশাপাশে আবদ্ধ কাম ও ক্রোধ-দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে॥ ১২॥

**শ্রীবলদেব**—অপরিমেয়ামপরাং প্রলয়ান্তাঞ্চ মরণকালাবধি-সাধ্যবস্তুবিষয়াং চিন্তামুপাশ্রিতঃ কামোপভোগঃ সম্যগ্বিষয়সেবৈব পরমঃ পুমর্থো যেষাং তে;

এতাবদেব কামোপভোগমাত্রমেবৈহিকম্ ; ন স্বতোঽন্যৎ পারলৌকিকং সুখমস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥

**শ্রীবলদেব**—আশেতি স্পষ্টম্। ঈহন্তে কর্ত্তুং চেষ্টন্তে, অন্যায়েন কূটসাক্ষ্যেণ চৌর্য্যেণ চ ॥ ১২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অপরিমেয় অপার প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ মরণ-কালাবধি সাধনীয় বিষয় লইয়া চিন্তাকে ( ভাবনাকে ) আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের শব্দাদি-বিষয়োপভোগই পরম পুরুষার্থ। এই পর্য্যন্তই ঐহিক অর্থাৎ ইহলোকে কাম্যবস্তুর উপভোগমাত্রই সার, ইহা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ পারলৌকিক সুখ কিছু নাই ( এইরূপভাবে তাহারা ) নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'আশেতি' খুবই স্পষ্টার্থক। ঈহা করে অর্থাৎ সম্পাদন করিবার চেষ্টা করে, অন্যায়ের দ্বারা—মিথ্যাসাক্ষী এবং চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা ॥ ১২ ॥

**অনুভূষণ**—অসুর-ভাবাপন্ন লোকদিগের আরও কতকগুলি চেষ্টার বিষয় বর্ত্তমানে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। তাহাদের চিন্তা অপরিমেয় ও প্রলয়ান্ত-কালস্থায়ী। তাহাদের জীবনে কোন সৎ কর্ম্ম বা সাধু উদ্দেশ্য না থাকায় তাহারা যাবজ্জীবন কেবল বিষয়-ভোগ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে।

সেই সকল অসুর-প্রকৃতির লোকেরা মরণকাল-অবধি অপরিমিত চিন্তাকে আশ্রয়পূর্ব্বক কামোপভোগ অর্থাৎ সম্যক্ বিষয়-সেবাই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ জীবনের একমাত্র পরম প্রয়োজন, ঐহিক সুখ ব্যতীত পারলৌকিক কোন সুখ নাই ; বার্হস্পত্য সূত্রেও পাওয়া যায়,—"কামই একমাত্র পুরুষার্থ" "চৈতন্যবিশিষ্ট কামই পুরুষ"—ইত্যাদি বাক্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া শত শত আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া, কামক্রোধের দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক কেবলমাত্র বিষয়-সুখের জন্য অন্যায়পথ আশ্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বলেন যে, কূট সাক্ষ্যদান পূর্ব্বক এবং চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে ॥ ১১-১২ ॥

**ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।**
**ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥**

**অন্বয়**—অদ্য ( আজ ) ময়া ( আমাকর্ত্তৃক ) ইদং ( ইহা ) লব্ধম্ ( লব্ধ হইয়াছে ) ইদং (এই ) মনোরথম্ ( মনোরথ ) প্রাপ্স্যে ( পাইব ) ইদম্ (ইহা ) অস্তি ( আছে ) পুনঃ ( পুনরায় ) ইদমপি ধনং ( এই ধনও ) মে ( আমার ) ভবিষ্যতি ( হইবে ) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**—আজ আমি ইহা লাভ করিলাম, এই মনোভীষ্ট প্রাপ্ত হইব, এই ধন আছে, পুনরায় এই ধনও আমার লাভ হইবে ॥ ১৩ ॥

**অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।**
**ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥**

**অন্বয়**—ময়া ( আমাকর্ত্তৃক ) অসৌ শত্রুঃ ( ঐ শত্রু ) হতঃ (হত হইয়াছে) অপি চ ( আরও ) অপরান্ ( অন্যান্য শত্রুগণকে ) হনিষ্যে ( বধ করিব ) অহং ( আমি ) ঈশ্বরঃ ( ঈশ্বর ) অহং ( আমি ) ভোগী ( ভোগী ) অহং ( আমি ) সিদ্ধঃ ( সিদ্ধ ) বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ**—আমি এই শত্রুকে বধ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকেও বধ করিব, আমি ঈশ্বর অর্থাৎ কর্ত্তা, আমি ভোগী অর্থাৎ ভোক্তা, আমি সিদ্ধ অর্থাৎ কৃতকার্য্য, আমি বলবান্ ও সুখী ॥ ১৪ ॥

**আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।**
**যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥**

**অন্বয়**—[ অহং—আমি ] আঢ্যঃ ( ধনী ) অভিজনবান্ ( কুলীন ) অস্মি ( হই ) ময়া সদৃশঃ ( আমার সমান ) অন্যঃ কঃ ( অন্য কে ) অস্তি ( আছে ? ) [ আমি ] যক্ষ্যে ( যাগ করিব ) দাস্যামি ( দান করিব ) মোদিষ্যে ( আনন্দ লাভ করিব ) ইতি (এই প্রকার ) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ ( অজ্ঞান-দ্বারা বিমুগ্ধ ) ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ**—আমি ধনী, আমি কুলীন, আমার সমান আর অন্য কে আছে ? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব—এইরূপ অজ্ঞানদ্বারা বিমুগ্ধ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

**অন্বয়**—অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ ( বিভিন্ন মনোরথ-দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত ) মোহজাল-সমাবৃতাঃ ( মোহজালে আবৃত হইয়া ) কামভোগেষু (বিষয়-ভোগে) প্রসক্তাঃ ( অত্যন্ত আসক্ত সেইব্যক্তি গণ ) অশুচৌ ( অপবিত্র ) নরকে ( বৈতরণ্যাদি নরকে ) পতন্তি ( পতিত হয় ) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ**—নানামনোরথদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজাল-আবৃত, বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, সেই ব্যক্তিগণ বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—তাহারা মনে করে যে, "অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় এই ধন লাভ হইবে ; এই শত্রুকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্য শত্রুগণকেও শীঘ্রই নাশ করিব ; আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী ; আমিই আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমিই কুলীন ; আমার ন্যায় আর কে আছে ? আমি যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব—অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক-বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—তেষাং ধনাশানুবৃত্তিং মনোরাজ্যোক্ত্যা বিবৃণ্বন্ নরকনিপাত-মাহ,—ইদমিতিচতুর্ভিঃ। ইদং ক্ষেত্রং পশুপুত্রাদি ময়ৈবাদ্য স্ব-ধী-বলেন লব্ধম্ ; ইমং মনোরথং মনঃপ্রিয়মর্থমহমেব স্ববলেন প্রাপ্স্যামি ; স্ববলেনৈব লব্ধমিদং ধনং মম সম্প্রত্যস্তি ; ইদমিষ্যমাণং ধনমাগামিবর্ষে মদ্বলেনৈব মে ভবিষ্যতি, ন ত্বদৃষ্টবলেন ঈশ্বরপ্রসাদেন বেত্যর্থঃ। এবং ধনতৃষ্ণাং প্রপঞ্চ্য দুষ্টং ভাবং প্রপঞ্চয়তি,—অসাবিতি। যজ্ঞদত্তাখ্যোঽসৌ শত্রুর্ময়াতিবলিনা হতঃ ; অপরানপি শত্রূনহমেব হনিষ্যামি ; তেষাং দারধনাদি চ নেষ্যামীতি চ-শব্দাৎ—মত্তো ন কোঽপি জীবেদিতি ভাবঃ। নম্বীশ্বরেচ্ছামদৃষ্টং চ কেচিজ্জয়হেতু-মাহুস্তত্রাহ,—অহমেবেশ্বরঃ স্বতন্ত্রো যদহং ভোগী স্বতো নিখিলভোগসম্পন্নঃ সিদ্ধোঽস্মীতি ; যদি কশ্চিদীশ্বরং কল্পয়তি, তর্হি স মামেবেশ্বরং কল্পয়তু, ন তু মত্তোঽন্যমনুপলব্ধেরিতি ভাবঃ। ননু সম্পদা কুলেন চান্যো ত্বৎসমা

বীক্ষ্যন্তে তৎ কথমীশ্বরত্বমিতি চেদাহ,—আঢ্যঃ সম্পন্নঃ স্বতোঽহমস্ম্যাভিজনবান্ কুলীনশ্চ, ন তু কেনচিন্নিমিত্তেনাতো মৎসদৃশোঽন্যঃ কোঽস্তি,—ন কোঽপীত্যহমেবেশ্বরঃ ; অতোঽহং স্ববলেনৈব যক্ষ্যে, দিব্যাঙ্গনানাং সঙ্গতিং করিষ্যে, দাস্যামি, তাসামধরাদি খণ্ডয়িষ্যাম্যেবং মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ। অনেকেষু চিরপ্রয়াসসাধ্যেষু বস্তুষু যচ্চিত্তং, তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তা মোহময়েন জালেন সমাবৃতা মৎস্যা ইব ততো নির্গন্তুমক্ষমাঃ ; কামভোগেষু প্রসক্তা মধ্যে মৃতাঃ সন্তো নরকে পতন্ত্যশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৩-১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তাহাদের ধনাশার অনুবৃত্তি মনোরূপ রাজ্যের উক্তির দ্বারা বর্ণনাপ্রসঙ্গে নরকনিপাতের বিষয় বলিতেছেন, 'ইদম্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোক-দ্বারা। এই ক্ষেত্র—পশু ও পুত্রাদি আমিই অদ্য স্বীয় বুদ্ধি-বলে লাভ করিয়াছি। এই মনোরথ—অর্থাৎ মনঃপ্রিয়বিষয় আমিই স্বীয় বলের দ্বারা পাইব। স্বীয় বলের দ্বারাই লব্ধ এই ধন সম্প্রতি আমার আছে। এই অভিপ্রেত ভাবি-ধনসম্পত্তি আগামী বর্ষে আমার বলের দ্বারাই আমার অধীন হইবে। অদৃষ্ট-বলের দ্বারা বা ঈশ্বরের অনুগ্রহে নহে।—ইহাই অর্থ। এইভাবে ধনতৃষ্ণা-বিষয়ে বিবিধ কল্পনার বর্ণনা করিয়া ( তাহাদের ) দুষ্ট মনোভাবের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন—'অসাবিতি'। যজ্ঞদত্ত নামে ঐ যে প্রবল শত্রু, তাহাকে অতিশয় বলশালী আমি নিহত করিয়াছি। ( এইরূপ ) আরও অপর শত্রুগুলিকেও আমিই বধ করিব। তাহাদের পত্নী ও ধনাদি গ্রহণ করিব ; ইহা "চ" শব্দের দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে। অভিপ্রায় এই—আমার ( হাত হইতে ) কাহারও নিস্তার নাই, ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন—ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং অদৃষ্টকে কেহ কেহ জয়লাভের হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন—সেই সম্পর্কে বলিতেছেন—আমিই ঈশ্বর, স্বতন্ত্র, যেইহেতু আমি ভোগী, নিজ হইতেই আমি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভোগসাধন পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছি। যদি কেহ ঈশ্বরকে কল্পনা করে, ( বা ভজনাদি করিতে চায় তবে ) আমাকেই ঈশ্বররূপে কল্পনা করুক। কারণ—আমা হইতে ভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই, কারণ তাদৃশ ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না (এই হেতু)—ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন—যদি বল, সম্পদের দ্বারা ও কুলগৌরবের দ্বারা অন্যান্য অনেকেই তোমার তুল্য দেখা যায়। অতএব তুমি কিরূপে ঈশ্বর ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—আমি নিজের চেষ্টায়

আঢ্য—ধনমানাদি-সম্পন্ন হইতেছি এবং আভিজাত্যে আমিই শ্রেষ্ঠ এবং কুলীন। অন্য কোন নিমিত্তে—অদৃষ্ট বা ঈশ্বরানুগ্রহে নহে অতএব আমার তুল্য অন্য কে আছে? অতএব অন্য কেহই নাই—অতএব আমিই ঈশ্বর। এ-কারণে আমি স্বীয় বলেই যাগযজ্ঞাদি করিব। দিব্যাঙ্গনাদিগের সঙ্গ করিব ও তাহাদিগকে ধনরত্নাদি দান করিব। তাহাদের অধরাদি খণ্ডন অর্থাৎ চুম্বন করিব, এইরূপ আনন্দভোগ করিব, অজ্ঞানের দ্বারা বিশেষরূপে মূঢ় হইয়া তাহারা নরকে নিপতিত হইয়া থাকে—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয়। চিরকাল কষ্টসাধ্য অনেক বস্তুতে যে চিত্ত, তাহার দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া মোহময় জাল অর্থাৎ মায়াজালের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া মৎস্যগুলির ন্যায় তাহা হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা হারায়। অতিশয় কামভোগে আসক্ত হইয়া মধ্যভাগে (মধ্য বয়সে) মৃত্যু লাভ করিয়া অশুচিময় বৈতরণী প্রভৃতি নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৩-১৬ ॥

**অনুভূষণ**—তাহাদের বিনাশানুবন্ধরূপধনাশয় মনোরাজ্যের কথা বিশেষ-ভাবে বর্ণন পূর্ব্বক পরিণামে নরকপাত পর্য্যন্ত-বিষয় চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। এই ক্ষেত্র—পশুপুত্রাদি আমাকর্ত্তৃকই অদ্য নিজবুদ্ধিবলে লব্ধ। এই মনোরথ অর্থাৎ মনঃপ্রিয়-সাধক অর্থ আমিই স্ববলে পাইব। নিজ বলে লব্ধ এই ধন আমার সম্প্রতি আছে এবং কামিত ধন আগামী বর্ষে আমার বলেই আমার হইবে; কিন্তু ইহা অদৃষ্টবল বা ঈশ্বর অনুগ্রহের দ্বারা নহে।

ধনতৃষ্ণার কথা বলিয়া এক্ষণে সেই সকল লোকের অভীষ্ট ভাবের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। অদ্য এই অতিবল শত্রুকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে আমিই নাশ করিব। চ-কার শব্দে কেবলমাত্র শত্রুদিগকে হত্যা করিলে হইবে না, তাহাদিগের স্ত্রী, পুত্রাদিকে লইতে হইবে। যদি কেহ বলে, ঈশ্বর-ইচ্ছা এবং অদৃষ্টই জয়ের হেতু, তাহা হইলে তদুত্তরে উক্ত হয় যে, আমি ঈশ্বর, স্বতন্ত্র, যেহেতু আমি ভোগী, স্বতঃই নিখিলভোগসম্পন্ন সিদ্ধ হই। যদি কোন ঈশ্বরের কল্পনা হয়—তাহা হইলে তাহা আমাকেই কল্পনা করুক; যেহেতু আমা হইতে পৃথক্ অন্য ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই।

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, যখন সম্পদ ও কুলের দ্বারা অন্যকেও তোমার সমকক্ষ দেখা যায়, তখন তুমি নিজেকেই কি করিয়া ঈশ্বর বলিতে পার? তদুত্তরে বলেন, আমিই আঢ্য, আমিই কুলীন। অন্য কোন নিমিত্ত

হইতে নহে, স্বতঃই আমি তদ্রূপ সুতরাং মৎসদৃশ অন্য কেহ নাই, অতএব আমিই ঈশ্বর। আমি স্ববলেই যজ্ঞ করিব, দিব্যাঙ্গনাদিগকে সঙ্গতি দান করিব, তাহাদের অধরাদি খণ্ডন করিব, এই প্রকারে আমোদ লাভ করিব—এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া নরক লাভ করে।

এইরূপ লোকদিগের পরিণাম বলিতেছেন,—

পূর্ব্বোক্ত বিবিধ চিন্তাদ্বারা ঐ সকল লোকের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া মোহজালাবৃতবশতঃ কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, অপবিত্র বৈতরণ্যাদি নরকে পতিত হয়।

**বৈতরণী**—যমদ্বার-সমীপস্থা পাপতোয়া নদীর নাম। বৈতরণী নদী দুর্গন্ধ-যুক্তা এবং শোণিতবহা, ইহা তপ্ত-বারিপূর্ণা, মহাবেগা এবং অস্থি ও কেশযুক্তা তরঙ্গ-সমন্বিতা। (প্রায়শ্চিত্ত বিবেক) ॥ ১৩-১৬ ॥

**আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।**
**যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥**

**অন্বয়**—আত্মসম্ভাবিতাঃ (স্বয়ং অহঙ্কৃত) স্তব্ধাঃ (অনম্র) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন-মান-মদযুক্ত) তে (সেই অসুরগণ) দম্ভেন (দম্ভের সহিত) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকম্ (অবিধিপূর্ব্বক) যজন্তে (যজ্ঞ করিয়া থাকে)॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ**—স্বয়ং গর্ব্বিত, অনম্র, ধন ও অভিমানে মদান্বিত সেই অসুরগণ দম্ভসহকারে নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সেই স্বয়ং-সম্মানলব্ধ, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত পুরুষগণ অবিধি-পূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামে-মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে ॥ ১৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ শ্রৈষ্ঠ্যং নীতাঃ, ন তু শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সদ্ভিঃ; স্তব্ধাঃ অনম্রাঃ; ধনেন সম্পদা মানেন চ পরমহংসো মহাশ্রমণঃ শ্রীপূজ্যপাদো মহাপূজাবিদিত্যেবংলক্ষণেন সৎকারেণ যো মদো গর্ব্বস্তেনান্বিতাঃ; নামযজ্ঞৈ-র্নামমাত্রেণ যজ্ঞৈঃ পূজাবিধিভিঃ স্বকল্পিতা দেবতা যজন্তে। স্ব-স্বকানাং গৃহিণামভ্যুদয়ায় দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিত্বেন বিশিষ্টা বিরক্তবেশাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। অবিধিপূর্ব্বকমবেদবিহিতং যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ইহারা নিজের দ্বারাই নিজের প্রশংসাতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ সজ্জন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্তব্ধ—অবিনীত ভাবাপন্ন। ধন ও মানের দ্বারা পরমহংস, মহাপুরুষ, শ্রীপূজ্যপাদ ও মহাপূজাবিৎ এই জাতীয় লক্ষণের দ্বারা ও সৎকারের দ্বারা যেই মদ অর্থাৎ গর্ব্ব তাহার দ্বারা অন্বিত—যুক্ত যাহারা। নামযজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ নামমাত্রে পূজাবিধি ও যজ্ঞাদির দ্বারা নিজের কল্পিত দেবতাগণের পূজা করিয়া থাকে। নিজের নিজের ও গৃহীদিগের অভ্যুদয়ের জন্য দম্ভের দ্বারা ধর্ম্মধ্বজিস্বরূপ বিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ বৈরাগীর বেশ লইয়া, ইহাই অর্থ। অবিধিপূর্ব্বক—অবেদ-বিহিত-ভাবে হয়; তেমন ॥ ১৭ ॥

**অনুভূষণ**—সেই সকল অসুর-প্রকৃতির লোকদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিচয় দিতেছেন। তাহাদের যজ্ঞ কেবল নামমাত্র, যেহেতু উহারা স্বয়ংই শ্রেষ্ঠাভিমানী ও অনম্র হইয়া ধন-মানের আশায় বেদবিধিবহির্ভূতভাবে কেবল স্বকল্পিত দেবতার যজন করে মাত্র। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—"দীক্ষিত সোম-যাজী ইত্যাদি নামে মাত্র প্রসিদ্ধ হইবার জন্য যে সকল যজ্ঞ আছে, তদ্দ্বারা করে। তাহাও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নহে, কেবল অহঙ্কারমূলক ও অবিধিপূর্ব্বক"।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"আত্মসম্ভাবিতাঃ'—আপনি আপনাকে পূজ্য মনে করে, কিন্তু কোনও সাধুলোক তাহাকে সম্মান করে না, এই অর্থ। অতএব 'স্তব্ধাঃ'—অনম্র অর্থাৎ অবিনীত। 'নামযজ্ঞৈঃ'—নামমাত্রেই যে সকল যজ্ঞ, তদ্দ্বারা" ॥ ১৭ ॥

**অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।**
**মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥**

**অন্বয়**—[ তে—তাহারা ] অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং ( বল ) দর্পং ( দর্প ) কামং ( কাম ) ক্রোধং চ ( এবং ক্রোধকে ) সংশ্রিতাঃ ( আশ্রয়পূর্ব্বক ) আত্মপরদেহেষু ( পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত ) মাম্ ( আমাকে ) প্রদ্বিষন্তঃ ( দ্বেষ করিয়া ) অভ্যসূয়কাঃ ( সাধুদিগের গুণে দোষারোপ করে ) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ**—তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত আমাকে বিদ্বেষ করতঃ সাধুগণের গুণে দোষারোপ করে ॥ ১৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—তাহারা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত, স্বীয় দেহ ও পর-দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে, এবং সাধুদিগের গুণেতে দোষ আরোপ করে ॥ ১৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—সর্ব্বথা বেদ-তৎপ্রতিপাদ্যেশ্বরাবমন্তারস্ত ইত্যাহ,—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাস্তে আত্মনঃ পরেষাঞ্চ দেহেষু নিয়ামকতয়া ভর্ত্তৃতয়া চাবস্থিতং মাং সর্ব্বেশ্বরং মদ্বিষয়কং বেদঞ্চ প্রদ্বিষন্তোঽবজ্ঞয়াপকুর্ব্বন্তো ভবন্তি ; অভ্যসূয়কাঃ কুটিলযুক্তিভির্মম বেদস্য চ গুণেষু দোষানারোপয়ন্তঃ। অহমেব স্বতন্ত্রঃ করোমীত্যহঙ্কারঃ, অহমেব পরাক্রমীতি বলম্, মত্তুল্যো ন কোঽপ্যস্তীতি দর্পঃ, মদিচ্ছৈব সর্ব্বসাধিকেতি কামঃ, মৎপ্রতীপমহমেব হনিষ্যামীতি ক্রোধশ্চ ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তাহারা সর্ব্বপ্রকারে বেদ ও তৎপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরের অবমাননাকারী জানিবে, ইহাই বলিতেছেন—'অহঙ্কারমিতি', অহঙ্কারাদিকে সম্যক্‌রূপে তাহারা আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারা নিজের দেহে ও অপরের দেহে নিয়ামকরূপে ( চালকরূপে ) এবং ভর্ত্তৃত্বরূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বর আমাকে ও মৎসম্বন্ধীয় বেদকে অবজ্ঞার দ্বারা দোষারোপ করায় দ্বেষাদি করিয়া থাকে। ইহারা অভ্যসূয়ক—অর্থাৎ কুটিল যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা আমার গুণে ও বেদের প্রমাণাদিতে বহুদোষ আরোপণ করিয়া "আমিই স্বাধীনভাবে করিতেছি—ইহাই অহঙ্কার, আমিই পরাক্রমশালী—ইহা বল। আমার সমান কেহই নাই—ইহা দর্প, আমার ইচ্ছাই সমস্ত অভিলষিত বস্তুর সাধিকা অর্থাৎ প্রাপ্তির মূল কারণ—ইহা কাম। আমার শত্রুকে, বিরুদ্ধাচারীকে আমিই বধ করিব—ইহা ক্রোধ" ॥ ১৮ ॥

**অনুভূষণ**—সেই সকল অসুর প্রকৃতির লোকেরা সর্ব্বপ্রকারে বেদ ও তৎপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরকে অবমাননা করে। উহারা অহঙ্কারাদিকে আশ্রয়পূর্ব্বক নিজের এবং পরের দেহে মক ও ভর্ত্তৃরূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বর আমাকে ও মদ্বিষয়ক বেদকে দ্বেষপূর্ব্বক অবজ্ঞার সহিত নিন্দাদি করিয়া থাকে। তাহারা কুটিল যুক্তির দ্বারা আমার ও বেদের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে। আমিই

স্বাধীনভাবে করি, এই অহঙ্কার ; আমিই পরাক্রমশালী—এই বল ; আমার তুল্য কেহই নাই—এইরূপ দর্প ; আমার ইচ্ছাই সকল সাধন করিতে পারে—এইরূপ কাম ; আমার শত্রুকে আমিই হনন করিব, এইরূপ ক্রোধ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"পরমাত্মা আমাকে অস্বীকার করতঃ দ্বেষ করিয়া অথবা 'আত্মপরাঃ'—পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া সাধুদেহের দ্বেষে আমারই দ্বেষ—এই ভাব। 'অভ্যসূয়কাঃ'—সাধুগণের গুণ-সমূহে দোষারোপকারী" ॥ ১৮ ॥

**তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।**
**ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥**

**অন্বয়**—অহং (আমি) দ্বিষতঃ (সাধুর দ্বেষকারী) ক্রূরান্ (ক্রূর) অশুভান্ (অশুভকর্ম্মকারী) নরাধমান্ (নরাধম) তান্ (সেই সকলকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুরী) যোনিষু এব (যোনিসমূহেই) অজস্রং (অনবরত) ক্ষিপামি (ক্ষেপণ করি) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ**—আমি সাধুবিদ্বেষী, নিষ্ঠুর, অশুভস্বরূপ, নরাধম সেই ব্যক্তিগণকে এই সংসারে আসুরী যোনিতেই সর্ব্বদা নিক্ষেপ করি ॥ ১৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার-মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব-জনিত ক্রিয়া-দ্বারা তাহাদের আসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় ॥ ১৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—এষামাসুরস্বভাবাৎ ক্বচিদপি বিমোক্ষো ন ভবতীত্যাহ,—তানিতি দ্বাভ্যাম্। আসুরীষ্বেব হিংসা-তৃষ্ণাদিযুক্তাসু ম্লেচ্ছ-ব্যাধ-যোনিষু তত্তৎকর্ম্মানুগুণফলদঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহমজস্রং পুনঃ পুনঃ ক্ষিপামি ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ইহাদের (পূর্ব্বোক্ত) আসুরিক স্বভাব হইতে কখনই মুক্তি লাভ হয় না—ইহাই বলা হইতেছে—'তান্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা। (এইরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে) তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা সর্ব্বেশ্বর আমিই অনবরত হিংসা ও তৃষ্ণাদিযুক্ত ম্লেচ্ছ-ব্যাধরূপ আসুরিক যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯ ॥

**অনুভূষণ**—এবম্বিধ অসুরস্বভাব-বিশিষ্ট ভগবৎ-বিদ্বেষিগণের পরিণামে কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহাই শ্রীভগবান্ এক্ষণে বলিতেছেন যে,—উহাদের কখনও বিমোক্ষ হয় না। হিংসাতৃষ্ণাদিযুক্ত আসুরী যোনিতে অর্থাৎ ম্লেচ্ছ-ব্যাধযোনিতে, সকলের কর্ম্মফল-দাতা সর্ব্বেশ্বর আমি তাহাদের কর্ম্মানুরূপ অজস্র অশুভ ফল ভোগ করাইয়া থাকি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি ॥ ১৯ ॥

**আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।**
**মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥**

**অন্বয়**—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ (আসুরী-যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়াঃ (সেই মূঢ়সকল) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়াই) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) অধমাং (নিকৃষ্টতর) গতিম্ (গতিকে) যান্তি (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ**—হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া, সেই মূঢ়সকল আমাকে লাভ করিতে না পাইয়াই, তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে-জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে ॥ ২০ ॥

**শ্রীবলদেব**—নন্থ বহুজন্মান্তে তেষাং কদাচিত্ত্বদনুকম্পয়াসুরযোনের্বিমুক্তিঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—আসুরীমিতি। তে মূঢ়া জন্মন্যাসুরীযোনিমাপন্না মাম-প্রাপ্যৈব ততোঽপ্যধমামতিনিকৃষ্টাং শ্বাদিযোনিং যান্তি; মামপ্রাপ্যৈব (অত্র) এবকারেণ মদনুকম্পায়াঃ সম্ভাবনাপি নাস্তি। তল্লাভোপায়যোগ্যা সজ্জাতিরপি দুর্ল্লভেতি; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অথ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" ইত্যাদিকা। নন্বীশ্বরঃ সত্যসংকল্পত্বাদযোগ্যস্যাপি যোগ্যতাং শক্নুয়াৎ কর্ত্তুমিতি চেৎ, শক্নুয়াদেব; যদি সংকল্পয়েৎ বীজাভাবান্ন সংকল্পয়তীত্যতস্তস্যা বৈষম্যমাহ সূত্রকারঃ,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন" ইত্যাদিনা; ততশ্চ 'তানহম্' ইত্যাদিদ্বয়ং

স্থপপন্নম্। এতে নাস্তিকাঃ সর্ব্বদা নারকিণো দর্শিতাঃ ; যে তু শাপাদস্থরা-স্তদনুযায়িনশ্চ রাজন্যাঃ প্রত্যক্ষে উপেন্দ্র-নৃহরি-বরাহাদৌ বিষ্ণৌ স্বশত্রু-পক্ষিত্বেন বিদ্বেষিণোঽপি বেদবৈদিককর্ম্মপরাঃ সর্ব্বনিয়ন্তারং কালশক্তিকম-প্রত্যক্ষং সর্ব্বেশ্বরং মন্যন্তে, তে তূপেন্দ্রাদিভির্নিহতাঃ ক্রমাৎ ত্যজন্ত্যাসুরী-যোনিম্ ; কৃষ্ণেন নিহতাস্তু বিমুচ্যন্তে চেতি, ন তে বেদ-বাহ্যাঃ ॥ ২০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—বহুজন্মের পর তাহাদের ( পূর্ব্বোক্ত আসুরী ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ) তোমার কৃপায় অসুরযোনি হইতে মুক্তিলাভ হইবেই—ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে,—'আসুরীমিতি'। আসুরীযোনিপ্রাপ্ত সেই সমস্ত মূঢ়গণ জন্ম-জন্মেও আমাকে না পাইয়াই স্বীয় অসুরযোনি হইতেও অতিশয় নিকৃষ্ট কুকুরাদিযোনিতে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় ; আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতে আরও অধম শৃগালাদি জন্ম প্রাপ্ত হয়। এখানে "এব" শব্দের দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে—তাহাদের প্রতি আমার অনুকম্পার সম্ভাবনাও নাই। আমার সেই অনুকম্পা পাইবার উপযুক্ত উত্তম জন্মও তাহাদের দুর্ল্ভ। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন,—অতঃপর নিকৃষ্ট কর্ম্মকারিগণের নিরন্তর—জন্মে জন্মে এই অভ্যাস প্রাপ্ত হয় যেহেতু তাহারা নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়, যেমন কুক্কুর জন্ম, অথবা শূকর জন্ম, কিংবা চণ্ডালাদি জন্ম। ইত্যাদি আরও শ্রুতি আছে। ( এমন কি, তাহাদের কর্ম্মফলে ও আচরণে ) তাহাদের লাভের উপায়যোগ্য উত্তমজাতিরূপে জন্মগ্রহণও দুর্ল্ভ। প্রশ্ন—ঈশ্বর সত্যসংকল্প ( পরমদয়ালু ) এই হেতু ইচ্ছা করিলেই অযোগ্যেরও যোগ্যতা সম্পাদন করিতে সক্ষম—ইহা যদি বল, তবে বলি, হাঁ ঈশ্বর সক্ষম হইবেনই। যদি সংকল্প করেন তবে ; কিন্তু বীজের ( সৎকর্ম্মের ) অভাবে সংকল্প করেন না—এই জন্য তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা পূর্ব্বপক্ষরূপে সূত্রকার দেখাইতেছেন—দেখাইয়া উত্তরে বলিলেন "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন" তাঁহার পক্ষপাতিতা ও নির্দ্দয়তা নাই। তারপর 'তাহাদিগকে আমি' ইত্যাদিদ্বয় সুন্দররূপে বলা হইয়াছে। এই জাতীয় নাস্তিকগণ সর্ব্বদা নরক-যন্ত্রণা-ভোগকারী হয়। কিন্তু যাহারা শাপহেতু অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং যাহারা তাহাদের অনুকরণকারী ক্ষত্রিয়বর্গ জন্মিয়া থাকে, তাহারা প্রত্যক্ষভাবে উপেন্দ্র ( বামন )-নরসিংহ-বরাহাদিরূপী বিষ্ণুকে স্বীয় শত্রুপক্ষ মনে করিয়া বিদ্বেষ করিলেও বেদ ও বৈদিককর্ম্মপরায়ণ হইয়া আমাকে সর্ব্বনিয়ন্তা কালশক্তিরূপী ও প্রত্যক্ষের অগোচরভাবে অর্থাৎ পরোক্ষে সর্ব্বেশ্বর

মনে করে, বা আমাকে পূজা করে, তাহারা কিন্তু উপেন্দ্রাদির দ্বারা নিহত হইয়া ক্রমে ক্রমে আসুরী-যোনিকে ত্যাগ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহতগণ কিন্তু মুক্তিলাভ করে অতএব তাহারা বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবহিষ্কৃত নহে ॥ ২০ ॥

**অনুভূষণ**—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করে যে, বহুজন্ম পরে কখনও তোমার কৃপায় পূর্ব্বোক্ত অসুরযোনি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মুক্তিলাভ করিবে। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সেই সকল অসুরযোনিপ্রাপ্ত মূঢ়েরা জন্মজন্ম আমাকে না পাইয়াই, তাহা হইতে অতিনিকৃষ্ট কুকুরাদি যোনিতে জন্ম পাইবে। 'মাম প্রাপ্যৈব' এস্থলে 'এব' শব্দে আমার অনুকম্পার সম্ভাবনাও নাই। সেই অনুকম্পা লাভের যোগ্য সজ্জাতিও দুর্ল্লভ। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন—কপটাচারী অসুর প্রকৃতির ব্যক্তিরা তাহাদের অভ্যাসের ফলে কপূয়াযোনি অর্থাৎ কুকুর, শূকর অথবা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ বলে যে, ঈশ্বর সত্য-সঙ্কল্পতাহেতু অযোগ্যকেও যোগ্য করিতে পারেন, তদুত্তরে বক্তব্য, হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই পারেন, যদি ইচ্ছা করেন, কিন্তু এস্থলে বীজের অভাবে সঙ্কল্প করেন না। সুতরাং তাঁহার বৈষম্যের অভাব। সূত্রকারও বলিয়াছেন যে "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন" অর্থাৎ শ্রীভগবানের বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা নাই। অতএব পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন, 'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্' (১৬।১৯) ইহা যুক্তিযুক্তই। এই সকল নাস্তিকেরা সর্ব্বদা নারকী হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু যাহারা শাপবশতঃ হিরণ্যকশিপু-আদিরূপে অসুরকুলে বা তদনুযায়ী শিশুপালাদিরূপে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যক্ষে বামন, নৃহরি, বরাহাদি ভগবদবতারের প্রতি নিজশত্রু জ্ঞানপূর্ব্বক বিদ্বেষী হইলেও বেদ-বৈদিক কর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, ও অপ্রত্যক্ষে সর্ব্বনিয়ন্তা, কালশক্তি, সর্ব্বেশ্বর মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহারা সেই সকল অবতার-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ক্রমে আসুরযোনি ত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছেন এবং অবশেষে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্তিলাভও করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বেদবাহ্য নহেন।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে অসুর-প্রকৃতির লোকগণের প্রতি এইরূপ ব্যবস্থায় শ্রীভগবানের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য প্রকাশ পায় না কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদিও ঈশ্বর "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুম্ সমর্থঃ"

তাহা হইলেও সাধারণতঃ জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলই ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্, বেদ ও ভক্ত-দ্রোহী পাপিষ্ঠগণ স্ব-কর্ম্ম-ফলভোগের নিমিত্ত আসুর-যোনিতে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে কৃতকর্ম্ম ফলভোগের নিমিত্ত অনবরত সেই সকল অধম যোনিতেই গমন করিয়া থাকে বলিয়া অপরাধ ক্ষালনের সুযোগ পায় না।

মনুষ্য জীবনে কৃতপাপ বা অপরাধ মনুষ্যজীবনেই শোধিত না হইলে, তির্য্যগাদি অধমযোনিতে গমন পূর্ব্বক আর শোধনের সুযোগ ঘটে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ শাস্ত্রোল্লেখ করিয়াছেন যে,—"ইহৈব নরক-ব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ। গত্বা নিরৌষধং স্থানং সরুজঃ কিং করিষ্যতি'॥ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহলোকেই নরকরূপব্যাধির চিকিৎসা করে না, সেই রোগযুক্ত ব্যক্তি ঔষধবিহীন স্থানে গমন করিয়া আর কি করিবে?

বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈষম্য দর্শনে ঈশ্বরের বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য কল্পনা করা যায় না, এই বিষয়ে বেদান্ত বলেন,—

"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন" ব্রঃ সূঃ—২।১।৩৪। এ-স্থলে আর একটি দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে যে, অগ্নি শীত-নিবারক হইলেও অগ্নির নিকটস্থ ও দূরস্থ ভেদে ফলের তারতম্য ঘটে; ইহাতে অগ্নির বৈষম্য বলা যায় না। সেইরূপ শ্রীভগবানে উন্মুখ ও বিমুখ জীবগণের ফল-তারতম্যে শ্রীভগবানের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য বলা যায় না। উন্মুখ ও বিমুখ-স্বভাবানুযায়ী ফলের বৈষম্যলাভ হইয়াছে, ইহাই জানিতে হইবে।

এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষতা, সর্ব্বোপরি তত্ত্বমহিমা এবং হতারি-গতিদায়কত্বরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যও প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্‌জীবগোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পাওয়া যায়,—"বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত মৈত্রেয় ঋষিকর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু আদির গতি-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীপরাশর শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অন্যত্র কিন্তু অসুরগণের মুক্তির সম্ভাবনা নাই; ইহাই বলিলেন। এস্থলে শ্রীগীতার বর্ত্তমান শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য ভগবৎ-স্বরূপের বিদ্বেষিগণের তৎস্মরণাদি-প্রভাবে কোথাও কোথাও মুক্তির কথা শুনা গেলেও, সকল দ্বেষিমাত্রেরই মুক্তি প্রদান অন্য অবতারে কোথাও শুনা যায় না। অন্য ভগবৎ-স্বরূপে হতারিগতিদায়কত্ব গুণ থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুগণকে স্বর্গাদিরূপ সদ্গতি প্রদান করিয়াই

থাকেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অসমোর্দ্ধ, অচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকেই মুক্তি দিয়া থাকেন। এমন কি, পুতনাকে ধাত্রী-উচিতা গতি পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীগৌর অবতারে চাঁদকাজীকে প্রেম পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং "মামপ্রাপ্যৈব" শব্দের 'এব'কার দ্বারা ইহাই সুনিশ্চয় করিয়াছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

'মামপ্রাপ্যৈব'—এই বাক্যে আমাকে কিন্তু না পাইয়াই, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগ দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ, কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মদ্বিদ্বেষী কংসাদিও মুক্তি লাভ করে। ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানের পরিপাকে যে মুক্তি লাভ হয়, অপার করুণাসিন্ধু আমি তাদৃশ পাপিদিগকেও সেই দুর্ল্লভ মুক্তি প্রদান করি। শ্রুতিস্তুতিতে ( ভাঃ—১০।৮৭।২৩ ) কথিত হইয়াছে—'হে প্রভো, মুনিগণ নিভৃতে বায়ু, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিরোধপূর্ব্বক দৃঢ় যোগযুক্ত হইয়া যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণও আপনার স্মরণ করিয়া সেই তত্ত্বকে লাভ করিয়াছে।' অতএব পূর্ব্বকথিত আমার সর্ব্বোৎকর্ষ সর্ব্বোপরিস্থিতি। ভাগবতামৃত কারিকায়ও পাওয়া যায় যে,—'যে পর্য্যন্ত আমার দ্বেষিগণ কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা অধম যোনিই লাভ করিয়া থাকে। ইহা সুস্পষ্ট।'

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তাহারা আমাকে না পাইয়াই, এস্থলে 'এব' শব্দের দ্বারা জানাইলেন যে, আমার প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সৎমার্গ যখন পায় না, তখন আমার প্রাপ্তির আশা আর কোথায়? অতএব তাহা হইতে আরও অধম কৃমিকীটাদি গতি প্রাপ্তি হয়॥ ২০॥

**ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।**
**কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১॥**

**অন্বয়**—কামঃ ( কাম ) ক্রোধঃ ( ক্রোধ ) তথা লোভঃ ( ও লোভ ) ইদং ( ইহা ) ত্রিবিধং ( ত্রিবিধ ) আত্মনঃ ( নিজের ) নাশনম্ ( নাশক ) নরকস্য

( নরকের ) দ্বারং ( দ্বার )। তস্মাৎ (অতএব) এতৎ ( এই ) ত্রয়ং (তিনটিকে) ত্যজেৎ ( ত্যাগ করিবে ) ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**—কাম, ক্রোধ ও লোভ—ইহারা ত্রিবিধ আত্মনাশক নরকদ্বার, অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—আত্মনাশী নরকদ্বার—তিনপ্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ ; অতএব উত্তম লোকসকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২১ ॥

**শ্রীবলদেব**—নন্বাসুরীং প্রকৃতিং নরকহেতুং শ্রুত্বা যে মনুষ্যাস্তাং পরিহর্ত্তু-মিচ্ছন্তি, তৈঃ কিমনুষ্ঠেয়মিতি চেত্তত্রাহ,—ত্রিবিধমিতি। এতত্ত্রয়পরিহারে তস্যাঃ পরিহারঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—আসুরী প্রকৃতিকে নরকের হেতু শুনিয়া যে সকল মনুষ্য সেই আসুরযোনিকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে—তাহাদের দ্বারা কি অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য—ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে,—'ত্রিবিধমিতি', এই কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিহার করিতে পারিলে তাহার ( আসুরীযোনির ) পরিহার হইবেই ॥ ২১ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বোক্ত আসুরী সম্পদসমূহ আত্মবিনাশী ও নরকদ্বারস্বরূপ ; তন্মধ্যে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি মূলীভূত। মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগণ অনেকে বহু প্রযত্নেও ইহা দমন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আনায়াসেই সেই সকলকে শ্রীহরি-সেবায় নিযুক্ত করিয়া রিপুদমনের অপূর্ব্ব স্বার্থকতা সম্পাদন করেন।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের বাণীতে পাই,—

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব;
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন ॥ ২১ ॥

**এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।**
**আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥**

**অন্বয়**—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিনটি) তমোদ্বারৈঃ (নরক দ্বার কর্ত্তৃক) বিমুক্তঃ (বিশেষ মুক্ত) নরঃ (লোক) আত্মনঃ (নিজের) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরতি (আচরণ করে) ততঃ (তাহা হইতে) পরাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠ-গতি) যাতি (লাভ করে) ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ**—হে কৌন্তেয়! এই তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে বিমুক্ত ব্যক্তি আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং তাহা হইতে পরা গতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এই তিনপ্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে; তাহা হইলেই পরা-গতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বৈধ-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে পরা গতি কৃষ্ণভক্তি লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূলতত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ উত্তমরূপ থাকিলে জীবের

সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয়পদ লাভ হয়; তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি ॥ ২২ ॥

**শ্রীবলদেব**—তত্ত্যাগে ফলমাহ,—এতৈরিতি। শ্রেয়ঃ স্বাশ্রমকর্ম্মাদিশ্রেয়ঃ-সাধনম্; পরাং গতিং মুক্তিম্ ॥ ২২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই তিনটি ত্যাগের ফলের কথা বলা হইতেছে—'এতৈরিতি', শ্রেয়ঃ—স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্ম্মাদি শ্রেয়ঃসাধন। পরা গতি—মুক্তি ॥ ২২ ॥

**অনুভূষণ**—যাঁহারা এই ত্রিবিধ নরকদ্বার হইতে বিমুক্ত হন্, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ-সাধনে সমর্থ। কাম, ক্রোধ, লোভ জয় না করিয়া কেহ কোন মঙ্গল আচরণ করিতে পারে না, পরন্তু তদ্বশীভূত ব্যক্তি উহার আশ্রয়ে আসুরী-সম্পদের চরম গতি নরক-লাভ করিয়া থাকে। বিমল বৈষ্ণবগণের সঙ্গ বা কৃপাফলে কিন্তু সকলেই অনায়াসে কাম, ক্রোধ, লোভ জয় কোন্ কথা, ভব জয় করিয়া শ্রীভগবানের সেবারূপ পরম মুক্তি বা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন ॥ ২২ ॥

**যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।**
**ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥**

**অন্বয়**—যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধিকে) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) কামচারতঃ (স্বেচ্ছাচারভাবে) বর্ত্ততে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ন সুখং (সুখও নহে) ন পরাং গতিম্ (পরাগতিও নহে) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ**—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে রত হয়, সে ব্যক্তি সিদ্ধি, সুখ বা পরা গতি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—শাস্ত্রবিধি এই যে, স্বধর্ম্ম আচরণ করিবে; ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান হন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরা গতি লাভ করেন না। মূলতত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে নরাধম; আর ঐন্দ্রিয়জ্ঞান ও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যদি কেহ বিশুদ্ধজ্ঞান-

সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, তবে সেও পরা গতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—কামাদিত্যাগঃ স্বধর্ম্মাদ্বিনা ন ভবেৎ, স্বধর্ম্মশ্চ শাস্ত্রাদ্বিনা ন সিধ্যেদতঃ শাস্ত্রমেবাস্থেয়ং সুধিয়েত্যাহ,—য ইতি। কামচারতঃ স্বাচ্ছন্দ্যেন যো বর্ত্ততে—বিহিতমপি ন করোতি, নিষিদ্ধমপি করোতীত্যর্থঃ, স সিদ্ধিং পুমর্থোপায়ভূতাং হৃদ্বিশুদ্ধিং নৈবাপ্নোতি, সুখমুপশমাত্মকং চ পরাং গতিং মুক্তিং কুতো বাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—কামাদির ত্যাগ স্বধর্ম্মাচরণ ভিন্ন হইবে না এবং স্বধর্ম্মাচরণও শাস্ত্র ভিন্ন সম্ভব নহে। অতএব শাস্ত্রকেই সুধীবৃন্দ অবলম্বন করিবেন, ইহাই বলা হইতেছে,—'য ইতি'। নিজের ইচ্ছামত যাহারা চলে এবং ( বেদ ও স্বধর্ম্ম ) বিহিত কোন কার্য্য না করে, নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, সে হৃদয়ের বিশুদ্ধি-দায়িকা পুরুষার্থোপায়ভূত সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সে শান্তিসুখ অর্থাৎ পরা গতি মুক্তি কি করিয়া পাইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥

**অনুভূষণ**—কামাদিত্যাগ স্বধর্ম্মাচরণ ব্যতীত হয় না, স্বধর্ম্মাচরণও শাস্ত্রের ও মহাজনের আশ্রয় ব্যতীত হয় না ; অতএব সুধীব্যক্তির শাস্ত্র আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। নিজের ইচ্ছামত যে ব্যক্তি বিচরণ করে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত-তো করেই না, অধিকন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যই করিয়া থাকে। সে কখনও পুরুষার্থের উপায়ভূত চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। উপশমাত্মক সুখ এবং মুক্তিরূপ পরা গতি আর কোথা হইতে পাইবে ?

শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে, তাহার কোন মঙ্গল হইতে পারে না। এমন কি, শাস্ত্র বলেন,—

> "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
> ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিঃ উৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥"

অতএব শাস্ত্রাশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজন করিলেই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়।

শ্রীধর স্বামিপাদও বলেন,—

"কামাদিত্যাগ স্বধর্ম্মের আচরণ ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং শাস্ত্রীয়-বিধি অর্থাৎ বেদবিহিত স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কামাচারে থাকে,

সে ব্যক্তি সিদ্ধি—তত্ত্বজ্ঞান, উপশমজনিত সুখ, মুক্তিরূপা পরা গতি কিছুই পায় না ॥ ২৩ ॥

**তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।**
**জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥**

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগো যোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

**অন্বয়**—তস্মাৎ ( অতএব ) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ( কার্য্য ও অকার্য্যের ব্যবস্থা বিষয়ে ) শাস্ত্রং ( শাস্ত্র ) তে ( তোমার ) প্রমাণম্ ( প্রমাণ ), ইহ ( এই কর্ম্মবিষয়ে ) শাস্ত্রবিধানোক্তং ( শাস্ত্রবিধানে কথিত ) কর্ম্ম ( কর্ম্ম ) জ্ঞাত্বা ( জানিয়া ) কর্ত্তুম্ অর্হসি ( করিবার নিমিত্ত যোগ্য হও ) ॥ ২৪ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

**অনুবাদ**—অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থা-বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, এই কর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্র-বিধানে উপদিষ্ট কর্ম্ম অবগত হইয়া করিবার নিমিত্ত যোগ্য হও অর্থাৎ তোমার করা উচিত ॥ ২৪ ॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ-যোগ নামক ষোড়শ-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অতএব কার্য্যাকার্য্য—ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ ; সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ভগবৎসেবা পরাঙ্মুখতাই মূল অপরাধ ; সেইজন্য ভগবদ্-দাসীরূপা মায়াই জীবের বন্ধহেতুকা। মায়াবদ্ধ হইয়া

ভগবৎপ্রকাশিকা সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক তমোধর্ম্মগত জীব আসুরস্বভাব হয়। তখন সাধুনিন্দা, বহ্বীশ্বরবুদ্ধি বা অনীশ্বরবুদ্ধি, গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবহেলন, ভক্তির মহিমাকে 'প্রশংসা-মাত্র' বলিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে 'ভক্তি' বলিয়া স্থাপন, ভক্তিবলে পাপাচার, ভক্তির সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদির সমবুদ্ধি, ভক্তিতে অবিশ্বাস, অপাত্রে ভক্তিবিক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধ হইয়া উঠে। এই আসুরস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা-সহকারে নববিধা ভক্তি সাধন করার কর্ত্তব্যতাই এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।

## ইতি—ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।

**শ্রীবলদেব**—যস্মাচ্ছাস্ত্রবিমুখতয়া কামাদ্যধীনা প্রবৃত্তিঃ পুমর্থাদ্বিভ্রংশয়তি, তস্মাত্তব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কিং কর্ত্তব্যং কিমকর্ত্তব্যমিত্যস্মিন্ বিষয়ে নির্দ্দোষমপৌরুষেয়ং বেদরূপং শাস্ত্রমেব প্রমাণম্; ন তু ভ্রমাদিদোষবতা পুরুষেণোৎপ্রেক্ষিতং বাক্যম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানেন কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিতি প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনাত্মকেন লিঙ্তব্যাদি-পদেনোক্তম্। কর্ম্ম বিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ জ্ঞাত্বা নিষিদ্ধং তৎ পরিত্যজন্ ইহ কর্ম্মভূমৌ বিহিতকর্ম্মাগ্নিহোত্রাদি যুদ্ধাদি চ কর্ত্তুমর্হসি লোকসংগ্রহায়॥ ২৪॥

**শ্রীবলদেব**—বেদার্থ নৈষ্ঠিকা যান্তি স্বর্গং মোক্ষঞ্চ শাশ্বতম্।
বেদবাহ্যাস্তু নরকানিতি ষোড়শনির্ণয়ঃ॥

## ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

**বঙ্গানুবাদ**—যেহেতু শাস্ত্র-বিমুখতা হেতু কামাদির অধীনে প্রবৃত্তি মানুষকে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে, সেই কারণে তোমার কর্ত্তব্য কোনটি এবং কোনটি অকর্ত্তব্য, কোনটি করা উচিত এবং কোনটি অনুচিত এই বিষয়ে নির্দ্দোষ ও অপৌরুষেয় বেদরূপ শাস্ত্রই প্রমাণ। ভ্রমাদিদোষযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক কল্পিত বাক্য প্রমাণ নহে। অতএব শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কোনটি করা উচিত এবং কোনটি অনুচিত—ইহা প্রবর্ত্তন ( অবশ্য কর্ত্তব্য ) অনিবর্ত্তন ( অকর্ত্তব্য ) রূপে বিধিলিঙএর এবং 'তব্য' প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা বলা হইয়াছে। কর্ম্ম বিহিত ও নিষিদ্ধ জানিয়া নিষিদ্ধকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক

এই কর্ম্মভূমিতে বিহিত কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি এবং যুদ্ধাদি লোক-শিক্ষা ও লোক-রক্ষার জন্য তোমাকে করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

যাঁহারা বেদপ্রতিপাদ্য অর্থের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠাবান্, তাঁহারা স্বর্গ ও শাশ্বত লোক মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবিরোধি-কার্য্য করে, তাহারা নরকে পতিত হয়। ইহাই ষোড়শ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত।

## ইতি—ষোড়শ অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

**অনুভূষণ**—শাস্ত্র-বিমুখতা-জনিত কামাদির অধীন প্রবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করায়। সুতরাং কার্য্য ও অকার্য্য ব্যবস্থায় অর্থাৎ কি কর্ত্তব্য? ও কি অকর্ত্তব্য? এই বিষয়ে অপৌরুষেয় বেদরূপ শাস্ত্র-প্রামাণই নির্দ্দোষ। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত পুরুষের দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত-বাক্য বেদ নহে। অতএব শাস্ত্রবিধানের দ্বারাই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় হওয়া উচিত। কর্ম্ম-বিষয়ে বিহিত এবং নিষিদ্ধ জানিয়া, নিষিদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া এই কর্ম্মভূমিতেই বিহিত-কর্ম্ম—অগ্নিহোত্রাদি, এবং যুদ্ধাদি লোক-সংগ্রহের জন্য তোমার করা উচিত।

অতএব পরম মঙ্গলকামী শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে স্ব-স্ব-অধিকার-অনুযায়ী শাস্ত্রবিধি অবগত হইয়া শ্রীহরিভজন করাই সমীচীন পন্থা। বহির্ম্মুখ লোকের দ্বারা বহুমানিত ব্যক্তির কাল্পনিক কথাকে প্রমাণরূপে আশ্রয় করিয়া বিপথ বরণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—"যেহেতু শাস্ত্রবিমুখতা-দ্বারা কামাদির অধীনা প্রবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করায়, সেইহেতু তোমার কার্য্যাকার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে নির্দ্দোষ, অপৌরুষেয় বেদরূপ শাস্ত্রই প্রমাণ। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা-রূপ দোষচতুষ্টয়যুক্ত পুরুষের উদ্ভাবিত বাক্য প্রমাণ নহে।

এই শ্লোকে শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"ফলিতার্থ এই যে, মানবের কোন্‌টি কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টি অকর্ত্তব্য—এই ব্যবস্থায় শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। সুতরাং শাস্ত্রবিধি-বর্ণিত কর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া কর্ম্মাধিকারানুসারে বর্ত্তমান থাকিয়া যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য; কারণ—ইহাই সত্ত্বশুদ্ধি, সম্যক্ জ্ঞান ও মুক্তিলাভের মূলহেতু।"

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরম্॥" ( ভাঃ ১১।৩।৪১ )

"অর্থাৎ পুরুষ যে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান-দ্বারা ইহ জন্মে সত্বর মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্ম্মসমূহের নিরাসপূর্ব্বক মোক্ষোপযোগি-সুকৃতিযুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য-জনিত পরম-জ্ঞান লাভ করেন, আপনারা আমাদের নিকট সেই কর্ম্মযোগ বর্ণন করুন।"

তদুত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীআবির্হোত্র বলিয়াছিলেন,—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥" ( ভাঃ ১১।৩।৪৩ )

"অর্থাৎ কর্ম্ম ( শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ) অকর্ম্ম ( শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম ) এবং বিকর্ম্ম ( বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান ) এই তিনটির স্বরূপই একমাত্র বেদশাস্ত্রগম্য ; পরন্তু লোক-মুখে জ্ঞাতব্য নহে। উক্ত বেদশাস্ত্র ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত বলিয়া, তাহা অপৌরুষেয় ; তদ্-বিষয়ে পণ্ডিতগণও মোহিত হন অর্থাৎ যাথার্থ্য-নিরূপণে অসমর্থ হইয়া থাকেন।"

শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপসংহার-মুখে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণেরই উপদেশ দিলেন। কিন্তু শাস্ত্রোপদিষ্ট-তত্ত্ব যথাযথভাবে জানিবার জন্যও আবার শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুর আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাও মনে রাখিতে হইবে॥ ২৪॥

**ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।**

**ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।**

# সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

**অন্বয়**—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—( অর্জ্জুন কহিলেন ) কৃষ্ণ! ( হে কৃষ্ণ! ) যে ( যাহারা ) শাস্ত্রবিধিম্ ( শাস্ত্রবিধিকে ) উৎসৃজ্য ( ত্যাগ করিয়া ) শ্রদ্ধয়া-অন্বিতাঃ ( শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ) যজন্তে ( পূজাদি করিয়া থাকে ) তেষাং তু ( তাহাদের ) নিষ্ঠা ( স্থিতি ) কা ( কি ? ) সত্ত্বম্ ( সাত্ত্বিকী ) আহো ( অথবা ) রজঃ ( রাজসিকী ) তমঃ ( তামসিকী ) ? ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি-ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজনাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা বা আশ্রয় কিরূপ ? উহা সাত্ত্বিক অথবা রাজসিক বা তামসিক ? ॥ ১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমার একটি সংশয় উপস্থিত হইল। আপনি কহিয়াছেন ( ৪র্থ অঃ ৩৯ শ্লোঃ ) যে, শ্রদ্ধাবান্ লোকেই জ্ঞান লাভ করেন ; পুনরায় বলিলেন যে, শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামসহকারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সিদ্ধিসুখ বা পরা গতি হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা হয়, তবে কি হয় ? সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্বশুদ্ধি, তাহা লাভ করিবে কি না ? অতএব আমাকে স্পষ্ট বলুন,—যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকাচারজাত-শ্রদ্ধাশ্রয়ে দেবতাদিগকে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে 'সাত্ত্বিকী', 'রাজসিকী', কি 'তামসিকী' বলা যাইবে ? ॥ ১ ॥

**শ্রীবলদেব**—সাত্ত্বিকং রাজসং বস্তু তামসঞ্চ বিবেকতঃ।
কৃষ্ণঃ সপ্তদশেঽবাদীৎ পার্থপ্রশ্নানুসারতঃ ॥

বেদমধীত্য তদ্বিধিনা তদর্থানহুতিষ্ঠন্তঃ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তা দেবাঃ ; বেদমবজ্ঞায় যথেচ্ছাচারিণো বেদবাহ্যাস্ত্বাসুরা ইতি পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে ত্বয়োক্তম্। অথেয়ং মে জিজ্ঞাসা,—যে শাস্ত্রেতি। যে জনাঃ পাঠতোঽর্থতশ্চ দুর্গমং বেদং বিদিত্বাল-স্যাদিনা তদ্বিধিমুৎসৃজ্য লোকাচারজাতয়া শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো দেবাদীন্ যজন্তে, তেষাং শাস্ত্রবিধ্যুপেক্ষা-শ্রদ্ধাভ্যাং পূর্ব্বনির্ণীতদৈবাসুরবিলক্ষণানাং কা নিষ্ঠা ? সত্ত্বং সংশ্রয়া তেষাং স্থিতিরথবা রজস্তমঃ-সংশ্রয়েতি কোটিদ্বয়াববোধায়াহো-শব্দো মধ্যে নিবেশিতঃ ॥ ১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অর্জ্জুনের প্রশ্নানুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বস্তুর বিষয় বিবেকসহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তদশ-অধ্যায়ে বলিয়াছেন।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! তুমি বলিয়াছ বেদ অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা তদ্‌বিধান-অনুসারে সেই বেদোক্তকার্য্যাদির অনুষ্ঠান করতঃ শাস্ত্রের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, তাঁহারা দেবতা। আর বেদকে অবজ্ঞা করিয়া যথেচ্ছাচারিগণ বেদবহিষ্কৃত কিন্তু অসুর—এই সমস্ত কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে তুমি বলিয়াছ, তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে,—'শাস্ত্রেত্যাদি' ; যে সমস্ত ব্যক্তিগণ বেদপাঠে ও বেদের অর্থে বেদকে দুর্গম জানিয়া আলস্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া বেদবিধিকে ত্যাগ করিয়া লোকাচার-জনিত শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া দেবতাদিগকে যজনা করে, তাহাদের অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিতে উপেক্ষা ও লোকজাত শ্রদ্ধার দ্বারা যজনকারী, পূর্ব্বনির্ণীত দৈব ও আসুর হইতে বিলক্ষণ, তাহাদিগের নিষ্ঠা কিরূপ ? সত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া তাহাদের স্থিতি অথবা রজঃস্তমকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের স্থিতি ? এইভাবে দুইটির পরস্পর অত্যন্ত বিরোধের জন্য 'আহো' শব্দটি মধ্যে সন্নিবেশ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি বিধি-অনুসারে স্বধর্ম্ম যজন করেন, তাঁহারা সত্ত্ব-সংশুদ্ধি-ক্রমে ক্রমশঃ পরা গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। আর যাহারা শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাহারা আসুর প্রকৃতির আশ্রিত বলিয়া, তাহাদের কোন সদ্‌গতি লাভ হয় না। এই কথা শ্রবণান্তর অর্জ্জুন পুনরায় বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক বেদ-বিধি-অনুসারে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বেদার্থ অনুষ্ঠানকারিগণ দৈবপ্রকৃতি বিশিষ্ট, আর বেদকে

অবজ্ঞাকরতঃ যথেচ্ছাচারিগণ কিন্তু বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবহিষ্কৃত অসুর। ইহা তুমি পূর্ব্ব-অধ্যায়ে বলিয়াছ।

বর্ত্তমানে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে,—

যাহারা পাঠের দ্বারা এবং অর্থের-দ্বারা বেদকে দুর্গম জানিয়া, আলস্যাদি-বশতঃ তদ্বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকাচারজাত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবতাদির যজন করে, তাহাদের এ-স্থলে শাস্ত্রবিধি-উপেক্ষা ও শ্রদ্ধা দুই থাকায়; ইহারা পূর্ব্ব নির্ণীত দৈব ও আসুর সম্পদ্ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া, তাহাদের নিষ্ঠা সত্ত্ব-সংশ্রয়া বা রজস্তমো সংশ্রয়া? সাত্ত্বিকনিষ্ঠা এক কোটি এবং রজস্তমো অন্য কোটি। এই কোটিদ্বয় অববোধের নিমিত্তই 'আহো'-শব্দ মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"আচ্ছা, আসুর সর্গের কথা বলিয়া তাহার উপসংহারে তুমি বলিয়াছ যে,—'যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি সিদ্ধি, সুখ, বা পরমগতি লাভ করিতে পারে না।' গীতা—১৬।২৩। সে-স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাই বলিলেন—'যে' ইত্যাদি। যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে থাকে, কিন্তু কামভোগশূন্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া 'যজন্তে' তপোযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, জপযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের 'কা নিষ্ঠা'—কি স্থিতি—কি আলম্বন, এই অর্থ। তাহা কি সত্ত্ব, না রজঃ অথবা তমঃ, তাহা বল এই অর্থ।"

শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই যে,—"এস্থলে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারীকে গ্রহণ করা হয় নাই, পরন্তু ক্লেশকর মনে করিয়া বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রার্থ-বোধে যত্ন না করিয়া, কেবল আচার-পরম্পরা-বশে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাহারা ক্বচিৎ দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নিষ্ঠা বা গতি সম্বন্ধেই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন।"

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে" অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণানুসারেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই প্রশ্নের অবলম্বনেই বর্ত্তমান প্রশ্নের অবতারণা এবং সমগ্র অধ্যায়ে ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে॥ ১॥

**শ্রীভগবান্ উবাচ,—**

**ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।**
**সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২ ॥**

**অন্বয়**—শ্রীভগবান্ উবাচ, ( শ্রীভগবান্ কহিলেন ) দেহিনাং ( দেহিগণের ) শ্রদ্ধা ( শ্রদ্ধা ) সাত্ত্বিকী ( সাত্ত্বিকী ) রাজসী চৈব ( ও রাজসিকী ) তামসী চ ( এবং তামসিকী ) ইতি ( এই ) ত্রিবিধা ( তিন প্রকার ) ভবতি ( হয় ) ; সা ( সেই শ্রদ্ধা ) স্বভাবজা ( প্রাচীন সংস্কার-জাত ) তাং ( তাহা ) শৃণু ( শ্রবণ কর ) ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীভগবান্ বলিলেন, জীবের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার, তাহা পূর্ব্ব জন্মান্তরীয় সংস্কার-জাত , সেই বিষয় শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ভগবান্ কহিলেন,—দেহীদিগের স্বভাব-জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার,—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ॥ ২ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—ত্রিবিধেতি। আলস্যাৎ ক্লেশাচ্চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যে শ্রদ্ধয়া দেবাদীন্ যজন্তে দেহিনঃ, সা তেষাং স্বভাবজা বোধ্যা ;—প্রাক্তনঃ শুভাশুভসংস্কারঃ স্বভাবস্তস্মাজ্জাতেত্যর্থঃ। অনাদিত্রিগুণ-প্রকৃতিসংসৃষ্টানাং দেহিনামনাদিতোঽনুবৃত্তস্য সংসারস্য সাত্ত্বিকত্বাদিনা ত্রৈবিধ্যাত্তজ্জাতশ্রদ্ধাপি ত্রিবিধেত্যাহ,—সাত্ত্বিকীত্যাদি। স্বভাবমন্যথয়িতুং সমর্থা খলু সদুপদিষ্টশাস্ত্রজন্যা বিবেকসম্বিৎ ; সা তেষাং নাস্ত্যতঃ স্বভাবজা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তাদৃক্ শাস্ত্রজন্যা শ্রদ্ধা ত্বন্যৈব যথা তদুক্তিবিধিনৈব তদর্থানুষ্ঠানম্ ॥ ২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ বলিলেন—'ত্রিবিধেতি' আলস্য এবং ক্লেশবশতঃ যে দেহধারী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রদ্ধার সহিত দেবাদির যজনা করিয়া থাকে, সে শ্রদ্ধা তাহাদের স্বভাবজাত বলিয়া জানিবে ;—পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত শুভ ও অশুভ সংস্কারের নাম স্বভাব। তাহা হইতে জাতা শ্রদ্ধা—ইহাই অর্থ। অনাদি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট প্রাণীদিগের অনাদিকাল হইতে অনুবৃত্ত সংসারের সাত্ত্বিকত্বাদি-বশতঃ ত্রিবিধ ধর্ম্ম থাকায় তাহা হইতে জাত শ্রদ্ধাও তিন প্রকার—ইহাই

বলিতেছেন—'সাত্ত্বিকীত্যাদি'। স্বভাবকে অন্য প্রকার করিতে পারে, একমাত্র সদুপদিষ্ট শাস্ত্র-জন্য বিবেকসম্বিৎ (বিবেক বুদ্ধি), সেই বুদ্ধি তাহাদের নাই; অতএব স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার হইয়া থাকে, সেই শাস্ত্র-জন্য শ্রদ্ধা কিন্তু অন্য প্রকারই, যেমন শাস্ত্রোক্তবিধি-অনুসারে শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠান ॥ ২ ॥

**অনুভূষণ**—অর্জ্জুন কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। আলস্য ও ক্লেশবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া যাহারা শ্রদ্ধার সহিত দেবগণকে যজনা করে, তাহাদের সেই শ্রদ্ধা স্বভাবজাত বলিয়াই জানিবে। প্রাক্তন শুভ ও অশুভ সংস্কার হইতেই এই স্বভাবের উৎপত্তি। অনাদি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি-সংসৃষ্ট দেহধারী জীবগণের অনাদিকাল হইতেই সংসার প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ গুণভেদে তাহাদের স্বভাবজাত শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ। সদুপদিষ্ট শাস্ত্র-জনিত বিবেকজ্ঞানই এই স্বভাবকে অন্যথা করিতে সমর্থ। সাধারণ মানবের তাহা নাই। সেই জন্যই স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার হইয়া থাকে। আর শাস্ত্রজনিত শ্রদ্ধা কিন্তু অন্যই। কেবলমাত্র শাস্ত্র-বিধি-অনুসারেই শাস্ত্রীয় বিষয়ের অনুষ্ঠানকেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলা যাইতে পারে। তাহা লোকের মধ্যে বিরল।

আজকাল অধিকাংশ লোকই তাহাদের খেয়াল-খুসী মত শ্রদ্ধা করিতে চায়। অধিকাংশ তথাকথিত ধর্ম্মোপদেষ্টাও উপদেশ করেন, যাঁহার যাঁহাকে ভাল লাগে, তিনি তাঁহাকেই ভজনা করিবেন। তাহাতেই তাঁহার মঙ্গল হইবে। কিন্তু শ্রীভগবান্ যে বলিলেন—কার্য্য ও অকার্য্য-বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ এবং শাস্ত্র-বিধি পরিত্যক্ত হইয়া নিজের ইচ্ছামত যজনাদি করিলেও সিদ্ধি, সুখ, পরা গতি কিছুই লাভ হইবে না। দুর্ভাগা মানবগণের শ্রীভগবানের বাক্যেও বিশ্বাস না হইয়া জগতের বহুমানিত লোকের আপাতঃ মনোমুগ্ধকর অশাস্ত্রীয় উপদেশেই বিশ্বাস হইয়া থাকে।

শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—

" 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে-ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৬২

আরও পাওয়া যায়,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী" ॥ ঐ ২২।৬৪

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"হে অর্জ্জুন! প্রথমে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়া যজনকারীর নিষ্ঠা শ্রবণ কর, পরে শাস্ত্রবিধিত্যাগিগণের নিষ্ঠা তোমাকে বলিব, তাই বলিতেছেন —'ত্রিবিধা' ইত্যাদি। 'স্বভাবজা'—স্বভাব—প্রাচীন বা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-বিশেষ, তাহা হইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধা, তাহা ত্রিবিধ।"

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—"শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান হইতে প্রবৃত্ত লোকদিগের পরমেশ্বর-পূজাবিষয়ক শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, তাহা এক প্রকারই। আর কেবল লোকাচারবশতঃ প্রবৃত্ত দেহিগণের যে শ্রদ্ধা তাহা কিন্তু সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার" ॥ ২ ॥

**সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।**
**শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥**

**অন্বয়**—ভারত! (হে ভারত!) সর্ব্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সত্ত্বানুরূপা (অন্তঃকরণানুরূপ) ভবতি (হয়); অয়ং (এই) পুরুষঃ (পুরুষ) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাপূর্ণ)। যঃ (যে ব্যক্তি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেরূপ যজনীয়ে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট) সঃ (সেই ব্যক্তি) সঃ এব (তাদৃশই) ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা স্ব-স্ব অন্তঃকরণ-অনুরূপ হয়, এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় অতএব যে ব্যক্তি যাদৃশ পূজ্যবস্তুতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি তাদৃশ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্টই হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে ভারত! সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময়; যে পুরুষের যে-প্রকার সত্ত্ব, তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধা এবং যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে তৎস্বরূপ। মূলতত্ত্ব এই যে, জীব—স্বভাবতঃ মদংশ, অতএব নির্গুণ; আমার সম্বন্ধ-বিস্মৃতিপ্রযুক্ত জীব সগুণ হইয়াছে;—বদ্ধদশায় প্রবেশাবধি প্রাচীন-সংস্কার-বশতঃ তাহার একটি সগুণ স্বভাব হইয়াছে। সেই স্বভাব হইতেই তাহার অন্তঃকরণের গঠন; সেই অন্তঃকরণকেই 'সত্ত্ব' বলি। সত্ত্বসংশুদ্ধিই অভয়পদ;

সংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধাই নির্গুণ-ভক্তিবীজ, আর অসংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধাই সগুণ। শ্রদ্ধা যতদিন নির্গুণ বা নির্গুণের উদ্দেশিনী না হয়, সে-পর্য্যন্তই তাহার নাম 'কাম'। এখন কামাত্মিকা সগুণ-শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—যদ্যপি শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণবৃত্তিস্তথাপ্যন্তঃকরণধর্ম্মস্থ স্বভাবস্যান্তঃকরণস্থ চ ধর্ম্মিণস্ত্রৈবিধ্যাত্তদুদিতায়াস্তস্যাস্ত্রৈবিধ্যং সিদ্ধেদিতি ভাবেনাহ,—সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বমন্তঃকরণং ত্রিগুণাত্মকং, তদনুরূপা সর্ব্বস্থ প্রাণিজাতস্থ শ্রদ্ধা ভবতি;—সত্ত্বপ্রধানান্তঃকরণস্থ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রজঃপ্রধানান্তঃকরণস্থ রাজসী, তমঃপ্রধানান্তঃকরণস্থ তু তামসীতি। অতোহয়ং পূজ্যপূজকরূপো লৌকিকঃ পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়স্ত্রিবিধশ্রদ্ধা-প্রচুরো যঃ পুরুষো যচ্ছ্রদ্ধো যস্মিন্ পূজ্যে দেবাদৌ যক্ষাদৌ প্রেতাদৌ চ শ্রদ্ধাবান্ ভবতি, স পূজকোঽপি; স এব তত্তচ্ছব্দেন ব্যপদেশ্য পূজ্যগুণবান্ পূজক ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যদিও শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণের বৃত্তি তথাপি স্বভাব—অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম, তাহারও সেই ধর্ম্ম অন্তঃকরণের ত্রৈবিধ্যহেতু তাহা হইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্য অর্থাৎ তিন প্রকার ভেদ সিদ্ধ হয়—ইহাই যথাযথভাবে বলা হইতেছে—'সত্ত্বানুরূপেতি'। সত্ত্ব—ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণ, তাহার অনুরূপ সমস্তপ্রাণিবর্গের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। অতএব সত্ত্বগুণপ্রধান অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, এইরকম—রজোগুণ-প্রধান অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা রাজসী এবং তমোগুণ-প্রধান অন্তঃকরণের শ্রদ্ধার নাম তামসী শ্রদ্ধা। অতএব এইরূপ পূজ্য ও পূজকরূপ লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময়—ত্রিবিধ শ্রদ্ধা প্রচুর হইয়া থাকে। যেই পুরুষ যাহাতে যেমন শ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূজ্য দেবতাতে, যক্ষ ও প্রেতাদিতে যেই পরিমাণ শ্রদ্ধাশীল হয়, সেই পূজকও, সেই তৎশব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। পূজ্য-গুণবান্ পূজক হয়—ইহাই অর্থ ॥ ৩ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, প্রাক্তন শুভ ও অশুভ সংস্কারই—স্বভাব, তাহা হইতে জাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার। বর্ত্তমানে বলিতেছেন যে, যদিও শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণেরই বৃত্তি, তাহা হইলেও উহা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সেই অন্তঃকরণ আবার ত্রিবিধ বলিয়া অন্তঃকরণ হইতে উদিত শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ। এই জন্যই বলিলেন যে, শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা অর্থাৎ 'সত্ত্ব' শব্দে 'অন্তঃকরণ' তাহা ত্রিগুণাত্মক, সেই ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণ-অনুরূপ সকলের শ্রদ্ধা জাত হয়।

সুতরাং যাঁহার যেরূপ অন্তঃকরণ তাহার সেইরূপই শ্রদ্ধা, সত্ত্বপ্রধান অন্তঃ-করণের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রজঃপ্রধান অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা রাজসী এবং তমঃপ্রধান অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা তামসী। অতএব পূজ্যপূজকরূপ লৌকিক পুরুষ ত্রিবিধ শ্রদ্ধাময়। যে পুরুষ যেরূপ, তাহার শ্রদ্ধাও সেইরূপ, দেবাদি, যক্ষাদি বা প্রেতাদি যাহাতে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হয়, সেই পূজক বা শ্রদ্ধালু ব্যক্তিও সেই অনুরূপ। পূজ্যের গুণযুক্ত ব্যক্তিই পূজক হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা"॥ ( ভাঃ ১১।২৫।২৭ )

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, অহঙ্কার-বিমূঢ় কর্ম্মবীর রাজসিক শ্রদ্ধা-যুক্ত ও অধার্ম্মিকগণ তামসিক শ্রদ্ধাময়। গুণাতীত মুক্ত জীব ভোগরহিত হইয়া জড়ানুশীলনে আত্মবিস্মৃত না হইয়া কেবল ভগবৎ কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ এবং অখিলচিৎগুণে বিভূষিত থাকেন।"

জীবের শুদ্ধাবস্থায় শ্রদ্ধা বা রতি কেবল আত্মগত অর্থাৎ স্ব-স্বরূপগত থাকে। তখন উহা কেবল ভগবৎ-বিষয়ক, তাহাই নির্গুণ বা শুদ্ধসত্ত্বের পরিচায়ক। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের সেই স্বভাব বিকৃত হইয়া অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত সংসারে প্রাচীন শুভাশুভ কর্ম্মনিমিত্ত অন্তঃকরণের ভাবানুযায়ী যিনি যেরূপ পূজ্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেই প্রকারই গুণের পরিচয় বা শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"'সত্ত্বম্'—অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তদনুরূপ সাত্ত্বিক অন্তঃকরণবিশিষ্ট জনগণের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই, রাজস-অন্তঃকরণের রাজসী এবং তামসান্তঃকরণের তামসী, এই অর্থ। 'যচ্ছ্রদ্ধঃ' যে যজনীয় দেবতায়, অসুরে বা রাক্ষসে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হয়, সে ব্যক্তি তাহা হয়, তত্তৎ শব্দ-দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হয়"॥ ৩॥

**যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।**
**প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥**

**অন্বয়**—সাত্ত্বিকাঃ জনাঃ ( সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জনগণ ) দেবান্ ( সত্ত্ব প্রকৃতি দেবগণকে ) যজন্তে ( পূজা করেন ) রাজসাঃ ( রজোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ ) যক্ষরক্ষাংসি ( রজো প্রকৃতিবিশিষ্ট যক্ষ ও রাক্ষসগণকে ) [যজন্তে—পূজা করে] অন্যে তামসাঃ ( অন্য তামস প্রকৃতি-ব্যক্তিগণ ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ ( তমো প্রকৃতি-প্রেত ও ভূতগণকে) যজন্তে ( পূজা করিয়া থাকে ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা সত্ত্ব-প্রকৃতি—দেবতাদিগকে পূজা করিয়া থাকে, রাজসিক ব্যক্তিগণ রজঃ-প্রকৃতি—যক্ষরাক্ষসদিগকে পূজা করে, অন্য তামসিক জনগণ তমঃ-প্রকৃতি—প্রেত ও ভূতগণকে উপাসনা করে ॥ ৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতাদিগকে, রাজসিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যক্ষরাক্ষসগণকে এবং তামস-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতদিগকে যজন করে ॥ ৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—কার্য্যভেদেন সাত্ত্বিকাদিভেদং প্রপঞ্চয়তি,—যজন্ত ইতি। শাস্ত্রীয়বিবেকসম্বিদ্বিহীনা যে জনাঃ স্বভাবজয়া শ্রদ্ধয়া দেবান্ সাত্ত্বিকান্ বসু-রুদ্রাদীন্ যজন্তে, তেঽন্যে সাত্ত্বিকাঃ ; যে যক্ষরক্ষাংসি কুবেরনিঋত্যাদীনি রাজসানি যজন্তে, তেঽন্যে রাজসাঃ ; যে প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ তমসা যজন্তে, তেঽন্যে তামসাঃ। দ্বিজাঃ স্বধর্ম্মবিভ্রষ্টা দেহপাতোত্তরলব্ধবায়বীয়দেহ উল্কা-মুখকটপূতনাদিসংজ্ঞাঃ প্রেতা মনূক্তাঃ পিশাচবিশেষা বেতি ব্যাখ্যাতারশ্চাৎ সপ্তমাতৃকাদয়ঃ। এবমালস্যাত্ত্যক্তবেদবিধীনাং স্বভাবাৎ সাত্ত্বিকতাদ্যা নিরূ-পিতাঃ ; এতে চ বলবদ্বৈদিকসৎপ্রসঙ্গাৎ স্বভাবান্ বিজিত্য কদাচিদ্বেদেঽপ্য-ধিকৃতো ভবন্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—কার্য্যভেদে সাত্ত্বিকাদি শ্রদ্ধার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—'যজন্ত ইতি'। শাস্ত্রীয় বিবেকবুদ্ধিহীন যে সকল ব্যক্তি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার সহিত বসু, রুদ্র প্রভৃতি সাত্ত্বিক দেবগণকে পূজা করে, তাহারা স্বতন্ত্র সাত্ত্বিক লোক। যাহারা যক্ষরাক্ষস কুবের ও নিঋর্তি প্রভৃতি রাজসিকগণকে যজন করে, তাহারা অপর রাজসিক। যাহারা প্রেত ও ভূত প্রভৃতি তামসিক মূর্ত্তিকে যজনা করে, তাহারা অন্য তামসিক। স্বধর্ম্ম হইতে বিভ্রষ্ট দ্বিজগণ দেহ-

পাতের পর বায়বীয় দেহাদি লাভ করিয়া উল্কামুখ-কট পূতনাদি সংজ্ঞা —হয়, ইহারাই প্রেত অথবা মনুশাস্ত্রোক্ত পিশাচবিশেষ, এইরূপ কোন ব্যাখ্যাতারা বলেন—'চ' কারের দ্বারা—সপ্তমাতৃকাদি-রূপে পরিণত হইয়া থাকে, ( ইহা ধ্বনিত করা হইতেছে )। এইভাবে আলস্য-বশতঃ পরিত্যক্তবেদবিধি-ব্যক্তিগণের স্বভাবহেতু সাত্ত্বিকাদিরূপে নিরূপিত করা হইয়াছে। ইহারা বলবান্ বৈদিক-সৎসঙ্গ হইতে স্বভাবগুলিকে বিশেষরূপে জয় করিয়া কখনও বেদেও অধিকারী হইয়া থাকে, ইহাও জানিবে ॥ ৪ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মসংস্কার হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। তাহাই বর্ত্তমানে বলিতেছেন যে, কার্য্য-ভেদানুসারে সাত্ত্বিকাদি ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় বিবেক-জ্ঞান-রহিত ব্যক্তিগণ প্রাচীন সংস্কারানুযায়ী সাত্ত্বিক বসু-রুদ্রাদি দেবগণকে শ্রদ্ধার সহিত যজন করেন বলিয়া তাঁহারা সাত্ত্বিক। আর যাহারা রাজস যক্ষ-রক্ষদিগকে ভজনা করে, তাহারা রাজস এবং যাহারা তামস ভূত-প্রেতগণকে যজনা করে, তাহারা তামস। এইপ্রকারে আলস্যবশতঃ বেদ-বিধি-ত্যাগকারী ব্যক্তিগণের স্বভাবভেদে সাত্ত্বিকাদি নিরূপিত হইল। ইহাদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলবান্ বৈদিক সৎপ্রসঙ্গ হইতে স্বভাবকে জয় করিয়া কদাচিৎ বেদেও অধিকার প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।" ( ১।২।২৭ )

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"কথিত অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাদ্বারা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে সাত্ত্বিক দেবগণের পূজা করেন। দেবতায় শ্রদ্ধাবান্ হওয়ায় দেবতা বলিয়াই কথিত হন। এই প্রকার 'রাজসাঃ'—রাজসান্তঃকরণ ইত্যাদি বিবরিত হইবে" ॥ ৪ ॥

**অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।**
**দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥**
**কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।**
**মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥**

**অন্বয়**—দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ ( দম্ভ এবং অহঙ্কারবিশিষ্ট ) কামরাগবলান্বিতাঃ ( কাম, রাগ ও বলযুক্ত ) যে ( যে সকল ) অচেতসঃ ( অবিবেকী ) জনাঃ ( লোকগণ ) শরীরস্থং ( দেহস্থিত ) ভূতগ্রামম্ ( ভূত সকলকে ) অন্তঃশরীরস্থং ( অন্তঃ শরীরস্থিত ) মাম্ চ এব ( আমাকেও ) কর্শয়ন্তঃ ( ক্লেশ করিয়া ) অশাস্ত্র-বিহিতং ( শাস্ত্র-বহির্ভূত ) ঘোরং তপঃ ( কঠিন তপস্যা ) তপ্যন্তে ( অনুষ্ঠান করে ) তান্ ( তাহাদিগকে ) আসুরনিশ্চয়ান্ ( আসুরধর্ম্মে নিষ্ঠিত ) বিদ্ধি ( জানিবে ) ॥ ৫-৬ ॥

**অনুবাদ**—দম্ভ ও অহঙ্কার-সম্পন্ন, কামনা, আসক্তি ও বলবিশিষ্ট যে সকল অবিবেকী লোক শরীরস্থ পঞ্চভূতকে ও অন্তরস্থিত আমাকে ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক, অশাস্ত্রীয় ঘোরতর তপস্যা করে, তাহাদিগকে আসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত বলিয়া জানিবে ॥ ৫-৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যে-সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বল-যুক্ত, তথা দম্ভ ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকেরাই অবলম্বন করে ; তাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন-তপস্যা-দ্বারা কর্ষণ করে এবং তদন্তর্ভূত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, সুতরাং তাহারা আসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত ॥ ৫-৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—বেদবাহ্যানাং কদাচিদপি দুর্গতের্নিস্তারো নেতি পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং দৃঢ়য়ন্নাহ,—অশাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাম্। অশাস্ত্রেণ বেদবিরুদ্ধেন স্বাগমেন বিহিতং ঘোরং পরপীড়কং তপো যে তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি ; কামরাগো বিষয়স্পৃহা বলং চ ময়া শক্যমেতৎ সিদ্ধং কর্ত্তুমিতি দুরাগ্রহঃ ; শরীরস্থমারম্ভকতয়া শরীরে স্থিতং ভূতগ্রামং পৃথিব্যাদিসংঘাতং কর্ষয়ন্তো বৃথোপবাসাদিনা কৃশং কুর্ব্বন্তো-হন্তঃশরীরস্থং শরীরমধ্যগতান্তর্য্যামিণং মাং চাবজ্ঞয়া কর্ষয়ন্তোঽচেতসঃ শাস্ত্রীয়-বিবেকসম্বিদ্বিহীনাস্তান্ বেদবাহ্যানাসুরনিশ্চয়ান্ নিশ্চয়েনাসুরান বিদ্ধীতি পূর্ব্বো-ক্তানাং তেষাং দুর্গতিরবর্জ্জনীয়েবেতি ভাবঃ। স্বভাবজয়া শ্রদ্ধয়া যক্ষরক্ষঃ-

প্রেতাদীন্ যজতাং বলবদ্বৈদিকসদনুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধয়াসুরভাববিনাশঃ স্যাদেব ; দেবান্ যজতাং তু বস্তুতঃ সাত্ত্বিকত্বাত্তদনুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয়া সুলভেতি স্থিতম্ ॥ ৫-৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—বেদবাহ্য ব্যক্তিগণের কখনও দুর্গতি হইতে নিস্তার লাভ হয় না—পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত, ইহারই ( এই বাক্যেরই ) পুনঃ দৃঢ়তা স্থাপন করা হইতেছে—'অশাস্ত্রেত্যাদি' দুইটি শ্লোকদ্বারা। অশাস্ত্রীয় অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ স্বীয় মনঃকল্পিত শাস্ত্র বা আগমের দ্বারা বিহিত ঘোর অর্থাৎ পরের উৎপীড়ক তপস্যা যাহারা করে। কাম-রাগ অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়স্পৃহা এবং বল অর্থাৎ শারীরিক বলকে আমিই সিদ্ধিলাভ করিয়া দিতে সক্ষম, এই জাতীয় দুষ্ট আগ্রহ। শরীরস্থ-দেহারম্ভকত্বহেতু শরীরে অবস্থিত পৃথিব্যাদিরূপ পঞ্চভূতকে বৃথা উপবাস প্রভৃতির দ্বারা কৃশ করিতে থাকে এবং শরীরের মধ্যে স্থিত অন্তর্য্যামী স্বরূপ আমাকে অবজ্ঞার দ্বারা কৃশ করে ; শাস্ত্রীয় বিবেক বুদ্ধিশূন্য, জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ। সেই বেদবাহ্য অসুরগণকে নিশ্চয়রূপে আসুররূপেই জানিবে —এইহেতু পূর্ব্বোক্ত এতাদৃশ আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের দুর্গতি কখনই খণ্ডন হয় না।—ইহাই ভাবার্থ। স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত যক্ষরাক্ষস ও প্রেত-দিগকে যাহারা যজন করে, তাহাদের বলবান্ বৈদিক সদনুগ্রহ হইলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার দ্বারা অসুরভাব বিনাশ হইবেই। কিন্তু দেবতাগণকে যাহারা যজন করে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের সাত্ত্বিকত্ব-হেতু দেবতার অনুগ্রহ হইলে শাস্ত্রীয় ( শ্রদ্ধা ) সুলভা, ইহাই স্থিত হয় ॥ ৫-৬ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে দুইটি শ্লোকে বেদবাহ্য অর্থাৎ সঙ্গদোষে যাহারা বেদকে অবজ্ঞা করিয়া যথেচ্ছাচারী, তাহাদের দুর্গতি হইতে নিস্তার যে কখনও হইতে পারে না, যাহা শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন। অশাস্ত্রীয় মতে অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ—বেদে অবিহিত যে সকল পরপীড়ক তপস্যা যাহারা করে, তাহারা বিষয়স্পৃহাযুক্ত হইয়া নিজ বলে এই সকল সিদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া দুরাগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

তাহারা শরীরস্থিত ভূতগ্রামকে বৃথা উপবাসাদি ক্লেশের দ্বারা কৃশ করিবার মানসে অন্তরের মধ্যস্থিত অন্তর্য্যামী আমাকে না জানিয়া ক্লেশ দিয়া থাকে। তাহারা শাস্ত্রীয় বিবেকজ্ঞানহীন অচৈতন্য, তাহাদিগকে বেদবাহ্য নিশ্চয় অসুর বলিয়া জানিবে। এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যে তাহাদিগের দুর্গতি অবর্জ্জনীয়। স্বভাব-

জাত শ্রদ্ধার দ্বারা যক্ষরক্ষঃ প্রেতাদিকে যজনকারী ব্যক্তিগণেরও বলবান্ বৈদিক সাধুগণের অনুগ্রহ হইলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ হইয়া তদ্দ্বারা অসুরভাব বিনাশ হইবেই ; আর দেবযজনকারিগণের কিন্তু বস্তুতঃ সাত্ত্বিকত্ব থাকায় পূর্ব্বোক্ত সাধুগণের অনুগ্রহে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার ফলে অসুরভাব বিনাশ হইবেই ; আরও বলা যাইতে পারে যে, দেবযজনকারিগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সাত্ত্বিক গুণ থাকায় সদনুগ্রহ লাভ হইয়া শাস্ত্রীয় জ্ঞান—সুলভও হইয়া থাকে, জানা যায়।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এক্ষণে বলিতেছেন যে, কামরাগাদিযুক্ত, দম্ভ ও অহঙ্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শাস্ত্রবিগাহত বা অশাস্ত্রীয় যে ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ব্যক্তি হইতে পৃথক্, অতিশয় মন্দভাগ্য।

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—"শাস্ত্রবিধি অবগত না হইয়াও কোন প্রাচীন পুণ্যসংস্কারানুযায়ী উত্তম ব্যক্তিগণ সাত্ত্বিকই হন্ ; মধ্যমেরা রাজস হন্, আর অধমেরা কিন্তু তামসই হন্। আর যাহারা পুনরায় অত্যন্ত মন্দভাগ্য— তাহারা গতানুগতিক অনুসারে এবং পাষণ্ডগণের সঙ্গের ফলে তাহাদের আচারের অনুবর্ত্তন করে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ লোক-ভয়ঙ্কর ঘোরতর তপস্যা করে, এই প্রকার তপস্যায় বৃথা উপবাসাদি, স্বদেহ-মাংসের দ্বারা হোম, নররক্ত দানে দেবতার উপাসনা প্রভৃতি ভূতোদ্বেগকর কার্য্য করিয়া এবং নানাবিধ ভাবে মদাজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্তর্য্যামী আমাকে ক্লেশ প্রদানই করিয়া থাকে। ইহা-দিগকে 'আসুর নিশ্চয়' অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রূর স্বভাব অসুর বলিয়াই জানিবে।"

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্ম্মেণ।
স্বদ্রোহাৎ তব কোপঃ পরসংপীড়য়া চ তথাঽধর্ম্মঃ॥" ৬।১৬।৪২

এস্থলে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাহারও কিছু কৃচ্ছ্রসাধন বা উৎকট ক্লেশসহনরূপ তপস্যা দেখিলেই, তাহাতে শ্রদ্ধা করা উচিত নহে। প্রথমেই বিচার করিতে হইবে যে, উহা শাস্ত্রবিধি-সঙ্গত অর্থাৎ বেদবিহিত? অথবা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বেদ-বিরুদ্ধ? যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তবে উহা কখনই আদরের বিষয় নহে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে,

যদি কাহারও দুর্ভাগ্যক্রমে একবার পাষণ্ড-সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার অধোগতি সুনিশ্চয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামভোগরহিতাঃ শ্রদ্ধয়া যজন্তে...তেষাং কা নিষ্ঠা'—এই প্রশ্নের উত্তর এখন শ্রবণ কর—'অশাস্ত্র' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ঘোরং'—প্রাণিগণের ভয়ঙ্কর 'তপস্তপ্যন্তে'—তপস্যাদির অনুষ্ঠান করে, করে ইহা উপলক্ষণ—জপযাগাদিও অশাস্ত্রীয় করে। কামাচরণশূন্যত্ব ও শ্রদ্ধান্বিতত্ব স্বতঃই পাওয়া যায়। 'দম্ভাহঙ্কার-সংযুক্তাঃ'—দম্ভ ও অহঙ্কার ব্যতীত শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে না; 'কামঃ'—নিজের অজরত্ব, অমরত্ব ও রাজ্যাদির অভিলাষ; 'রাগঃ' —তপস্যায় আসক্তি; 'বলং'—হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির ন্যায় তপস্যা করিবার সামর্থ্য; সেই সকল দ্বারা 'অন্বিতঃ'—ইহাদের সহিত যুক্ত, 'শরীরস্থং'—আরম্ভকত্বে দেহস্থিত। 'ভূতগ্রামং'—'ভূত'—পৃথিব্যাদির 'গ্রাম'—সমূহ 'কর্শয়ন্তঃ' —কৃশ করে এবং আমাকে ও আমার অংশভূত জীবকেও দুঃখ প্রদান করে। 'আসুর নিশ্চয়ান্'—অসুরগণের নিষ্ঠায় স্থিত এই অর্থ" ॥ ৫-৬ ॥

**আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।**
**যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥**

**অন্বয়**—সর্ব্বস্য (সকলের) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) প্রিয়ঃ ভবতি (প্রীতিকর হয়); তথা (সেই প্রকার) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দানং (দান) [ত্রিবিধ হয়] তেষাং (সেই সকলের) ইমম্ (এই) ভেদম্ (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**—সকল মানবের আহারও তিন প্রকার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তদ্রূপ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ত্রিবিধ প্রীতিকর; তাহাদের এই ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—মানবগণের আহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ; তদ্রূপ তাহাদের যজ্ঞ, তপঃ ও দানও তত্তদ্ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং স্থিতে তদাহারাদীনামপি ত্রৈবিধ্যজ্ঞাপকং ত্রৈবিধ্যমাহ,—আহারস্থিতি। শ্রদ্ধাবৎ সর্ব্বস্য প্রিয়োঽন্নাদিরাহারোঽপি ত্রিবিধো ভবতি ; এবং যজ্ঞাদীনি চ ত্রিবিধানি। তেষামাহারাদীনাং চতুর্ণাম্॥ ৭॥

**বঙ্গানুবাদ**—এইরূপ পরিস্থিতিতে সেই আহারাদিরও ত্রৈবিধ্যের জ্ঞাপক তিনপ্রকার বলিতেছেন—'আহারস্থিতি'। শ্রদ্ধার ন্যায় সকলের প্রিয় অন্নাদি আহারও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। এইরূপ, যজ্ঞাদিও তিনপ্রকার। অতঃপর যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও আহার—এই চারিটির প্রভেদ শুন॥ ৭॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ শ্রদ্ধার বিষয় বর্ণন করিয়া আহার ও যজ্ঞাদির বিষয়ও ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন করিতেছেন। যিনি যেরূপ গুণ-বিশিষ্ট, তাহার সেইরূপ আহার্য্যেই রুচি এবং সেইরূপ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদিতেও রুচি দেখা যায়।

আধুনিক অনেকে মনে করেন যে, আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। আবার অনেকে মনে করেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং' অর্থাৎ শরীর রক্ষাই সকল ধর্ম্ম সাধনের মূল। এ-স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিষয়ভোগই একমাত্র মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, তাহারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লোভে সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে চায়, এমন কি, শ্বা-দন্তের ব্যবহারের জন্য অমেধ্য-ভক্ষণেই অধিক তৃপ্তি বোধ করে। কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যক্রমে জানিতে পারিয়াছেন যে, বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তিই জীবকে মায়াবদ্ধ করিয়াছে এবং মায়াবদ্ধতার ফলে জীব জন্মজন্মান্তর নানাবিধ দুঃখাদি ভোগ করিতেছে এবং এই যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তির জন্য মায়াবন্ধ হইতে পার এবং তন্নিমিত্ত বিষয়-ভোগস্পৃহা-বর্জ্জন প্রয়োজন ; তাঁহারা মানবজীবনেই ধর্ম্ম-সাধনের দ্বারা এই ভোগস্পৃহা দূর করিবার যত্ন করেন। মায়ার ত্রিগুণকে অতিক্রম করিতে হইলে, ক্রমিক-পন্থা-অনুসারে রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ এবং নির্গুণতার দ্বারা মায়িক সত্ত্বগুণকেও ধ্বংস করা প্রয়োজন। সকল সাধু ও শাস্ত্রে মনোনিগ্রহকেই ধর্ম্মসাধনের মূল বলিয়াছেন। দেহের সঙ্গে মনের নিকট সম্বন্ধ থাকায়, যে সকল খাদ্য গ্রহণে দেহের পুষ্টির সঙ্গে মনেরও বৃত্তির ভেদ প্রকাশ করে, সে-স্থলে আহার্য্য-বিষয় বিচার করিয়াই ধর্ম্মসাধকের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ সেই জন্যই ত্রিবিধগুণ-প্রকাশক আহার্য্যের কথা বর্ণন করিতেছেন। যাহারা সত্ত্বগুণান্বিত বা সত্ত্বগুণকে

আশ্রয় করিতে চায়—তাহাদের কখনই রাজস বা তামস আহারে রুচি না হইয়া, সাত্ত্বিক আহারেই স্বাভাবিক রুচি দেখা যায়।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও এই শ্লোকের টীকায় আহার বিষয় দুইটি শ্রুতির প্রমাণ দিয়াছেন,—"অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ", "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রুতিও আমাদিগকে আহার-শুদ্ধিতে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও আহার্য্য সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি॥" (১১।২৫।২৮)

অর্থাৎ হিতকর, শুদ্ধ, অনায়াস-প্রাপ্ত ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি সাত্ত্বিক, কটু, অম্ল, লবণাদি যে সকল বস্তু ভোগকালে ইন্দ্রিয়-সুখকর, তাহা রাজসিক এবং দৈন্যকর ও অশুদ্ধ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি তামস আর আমাতে নিবেদিত বস্তুই নির্গুণ। এস্থলে চ-কার দ্বারা শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীধর স্বামিপাদ উভয়েই ভগবন্নি-বেদিত বস্তুকেই নির্গুণ বলিয়াছেন। যাহারা এই সকল শাস্ত্রবিধি-উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে যদৃচ্ছ ভোজন করে, তাহাদিগকে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিধি-বলে অসুর-প্রকৃতির আশ্রিত বলিয়াই জানিবে॥ ৭॥

**আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।**
**রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮॥**

**অন্বয়**—আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, রোগরাহিত্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক) রস্যাঃ (রসযুক্ত) স্নিগ্ধাঃ (স্নিগ্ধ) স্থিরাঃ (স্থিরগুণযুক্ত) হৃদ্যাঃ (মনোরম) আহারাঃ (আহার সকল) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়)॥ ৮॥

**অনুবাদ**—আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, রোগশূন্যতা, সুখ ও প্রীতিবৃদ্ধিকারী, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী, হৃদয়গ্রাহী, আহার সকল সাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের প্রিয়॥ ৮॥

**কট্ব্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।**
**আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥**

**অন্বয়**—কট্ব্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ বিদাহিনঃ ( অতিশয় কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও বিদাহী ) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ( দুঃখ, শোক ও রোগ-জনক ) আহারাঃ ( আহার সকল ) রাজসস্য ( রাজস-প্রকৃতি-ব্যক্তির ) ইষ্টাঃ ( প্রিয় ) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**—অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অত্যন্ত লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত রুক্ষ ও অতিশয় বিদাহী, দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার-সকল রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয় হয় ॥ ৯ ॥

**যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।**
**উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥**

**অন্বয়**—যাতযামং ( এক প্রহর পূর্ব্বে পক্ব শীতল দ্রব্য ) গতরসং ( নীরস ) পূতি ( দুর্গন্ধ যুক্ত ) পর্য্যুষিতং চ ( বাসী ) উচ্ছিষ্টং ( উচ্ছিষ্ট ) অপি চ অমেধ্যং ( এবং অমেধ্য দ্রব্য ) যৎ ( যে ) ভোজনং ( আহার ) [ তাহা ] তামসপ্রিয়ং ( তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় ) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—এক প্রহর পূর্ব্বে পক্ব হওয়ার ফলে অতিশয় ঠাণ্ডা, রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, গুরুবর্গব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট, এবং মদ্যমাংসাদি অমেধ্যদ্রব্য-সকলের যে ভোজন, তাহা তামস-প্রকৃতি-লোকের প্রিয় ॥ ১০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সাত্ত্বিকপ্রিয় আহারসকলই আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বিবর্দ্ধক ; উহারা রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী , অতিকটু নিম্বাদি, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, লঙ্কা-মরিচাদি, অতিবিদাহী পিষ্টসর্ষপাদি ; দুঃখ, শোক ও রোগ-কারী আহারসকলই রাজস-লোকের প্রিয়, এক-প্রহরের অধিক-কাল পক্ব হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈত্য লাভ করে, যে খাদ্য নীরস, যে খাদ্যে পূতিগন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্ব্বদিনে পক্ব হইয়া পর্য্যুষিত আছে, যে খাদ্যদ্রব্য গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট, এবং মদ্য-মাংসাদি যে সকল অমেধ্য খাদ্য, সেইরূপ খাদ্যসকলই তামস-লোকের প্রিয় ॥ ৮-১০ ॥

**শ্রীবলদেব**—তত্র সাত্ত্বিকাহারমাহ,—আয়ুরিতি। আয়ুশ্চিরজীবনং সত্ত্বং চিত্তধৈর্য্যং বলং দেহসামর্থ্যং সুখং তৃপ্তিঃ প্রীতিরভিরুচিঃ। এতাসাং বিবর্দ্ধনাঃ রস্যত্বাদিগুণবন্তঃ সগব্যশর্করাঃ শালিগোধূমাদয়ঃ সাত্ত্বিকানাং প্রিয়াস্তৈরুপাদেয়া ইত্যর্থঃ। রস্যা ইতি নীরসানাং চণকাদীনাং, স্নিগ্ধা ইতি রুক্ষাণাং গুড়াদীনাং, স্থিরা ইত্যস্থিরাণাং দুগ্ধফেনাদীনাং, হৃদ্যেত্যহৃদ্যানাং পনসফলাদীনাঞ্চ ব্যাবৃত্তিঃ; ক্ষুদুদরাদ্যহিতত্বমহৃদ্যত্বম্। অত্র পবিত্রা ইতি জ্ঞেয়ং,—তামসপ্রিয়েষ্বমেধ্যপদদর্শনাৎ। রাজসাহারমাহ,—কট্ব্‌িতি। সপ্তস্বতিশব্দো যোজ্যঃ। অতিকটুরতিতিক্তো নিম্বাদির্ন চ মরিচাদিস্তস্য তীক্ষ্ণশব্দেনোক্তেরত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ; খ্যাতোঽতিতীক্ষ্ণো মরীচাদিরতিরুক্ষঃ কঙ্গুকাদিরতিবিদাহী রাজিকাদিঃ; এতে রাজসস্যেষ্টাঃ, সাত্ত্বিকানাং তু হেয়াঃ। দুঃখং তাৎকালিকং জিহ্বা-কণ্ঠাদি-শোষণজং, শোকো দৌর্মনস্যং পাশ্চাত্যমাময়ো রুধিরকোপঃ। তামসাহার-মাহ,—যাতেতি। যাতোঽতিক্রান্তো যামঃ প্রহরো যস্য রান্ধস্যান্নাদেস্তদ্যাত-যামং, গতরসং বৈরস্যবৎ, পূতিঃ দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং পূর্ব্বেঽহ্নি রান্ধমুচ্ছিষ্টং গুরো-রন্যেষাং ভুক্তাবশিষ্টমমেধ্যমপবিত্রং কলঞ্জাদি। ঈদৃগ্‌ভোজনং তামসানাং প্রিয়ং সাত্ত্বিকানাং ত্বতিদূরতো হেয়ম্ ॥ ৮-১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সেই চারিটির মধ্যে সাত্ত্বিক আহারের বিষয় বর্ণনা করা হইতেছে—'আয়ুরিতি'। আয়ু—দীর্ঘজীবন, সত্ত্ব—চিত্তের ধীরতা, বল—দেহের সামর্থ্য, সুখ—তৃপ্তি, প্রীতি—অভিরুচি, ইহাদের বিবর্দ্ধক অর্থাৎ রস্যত্ব প্রভৃতি (রস্যত্ব-স্নেহত্ব-স্থৈর্য্যাদি) গুণ যুক্ত খাদ্য—যথা ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি গব্য ও চিনি, শালি-ধান্য এবং গোধূমাদি ( গম ) সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রিয় হয় অর্থাৎ এই সমস্ত সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে খুবই উপাদেয় হইয়া থাকে। রসগুণ-যুক্ত বলায়—নীরস চণক ( ছোলা ) প্রভৃতির ব্যাবৃত্তি, স্নেহগুণযুক্ত বলায়—রুক্ষ-গুড় প্রভৃতির, স্থিরগুণযুক্ততাহেতু—অস্থিরদুগ্ধফেনাদির, হৃদ্যগুণযুক্ততা—পনস ( কাঁঠাল ) প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের ব্যাবৃত্তি ( নিরাস হইল )। অহৃদ্যত্ব—ক্ষুধা ও উদরাদির অহিতকর খাদ্যদ্রব্য। এখানে ইহারা পবিত্র ইহা জানিবে—কারণ—তামসাহার-প্রিয় ব্যক্তিদের খাদ্যের মধ্যে অমেধ্যপদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। রাজসিক আহারের বিষয় বলা হইতেছে—'কট্ব্‌িতি', কটু প্রভৃতি সাতটি খাদ্য-বস্তুর পূর্ব্বে অতিশব্দযোগ করিতে হইবে। অতিকটু ইহার দ্বারা তিক্তরসপূর্ণ নিম্ব প্রভৃতি গ্রাহ্য, মরিচ প্রভৃতি নহে, কারণ—মরিচ প্রভৃতিকে অতিতীক্ষ্ণ

খাদ্য বস্তুর মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, এইরূপ অতিঅম্ল, অতিলবণ, ও অতিউষ্ণ প্রসিদ্ধ। অতিতীক্ষ্ণ—মরিচাদি, অতিরুক্ষ—কঙ্গুকাদি, অতিবিদাহী—রাজিকাদি ( পিষ্টসর্ষপাদি ) এই সকল খাদ্য দ্রব্য রাজসগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের অতিশয় প্রিয় কিন্তু সাত্ত্বিকপ্রকৃতি-ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় হেয়। দুঃখ—ভোজনকালিন জিহ্বা ও কণ্ঠ প্রভৃতির শোষণরূপ, শোক—দৌর্মনস্য, আময়—পরিণামে রুধির প্রকোপ। তামসিক আহারের বিষয় বলা হইতেছে—'যাতেতি'। যাত—অতিক্রান্ত ( গত হওয়া ) যাম—একপ্রহর পরিমাণকাল যেই সিদ্ধ অন্নাদির কাল, তাহা যাতযাম। গতরস—বিরস দ্রব্য ( অথবা বিস্বাদ )। পূতি—দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত—পূর্ব্বদিনের পক্বদ্রব্য ( রান্নাকরা দ্রব্য )। উচ্ছিষ্ট—গুরুজন ব্যতীত অন্যলোকের ভুক্তাবশিষ্ট, অমেধ্য ও অপবিত্র কলঞ্জাদি, পশু পক্ষ্যাদির মাংস, মৎস্যাদি ও পেয়াজ রসুন প্রভৃতি। এই জাতীয় খাদ্যবস্তু তামস-প্রকৃতি-লোকের পক্ষে খুবই প্রিয় হয় কিন্তু সাত্ত্বিকপ্রকৃতি-লোকের পক্ষে এইসব খাদ্য অত্যন্ত হেয় ॥ ৮-১০ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক আহারের কথা এবং আহার্য্য বস্তুর তারতম্যে যে গুণেরও তারতম্য ঘটে, তাহাই এস্থলে বর্ণন করিতেছেন। সাত্ত্বিক আহারই সকল মানবের গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু উহা আয়ুঃ প্রভৃতিরও বর্দ্ধকগুণবিশিষ্ট, সুতরাং স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির পক্ষেও সাত্ত্বিক আহারই প্রশস্ত এবং উহা পবিত্রতাসাধক বলিয়া ধর্ম্মসাধক মাত্রেরই প্রয়োজন। পবিত্র আহারের দ্বারা দেহ-মন পবিত্র হইলে সকল বিষয়ই মঙ্গল। দুগ্ধ সেবনে মনের যে প্রকার অবস্থা ঘটে এবং মদ্যপানে যে প্রকার পরিবর্ত্তনতা লক্ষ্য হয়, তাহাতে আহার্য্য-মাত্রই দেহ ও মনের উপর কার্য্য করে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কেবল সঙ্গদোষ, কুশিক্ষা ও জন্মগত পাপাদি হইতেই লোক সাত্ত্বিক-আহার গ্রহণ করিতে বিরত থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'আয়ুঃ' ইত্যাদি। প্রসিদ্ধি আছে যে, সাত্ত্বিক দ্রব্য আহারে আয়ুঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 'সত্ত্বম্'—উৎসাহ, 'রস্যা'—কেবল গুড়াদি রসবান্ হইলেও রুক্ষ, অতএব বলিলেন—'স্নিগ্ধাঃ'—দুগ্ধ ফেনাদিই রস্য ও স্নিগ্ধ হইলেও অস্থির, তাই বলিলেন—স্থির ; পনস ( কাঁঠাল ) ফলাদি রস্য, স্নিগ্ধ ও

স্নিগ্ধ হইলেও হৃদয় ও উদরের অপকারক, তাই বলিলেন—'হৃদ্যা'—হৃদয় ও উদরের হিতকর ; সেই জন্য গব্য ও শর্করা সহিত শালি গোধুম অন্নাদিই রস্যত্ব প্রভৃতি চারিটি গুণযুক্ত বলিয়া সাত্ত্বিক লোকগণের প্রিয় বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহাদের প্রিয় হওয়ায় ঐ দ্রব্যগুলিও সাত্ত্বিক জানিবে। আরও উক্ত চারিটি গুণযুক্ত হইয়াও, যদি অপবিত্র হয় এই আশঙ্কায় সাত্ত্বিকগণের প্রিয়তা দৃষ্ট হওয়ায় 'পবিত্র', এই জন্য এই বিশেষণ পদও দেওয়া কর্ত্তব্য ; অমেধ্য পদ তামস প্রিয়গুলির মধ্যে দর্শন হেতু এইরূপ বুঝিতে হইবে।"

রাজসিক লোকগণের প্রিয় আহার্য্যের দ্বারা আপাততঃ সাময়িক রসনা ও কণ্ঠাদির জ্বালারূপ দুঃখ এবং পরে দুশ্চিন্তাদি লাভ ফলে মনের অত্যন্ত অহিত বা অশান্তি ঘটিয়া থাকে এবং নানা প্রকার রোগাদি সৃষ্টি করিয়াও দৈহিক কষ্ট প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল খাদ্য সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ-কার্য্যে রুচি উৎপাদন করে বলিয়া সাত্ত্বিকলোকেরা উহা কখনও গ্রহণ করেন না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"'অতি' শব্দটি কটু প্রভৃতি সাতটি শব্দের সহিত সম্পর্কিত। অতি কটু-নিম্বাদি, 'অত্যম্ললবণোষ্ণঃ'—অত্যম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ,—'অতিতীক্ষ্ণ'—মূলা, বিষাদি অথবা মরিচ প্রভৃতি ; 'অতিরুক্ষ'—হিং প্রভৃতি ; 'বিদাহী'—দাহকর ভৃষ্টচণকাদি, এইগুলি দুঃখ প্রভৃতি প্রদান করে। তন্মধ্যে দুঃখ—তাৎকালিক রসনাকণ্ঠ প্রভৃতির সন্তাপ, শোক—পশ্চাদ্ ভাবি দুশ্চিন্তা, আময়—রোগ"।

বর্ত্তমান্ শ্লোকে শ্রীভগবান্ তামসপ্রিয় লোকদিগের আহার্য্যের কথা বর্ণন করিতেছেন। তামস আহার গ্রহণে পূর্ব্বোক্ত রাজস আহার গ্রহণের ন্যায় ইহলোকে দুঃখ, শোক ও রোগাদি প্রদত' বটেই, এমন কি, সত্ত্বগুণের সর্ব্বতোভাবে হ্রাস করিয়া থাকে। ঐ তামস আহারের মধ্যে অমেধ্য অর্থাৎ মদ্য, মাংস, তাম্রকূটাদি সেবন একটি প্রধান বিষয়। ঐ সকল অমেধ্য বা অপবিত্র আহারকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে।

অনেকে মনে করেন যে, দেব-পূজাদিতে যে সকল মদ্য বা পশু ব্যবহার হয়, তাহা গ্রহণে কোন দোষ নাই। একথাও বলা সঙ্গত নহে, কারণ

যজ্ঞাদিতে যে পশু-বধ বা সুরা-গ্রহণের বিধি দেখা যায়, তাহাও কেবল অত্যন্ত তামস প্রকৃতির ও প্রবৃত্তিমার্গীয় লোকদিগকে নিবৃত্তির পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা-কৌশলমাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"—১১।৫।১১

এস্থলেও কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত স্বাভাবিক রুচিকেই সংযত করা উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেরণা উদ্দিষ্ট হয় নাই। ইহাও পাওয়া যায়—

"যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথাপশোরালভনং ন হিংসা।"ভাঃ—১।৫।১৩।

এস্থলে, শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই এবং যজ্ঞে পশুর আলভনই বিহিত, হিংসা নহে।

সুতরাং যাঁহারা সত্ত্বগুণ-বৃদ্ধিপূর্ব্বক ধর্ম্মযাজনের ফলে সংসার হইতে উদ্ধার লাভের আশা করেন, তাঁহাদের অমেধ্য ভক্ষণ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করাই বিধি। অনেকে মনে করেন, মাংস ভক্ষণে দোষ থাকিলেও মৎস্য ভক্ষণে সেরূপ দোষ বলা যায় না। কিন্তু মনুসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ যে যাহার মাংস ভোজন করে, সে তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয়; কিন্তু মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী; ( যেহেতু মৎস্য গরু-শুকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে সুতরাং এক মৎস্য ভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয় ) অতএব মৎস্য ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥"—১১।৫।১৪.

ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সাধুত্বাভিমানী যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্ক-চিত্তে পশুদিগকে হনন করে, পরলোকে নিহত পশুগণ তাহাদিগকেও ভক্ষণ

করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায়,—"মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংস-মিহাদ্ম্যহম্। এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সাত্ত্বিক আহার-গ্রহণে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উহাও সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ নহে। কারণ শাক-সব্জি, বৃক্ষলতারও জীবন আছে। নিরামিষ আহারে ঐসকল জীবন-নাশরূপ হিংসা করিতে হয়, কাজেই নিরামিষ আহারেও হিংসাজনিত পাপ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ যে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করেন, উহা নির্গুণ ও সর্ব্বতোভাবে পাপরহিত। এ-সম্বন্ধে শ্রীগীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক দ্রষ্টব্য। স্বতরাং শুদ্ধ ভক্তগণের বিচারে ভগবৎপ্রিয়দ্রব্য ভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানে নিবেদিত হইলে, সেই নিবেদিত বস্তুই প্রসাদরূপে গ্রহণযোগ্য। আর শ্রীভগবানে অনিবেদিত বস্তুমাত্রই অমেধ্য বলিয়া বিচারিত হয়। এ-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ বলেন,—"অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্ বিষ্ণোর-নিবেদনং।"

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণও 'অমেধ্য' শব্দে 'অযজ্ঞার্থ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং যজ্ঞ শব্দে শ্রীবিষ্ণুকেই লক্ষ্য করে—"যজ্ঞঃ বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ।" স্বতরাং শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদনের অযোগ্য বস্তুমাত্রই যে অমেধ্য, ইহাতে কোন প্রতিবাদ নাই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'যাত যামং'—যে সকল পাককরা অন্নাদির প্রহরকাল অতীত হইয়াছে অর্থাৎ যাহা শীতল হইয়া গিয়াছে; 'গতরসং'—যাহাদের স্বাভাবিক রস পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাদের রস নিষ্পীড়িত হইয়াছে বা পক্ক আম্রের ত্বক্ ও অষ্টি প্রভৃতি, 'পূতি'—দুর্গন্ধ, 'পর্য্যুষিতং'—পূর্ব্বদিনে পাককরা, 'উচ্ছিষ্টং'—গুরুবর্গ ব্যতীত অন্যের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন; 'অমেধ্যং'—অভক্ষ্য কলঞ্জ অর্থাৎ তাম্রকূট প্রভৃতি। অতঃপর এইরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া নিজ হিত-কামিগণ সাত্ত্বিক আহারই সেবন করিবেন, এই ভাব। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহাও ভগবানে অনিবেদিত হইলে ত্যাগই করিবেন, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে, ভগবানে নিবেদিত অন্নাদি কিন্তু নির্গুণ ভক্তলোকের প্রিয়" ॥ ৮-১০ ॥

**অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।**
**যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১ ॥**

**অন্বয়**—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ( ফলকামনারহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ) যষ্টব্যং এব ( যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্যই ) ইতি ( এইরূপে ) মনঃ ( মনকে ) সমাধায় ( নিশ্চয় করিয়া ) বিধিদিষ্টঃ ( শাস্ত্রবিহিত ) যঃ ( যে ) যজ্ঞঃ ( যজ্ঞ ) ইজ্যতে ( অনুষ্ঠিত হয় ) সঃ ( তাহা ) সাত্ত্বিকঃ ( সাত্ত্বিক ) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ**—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত পুরুষ, অবশ্য যজনীয়—এইরূপ বিচারে মনকে নিশ্চয় করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যজ্ঞসমূহের ভেদ এই যে, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, বিধিসম্মত ও কর্ত্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই 'সাত্ত্বিক-যজ্ঞ' ॥ ১১ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ যজ্ঞত্রৈবিধ্যমাহ,—অফলেতি ত্রিভিঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলেচ্ছাশূন্যৈর্যো যজ্ঞ ইজ্যতে ক্রিয়তে বিধিদৃষ্টো বিধিবাক্যাজ্জাতঃ, স সাত্ত্বিকঃ। নন্থ ফলেচ্ছাং বিনা তত্র কথং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ,—যষ্টব্যমেবেতি। মাং প্রতি বেদেনোক্তত্বাৎ তৎ যজনমেব কার্য্যং, ন তু তেন ফলং সাধ্যমিতি মনঃ-সমাধা-য়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর তিনপ্রকার যজ্ঞের বিষয় বলা হইতেছে—'অফলেতি' তিনটি শ্লোকদ্বারা। সর্ব্বপ্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিধি-বাক্যবোধিত যে যজ্ঞ যথাবিধি করা হয়—তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। প্রশ্ন—ফলের ইচ্ছা যে যজ্ঞে নাই, সেই যজ্ঞে কিরূপে প্রবৃত্তি আসে ? তৎসম্পর্কে বলা হইতেছে—'যষ্টব্যমেবেতি'। আমার প্রতি বেদের উক্তিহেতু তাহার পালন করাই আমার কর্ত্তব্য, তাহাতে কিন্তু ফলের প্রত্যাশা, তাহার দ্বারা ফলের সাধ্যতা অনুচিত। এইভাবে একাগ্রতার সহিত মনকে সমাহিত করিয়াই ( বেদপ্রোক্ত যজ্ঞ করিতে হইবে ) ॥ ১১ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে যজ্ঞের ভেদ বলিতেছেন। ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য, কেবল বেদোক্ত বলিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে মনকে একাগ্রকরতঃ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"অনন্তর ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলিতেছেন—'অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ' ইত্যাদি।

ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কি প্রকারে যজ্ঞে প্রবৃত্তি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যষ্টব্যম্' ইত্যাদি। নিজের অনুষ্ঠেয় ও শাস্ত্র-কথিত বলিয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য, এইরূপে মনকে সমাহিত করিয়া" ॥ ১১ ॥

**অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।**
**ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥**

**অন্বয়**—ভরতশ্রেষ্ঠ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) ফলং তু (কিন্তু ফলকে) অভিসন্ধায় (উদ্দেশ করিয়া) দম্ভার্থম্ অপি এব চ (এবং দম্ভ প্রকাশের জন্যই) যৎ (যে যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) তং যজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে) রাজসম্ বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে) ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ফলাভিপ্রায়পূর্ব্বক এবং দম্ভ প্রকাশের জন্যই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞকে রাজসিক বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ফলাভিসন্ধির সহিত ও দম্ভের জন্য কৃত যজ্ঞকেই 'রাজস-যজ্ঞ' বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

**শ্রীবলদেব**—ফলং স্বর্গাদিকমভিসন্ধায় যদিজ্যতে দম্ভার্থং বা স্বমহিমখ্যাপনায়, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—স্বর্গাদিফলের প্রত্যাশা করিয়া যে যজ্ঞাদি করা হয় অথবা অহঙ্কারের জন্য অর্থাৎ নিজের মহিমা প্রচারের জন্যই কৃত হয়—সেই যজ্ঞকে রাজসিক যজ্ঞ বলে ॥ ১২ ॥

**অনুভূষণ**—স্বর্গাদি কামনাপর হইয়া অথবা নিজ মহিমা-খ্যাপনের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক যজ্ঞ ॥ ১২ ॥

**বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।**
**শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥**

**অন্বয়**—বিধিহীনং (শাস্ত্রবিধিশূন্য) অসৃষ্টান্নং (অন্নদান রহিত) মন্ত্রহীনং (মন্ত্ররহিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণাশূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসম্ (তামসিক বলিয়া) পরিচক্ষতে (পণ্ডিতগণ বলেন) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**—শাস্ত্রবিধিশূন্য, অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাশূন্য এবং শ্রদ্ধা-রহিত যজ্ঞকে পণ্ডিতগণ তামসিক বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—বিধিহীন, অন্নদান-রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞই 'তামস-যজ্ঞ' ; এ-স্থলে নিতান্ত স্বরূপভ্রষ্ট বলিয়া তামস-শ্রদ্ধাকে 'শ্রদ্ধা'নামে স্বীকার করা গেল না ॥ ১৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—বিধীতি। অসৃষ্টান্নমন্নদানরহিতং মন্ত্রহীনং স্বরতো বর্ণতশ্চ হীনেন মন্ত্রেণোপেতং শ্রদ্ধা-বিরহিতং ঋত্বিগ্বিদ্বেষাৎ ॥ ১৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'বিধীতি', । অসৃষ্ট অর্থাৎ অন্নদান শূন্য, স্বর ও বর্ণহীন মন্ত্রের দ্বারা যুক্ত, যজ্ঞকর্ত্তার যাজ্ঞিকব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ ( ঘৃণা ) বশতঃ শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ ॥ ১৩ ॥

**অনুভূষণ**—বিধিহীন, অন্নদানশূন্য, স্বর ও বর্ণের হীনতাযুক্ত—মন্ত্রহীন, ঋত্বিক্ বিদ্বেষবশতঃ অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তামসিক ॥ ১৩ ॥

**দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।**
**ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥**

**অন্বয়**—দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং ( দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজন ) শৌচম্ ( শৌচ ) আর্জ্জবং ( সরলতা ) ব্রহ্মচর্য্যম্ ( ব্রহ্মচর্য্য ) অহিংসা চ ( এবং অহিংসা ) শারীরং তপঃ ( শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা বলিয়া ) উচ্যতে ( কথিত হয় ) ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ**—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—ইহারা শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—তপস্যা-সমূহের ভেদ এই যে, দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাই 'শরীরসম্বন্ধি-তপঃ' ॥১৪॥

**শ্রীবলদেব**—ক্রমপ্রাপ্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং বক্তুং তস্যাদৌ শারীরাদিভাবেন ত্রৈবিধ্যমাহ,—দেবেতি ত্রিভিঃ। দেবা বসুরুদ্রাদয়ো দ্বিজা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ গুরবো মাতৃপিতৃদৈশিকাঃ প্রাজ্ঞা বিদিতবেদবেদাঙ্গাঃ। পরেঽত্র তেষাং পূজনম্ ; শৌচং দ্বিবিধমুক্তম্ ; আর্জ্জবং বিহিতনিষিদ্ধয়োরৈক্যরূপ্যেণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ত্বম্ ; ব্রহ্মচর্য্যং বিহিতমৈথুনঞ্চ—এতচ্ছারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ক্রমপ্রাপ্ত অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে সাত্ত্বিকাদি তিনপ্রকার তপস্যার ভেদ বলিতে গিয়া সম্প্রতি শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক তপস্যারূপে তিনপ্রকার ভেদের বিষয় বলা হইতেছে—দেব ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা। বসুরুদ্রাদি-দেবগণ, দ্বিজ—ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ, গুরু—মাতা, পিতা, আচার্য্য ; প্রাজ্ঞ—বেদ ও বেদাঙ্গাদি ( ষট্ ) জ্ঞানসম্পন্নব্যক্তিগণ, এবং অপরাপর বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিবর্গ, তাঁহাদের পূজা। শৌচ—দুইপ্রকার বলা হইয়াছে যথা বাহ্য ও অভ্যন্তর। আর্জ্জব—বেদাদিশাস্ত্রবিহিত ও বেদাদিশাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যাদির একভাবেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ। ব্রহ্মচর্য্য—শাস্ত্রবিধিনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য ও নিজ-স্ত্রীমৈথুন ( সঙ্গ )। ইহাই শরীরের দ্বারা সাধ্য শারীরিক তপস্যা ॥ ১৪ ॥

**অনুভূষণ**—সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলিতে গিয়া শরীরাদি ভাবানুসারে ত্রিবিধ ভেদ বলিতেছেন। প্রথমেই শারীরিক তপস্যার বিষয় বলিতে কতিপয় অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতেছেন। তন্মধ্যে দেব অর্থাৎ বসুরুদ্রাদি, দ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ, গুরু অর্থে পিতা-মাতা-পণ্ডিতবর্গ, এবং প্রাজ্ঞ অর্থে বেদ ও বেদাঙ্গসমূহ যাঁহারা জানেন,—এই সকলের পূজা ; শৌচ বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে দুইপ্রকার, যাহা বলা হইয়াছে। আর্জ্জব অর্থাৎ সরলভাবে শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিপর হওয়া, আর ব্রহ্মচর্য্য অর্থে শাস্ত্রবিহিত মৈথুন স্বীকার—এই সকল শরীরের দ্বারা সাধিত শারীরিক তপস্যা ॥ ১৪ ॥

**অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।**
**স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥**

**অন্বয়**—অনুদ্বেগকরং ( অনুদ্বেগকারক ) সত্যং ( সত্য ) প্রিয়হিতং চ ( প্রিয় ও হিতকারক ) যৎ বাক্যং ( যে বাক্য ) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব ( এবং বেদপাঠের অভ্যাস ) বাঙ্ময়ং ( বাচিক ) তপঃ ( তপস্যা বলিয়া ) উচ্যতে ( উক্ত হয় ) ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ**—অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর যে বাক্য এবং বেদপাঠ ও অভ্যাস বাচিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের ব্যবহার এবং বেদপাঠ ও অভ্যাসই "বাঙ্ময়তপঃ" ॥ ১৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—অনুদ্বেগকরমুদ্বেগং ভয়ং কস্যাপি যন্ন করোতি, সত্যং প্রামাণিকং, শ্রোতুঃ প্রিয়ং, পরিণামে হিতং চ। এতদ্বিশেষণচতুষ্টয়বদ্বাক্যং তথা স্বাধ্যায়স্য বেদস্যাভ্যসনঞ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনুদ্বেগকর—উদ্বেগশব্দের অর্থ ভয়—এই জাতীয় ভয় যেন কাহারও প্রতি না জন্মান হয়। সত্য—প্রমাণ সিদ্ধ। প্রিয়—শ্রোতার প্রিয়ও এবং হিত—পরিণামে হিতকর। এই চারিটি বিশেষণযুক্ত বাক্য। সেইরকম বেদের অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাসকে বাঙ্ময় তপস্যা অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা সম্পাদিত তপস্যা বলা হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে বাচিক তপস্যার কথা বলিতেছেন। অনুদ্বেগ-কর অর্থাৎ কাহারও উদ্বেগ অর্থে ভয় না জন্মে এইরূপ বাক্য ; সত্য অর্থাৎ প্রামাণিক বাক্য ও শ্রবণে প্রিয় এবং পরিণামে হিতকর বাক্য ; অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর—এই চারিটি বিশেষণযুক্ত বাক্য ব্যবহার এবং বেদের অধ্যয়নরূপ অভ্যাস, বাচিক তপস্যা ॥ ১৫ ॥

**মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।**
**ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥**

**অন্বয়**—মনঃ প্রসাদঃ ( চিত্তের প্রসন্নতা ) সৌম্যত্বং ( সরলতা ) মৌনং ( মৌন ) আত্মবিনিগ্রহঃ ( চিত্ত সংযম ) ভাবসংশুদ্ধিঃ ( ব্যবহারে নিষ্কপটতা ) ইতি এতৎ ( এই সকল ) মানসম্ ( মানসিক ) তপঃ ( তপস্যা ) [ নামে ] উচ্যতে ( কথিত হয় ) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ**—চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, মনঃ সংযম ও নিষ্কপট ব্যবহার —এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলা হয় ॥ ১৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—চিত্তপ্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ এবং ভাব-সংস্কারই ( নিষ্কপট ব্যবহারই ) 'মানস-তপঃ' ॥ ১৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—মনসঃ প্রসাদো বৈমল্যং বিষয়স্মৃত্যবৈয়গ্রম্ ; সৌম্যত্বম-ক্রৌর্য্যং সর্ব্বসুখেচ্ছুত্বম্ ; মৌনমাত্মমননম্ ; আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ ; ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে নিষ্কপটতা ;—এতন্মানসং মনসা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—মনের প্রসন্নতা অর্থাৎ বিমলতা ও বিষয়স্মৃতিতে ব্যগ্রতার অভাব। সৌম্যত্ব—অক্রূরতা ও সর্ব্বপ্রকার সুখেচ্ছাপূর্ণতা। মৌন—আত্মাকে মনে মনে চিন্তা করা। আত্মা অর্থাৎ মনের বিশেষরূপে নিগ্রহ অর্থাৎ—বিষয় হইতে প্রত্যাহার। ভাবসংশুদ্ধি—ব্যবহারে নিষ্কপটতা। ইহা মনের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাকে মানস তপস্যা বলা হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে মানসিক তপস্যার কথা বলিতেছেন। প্রথমেই মনের প্রসন্নতা, যাহা মনের নির্ম্মলতা ও বিষয়ের স্মরণ-জনিত ব্যগ্রশূন্যতা হইতেই সাধিত হয়। সৌম্যত্ব অর্থাৎ অক্রূরতা ও সর্ব্বপ্রকার সুখের ইচ্ছা, মৌন অর্থাৎ আত্মার মনন। আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ আত্মার—মনের বিষয় হইতে প্রত্যাহাররূপ নিগ্রহ, ভাবসংশুদ্ধি অর্থাৎ নিষ্কপট ব্যবহার,—এইগুলি মানসিক তপস্যা ॥ ১৬ ॥

**শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।**
**অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥**

**অন্বয়**—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ( ফলকামনারহিত ) যুক্তৈঃ নরৈঃ ( একাগ্রচিত্ত মনুষ্যকর্ত্তৃক ) পরয়া শ্রদ্ধয়া ( পরমশ্রদ্ধাসহকারে ) তপ্তং ( কৃত হইলে ) তৎ ( সেই ) ত্রিবিধং ( শারীর-বাঙ্ময়-মানস এই ত্রিবিধ ) তপঃ ( তপস্যাকে ) [ ধীরাঃ—পণ্ডিতগণ ] সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ( সাত্ত্বিক বলেন ) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ**—ফলকামনারহিত, একাগ্রচিত্ত পুরুষগণকর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত উক্ত ত্রিবিধ তপস্যাকে পণ্ডিতগণ সাত্ত্বিক বলিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এই ত্রিবিধা তপস্যা নিষ্কাম-ব্যক্তির দ্বারা পরা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা-সহকারে কৃত হইলেই 'সাত্ত্বিক-তপস্যা' পর্য্যনুষ্ঠিত হয় ॥ ১৭॥

**শ্রীবলদেব**—উক্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিতয়া ত্রৈবিধ্যমাহ,—শ্রদ্ধয়েতি ত্রিভিঃ। তদুক্তং ত্রিবিধং তপঃ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—উক্ত তপস্যার সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রৈবিধ্যের বিষয় বলা হইতেছে—'শ্রদ্ধয়েতি' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা

একাগ্রচিত্তসম্পন্ন ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই সাত্ত্বিক তপস্যা কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বে যে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলিয়াছেন, তাহাই আবার সাত্ত্বিকাদি ভেদে বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যাই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, একাগ্রচিত্ত নরগণের দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলেই সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

**সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।**
**ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥**

**অন্বয়**—সৎকারমানপূজার্থং (সৎকার-মান ও পূজার জন্য) দম্ভেন চ এব (ও দম্ভেরই সহিত) যৎ তপঃ (যে তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) ইহ (এই লোকে) চলম্ (অনিত্য) অধ্রুবম্ (অনিশ্চিত) রাজসম্ (রাজসিক বলিয়া) প্রোক্তং (কথিত হয়) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ**—সৎকার, মান ও পূজা লাভের জন্য দম্ভের সহিত যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ইহলোকে অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজস তপঃ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—'আপনাকে সাধু বলিবে' এই মানসে অপরকে যে স্তুতি ও সম্মান, এবং স্বয়ং পূজা-লাভের জন্য দম্ভের সহিত যে তপঃ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত 'রাজস-তপঃ' ॥ ১৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বীতি স্তুতির্মানঃ প্রত্যুত্থানাদিরাদরঃ, পূজা চরণপ্রক্ষালনধনদানাদিস্তদর্থং যত্তপো দম্ভেন চ ক্রিয়তে, তদ্রাজসং প্রোক্তম্; চলং কিঞ্চিৎকালিকমধ্রুবমনিয়তসৎকারাদিফলকম্ ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সৎকার—ইনি একজন পরম সাধু ও তপস্বী এইজাতীয় স্তুতি। মান—প্রত্যুত্থানাদি সহকারে সমাদর, পূজা—চরণ প্রক্ষালন ও ধনদানাদি, এইজন্য যে তপস্যা ও অহঙ্কারের জন্য যাহা করা হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া কথিত। যেহেতু ইহা চল—কিছুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, অধ্রুব—অনিয়ত-সৎকারাদি ফলজনক ॥ ১৮ ॥

**অনুভূষণ**—ইনি একজন সাধু, তপস্বী—এইরূপ স্তুতি পাইবার আশায়, প্রত্যুত্থানাদি আদররূপ মান লাভের আশায়, চরণ প্রক্ষালন ও ধনদানাদিরূপ

পূজা পাইবার জন্য দম্ভের সহিত যে তপস্যা করা হয়, তাহাই রাজস। উহা চল—কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত এবং অধ্রুব অর্থে সৎকারাদি ফল নিয়ত লাভ হয় না ॥ ১৮ ॥

**মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।**
**পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥**

**অন্বয়**—মূঢ়গ্রাহেণ ( মূঢ়োচিত আগ্রহের দ্বারা ), আত্মনঃ পীড়য়া ( নিজের পীড়ন দ্বারা ) বা পরস্য ( পরের ) উৎসাদনার্থং ( বিনাশের নিমিত্ত ) যৎ ( যে ) তপঃ ( তপস্যা ) ক্রিয়তে ( সম্পাদিত হয় ) তৎ ( তাহাকে ) তামসম্ ( তামস বলিয়া ) উদাহৃতম্ ( বলা হয় ) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ**—অবিবেক জনিত দুরাগ্রহ হেতু নিজের দেহ-মনকে পীড়ন করিয়া অথবা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামসিক তপস্যা বলে ॥ ১৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—মূঢ়-বুদ্ধির সহিত আত্মপীড়া-দ্বারা ও পরের বিনাশার্থ যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'তামস-তপঃ' ॥ ১৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—মূঢ়গ্রাহেণাবিবেকজেন দুরাগ্রহেণাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদেঃ পীড়য়া চ যত্তপঃ পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশায় বা ক্রিয়তে, তত্তামসম্ ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—মূঢ়গ্রাহের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানহেতু দুষ্ট আগ্রহের সহিত দেহ-ইন্দ্রিয়াদির পীড়া পূর্ব্বক যেই তপস্যা করা হয় অথবা অপরের উৎসাদন বা বিনাশের জন্য যেই তপস্যার অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে তামসিক তপস্যা বলা হয় ॥ ১৯ ॥

**অনুভূষণ**—অবিবেকজাত দুরাগ্রহবশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদির পীড়া প্রদান-পূর্ব্বক ও পরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তাহা তামস। পরের অনিষ্টসাধন উদ্দেশ্যে যেমন অভিচারাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাও তামসিক তপঃ বলিয়া অভিহিত। অনেকে অপরের ঘোরতর অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত, মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার আভিচারিক ক্রিয়া কেবল নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য করিয়া থাকে। কাহাকেও নির্ব্বংশ করিবার অভিপ্রায়ে, কোন স্ত্রীলোককে বশীভূত করিবার জন্য, কাহারও সম্পত্তি

হস্তগত করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ কঠোর ব্রত কিম্বা নানা দেবোপাসনার ছলনা করিয়া থাকে, সে সকলই তামস বলিয়া জানা উচিত। কোন কোন ব্যক্তি ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে, কেহ বা কণ্টকের উপর উপবেশন করিয়া, গঞ্জিকা সেবী হইয়া, লোকের মনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধি করিয়া থাকে, সে সকলই তামস ॥ ১৯ ॥

**দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।**
**দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥**

**অন্বয়**—অনুপকারিণে ( প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে ) দেশে ( তীর্থাদি স্থানে ) কালে চ ( পুণ্যকালে ) পাত্রে চ ( এবং যোগ্য পাত্রে ) দাতব্যং ( দান করা কর্ত্তব্য ) ইতি ( এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ) যৎ দানং ( যে দান ) দীয়তে ( দেওয়া হয় ) তৎ দানং ( সেই দানকে ) সাত্ত্বিকং ( সাত্ত্বিক ) স্মৃতং ( বলিয়া কথিত হয় ) ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ**—প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে, তীর্থ স্থানে, শুভকালে, বিদ্যাদি গুণযুক্ত পাত্রকে, দান করা কর্ত্তব্য—এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক যে দান করা হয়, সেই দানকে সাত্ত্বিক বলা হয় ॥ ২০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—দানসমূহের ভেদ এই যে, প্রত্যুপকার-লাভের উদ্দেশ্য-রহিত হইয়া কর্ত্তব্য-বোধে, দেশ, কাল ও পাত্র বিচারপূর্ব্বক দানই 'সাত্ত্বিক' ॥ ২০ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ,—দাতব্যমিতি। নিশ্চয়েন যদ্দান-মনুপকারিণে পাত্রে বিদ্যাতপোভ্যাং দাতু রক্ষকায় ব্রাহ্মণায় যদ্দীয়তে, তদ্দানং সাত্ত্বিকম্; অনুপকারিণে প্রত্যুপকারমনুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ। দেশে তীর্থে কালে চ সংক্রান্ত্যাদৌ ॥ ২০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর দানেরও ত্রৈবিধ্যসম্পর্কে বলা হইতেছে—'দাতব্য-মিতি'। নিশ্চয়রূপে অনুপকারী ব্যক্তিকে যে দান করা হয়। পাত্রে—বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা যিনি দানের পাত্র, দাতার রক্ষক ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, সেই দানের নাম সাত্ত্বিক দান। অনুপকারী ব্যক্তি অর্থাৎ, প্রত্যুপকারের

উদ্দেশ্য না রাখিয়া, দেশে—তীর্থে, কালে—সংক্রান্তি, একাদশী প্রভৃতি তিথিতে ॥ ২০ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে ত্রিবিধ দানের বিষয় বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি কোন উপকার করেন নাই বা করিবার সামর্থ্য নাই এবম্বিধ ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য বোধে, কোন প্রকার আশা না রাখিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক। তাহাও আবার দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করিয়াই করা উচিত ॥ ২০ ॥

**যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।**
**দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥**

**অন্বয়**—যৎ তু (যাহা কিন্তু) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) বা (অথবা) ফলম্ উদ্দিশ্য (ফল লাভের উদ্দেশে) পুনঃ চ পরিক্লিষ্টং (পশ্চাৎ তাপ সহকারে) দীয়তে (প্রদত্ত হয়) তদ্দানং (সেই দান) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত) ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**—কিন্তু প্রত্যুপকারের আশায় বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশে পশ্চাৎ তাপসহকারে যাহা প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত ॥ ২১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—প্রত্যুপকারের আশা করিয়া বা স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশে পশ্চাত্তাপ-সহকারে যে দান, তাহাই 'রাজস' ॥ ২১ ॥

**শ্রীবলদেব**—যত্তু প্রত্যুপকারার্থং দৃষ্টফলার্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমদৃষ্টমুদ্দিশ্যানুসন্ধায় দীয়তে, তদ্দানং রাজসম্; পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়িতব্যমিতি পশ্চাত্তাপযুক্তং যথা স্যাত্তথা, গুরুবাক্যানুরোধাদ্বা, যদ্দীয়তে, তদ্রাজসম্ ॥ ২১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—কিন্তু যে দান—(সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিজের) প্রত্যুপকারের জন্য অথবা দৃষ্টফলের জন্য অথবা অদৃষ্টফল স্বর্গাদির উদ্দেশ্যে করা হয় তাহা রাজসিক দান বলিয়া জানিবে। পরিক্লিষ্ট—কেমন করিয়া এত ব্যয় করা হইবে? এইভাবে পরে অনুতাপযুক্ত যে দান তাহা অথবা গুরুর অনুরোধযুক্ত বাক্যানুসারে যে দান করা হয়; তাহাকে রাজসিক দান বলা হয় ॥ ২১ ॥

**অনুভূষণ**—প্রত্যুপকাররূপ দৃষ্ট ফলের আশায় বা অদৃষ্ট ফল স্বর্গাদি

কামনার উদ্দেশ্যে, পশ্চাৎ ব্যয়াধিক্যবশতঃ অনুতাপযুক্ত হইয়া বা গুরুজনের বাক্যানুরোধে যে দান, তাহা রাজসিক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

" 'পরিক্লিষ্টং'—'কেন এত ব্যয় হইল'—পরবর্ত্তিকালে এই তাপযুক্ত; অথবা দানের ইচ্ছার অভাবেও গুরু প্রভৃতির আজ্ঞা বা অনুরোধে যে দান অথবা 'পরিক্লিষ্টং'—অকল্যাণকর দ্রব্য-কর্ম্মযুক্ত" ॥ ২১ ॥

**অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।**
**অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্** ॥ ২২ ॥

**অন্বয়**—অদেশকালে ( অস্থানে ও অকালে ) অপাত্রেভ্যঃ চ ( এবং অযোগ্য পাত্রে ) অসৎকৃতং ( সৎকার রহিত ভাবে ) অবজ্ঞাতং ( অবজ্ঞা সহকারে ) যৎ দানম্ ( যে দান ) তৎ ( তাহা ) তামসং ( তামস বলিয়া ) উদাহৃতম্ ( অভিহিত হয় ) ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ**—অস্থানে বা অকালে ও অযোগ্য পাত্রে সৎকারহীন ভাবে ও অবজ্ঞার সহিত যে দান, তাহা তামসিক বলিয়া অভিহিত ॥ ২২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যে-স্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে যে দান, যে-কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেইকালে যে দান এবং নর্ত্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রসমূহে যে দান, তাহাই 'তামস'; আবার সৎপাত্রকে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও 'তামস-দান' হয় ॥ ২২ ॥

**শ্রীবলদেব**—অদেশেঽশুচিস্থানে, অকালেঽশুচিসময়ে যদপাত্রেভ্যো নটাদিভ্যো দীয়তে; দেশাদি-সম্পত্তাবপি যদসৎকৃতং চরণপ্রক্ষালনাদি-সৎকার-শূন্যমবজ্ঞাতং তুংকারাদ্যনাদরভাষণোপেতং চ যদ্দানং, তত্তামসম্ ॥ ২২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অদেশে—অশুচিস্থানে, অকালে—অশুচিসময়ে এবং অপাত্রে অর্থাৎ নট-নটী বেশ্যা প্রভৃতি অপাত্রে যাহা দেওয়া হয়। অথবা দেশকাল প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও যে দান চরণধৌতাদিশূন্য ও সমাদর শূন্যরূপ অসদ্ভাবে করা হয়—এবং অবজ্ঞাত—অবজ্ঞাসহকারে অর্থাৎ তুইতুথারিবাক্যে অনাদরের সহিত যে দান করা হয়, তাহা তামসিক দান ॥ ২২ ॥

**অনুভূষণ**—অশুচি স্থানে, অশুচি কালে, অপাত্রে অর্থাৎ নর্ত্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য লোকদিগকে যে দান, তাহা তামসিক। আবার সৎপাত্রেও যদি অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করা হয়, তাহা হইলে তাহাও তামসিক ॥ ২২ ॥

**ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।**
**ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥**
**তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।**
**প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥**

**অন্বয়**—ওঁ তৎ সৎ ইতি ( ওঁ তৎসৎ এই ) ত্রিবিধঃ ( তিন প্রকার ) ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মের ) নির্দ্দেশঃ ( নির্দ্দেশক নাম ) স্মৃতঃ ( কথিত আছে ), তেন ( তদ্দ্বারা ) পুরা ( পূর্ব্বকালে ) ব্রাহ্মণাঃ ( ব্রাহ্মণগণ ) বেদাঃ চ ( ও বেদ-সমূহ ) যজ্ঞাঃ চ ( এবং যজ্ঞকল ) বিহিতাঃ ( বিহিত হইয়াছে ) ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ ( অতএব ) ওঁ ইতি ( ওঁ এই নাম ) উদাহৃত্য ( উচ্চারণ পূর্ব্বক ) ব্রহ্মবাদিনাম্ ( ব্রহ্মবাদিগণের ) বিধানোক্তাঃ ( শাস্ত্রোক্ত ) যজ্ঞ-দান-তপ-ক্রিয়াঃ ( যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম্মাদি) সততং ( সর্ব্বদা ) প্রবর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত হয়) ॥২৪॥

**অনুবাদ**—'ওঁ তৎ সৎ'—এই তিন প্রকার ব্রহ্মনির্দ্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পুরাকালে সেই নাম-দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়াসমূহ সর্ব্বদা ব্রহ্মোদ্দেশক 'ওঁ' এই শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৩-২৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এখন তাৎপর্য্য বলিতেছি, শুন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার, এ সমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ। সগুণ অবস্থায় ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সগুণা ও অকিঞ্চিৎকরী ; আর নির্গুণা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধাসহকারে যখন ঐ-সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তখনই উহারা সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয়লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে। শাস্ত্রে 'ওঁ তৎ সৎ', এই তিনটি ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় ; সেই ব্রহ্মনির্দ্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও

যজ্ঞসমূদয়ও বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে, তাহা সগুণা, অ-ব্রহ্মনির্দ্দেশিকা এবং কামফল-দায়িকা হইবে ; অতএব পরা শ্রদ্ধার ব্যবস্থাই শাস্ত্রবিধান। তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা—কেবল অবিবেক-জনিত ॥ ২৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মবাদিগণ সর্ব্বদাই ব্রহ্মোদ্দেশক 'ওঁ'-শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক সমস্ত-শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—তদেব যজ্ঞ-তপো-দানানাং ত্রৈবিধ্যকথনেন সাত্ত্বিকানাং তেষামুপাদেয়ত্বং, রাজসাদীনাং হেয়ত্বঞ্চ দর্শিতম্। অথ সাত্ত্বিকাধিকারিণাং যজ্ঞাদীনি বিষ্ণুনামপূর্ব্বকাণ্যেব ভবন্তীত্যুচ্যতে,—ওমিতি। ওমিত্যাদিক-স্ত্রিবিধো ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নির্দ্দেশো নামধেয়ং শিষ্টৈঃ স্মৃতঃ ; "ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম" ইতি শ্রুতেঃ ওমিত্যেকং নাম ; "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ তদিতি দ্বিতীয়ং নাম ; "সদেব সৌম্য" ইতি শ্রুতেঃ সদিতি তৃতীয়ং নাম উপলক্ষণ-মিদম্। বিষ্ণ্বাদিনাম্নাং তেন ত্রিবিধেন নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণা বেদা যজ্ঞাশ্চ পুরা চতুর্ম্মুখেন বিহিতাঃ প্রকটিতাস্তস্মান্মহাপ্রভাবোঽয়ং নির্দ্দেশস্তৎপূর্ব্বকাণাং যজ্ঞা-দীনাং নাঙ্গবৈগুণ্যং, তেন ফলবৈগুণ্যঞ্চ নেতি ॥ ২৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—যস্মাদেবং তস্মাদোমিতি নির্দ্দেশমুদাহৃত্যোচ্চার্য্যানুষ্ঠিতা ব্রহ্ম-বাদিনাং সাত্ত্বিকানাং ত্রৈবর্ণিকানাং যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে ;—অঙ্গবৈক-ল্যেঽপি সাঙ্গতাং ভজন্তীতি ॥ ২৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সেই যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের ত্রৈবিধ্যকথনের দ্বারা জানিতে পারা গেল—তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাজসাদি দানের ( রাজসিক ও তামসিক দানের ) অনুৎকৃষ্টত্বই প্রদর্শিত হইল। তারপর সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের যজ্ঞাদিসৎকার্য্যগুলি বিষ্ণুর নামপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, তাহাই বলা হইতেছে—'ওমিতি'। ওঁ, তৎ, সৎ এই তিনটি শব্দ বিষ্ণুর বাচক, ইহা শিষ্টজন কর্তৃক স্মৃত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন "ওঁ ইহা ব্রহ্মেরই অতি নিকটবর্ত্তী নাম"। ওঁ ইতি একনাম, "সেই তুমিই" এই শ্রুতিহেতু 'তৎ' ইহা দ্বিতীয় নাম। "সৌম্য, সৎই পূর্ব্বে ছিল" এই শ্রুতিহেতু 'সৎ' ইহা তৃতীয় নাম—ইহা বিষ্ণু প্রভৃতি নামেরও বোধক সেই ত্রিবিধ-ব্রহ্মবাচকশব্দদ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ এবং যজ্ঞগুলি পূর্ব্বে চতুর্ম্মুখও প্রকট করিয়াছেন অর্থাৎ

বলিয়াছেন। অতএব মহাপ্রভাবসম্পন্ন এই নির্দ্দেশ। অতএব 'ওঁ তৎ সৎ' উচ্চারণ সহকারে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির অঙ্গবৈগুণ্য ( হানি ) হয় না এবং সেই ওঁকারাদিযুক্ত কর্ম্মের ফলেরও হানি হয় না ॥ ২৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যেইহেতু এইরূপ সেই কারণে 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ত্রৈবর্ণিক সাত্ত্বিক ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞাদি ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।—এই সকল ক্রিয়াতে অঙ্গবৈকল্য হইলেও ( কোনরূপ ফলের হানি না হইয়া ) পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

**অনুভূষণ**—যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রভৃতির ত্রিবিধত্ব বর্ণন পূর্ব্বক সাত্ত্বিকেরই শ্রেষ্ঠত্ব বা উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী কিন্তু 'ওঁ তৎ সৎ'—এই বিষ্ণুনামোচ্চারণমুখেই ঐ সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি শ্রুতেঃ।

( ১ ) ওমিত্যেকং নাম।

( ২ ) তত্ত্বমসীতি শ্রুতেঃ 'তদিতি' দ্বিতীয়ং নাম—ছাঃ—৬।৮।৭

( ৩ ) সদেব সৌম্যেতি 'সদিতি' তৃতীয়ং নাম—ছাঃ—৬।২।১

ওঁকার প্রসঙ্গে গীঃ—৮।১৩ শ্লোকের অনুভূষণ দ্রষ্টব্য।

গোপাল তাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎ সদিতি ॥"

অচ্ছিদ্রবচনেও পাওয়া যায়,—"অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ। অস্তু তৎ সর্ব্বং অচ্ছিদ্রং কৃষ্ণকার্ষ্ণপ্রসাদতঃ"।

বৈগুণ্য-প্রশমনমন্ত্রেও পাওয়া যায়,—"ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্মজানতাবাপ্য-জানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ" ॥

ওঁ এতৎ কর্ম্মসু যৎ কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তৎ দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে "ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ" ॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"মনুষ্যমাত্রই অধিকারী এইরূপ সামান্যভাবে তপঃ যজ্ঞাদির ত্রিবি-ধত্বের কথা বলিলেন। সেই সাত্ত্বিকগণেরও মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, **তাঁহাদের কিন্তু ব্রহ্মনির্দ্দেশ** পূর্ব্বকই যজ্ঞাদি হইয়া থাকে, তাই বলিলেন—

ওঁ, তৎ, সৎ,—এই তিন প্রকার ব্রহ্মের নাম-দ্বারা নির্দ্দেশ, সাধুগণ স্মরণ বা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ওম্ শব্দ—সর্ব্বশ্রুতি প্রসিদ্ধই ব্রহ্মেরই নাম ; জগৎকারণরূপে অতি প্রসিদ্ধ এবং অতৎ নিরসন-দ্বারা প্রসিদ্ধ, 'তৎ' ; 'সদিতি' —'হে সৌম্য, পূর্ব্বে একমাত্র সৎই ছিলেন' ( ছাঃ—৬।২।১) এই শ্রুতি-অনুসারে 'সৎ'। যেহেতু 'ওঁ তৎ সৎ' শব্দ-বাচ্য ব্রহ্মদ্বারাই ব্রাহ্মণগণ বেদসমূহ, যজ্ঞসমূহ 'বিহিতাঃ'—সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য 'ওম্' এই ব্রহ্মের নাম 'উদাহৃত্য'—উচ্চারণ করিয়া বর্ত্তমান 'ব্রহ্মবাদিনাম্'—বেদবাদিগণের যজ্ঞাদি সম্পাদিত হয় ॥ ২৩-২৪ ॥

**তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।**
**দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥**

**অন্বয়**—মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ( মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক ) তৎ ইতি ( 'তৎ' এই শব্দ [ উদাহৃত্য—উচ্চারণ করিয়া ] ফলং ( কর্ম্মফল ) অনভিসন্ধায় ( কামনা না করিয়া ) বিবিধাঃ ( বিবিধ প্রকার ) যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ( যজ্ঞ, তপ-কার্য্য ) দান-ক্রিয়াঃ চ ( ও দান-কার্য্য ) ক্রিয়ন্তে ( অনুষ্ঠিত হয় ) ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ**—মোক্ষকামিগণ কর্ম্মের ফলাভিসন্ধান না করিয়া 'তৎ' এই ব্রহ্মোদ্দেশক নাম উচ্চারণপূর্ব্বক, বিবিধ যজ্ঞ, তপ ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এই জড়বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অতৎ-বস্তুর অতীত যে 'তৎ'-বস্তু, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি বিবিধ-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—তদিতি। নির্দ্দেশমুদাহৃত্য ফলমনভিসন্ধায় যজ্ঞাদিক্রিয়া মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিস্তৈঃ ক্রিয়ন্তে অনুষ্ঠীয়ন্তে। নিষ্কামতয়া মুমুক্ষাসম্পাদনান্মহাপ্রভাব-স্তচ্ছব্দঃ ॥ ২৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'তদিতি', ( পূর্ব্বোক্ত ওঁ এবং 'তৎ' 'সৎ' ) এই নির্দ্দেশকে উচ্চারণ করিয়া, ফলের কামনা না রাখিয়া মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নিষ্কামত্ব-নিবন্ধন মুক্তীচ্ছা সম্পাদিত হয় বলিয়া মহাপ্রভাবময় এই 'তদ্' শব্দ ॥ ২৫ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে 'ওঁ তৎ সৎ' এই ব্রহ্মনামের বিষয়ই বলিতেছেন। 'তৎ'স্বরূপ ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। 'তৎ' শব্দ ব্রহ্মবাচক। এই 'তৎ'শব্দ মহাপ্রভাবসম্পন্ন।

'ইদম্' অর্থে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আর 'তৎ' শব্দে এই জগদতিরিক্ত ব্রহ্ম-বস্তু উদ্দিষ্ট হয়। যজ্ঞাদি-কার্য্যে জড়ীয় কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া, উহা পরতত্ত্ব-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়াই কর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

**সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।**
**প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! ( হে পার্থ! ) সদ্ভাবে ( ব্রহ্মত্বে ) সাধুভাবে চ ( ও ব্রহ্ম-বাদিত্বে ) সৎ ইতি এতৎ ( 'সৎ' এই শব্দ ) প্রযুজ্যতে ( প্রযুক্ত হয় ) তথা ( তদ্রূপ ) প্রশস্তে ( মাঙ্গলিক ) কর্ম্মণি ( কর্ম্মে ) সৎ-শব্দঃ ( সৎ শব্দ ) যুজ্যতে ( প্রয়োগ হয় ) ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! সদ্ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' এই শব্দ প্রয়োগ হয়; তদ্রূপ মাঙ্গলিক কর্ম্মে ব্রহ্মবাচক 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

**যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।**
**কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥**

**অন্বয়**—যজ্ঞে ( যজ্ঞে ) তপসি ( তপস্যায় ) দানে চ ( এবং দানে ) স্থিতিঃ চ ( ও যজ্ঞাদিতে যে একান্তভাবে অবস্থিতি তাহাতেও ) সৎ ইতি ( সৎ এই শব্দ ) উচ্যতে ( কথিত হয় ) তদর্থীয়ং ( ব্রহ্মপরিচর্য্যোপযোগী ) কর্ম্ম চ এব ( ভগবন্মন্দির-মার্জ্জনাদি ) সৎ ইতি এব ( সৎ এই শব্দেই ) অভিধীয়তে ( অভিহিত হয় ) ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ**—যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে এবং তৎ-তাৎপর্য্য-নিশ্চয়পূর্ব্বক অবস্থানেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং ব্রহ্মপরিচর্য্যোপযোগী তন্মন্দির-মার্জ্জনাদিকেও 'সৎ' শব্দে অভিহিত করা হয় ॥ ২৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—'সৎ'শব্দে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদিতেই অর্থসঙ্গতি হয়; তদ্রূপ 'সৎ'শব্দে তদুদ্দেশক প্রশস্ত কর্ম্মসমূহকেও বুঝাইয়া থাকে। যজ্ঞে, তপস্যায় ও

স্থানেই 'সৎ'শব্দের তাৎপর্য্য ; যেহেতু ঐসকল কর্ম্ম তদর্থীয় অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলেই 'সৎ'শব্দ লাভ করে ; পরন্তু ব্রহ্মোদ্দেশক না হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কর্ম্ম, সমস্তই অসৎ। সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপবিরোধী, কিন্তু যে-সময়ে ঐসকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পরা ভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে, তখনই উহারা জীবের সত্ত্ব-সংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিরূপ কৃষ্ণদাস্যের উপযোগী হয় ॥ ২৬-২৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—সদিতি নির্দ্দেশঃ প্রশস্তেষ্বর্থান্তরেষু বর্ত্ততে, তস্মাৎ প্রশস্তে কর্ম্মমাত্রে স প্রযোজ্য ইতি ভাবেনাহ—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে ব্রহ্মত্বে সাধুভাবে চ ব্রহ্মজ্ঞত্বেঽভিধায়কতয়া সচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে—"সদেব সৌম্য" ইত্যাদৌ, "সতাং প্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদৌ চ ; তথা প্রশস্তে উপনয়ন-বিবাহাদিকে চ মাঙ্গলিকে কর্ম্মণি সচ্ছব্দো যুজ্যতে সঙ্গচ্ছতে ; যজ্ঞাদৌ যা তেষাং স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থিতিস্তদপি সদিত্যুচ্যতে ; যস্যেদং নাম ত্রয়ং, তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ তন্মন্দিরনির্ম্মাণ-তদ্বিমার্জ্জনাদি সদিত্যভিধীয়তে। অত্র ত্রিবিধোঽয়ং নির্দ্দেশঃ স্মর্ত্তব্য ইতি বিধিঃ কল্প্যতে। "বষট্‌কর্ত্তুঃ প্রথমং ভক্ষ্যঃ" ইত্যাদাবিব বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদিতি ন্যায়াদযজ্ঞদানাদিসংযোগাচ্চাস্য তদ্বৈগুণ্যমেব ফলম্ ;—"প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥" ইতি স্মরণাচ্চ ॥ ২৬-২৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'সৎ' এই শব্দটি প্রশস্তরূপ অর্থান্তরের বাচক। অতএব প্রশস্ত কর্ম্মমাত্রেই সেই ( সৎ ) শব্দ প্রয়োগ করা উচিত, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—সদ্ভাবে ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা। সৎভাবে সৎশব্দ ব্রহ্মে ও সাধুভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হয় বলিয়া সৎশব্দের প্রয়োগ করিতে হয়।—"সদেব সৌম্য" ইত্যাদিতে এবং "সতাং প্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদিতে। সেইরূপ প্রশস্ত মাঙ্গলিক অর্থাৎ উপনয়ন এবং বিবাহাদি কর্ম্মেতে সৎশব্দ সঙ্গত হইয়া থাকে। যজ্ঞাদিতে যে ওঁ তৎ সৎ ইহাদের স্থিতি অর্থাৎ তাৎপর্য্যরূপে অবস্থিতি, তাহাও সৎ শব্দের দ্বারাই বলা হইয়া থাকে। যাঁহার এই তিনটি নাম ; এবং তৎ-সম্পর্কীয় কর্ম্ম—যেমন মন্দির-নির্ম্মাণ ও তাহার মার্জ্জনাদি এইগুলিকেও সৎ শব্দের দ্বারাই অভিহিত করা হয়, এখানে এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ স্মরণ করা উচিত—ইহাই বিধি বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে ; যেমন "বষট্ কর্ত্তার প্রথম ভক্ষ্য" ইত্যাদিতে বিধি কল্পিত হইয়া থাকে। জৈমিনিও বলিয়াছেন বচনগুলি কিন্তু অপূর্ব্বত্ব-

( অদৃষ্ট ) জনক বলিয়া—এই-ন্যায় অনুসারে। এবং যজ্ঞ ও দানাদিতে ওঁ তৎ সৎ ইহাদের সংযোগহেতু বুঝা যাইতেছে যে, ইহা কর্ম্মের অবৈগুণ্যফলপ্রদ। —স্মৃতিবাক্যও আছে—যথা ভুলপ্রমাদাদিবশতঃ কার্য্যকারিগণের যজ্ঞাদিতে কোনকিছু মন্ত্রাদি-হানি হইলেও বিষ্ণুর স্মরণে উহা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে" ইত্যাদি ॥ ২৬-২৭ ॥

**অনুভূষণ**—চব্বিশ শ্লোকে 'ওঁ' এই বাক্যের মহিমা কথনের পর পচিশ শ্লোকে 'তৎ' শব্দের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক বর্ত্তমানে দুইটি শ্লোকে 'সৎ' শব্দের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে।

'ওঁ'-কার যেমন পরতত্ত্ব ব্রহ্মের নাম প্রকাশ করে, 'তৎ' শব্দে তাঁহারই প্রপঞ্চাতীতত্ব বুঝায়; 'সৎ' শব্দ সেইরূপ তাঁহারই নিত্যবিদ্যমানতা ও সর্ব্ব-কারণ-কারণত্ব জানাইয়া থাকে। তিনিই একমাত্র 'সৎ' বস্তু। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র-আসীৎ"। সেই 'সৎ'-এর ভাব যাঁহাতে তিনিই সাধু। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—'সতাং প্রসঙ্গাৎ' ( ৩।২৫।২৫ ) শ্লোকে সাধুতেও 'সৎ'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জাগতিক মাঙ্গলিক কার্য্যসমূহকেও সাধারণতঃ 'সৎ' কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃতি-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের রচিত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' গ্রন্থে তদ্বাক্যার্থে পাওয়া যায়,—

"একনিষ্ঠ গোবিন্দ-ভক্তগণের সদসদ্বিচার-পরায়ণতা-নিবন্ধন সকল কর্ম্মে শ্রীভগবদ্ধর্ম্মে উপদিষ্ট **'সদ্‌'-গ্রহণ** ও অপর সমস্তেরই বর্জ্জন বিধেয়।"

( সৎশব্দ-বিচার )—'এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দুইটি শ্লোকে 'সৎ'-শব্দের অর্থ উপদেশ করিয়াছেন, যথা শ্রীভগবদ্গীতায় ( ১৭।২৬।২৭ )— 'হে পার্থ! সদ্ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ'—এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। তদ্রূপ প্রশস্ত কর্ম্মেও 'সৎ'শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।'

( ক ) **সদ্ভাবে**—সৎ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের দ্বারা ভাব বা জন্ম যাঁহার, তাদৃশ শ্রীগোবিন্দভক্ত দেবতা ও গায়ত্রীপূত ব্রাহ্মণে এবং সৎ বা বিশুদ্ধ ভাব অর্থাৎ আবির্ভাব বা স্বরূপ-প্রকাশ যাঁহার বা যাঁহা হইতে, সেই শ্রীবিরাট্ ও দ্বিবিধ নারায়ণাবতারে; এই প্রকারে সরসত্ত্ব-নিবন্ধন সৎ-এ ভাব যাঁহার—পরম-পদাখ্য বৈকুণ্ঠধাম সৎ, তাহাতে নিত্যবিরাজমানরূপে আবির্ভাব যাঁহার, সেই

শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বাসুদেবে ; আরও, সৎ বা অতিবিশুদ্ধ সত্ত্বময়তাহেতু ভাব অর্থাৎ নিজ-অনিমাদি বিবিধ সুখবৈভব, নাম, গুণ, কর্ম্ম, লীলা প্রভৃতির সহিত স্বেচ্ছাময় প্রাকট্য যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণে ও তদীয়ধাম শ্রীবৃন্দাবনে ; আরও, সৎ বা কার্ষ্ণাদির—পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার-বশতঃ পিতা-মাতার নিকট প্রাপ্ত ভৌতিক দেহলাভরূপ শৌক্রজন্ম হইতে ভিন্ন ভাব অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রোপদেশ ও সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রাদি-শিক্ষাপ্রভাবে অতি আশ্চর্য্য পুনর্জ্জন্ম যাঁহা হইতে, সেই শ্রীগুরুদেবে ; (খ) **সাধুভাব**—সাধুগণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অনন্যভক্ত-গণের ভাব অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব—মনের অতিশয় নির্ম্মলতা—যাঁহা হইতে, সেই শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্র-গুণ-কর্ম্ম-লীলাদি, তদ্রূপ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোপপুরাণ-আগম-সিদ্ধান্ত-পঞ্চরাত্রশাস্ত্রাদি, সাধুসঙ্গাদি, শ্রবণাদি সকল ভক্তি-বিষয় ও ভক্ত্যঙ্গে ; রজস্তমোগুণরহিত কেবল শুদ্ধসত্ত্ব-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বস্তুর নিত্যত্ব ও সত্যত্বহেতু উক্ত সকল বিষয়ে, শ্রীভগবদাশ্রয়পর দেবতা-ব্রাহ্মণাদি ও বস্তুসকলে 'সৎ' এই পদ প্রকৃষ্টরূপে প্রযুক্ত হয়—কারণ, ঐ সকল বিষয়েই সৎ-শব্দের তাৎপর্য্য। তদ্রূপ (গ) **প্রশস্তকর্ম্মে** অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ-বহির্ম্মুখ-কর্ত্তৃ-বিরহিত পরম মঙ্গলাতিমঙ্গল সাত্ত্বিক-কর্ম্মে, যথা-বিধানোক্ত যাবতীয় ভগবৎসেবাদি-কার্য্যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কার্ষ্ণ-ব্রাহ্মণাদির বিধিমত সর্ব্ববিধ সেবায়, শ্রীগোবিন্দের যাত্রা-মহোৎসব-নামকীর্ত্তন-সংকীর্ত্তনাদি সকল ব্যাপারে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণের সকল কর্ম্মে, হে পার্থ! সচ্ছব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"ব্রহ্মবাচক সৎ শব্দ প্রশস্ত বা মাঙ্গলিক কার্য্যেও ব্যবহৃত হয় ; সেই হেতু প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মাঙ্গলিক কর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযোজ্য, তাই বলিতেছেন—'সদ্ভাবে' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'সদ্ভাবে'—ব্রহ্মত্বে, সাধুভাবে—ব্রহ্মবাদিত্বে 'প্রযুজ্যতে'—সঙ্গত হয়, এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞ, তপো, দান প্রভৃতি ক্রিয়ার তাৎপর্য্য একমাত্র ভগবৎপর হইলেই উহা 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়। যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, "তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়" (গীঃ—৩।৯)। এস্থলে তাদৃশ তদর্থীয় কর্ম্ম বলিতে শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"পূজোপহার, তদ্গৃহের অঙ্গন পরিমার্জ্জন-লেপন, রঙ্গ-

মাঙ্গলিকাদি ক্রিয়া এবং তৎসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য যে সকল কার্য্য করা যায় যথা,— উদ্যান, ধান্যক্ষেত্র, ধনার্জ্জনাদি—এই সকল কর্ম্ম তদর্থীয়, তাহাও অত্যন্ত ব্যবধান যুক্ত হইলেও 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়। যেহেতু এই নামত্রয় অতিশয় প্রশস্ত, সেই হেতু সকল কর্ম্মকে সদ্‌গুণে পরিণত করিবার নিমিত্ত সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য —ইহাই তাৎপর্য্য।"

শ্রীশ্রীমদ্‌ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ-বিরচিত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'গ্রন্থের বিচারানুসারে তদ্বাক্যার্থে পাওয়া যায়,—

"যজ্ঞ, তপঃ ও দানে স্থিতি অর্থাৎ অবিচলিত অবস্থানও **'সৎ'**-শব্দে অভিহিত হয়। **তৎ**-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্মও **সৎ**-শব্দে কথিত হয়' ( গীঃ—১৭।২৭ )।

যজ্ঞ-অর্থে ( ঘ ) **শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ**—শ্রবণাদি-ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল-বন্দনাদি হইতে রাত্রিতে শয়ন পুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের সকল সেবা-কার্য্য ; ( ঙ ) **তপঃ** অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কেবল শ্রীভগবদ্ভজননিষ্ঠার অনন্য আচারের অনুষ্ঠান-কার্য্য ; ( চ ) **দান**-অর্থে ভক্তি-শ্রদ্ধায় কায়মনোবাক্যে যথাশক্তি মহাভাগবত কার্ষ্ণগণের সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্য ; চ-কার হইতে—ব্রাহ্মণাদি সকল জীবের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ অন্নজলাদি দ্বারা যথাশক্তি সন্তোষ বিধায়ক জীব-সন্তর্পণকার্য্য। অথবা যজ্ঞ-অর্থে—বিষ্ণু, সেব্যসেবকরূপে যথাবিধানোক্ত তাঁহার ভজন-কর্ম্ম। এই সকলের আশ্রয়ে স্থিতি অর্থাৎ ইহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, অন্য কিছু নহে—এই বিচারে সেই সকলের আচরণকারিরূপে নিষ্ঠা-পূর্ব্বক অবস্থান। 'সৎ' এই শব্দ এই সকল যজ্ঞাদি ও তৎস্থিতিতে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অপর যাগ-যজ্ঞাদি সকল কর্ম্ম 'অসৎ' বলিয়া সেই সকলে প্রযোজ্য হয় না। সেই প্রকারে (ছ) **তদর্থীয়** অর্থাৎ সেই সকল যজ্ঞতপোদানাদি নির্ব্বাহের জন্য অবলম্বিত কায়ক্লেশ, কৃষী-বলাদির নিকট হইতে অবৈতনিক ভিক্ষাসেবাদি দ্বারা তদুদ্দেশ্যে দ্রব্য-সংগ্রহাদি, তদুদ্দেশ্যে কূপ-বাপী-খাত-তড়াগ-দীর্ঘিকা-আরাম-পুষ্পোদ্যান বিবিধ বৃক্ষরোপণ-মন্দিরাদি—এই সকল তদর্থীয় কর্ম্ম 'সৎ' বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিতরূপে কথিত হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট অনন্য কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ সদ্ভাবগৃহীত অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে পুনর্জ্জন্মলাভ করিয়াছেন বলিয়া সকল কর্ম্মেই শ্রীভগবৎ-

পূজামাত্রই করিবেন—অন্যদেবতাপিতৃবর্গের নহে। কারণ, শ্রীগোবিন্দপূজিত হইলে সকল দেবতা ও পিতৃগণ পূজিত হন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যজ্ঞাদিতে 'স্থিতিঃ'—যজ্ঞাদির তাৎপর্য্যরূপে অবস্থিতি, এই অর্থ 'তদর্থীয়ং কর্ম্ম'—ব্রহ্মের পরিচর্য্যার উপযোগী যে কর্ম্ম—ভগবানের মন্দির-মার্জ্জনাদি, তাহাও" ॥ ২৭ ॥

**অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।**
**অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥**

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

**অন্বয়**—পার্থ! ( হে পার্থ! ) অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধার সহিত) হুতং (হোম) দত্তং ( দান ) তপ্তং তপঃ ( অনুষ্ঠিত তপস্যা ) যৎ চ [ অন্যৎ ] ( এবং অন্যান্য যাহা ) কৃতং ( কৃত হয় ) তৎ ( তাহা ) অসৎ ইতি ( অসৎ বলিয়া ) উচ্যতে ( কথিত হয় ) [ তৎ—তাহা ] ন ইহ ( না এই সংসারে ) নো চ প্রেত্য ( না পরকালে ) [ ফলতি—ফল প্রদান করে ] ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

**অনুবাদ**—হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে হোম, দান, তপস্যা এবং অন্যান্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 'অসৎ' বলিয়া কথিত হয়। তাহা, কি ইহলোকে বা পরলোকে ফলদায়ক হয় না ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রীসংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগনামক সপ্তদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে অর্জ্জুন! নির্গুণ-শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে-সমুদায়ই অসৎ; সেইসকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল, কোনকালেই মানবের উপকার করে না। শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ-শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন; শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ শ্রদ্ধাকে সুতরাং পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব নির্গুণ-শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ ॥ ২৮ ॥

বদ্ধজীবের পক্ষে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই কর্ত্তব্য। তাহার বদ্ধদশায় দেব, যক্ষ, ভূত-সমূহের পূজাদিময়ী সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী-ভেদে স্বভাবজা শ্রদ্ধা—তিন প্রকার। যদিও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা অপেক্ষাকৃত উত্তমা, তথাপি নৈর্গুণ্য লাভ করিবার জন্য যে শাস্ত্রীয় নির্গুণ-শ্রদ্ধা, তাহাই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়া; প্রথম-ছয়-অধ্যায়োক্ত কর্ম্মযোগের দ্বারা নির্ব্বেদক্রমে নির্গুণ-শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা কষ্টসাধ্যা। 'নির্গুণ-শ্রদ্ধা' আবার 'সাধুসঙ্গ'-বলে মধ্য-ছয়-অধ্যায়োক্ত হরিকথা-বিষয়িণী হইয়া উদিতা হয়, তাহা—অত্যন্ত-সুখসাধ্যা। এই শেষোক্ত-শ্রদ্ধা-ক্রমে 'গুরুপাদাশ্রয়' ও 'ভজনক্রিয়া'-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চারিটি অনর্থ দূর (নিবৃত্তি) হয়; তখন ঐ শ্রদ্ধার নাম—'নিষ্ঠা'; সেই নিষ্ঠা পক্ব হইলে 'রুচি' ক্রমে 'আসক্তি' ও 'ভাব' হইয়া অবশেষে 'প্রেম'রূপে উদিত হয়;—ইহাই জীবের 'চরম প্রয়োজন'। অতএব নির্ব্বেদাদি চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ-শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ওমিত্যাদি-নির্দ্দিষ্ট হরিনাম করিলে সমস্ত-সংসার-প্রবৃত্তি বিজিত হয়।

**ইতি—সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।**

**শ্রীবলদেব**—অথ সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রবর্ত্তিতব্যম্; তয়া বিনা কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থমিতি নিন্দতি,—অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হোমো, দত্তং দানং, তপ্তমনুষ্ঠিতং, যচ্চান্যদপি স্তুতিপ্রণত্যাদিকর্ম্ম কৃতং, তৎ সর্ব্বমসন্নিন্দ্যমিত্যুচ্যতে। কুত ইত্যত্রাহ,—ন চেতি। হেতৌ চ-শব্দো যতোঽশ্রদ্ধয়া কৃতং, তৎ প্রেত্য পরলোকে ন ফলতি বিগুণাত্তস্মাৎ পূর্ব্বানুৎপত্তের্নাপীহ লোকে কীর্ত্তিঃ, সদ্ভির্নিন্দিতত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রদ্ধাং স্বভাবজাং হিত্বা শাস্ত্রজাং তাং সমাশ্রিতঃ।<br>নিঃশ্রেয়সাধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশী স্থিতিঃ ॥

**ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।**

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা লইয়া সমস্ত কর্ম্মই অনুষ্ঠান করা উচিত। সেই শ্রদ্ধা ভিন্ন কৃত সমস্ত কর্ম্মই বৃথা হয়, এইজন্য অশ্রদ্ধাকৃত কর্ম্মের নিন্দা করা হইতেছে। 'অশ্রদ্ধয়েতি'। হুত—হোম, দত্ত—দান, তপ্ত—অনুষ্ঠিত যেইসব কর্ম্ম এবং অন্য স্তুতি-প্রণামাদি কর্ম্ম যাহা করা হয়, সেই সমস্ত অসৎ ও নিন্দনীয়, ইহাই বলা হইয়াছে। 'কুত ইত্যত্রাহ—নচেতি'। হেতু-অর্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেইহেতু অশ্রদ্ধার সহিত কৃতকর্ম্ম পরলোকে কোনরূপ ফল প্রদান করে না, তাহার কারণ—গুণশূন্য বলিয়া, অপূর্ব্ব উৎপত্তি হয় না, এই হেতু আবার ইহলোকেও কোন কীর্ত্তি বা সুনাম নাই। কারণ—সজ্জনেরা নিন্দা করেন; এই হেতু ॥ ২৮ ॥

স্বভাবজাত শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রজাত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিলে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ের বর্ণনায় বলা হইয়াছে।

## ইতি—সপ্তদশ অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

**অনুভূষণ**—অনন্তর সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধার সহিত সমস্ত কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত বলিতেছেন। যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি ক্রিয়া এমন কি, স্তুতি, প্রণামাদি ক্রিয়া যদি অশ্রদ্ধার সহিত কৃত হয়, তাহা হইলে, সেই কর্ম্মও 'অসৎ' বলিয়া নিন্দনীয় এবং তাহা করাই ব্যর্থ। সুতরাং সকল কর্ম্মই বিষ্ণুপর এবং শ্রদ্ধা-সহকারে অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ"। ( ১।২।২৩ )

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"সৎ কর্ম্মের কথা শুনা হইয়াছে, আর অসৎ কর্ম্ম কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অশ্রদ্ধয়া' ইত্যাদি। 'হুতং'—হোম, 'দত্তং'—দান, 'তপঃ'—তপস্যা, 'তপ্তং কৃতং' অন্য যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায়, সে সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ হোম করিলেও তাহা হোম নহে, দান করিলেও দান নহে, তপস্যা করিলেও তপঃ নহে এবং যাহা কিছু করা যায়, তাহা না করাই ; যেহেতু 'তৎ ন প্রেত্য ন ইহ'—পরলোকে, কি ইহলোকে ফলদান করে না।

কথিত বিবিধ প্রকার কর্ম্মসকল-মধ্যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা -সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই মোক্ষদায়ক হয়, ইহাই এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইল।"

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"এক্ষণে শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইবার নিমিত্ত অশ্রদ্ধায় কৃত সকলই নিন্দা করিতেছেন। অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম, দান, তপস্যা কৃত হয় এবং অন্য যাহা কিছু কৃত হয়, তাহা সকলই 'অসৎ' বলিয়া কথিত হয়। বিগুণত্বহেতু লোকান্তরে ফলদান করে না, এমন কি, ইহলোকেও অযশস্কর বলিয়া ফলদান করে না" ॥ ২৮ ॥

**ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।**

**সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।**

# অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

**অন্বয়**—অর্জ্জুন উবাচ, ( অর্জ্জুন কহিলেন ) মহাবাহো ! (হে মহাবাহো!) হৃষীকেশ ! ( হে হৃষীকেশ ! ) কেশিনিসূদন ! ( হে কেশি-বিনাশিন্ ) সন্ন্যাসস্য ( সন্ন্যাসের ) ত্যাগস্য চ ( ও ত্যাগের ) তত্ত্বম্ ( তত্ত্বকে ) পৃথক্ ( পৃথক্‌রূপে ) বেদিতুম্ ( জানিতে ) ইচ্ছামি ( ইচ্ছা করি ) ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশি-নিসূদন! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ভক্তিই যে সমস্ত-কর্ম্মের মঙ্গলময় চরম ফল, ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্যবিবেক ও সগুণ-নির্গুণ-বিচার-দ্বারা ভক্তির চরমফলত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতাশাস্ত্রের এরূপ গূঢ় তাৎপর্য্যই পূর্ব্ব মহাজনগণ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায়-পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। তাহা শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহাররূপ ঐ সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে হৃষীকেশ ! হে কেশিনিসূদন ! 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ',—এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক্‌রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

**শ্রীবলদেব**—গীতার্থানিহ সংগৃহ্নন্ হরিরষ্টাদশেঽখিলান্।
ভক্তেস্তত্র প্রপত্তেশ্চ সোঽব্রবীদতিগোপ্যতাম্ ॥

"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যাদৌ 'সন্ন্যাস' শব্দেন কিমুক্তং "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যাদৌ 'ত্যাগ' শব্দেন চ কিমুক্তং

ভগবতা, তত্র সন্দিহানোঽর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—সন্ন্যাসস্যেতি। 'সন্ন্যাস'-'ত্যাগ'-শব্দৌ শৈল-তরু-শব্দাবিব বিজাতীয়ার্থৌ ? কিংবা কুরু-পাণ্ডব-শব্দাবিব সজাতীয়ার্থৌ ? যদ্যাদ্যস্তর্হি সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি ; যদ্যন্ত্যস্তর্হি তত্রাবান্তরোপাধিমাত্রং ভেদকং ভাবি, তচ্চ বেদিতুমিচ্ছামি। হে মহাবাহো কৃষ্ণ, হৃষীকেশেতি ধীবৃত্তিপ্রেরকত্বাত্ত্বমেব মৎসন্দেহমুৎপাদয়সি ; কেশিনিসূদনেতি ত্বং মৎসন্দেহং কেশিনমিব বিনাশয়েতি ॥ ১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সমুদায় অর্থ ভগবান্ শ্রীহরি এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ পূর্ব্বক ভক্তি ও শরণাগতির প্রতি রহস্য-তত্ত্ব বলিতেছেন,—

"মনে মনে সমস্ত কর্ম্ম ভগবানের উপর সমর্পণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরমসুখেই বাস করেন" ইত্যাদি বাক্যে 'সন্ন্যাস' শব্দের দ্বারা কি বলা হইল। এবং "কর্ম্মফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া" ইত্যাদি বাক্যোক্ত 'ত্যাগ' শব্দের দ্বারা শ্রীভগবান্ কি বলিলেন। এইসব বিষয়ে সন্দিগ্ধ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'সন্ন্যাসস্যেতি'। সন্ন্যাস ও ত্যাগ দুইটি শব্দ শৈল ও তরু শব্দের মত বিজাতীয় অর্থযুক্ত ? অথবা কুরু-পাণ্ডব শব্দের মত সজাতীয় অর্থযুক্ত ? যদি প্রথমটি অর্থাৎ পরস্পর বিজাতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পৃথক্ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। যদি দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ সজাতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহার ভেদক কি অবান্তর উপাধিমাত্রই ভেদ হইবে ? তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। হে মহাবাহো ! শ্রীকৃষ্ণ ! হৃষীকেশ ! এই সংবোধন-দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক এই হেতু তুমিই ( শ্রীকৃষ্ণই ) আমার সন্দেহ উত্থাপন করিতেছ। আর তুমি কেশিনিসূদন ! এই জন্য তুমি আমার সন্দেহ কেশিদানবের ন্যায় বিনাশ কর ॥ ১ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণকে 'সন্ন্যাস'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন ; আবার কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগকেও 'ত্যাগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এস্থলে অর্জ্জুন সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, হে ভগবন্, শৈল ও তরু শব্দ যেরূপ বিজাতীয়, সেইরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দ কি বিজাতীয় ? অথবা কুরু ও পাণ্ডব শব্দের ন্যায় সজাতীয় ? যদি বিজাতীয় হয়, তাহা হইলে উভয়ের পার্থক্য জানিতে ইচ্ছা করি ; আর যদি সজাতীয় হয়, তাহা হইলে, উভয়ের অন্তর উপাধিমাত্র ভেদ

আছে, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। হে মহাবাহো কৃষ্ণ! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! তুমি যখন হৃষীকেশ, তখন বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বলিয়া, আমার এই সন্দেহ উত্থাপন তুমিই করিতেছ, আবার তুমি কেশিনিসূদন, সুতরাং কেশি নামক দৈত্যের ন্যায় আমার এই সন্দেহ বিনাশ কর।

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় কোন কোন স্থলে 'কর্ম্ম-সন্ন্যাস' এবং কোন কোন স্থলে 'সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ত্যাগ' উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশদ্বয়ের মধ্যে আপাততঃ বিবদমান বিষয়ের সামঞ্জস্য করিবার মানসে শ্রীমদর্জ্জুন 'ত্যাগ' ও 'সন্ন্যাস' শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

'কেশিনিসূদন' —শ্রীভগবান্ কংস-প্রেরিত কেশী-নামক এক মহান্ অশ্বাকৃতি দৈত্যের সহিত যুদ্ধে, সক্রোধ-মুখব্যাদন পূর্ব্বক সমীপাগত সেই অসুরের মুখবিবরে স্বীয় বামহস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কেশী উহা চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইলে উত্তপ্ত-লৌহের তাপ অনুভব করিল এবং ক্রমশঃ ঐ দুরন্ত দানব সাতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"পূর্ব্বাধ্যায়ে 'মোক্ষকামিগণ কর্ম্মের ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া 'তৎ' এই নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন' গীঃ—১৭।২৫।—এই ভগবানের বাক্যে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী-শব্দে সন্ন্যাসীই কথিত হয়, অন্যে বা যদি অন্যেই হয় অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য না করিয়া অন্যকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে তবে 'আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ফলত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্ম আচরণ কর' গীঃ ১২।১১—তোমার কথিত সেই সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগিগণের সে ত্যাগ কি প্রকার? সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসই বা কি? এইরূপ বিবেকবান্ জিজ্ঞাসু অর্জ্জুন বলিলেন—'সন্ন্যাসস্য' ইত্যাদি। 'পৃথক্'—যদি সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই শব্দদ্বয়ের ভিন্ন অর্থ থাকে, তবে সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ জানিতে ইচ্ছা করি। যদি উহাদের একই অর্থ হয় অর্থাৎ তোমার মতে বা অন্যের মতে তাহারা একার্থক হয়, তাহা হইলেও পৃথক্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। হে 'হৃষীকেশ'—তুমিই আমার বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, অতএব এই সন্দেহ তোমারই প্রেরণায় জন্মিয়াছে। কেশিনিসূদন'—তুমি যেরূপ কেশিকে নাশ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমার এই সন্দেহও বিনাশ কর, এই ভাব। 'মহাবাহো'—তুমি অতি বলশালী, আমি কিঞ্চিন্মাত্র বল-সম্পন্ন। এই

অংশে সাম্যহেতু তোমার সহিত আমার সখ্য সম্বন্ধ, কিন্তু তোমার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের সহিত নহে। এই হেতু তোমার প্রদত্ত কিঞ্চিৎ সখ্যভাবের হেতুই আমি নিঃশঙ্কিত চিত্তে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি ॥ ১ ॥

**শ্রীভগবান্ উবাচ,—**

**কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।**
**সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥**

**অন্বয়**—শ্রীভগবান্ উবাচ, ( শ্রীভগবান্ বলিলেন ) বিচক্ষণাঃ ( নিপুণ ) কবয়ঃ ( পণ্ডিত সকল ) কাম্যানাং কর্ম্মণাং ( কাম্যকর্ম্মসমূহের ) ন্যাসং ( স্বরূপতঃ ত্যাগকে ) সন্ন্যাসং ( সন্ন্যাস বলিয়া ) বিদুঃ ( জানেন ) সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং ( সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকে ) ত্যাগং ( ত্যাগ ) প্রাহুঃ ( বলেন ) ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—নিপুণ পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্মসমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগকে 'সন্ন্যাস' এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে 'ত্যাগ' বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—কাম্যকর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্ন্যাস'। নিত্য, নৈমিত্তিক ও সর্ব্বপ্রকার কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ'। বিচক্ষণ কবিসকল এইরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—কাম্যানামিতি। "পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবং কামোপনিবন্ধেন বিহিতানাং পুত্রেষ্টি-জ্যোতিষ্টোমাদীনাং কর্ম্মণাং ন্যাসং স্বরূপেণ ত্যাগং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ সন্ন্যাসং বিদুর্ন তু নিত্যানামগ্নিহোত্রাদীনামিত্যর্থঃ ; তেষু বিচক্ষণাস্তু সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলত্যাগমেব, ন তু স্বরূপতস্ত্যাগং সন্ন্যাসলক্ষণং ত্যাগং প্রাহুঃ। নিত্যকর্ম্মণাং চ ফলমস্তি,—"কর্ম্মণা পিতৃলোকো ধর্ম্মেণ পাপমপ-নুদতি" ইত্যাদি-শ্রবণাৎ। যদ্যপি "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত", "যাবজ্জীবন-মগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদৌ "পুত্রকামো যজেত" ইত্যাদাবিব ফলবিশেষো ন শ্রুতস্তথাপি "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদাবিব বিধিঃ কিঞ্চিৎ ফলমাক্ষিপেদেব ;

ইতরথা পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দুষ্পরিহরতাপত্তিঃ।  তথা চ কাম্যকর্ম্মণাং স্বরূপ-তস্ত্যাগো, নিত্যকর্ম্মণাং তু ফলত্যাগঃ 'সন্ন্যাস'-শব্দার্থঃ ;  সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলেচ্ছাং ত্যক্ত্বানুষ্ঠানং খলু 'ত্যাগ'-শব্দার্থঃ। পূর্ব্বোক্তরীত্যা জ্ঞানোদয়ফলস্য সত্ত্বাদপ্রবৃত্তের্দুষ্পরিহরত্বং প্রত্যুক্তম্ ॥ ২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এইভাবে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'কাম্যানামিতি', "পুত্রকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে এবং স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে।" এই প্রকার কাম্যফলের বোধক বাক্যদ্বারা বিহিত পুত্রেষ্টি ও জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মসমূহের ন্যাস অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন কিন্তু নিত্যকর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদির ত্যাগ, সন্ন্যাস নহে। সেই সমস্ত বিষয়ে বিচক্ষণগণ কিন্তু সমস্ত কাম্যকর্ম্ম ও নিত্য-কর্ম্মের ফলের ত্যাগই সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন কিন্তু স্বরূপতঃ উহাদের ত্যাগকে সন্ন্যাসরূপ ত্যাগ বলেন না। নিত্যকর্ম্মসমূহেরও ফল আছে, যেহেতু শ্রুতি আছে—"কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক ( প্রাপ্তি হয় ) এবং ধর্ম্মের দ্বারা পাপকে নাশ করিতে পারা যায়"। যদিও "প্রতিদিন সন্ধ্যা-উপাসনা করিবে" "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে" ইত্যাদিতে "পুত্রকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদির ন্যায় ফলবিশেষ শুনা যায় না, তথাপি "বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বিধিবাক্য যেমন কিছু ফল সূচনা করে, সেইরূপ নিত্য কর্ম্মেও মানিবে, অন্যথা ঐ সমস্ত সৎকার্য্যে কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি আসিবে না, এই আপত্তি দুষ্পরিহর হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই—কাম্যকর্ম্মাদির স্বরূপতঃ ত্যাগ ও নিত্যকর্ম্মসমূহের ফলত্যাগই 'সন্ন্যাস' শব্দের প্রকৃত অর্থ। সমস্ত কর্ম্মের ফলের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করিয়াই অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ। পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে ( এইরূপ যজ্ঞাদিতে ) তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা থাকায় অপ্রবৃত্তি-দুষ্পরিহরতা আপত্তি খণ্ডিত হইল ॥ ২ ॥

**অনুভূষণ**—অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—কাম্য-কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের জন্য বিহিত—'পুত্রকামী পুত্রেষ্টি যাগ করিবে,' 'স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি কর্ম্মসমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ 'সন্ন্যাস' বলেন ; কিন্তু নিত্যকর্ম্ম-ত্যাগ নহে। আর বিচক্ষণগণ কিন্তু সকল কাম্যকর্ম্মের ও নিত্য কর্ম্মের ফলত্যাগকেই সন্ন্যাস-লক্ষণ ত্যাগ বলেন কিন্তু স্বরূপতঃ ত্যাগ বলেন না। নিত্যকর্ম্মের ফল

আছেই। কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক, ধর্ম্মের দ্বারা পাপের বিনাশ হয়, ইত্যাদি শ্রুতি আছে। যদিও 'অহরহ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে,' 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদিতে 'পুত্রকামী পুত্রেষ্টি যাগ করিবে' ইত্যাদির ন্যায় ফল বিশেষ শুনা যায় না, তথাপি 'বিশ্বজিতা যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদিতে বিধি কিঞ্চিৎ ফল দিবেই। অন্যথা পুরুষের প্রবৃত্তির উপপত্তি হয় না। কিঞ্চিৎ ফল-কামনা-দুষ্পরিহারেরও আপত্তি আসে। অতএব কাম্যকর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ, কিন্তু নিত্যকর্ম্মের ফল-ত্যাগ সন্ন্যাস শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য্য। আর সকল কর্ম্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কেবল ত্যাগ শব্দের অর্থ। পূর্ব্বোক্ত রীতি-অনুসারে জ্ঞানোদয়ফলের সম্ভাবনা থাকায়, অপ্রবৃত্তির দুষ্পরিহরতাই খণ্ডিত হইল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"প্রথমে প্রাচীন মত আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দদ্বয়ের ভিন্ন অর্থ বলিতেছেন—'কাম্যানাম্' ইত্যাদি। 'পুত্র কামনায় যজ্ঞ করিবে', 'স্বর্গ-কামনায় যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি কামনাদ্বারা বিহিত কাম্যকর্ম্মসমূহের স্বরূপে ত্যাগই 'সন্ন্যাস' জানিবে; কিন্তু সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্যকর্ম্মসমূহের ত্যাগ নহে, এই ভাব। সমস্ত কাম্য ও নিত্যকর্ম্মসমূহের ফলত্যাগই 'ত্যাগ', কিন্তু কাহারও স্বরূপতঃ ত্যাগ নাই, এই ভাব। নিত্যকর্ম্মসমূহেরও ফল—'কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়', 'ধর্ম্ম করিলে পাপের অপনোদন হয়',—এই সব শ্রুতিসকলই প্রতিপাদন করেন। অতএব ফলের অভিসন্ধিরহিত হইয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ত্যাগ। কিন্তু সন্ন্যাস-শব্দে ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া সমস্ত নিত্য-কর্ম্মের করণ, আর কাম্যকর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ,—এই ভেদ জানিতে হইবে।"

শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, পণ্ডিতগণের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম-ত্যাগ না করিয়া, কেবল কাম্য-কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগই 'সন্ন্যাস' এবং বিচক্ষণ বা নিপুণ মানবগণের মতে কাম্য ও নিত্য-নৈমিত্তিক সর্ব্বকর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলত্যাগই 'ত্যাগ' শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। শাস্ত্রেও বিভিন্ন স্থানে এই উভয় প্রকার অনুশাসন আছে। কিন্তু এ-স্থলে শ্রীভগবানের মত বা তদীয় ভক্ত ভাগবতগণের মত জানিতে পারিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, অধিকারিভেদে ও অবস্থা-ভেদে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। কামিপুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ, কর্ম্মফলবিরক্ত ও কর্ম্ম-ত্যাগিপুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং ভাগ্যক্রমে মহৎ-কৃপাবলে ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত কিন্তু বিষয়নির্ব্বেদরহিত হইলেও অত্যাসক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। এ-বিষয়ে ভাঃ—১১।২০।৬-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ প্রথমে বদ্ধজীব কর্ম্মাধিকারে থাকে, সেই অবস্থা হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানাধিকারে আরোহণ করাইবার নিমিত্তই কর্ম্মফল-ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাসের উপদেশ। প্রথমতঃ কাম্যকর্ম্মত্যাগের অভ্যাসকরতঃ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সমূহের ফলত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানারূঢ় হইলে তাহার কর্ম্মাধিকার বিগত হয় এবং তখন সকল কর্ম্মই ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। এমন কি, 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ'-বিচারে জ্ঞানের সিদ্ধিতে জ্ঞানও সম্যক্ পরিত্যক্ত হয়। ভক্তের কিন্তু ভক্তির সিদ্ধিতে কর্ম্মী, জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তির ত্যাগ হয় না, পরন্তু সুষ্ঠুভাবে যাজিত হইতেই থাকে। এই জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" (১১।২০।৯) ও "জ্ঞান-নিষ্ঠো বিরক্তো বা" (১১।১৮।২৮) শ্রীভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন,— "যস্ত্বাত্ম-রতিরেব স্যাৎ" (৩।১৭) এবং এই অধ্যায়ে পরেও বলিবেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" (১৮।৬৬) বশিষ্ঠের বাক্যেও পাওয়া যায়,—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসাবিতি" অর্থাৎ যোগী কর্ম্মত্যাগ করিবে না, কর্ম্মই তাহাকে ত্যাগ করিবে। তবে যে সর্ব্বত্র সকলকে কর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ না দিয়া কেবল কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগ বা অন্য সমুদয় কর্ম্মের ফল-ত্যাগ বিহিত হইয়াছে, তাহার কারণ বদ্ধজীব সাধারণতঃ কাম্যকর্ম্মাসক্ত সুতরাং তাহাদিগকে প্রথমেই কর্ম্মত্যাগ উপদেশ দিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না।

ক্রমপন্থায় ফলত্যাগ অভ্যাস হইলে চিত্তবিশুদ্ধিতে আত্মরতি প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব। এই জন্য শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" গীঃ—৩।২৬, এই শ্লোকের টীকায়ও শ্রীলশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,— "অজ্ঞ জনের পক্ষে ফলত্যাগ-মাত্রই 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ, কর্ম্মত্যাগ নহে।" এতদ্বারা ইহাও জানিতে হইবে যে, নির্গুণ, কেবলা ভক্তিতে অধিকার হইলে কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—সর্ব্বকর্ম্মই ত্যাগরূপ সন্ন্যাস করিতে হয়। এই

অধ্যায়ের শেষে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিবেন যে, যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপায় অনন্যভক্তিতে অধিকার লাভ হইলে, নিত্য-কর্ম্ম অকরণে কোন পাপ বা প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা তো নাই-ই ; পরন্তু তখন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে মদাজ্ঞা-লঙ্ঘন হেতু পাপ হইয়া থাকে। এস্থলে নিত্যকর্ম্ম বলিতে কর্ম্মমার্গীয় নানা দেবোদ্দেশক সন্ধ্যা-উপাসনাদি বুঝাইতেছে, এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম-অর্থে পিতৃ-দেবযজনাদিরূপ ধর্ম্মকৃত্য বুঝায় ; উহা ত্যাগ করিয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃষ্ণৈক শরণরূপ অনন্যভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন। এস্থলে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্মৃতি-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সঙ্কলিত 'সৎক্রিয়াসার দীপিকার' পাঠে জানিতে পারি যে, অনন্যশরণ শ্রীকৃষ্ণভক্ত যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাদের পক্ষে পিতৃ-দেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম বেদাদি কোন শাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে কোথাও বিহিত হয় নাই ; বরং পিতৃ-দেবার্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হইলে অনন্যশরণ ভক্তগণের সেবা-নামাপরাধ ঘটে। ঐ গ্রন্থে বহু প্রমাণের দ্বারা তিনি ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল অর্চ্চনের দ্বারা প্রসন্ন হইলে, অন্য কর্ম্ম সকলের অকরণে কৃষ্ণসেবী কৃতীর কোন প্রত্যবায় হয় না, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত যাবতীয় মঙ্গল বা কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান শ্লোকের তাৎপর্য্য-বিচার করিতে গিয়া তিনি 'সন্ন্যাসের' অর্থ-বিচার-প্রসঙ্গে উত্তর গীতার—"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম্ম ত্রিবিধমুচ্যতে। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসো ন্যাসী তদ্ধর্ম্মমাচরন্ ॥"—শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই "নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্যভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্ম সকলের ন্যাস বা বর্জ্জনকে 'সন্ন্যাস' কহে, সেই ন্যাস-ধর্ম্ম আচরণ-কারী 'সন্ন্যাসী'।"

'ত্যাগ' শব্দের তাৎপর্য্য-বিচারে লিখিয়াছেন—"নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-কর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ-দ্বারা 'সন্ন্যাস' হয় বলিয়া কথিত এবং নিত্যাদি সকল কর্ম্মের অপরিত্যাগে সর্ব্বকর্ম্মের ফল পরিত্যক্ত হইলেই 'ত্যাগ' হয়—ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এস্থলে ইহাও লক্ষিতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণৈকশরণব্যক্তি কি প্রকারে গোবিন্দশরণ-মূলে ফলত্যাগ পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

**ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।**
**যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥**

**অন্বয়**—একে মনীষিণঃ ( সাংখ্যবাদী কোন কোন পণ্ডিত ) কর্ম্ম ( কর্ম্ম ) দোষবৎ ( হিংসাদি দোষযুক্ত ) ইতি ( এই কারণে ) ত্যাজ্যং ( ত্যাজ্য ) প্রাহুঃ ( বলিয়া থাকেন ) অপরে চ ( অপর মীমাংসকগণ ) যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ( যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্মকে ) ন ত্যাজ্যম্ ( ত্যাজ্য নহে ) ইতি ( ইহা ) [ প্রাহুঃ—বলিয়া থাকেন ] ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**—সাংখ্যবাদী কোন কোন পণ্ডিত 'কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত'—এই কারণে কর্ম্মকে ত্যাজ্য বলেন। অপর মীমাংসকগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মকে অত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ত্যাগ-সম্বন্ধে কতকগুলি পণ্ডিত এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কর্ম্মকে 'দোষ' বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে। অপর কতকগুলি পণ্ডিত যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্মসকলকে অত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—ত্যাগে পুনরপি মতভেদমাহ,—ত্যাজ্যমিতি। একে মনীষিণো "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শ্রুতিদর্শিনঃ কাপিলাঃ কর্ম্ম-দোষবৎ পশুহিংসাদি-দোষযুক্তং ভবত্যতস্ত্যাজ্যং স্বরূপতো হেয়মিত্যাহুঃ ; "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইতি শ্রুতিস্তু হিংসায়াঃ ক্রত্বঙ্গত্বমাহ, ত্বনর্থহেতুত্বং তস্যা নিবারয়তি। তথা চ দ্রব্যসাধ্যত্বেন হিংসায়াঃ সম্ভবাৎ, সর্ব্বং কর্ম্ম ত্যাজ্যমিতি। অপরে জৈমিনীয়াস্তু যজ্ঞাদিকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তস্য বেদবিহিতত্বেন নির্দ্দোষত্বাদিত্যাহুঃ ;—যদ্যপি হিংসানুগ্রহাত্মকং কর্ম্ম, তথাপি তস্য বেদেন ধর্ম্মত্বাভিধানান্ন দোষবত্ত্বমতঃ কার্য্যমেবেত্যর্থঃ। "ন হিংস্যাৎ" ইতি সামান্যতো নিষেধস্তু ক্রতোরন্যত্র তস্যাঃ পাপতামাহেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্ ॥ ৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ত্যাগ-সম্পর্কে পুনরায় মতভেদের বিষয় বলা হইতেছে,—'ত্যাজ্যমিতি'। কোন কোন মনীষী অর্থাৎ "কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না" এই জাতীয় বেদদর্শী মহর্ষি কপিল ও তাঁহার শিষ্যগণ কর্ম্মের অঙ্গহানি-প্রভৃতি দোষের মত যজ্ঞাদিকার্য্যে পশুহিংসা-দোষ আছে, অতএব উহা বিশেষভাবে অর্থাৎ স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিতে হইবে—ইহা বলিয়া থাকেন। "অগ্নীষোমীয়

যজ্ঞে পশু বলি দিতে হইবে। এই শ্রুতিও হিংসাকে যজ্ঞের অঙ্গরূপে বর্ণনা করিতেছেন অতএব উহার অনর্থ-হেতুত্ব নাই (নিবারণ করা হইয়াছে)। কারণ —যজ্ঞাদি কার্য্য দ্রব্যের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয় বলিয়া উহাতে হিংসা থাকিবেই। অতএব সমস্ত যজ্ঞকর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত। অন্যান্য জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন—যজ্ঞাদি-কার্য্য ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ এই যজ্ঞাদি কার্য্য বেদবিহিত অতএব দোষশূন্য। যদিও যজ্ঞে পশু হিংসার জন্য দত্ত, তাহাদিগকে পশুযোনিনাশের দ্বারা উত্তমস্বর্গাদিলাভরূপ অনুগ্রহ করিয়া থাকে, তথাপি তাহাকে বেদ ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করায়, উহা দোষাত্মক কার্য্য নহে, অতএব এই হিংসা করা উচিত। তবে যে, জীবমাত্র হিংসা করা উচিত নহে, এই বাক্যের দ্বারা হিংসাকে সামান্যরূপে নিষেধ করা হইয়াছে কিন্তু উহা যজ্ঞাদিকার্য্য-ভিন্ন অন্য হিংসারই পাপযুক্ততা বলিতেছে—অতএব যজ্ঞীয় হিংসাতে কোন পাপ হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

**অনুভূষণ**—ত্যাগ-বিষয়ে পুনরায় মতভেদ বলিতেছেন। মনীষিগণ 'সর্ব্বভূতকে হিংসা করিবে না' এইরূপ শ্রুতিদর্শী। কপিলের মতাবলম্বিগণ পশুহিংসাদি-দোষযুক্ত কর্ম্মকে দোষের মত বিবেচনা করিয়া স্বরূপতো ত্যাগকে হেয় বলিয়া বলেন। 'অগ্নীষোমীয় পশুকে আলভন করিবে এইরূপ শ্রুতিও কিন্তু যজ্ঞের অঙ্গ-হিসাবে হিংসার অনর্থহেতুত্ব নিবারণ করিতেছে। সেইরূপ দ্রব্যসাধ্য বলিয়া হিংসার সম্ভাবনাহেতু সকল কর্ম্মই পরিত্যাজ্য। আবার জৈমিনীয় মতাবলম্বিগণ বলেন যে, যজ্ঞাদি-কর্ম্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না, যেহেতু বেদবিহিত বলিয়া উহা নির্দ্দোষ। যদিও হিংসা সেখানে অনুগ্রহাত্মক কর্ম্ম, তাহা হইলেও তাহাকে বেদ ধর্ম্ম বলিয়া অভিধান করায়, উহা দোষযুক্ত নহে ; অতএব কর্ত্তব্যই। 'হিংসা করিবে না' এই সামান্য নিষেধ কিন্তু যজ্ঞ ব্যতীত অন্যত্র হিংসায় পাপত্ব বলা হইয়াছে। ইহা কিছু নিন্দনীয় নহে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"দোষবৎ—হিংসাদি দোষযুক্ত বলিয়া কর্ম্মসমূহ বন্ধনের হেতু, এই জন্য সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত—ইহা কোন কোন সাংখ্যবাদী মনীষী বলেন। ইহার ভাবার্থ যে, 'কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না, এইরূপ নিষেধ আছে, পুরুষের অনর্থের হেতুই হিংসা। এই প্রসঙ্গে বলা আছে,—'অগ্নীষোম যজ্ঞে পশু

আলভন করিবে।' ইত্যাদি প্রাকরণিক বিধি কিন্তু হিংসার যজ্ঞের উপকারকত্ব বলিয়া থাকেন। অতএব ভিন্ন বিষয় বলিয়া সামান্য ও বিশেষ ন্যায়ের গোচরীভূত নহে; দ্রব্যসাধ্য সর্ব্ব কর্ম্মতেই হিংসার সম্ভাবনা থাকায় সর্ব্ব কর্ম্মই ত্যাগ করা উচিত। এবিষয়ে উক্ত আছে, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।" ইহার অর্থ—জ্যোতিষ্টোমাদি উপায়, তাহাও দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় গুরুর নিকট অধ্যয়ন ফলে অনুশ্রুত হইয়া থাকে। ইহাই অনুশ্রব অর্থাৎ বেদ, তাহার দ্বারা বোধিত। সেস্থলে বিশুদ্ধতার অভাব ও হিংসা থাকায় বিনাশ হয়। অগ্নিহোত্র ও জ্যোতিষ্টোমাদি নিমিত্ত স্বর্গেও তারতম্য আছে; পরোৎকর্ষ কিন্তু সকলের দুঃখ দিয়া থাকে। আবার মীমাংসকগণ কিন্তু বলেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। ইহার ভাবার্থ,— যজ্ঞের জন্যই পুরুষের দ্বারা হিংসা কর্ত্তব্যা, সেই হিংসা অন্য উদ্দেশ্যে কৃত হইলে পুরুষের প্রত্যবায়ের হেতুই হয়। কারণ বিধি—বিধেয়ের তদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান বিধান। তাদার্থ্যলক্ষণ তাহাতে আছে। তদ্‌ভিন্ন অন্য কর্ম্মের নহে। প্রাপ্তিমাত্রকে অপেক্ষা করে বলিয়া এইরূপ নিষেধ ও নিষেধ্য তাদার্থ্যের অপেক্ষা করে না। অন্যথা অজ্ঞান ও প্রমাদাদিকৃত দোষের অভাবের প্রসঙ্গ হয়। অতএব এইরূপ সমান বিষয় বলিয়া এবং সামান্য শাস্ত্র-বিধির বিশেষ বিধির দ্বারা বাধা থাকায়, দোষবত্তা নাই; সুতরাং নিত্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"ত্যাগ-সম্বন্ধে পুনরায় মতভেদ দেখাইতেছেন—'ত্যাজ্যং' ইত্যাদি। 'দোষবৎ'—হিংসাদি দোষযুক্ত হওয়ায় কর্ম্ম স্বরূপতই ত্যাজ্য—ইহা কেহ কেহ অর্থাৎ সাংখ্যবাদিগণের মত। অপরে অর্থাৎ মীমাংসকগণ বলেন— যজ্ঞাদি কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত বলিয়া ত্যাজ্য নহে ॥ ৩ ॥

**নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।**
**ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥**

**অন্বয়**—ভরতসত্তম! (হে ভরত শ্রেষ্ঠ!) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ-সম্বন্ধে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (নিশ্চয় সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। পুরুষব্যাঘ্র!

( হে পুরুষবর ! ) ত্যাগঃ ( ত্যাগ ) ত্রিবিধঃ ( তিন প্রকার ) সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ( কথিত হইয়াছে ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! হে পুরুষব্যাঘ্র ! ত্যাগ-সম্বন্ধে আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। শাস্ত্রে ত্রিবিধ ত্যাগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে ভরতসত্তম ! ত্যাগ-সম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই যে, ত্যাগও ত্রিবিধ ॥ ৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং মতভেদমুপবর্ণ্য স্বমতমাহ,—নিশ্চয়মিতি। মতভেদ-গ্রস্তে ত্যাগে মে পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য নিশ্চয়ং শৃণু। নন্থ ত্যাগস্য খ্যাতত্বাত্তত্র শ্রোতব্যং কিমস্তি ? তত্রাহ,—ত্যাগো হীতি। হি যতস্ত্যাগস্তামসাদি-ভেদেন বিজ্ঞৈস্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতো বিবিচ্যোক্তঃ। তথা চ দুর্বোধোঽসৌ শ্রোতব্য ইতি ত্যাগত্রৈবিধ্যম্ ;—'নিয়তস্য তু' ইত্যাদিভিরগ্রে বাচ্যম্ ॥ ৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এইভাবে পরস্পর মতভেদের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি স্বীয়মত সম্পর্কে বলিতেছেন—'নিশ্চয়মিতি', ত্যাগ-সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আমার মত শ্রবণ কর। প্রশ্ন—ত্যাগ শব্দের অর্থ চিরপ্রসিদ্ধই আছে ; অতএব সেই সম্পর্কে শ্রবণীয় বিষয় কি আছে ? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'ত্যাগো হীতি'। যেহেতু বিজ্ঞব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিশেষ বিচার করিয়া তামসাদিভেদে ত্যাগের ত্রিবিধত্ব বলা হইয়াছে অতএব উহা দুর্বোধ, ইহা শ্রবণের যোগ্য ; এইহেতু ত্যাগ তিনপ্রকার "নিয়তস্য তু" ইত্যাদির দ্বারা পরে বলা হইবে ॥ ৪ ॥

**অনুভূষণ**—এইরূপে মতভেদ বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ এক্ষণে নিজমত বলিতেছেন। 'ত্যাগ'-বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর আমার নিশ্চিত মত শ্রবণ কর। যদি বল, 'ত্যাগ' শব্দ প্রসিদ্ধ, তাহাতে আর শ্রবণীয় কি আছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তামসাদি ভেদে ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন। সুতরাং এই দুর্বোধ্য বিষয় শ্রোতব্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

আপন মত বলিতেছেন—'নিশ্চয়ম্' ইত্যাদি। 'ত্রিবিধঃ'—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। এ-বিষয়ে ত্যাগের ত্রিবিধত্ব অতিক্রম করিয়া—'নিত্য-কর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভবপর নহে, ভ্রমক্রমে যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন,

তাঁহাদের ত্যাগই 'তামস' ত্যাগ ( ৭ শ্লোক ) এই বাক্যে 'ত্যাগ' শব্দেরই তামস-ভেদ-দ্বারা সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগে ভগবানের মতে ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দ দ্বয়ের একই অর্থ জানা যায়" ॥ ৪ ॥

**যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।**
**যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥**

**অন্বয়**—যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম্ম ( যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ) ন ত্যাজ্যং ( ত্যাজ্য নহে ) তৎ ( সেই সকল ) কার্য্যম্ এব ( কর্ত্তব্য কর্ম্মই ) [ যেহেতু ] যজ্ঞঃ, দানং তপঃ চ ( যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ) মনীষিণাম্ ( মনীষিগণের পক্ষে ) পাবনানি এব ( চিত্ত শুদ্ধিকরই ) ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নহে, তাহা করা কর্ত্তব্যই। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকরই ॥ ৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যজ্ঞ, দান, তপঃস্বরূপ কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয় ; সেই সকলই বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য—কার্য্য ; বদ্ধজীবের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ ও সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ তাহাদিগকে অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—প্রথমং তস্মিন্ স্বনিশ্চয়মাহ,—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। যজ্ঞাদীনি মনীষিণাং কার্য্যাণ্যেব ন ত্যাজ্যানি, যদমূনি বিসতন্তুবদন্তরভ্যুদিতজ্ঞানদ্বারা পাবনানি সংসৃতিদোষবিনাশকানি ভবন্তি ॥ ৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সর্ব্বাগ্রে ত্যাগসম্পর্কে স্বীয় সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—'যজ্ঞেতি' দুইটি শ্লোকদ্বারা। মনীষীদের পক্ষে যজ্ঞাদিকর্ম্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে, উহা কর্ত্তব্যই। যেইহেতু ঐ সমস্ত যজ্ঞাদিকার্য্য মৃণাল তন্তুর মত ক্রমশঃ অন্তরে অভ্যুদিত ( ক্রমবর্দ্ধমান ) জ্ঞানের দ্বারা পবিত্রতা সম্পাদন করে, পুনর্জ্জন্ম-মৃত্যুধারারূপ সংসার-নিবৃত্তি সাধন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে ত্যাগ-সম্বন্ধে নিজের নিশ্চয়তার বিষয় বলিতেছেন। মনীষিগণের পক্ষে যজ্ঞাদি-কার্য্য স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নহে। যেহেতু ঐ সকল যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিসতন্তুর ন্যায় অন্তরে অভ্যুদিত জ্ঞানের দ্বারা পবিত্রতাকারক হয় অর্থাৎ সংসারের দোষ-বিনাশক হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"কাম্যকর্ম্মসমূহেরও মধ্যে ভগবানের মতে সাত্ত্বিক যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া অনুষ্ঠেয়, তাই বলিতেছেন—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্যই, তাহার হেতু—'পাবনানি'—চিত্তশুদ্ধিকারক বলিয়া।"

কর্ম্মিগণের পক্ষে যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম অন্যফলাভিসন্ধি রহিত, কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেই মঙ্গল। কিন্তু অনন্য শরণ ভক্তের পক্ষে ইহার আচরণে কিরূপ বৈশিষ্ট্যলাভ করে, তাহাও লক্ষিতব্য। এ-বিষয়ে গীঃ—১৭।২৬-২৭ শ্লোকের অনুভূষণ দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

**এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।**
**কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! (হে পার্থ!) এতানি (এই সকল) কর্ম্মাণি অপি তু (কর্ম্মও) সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) ফলানি চ (ও ফলাভিসন্ধি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ পূর্ব্বক) কর্ত্তব্যানি (করা কর্ত্তব্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) নিশ্চিতং (নিশ্চিত) উত্তমম্ (উত্তম) মতম্ (মত) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! এই সকল কর্ম্মও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক করাই কর্ত্তব্য। ইহা আমার নিশ্চিত, উত্তম সিদ্ধান্ত ॥ ৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত কর্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—যজ্ঞাদীনাং পাবনতাপ্রকারমাহ,—এতান্যপীতি। সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলানি চ প্রতিপদোক্তানি পিতৃলোকাদীনি চ সর্ব্বানি ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরার্চ্চনধিয়া কর্ত্তব্যানীতি মে ময়া নিশ্চিতমত উত্তম-মিদং মতম্। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগস্যাপি প্রবেশাৎ পার্থসারথের্মতং বরীয়ঃ ॥ ৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যজ্ঞাদির পাবনতার (পবিত্রতা-সাধনের) প্রকার বলা হইতেছে—'এতান্যপীতি'। সঙ্গ—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ অর্থাৎ আমিই কর্ত্তা এই জাতীয় অভিমান। পরে উক্ত পিতৃলোক-প্রাপ্তিরূপ সমস্ত ফলগুলি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের আরাধনারূপবুদ্ধি লইয়া সমস্ত কার্য্যগুলি করা

কর্ত্তব্য ; ইহাই আমাকর্ত্তৃক নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ; অতএব ইহাই উত্তম মত। কর্ত্তৃত্বাভিমানের ত্যাগও পার্থসারথির মতের মধ্যে প্রবিষ্ট ( অন্তর্গত ) থাকায় এই মতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে যজ্ঞাদির পবিত্রতার প্রকার বলিতেছেন। 'সঙ্গ' অর্থে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং পরে উক্ত পিতৃলোকাদি সমস্ত ফল ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের অর্চ্চন-বুদ্ধি-দ্বারা করা কর্ত্তব্য ; ইহাই আমা কর্ত্তৃক নিশ্চিত অতএব এই মত উত্তম। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগেরও প্রবেশহেতু পার্থসারথির মত বরীয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যে প্রকারে কৃতকর্ম্মসমূহ চিত্তশুদ্ধিকর হয়, তাহার প্রকার দেখাইতেছেন —'এতান্যপি' ইত্যাদি। 'সঙ্গং'—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাভিসন্ধি ; ফলাভিসন্ধি ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের ত্যাগই ত্যাগ এবং সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়, এই ভাব" ॥ ৬ ॥

**নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।**
**মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥**

**অন্বয়**—নিয়তস্য তু ( কিন্তু নিত্য ) কর্ম্মণঃ ( কর্ম্মের ) সন্ন্যাসঃ (পরিত্যাগ) ন উপপদ্যতে ( যুক্ত নহে ) মোহাৎ ( মোহবশতঃ ) তস্য ( তাহার ) পরিত্যাগঃ ( পরিত্যাগ ) তামসঃ ( তামস বলিয়া ) পরিকীর্ত্তিতঃ ( কথিত ) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**—কিন্তু নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশতঃ তাহার ত্যাগ হইলে উহা তামস ত্যাগ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—নিত্য-কর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয় ; ভ্রম-সহকারে যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই 'তামস' ত্যাগ ॥ ৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমাহ,—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাত্তৎত্যাগো যুক্তঃ। নিয়তস্য নিত্যনৈমিত্তিকস্য মহাযজ্ঞাদেঃ কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে। আত্মোদ্দেশাদ্বিসোর্ণাদিবদন্তর্গতজ্ঞানস্য তস্য মোচকত্বাদদেহযাত্রাসাধকত্বাচ্চ তত্ত্যাগো ন যুক্তঃ। তেন হি দেবতা-ভগবদ্বিভূতিরর্চ্চতাং তচ্ছেষৈঃ পূতৈঃ সিদ্ধা দেহযাত্রা তত্ত্বজ্ঞানায় সংপদ্যতে।

বৈপরীত্যে পূর্ব্বমভিহিতং 'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্' ইত্যাদিভিস্তৃতীয়ে তস্যাপি মোহাদ্বন্ধকমিদমিত্যজ্ঞানাৎ পরিতঃ স্বরূপেণ ত্যাগস্তামসো ভবতি,—মোহস্য তমোধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রতিজ্ঞাত সেই তিনপ্রকার ত্যাগের বিষয় বলা হইতেছে —'নিয়তস্যেতি' তিনটি শ্লোকদ্বারা। কাম্য-কর্ম্মের সংসারবন্ধকতা আছে বলিয়া সেই কাম্যকর্ম্মের ত্যাগই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক মহাযজ্ঞাদিকর্ম্মের ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মার উদ্দেশে মৃণালতন্তুর মত অন্তর্গত জ্ঞানের মোচকত্ব এবং দেহযাত্রার সাধকত্বহেতু সেই ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগের যোগ্য নহে। যেহেতু ইহার দ্বারা দেবতা—ভগবানের বিভূতি-অর্চ্চনাকারীদের পবিত্রতামূলক তদবশেষদ্বারা দেহযাত্রা সিদ্ধ হয় এবং উহা তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত পক্ষে, তৃতীয়াধ্যায়ে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "নিয়তই তুমি কর্ম্ম কর"—ইত্যাদির দ্বারা। উহা বন্ধনের কারণ ইহা না জানিয়া স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ তামসত্যাগ হয়; যেহেতু মোহ তমোগুণের কার্য্য ॥ ৭ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ এক্ষণে তাঁহার প্রতিজ্ঞাত ত্রিবিধ-ত্যাগের বিষয় তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। কাম্যকর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া তাহার ত্যাগ যুক্ত। নিয়ত অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক মহাযজ্ঞাদি কর্ম্মের সংন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মার উদ্দেশ্যবশতঃ বিসোর্ণাদির ন্যায় তদন্তর্গত জ্ঞানের মোচকত্ব হেতু এবং দেহযাত্রা-সাধক বলিয়াও তাহার ত্যাগ যুক্ত নহে। তদ্দ্বারা ভগবৎ-বিভূতি স্বরূপ দেবতার অর্চ্চনায় ও পবিত্র তদবশেষের দ্বারা দেহযাত্রা সিদ্ধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহার বিপরীত পক্ষে তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর'; তাহারও মোহবশতঃ ইহাও বন্ধক এই অজ্ঞানহেতু স্বরূপতঃ ত্যাগ, তামস হইয়া থাকে কারণ মোহ তমোধর্ম্মবিশিষ্ট।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আরব্ধ ত্রিবিধ ত্যাগের তামসভেদ বলিতেছেন—'নিয়তস্য'—নিত্য। 'মোহাৎ'—শাস্ত্রতাৎপর্য্যের জ্ঞানাভাব জন্য। কাম্যকর্ম্মের আবশ্যকতা নাই বলিয়া সন্ন্যাসী উহা পরিত্যাগ করুন কিন্তু নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ উচিত হয় না, ইহাই 'তু' শব্দের অর্থ। 'মোহাৎ'—অজ্ঞানবশতঃ। তামস শব্দে

তামস ত্যাগের ফল অজ্ঞান প্রাপ্তিই, কিন্তু অভিলষিত জ্ঞানের প্রাপ্তি নহে, এই ভাব" ॥ ৭ ॥

**দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।**
**স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥**

**অন্বয়**—[ যঃ—যিনি ] দুঃখম্ এব ইতি [ মত্বা ] ( দুঃখজনকই ইহা মনে করিয়া ) কায়ক্লেশভয়াৎ ( শারীরিক কষ্টের ভয়ে ) যৎ কর্ম্ম ( যে নিত্য কর্ম্ম ) ত্যজেৎ ( ত্যাগ করেন ) সঃ ( তিনি ) রাজসং ত্যাগং ( রাজস ত্যাগ ) কৃত্বা ( করিয়া ) ত্যাগফলং ( ত্যাগের ফল ) ন লভেৎ এব (প্রাপ্ত হনই না ) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**—যিনি কর্ম্মকে কেবল দুঃখজনকই—ইহা মনে করিয়া, শারীরিক কষ্টের ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনি সেই 'রাজস' ত্যাগ করিয়া, ত্যাগের ফল জ্ঞান প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যিনি নিত্য-কর্ম্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ের সহিত তাহা ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই 'রাজস'-ত্যাগ হয়; তিনি ত্যাগফল প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—নিষ্কামতয়ানুষ্ঠিতং বিহিতং কর্ম্ম মুক্তিহেতুরিতি জানন্নপি দ্রব্যোপার্জ্জনপ্রাতঃস্নানাদিনা দুঃখরূপমিতি কায়ক্লেশভয়াচ্চেতন্মুমুক্ষুরপি ত্যজেৎ। স ত্যাগো রাজসঃ,—দুঃখস্য-রজোধর্ম্মত্বাৎ। তং ত্যাগং কৃত্বাপি জনস্তস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাং ন লভতে ॥ ৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠিত বিহিত কর্ম্ম মুক্তির হেতু, ইহা জানিয়াও দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও প্রাতঃস্নানাদির দ্বারা ঐ নিষ্কামকর্ম্ম দুঃখজনক, এইহেতু কায়ক্লেশের ভয়ে ইহা মুমুক্ষু ব্যক্তিও যদি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে এই জাতীয় ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা হয়; কারণ দুঃখ রজোগুণের ধর্ম্ম। এই জাতীয় ত্যাগ করিয়াও কোন ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ তাহার ফলকে লাভ করিতে পারে না ॥ ৮ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ রাজস ত্যাগের বিষয় বলিতেছেন যে, নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত বিহিতকর্ম্ম মুক্তির হেতু; ইহা জানিয়াও দ্রব্য-

উপার্জ্জন ও প্রাতঃস্নানাদি-দ্বারা দুঃখরূপ কায়ক্লেশের ভয়হেতু মুমুক্ষুও যে তাহা ত্যাগ করেন, সেই ত্যাগ রাজস; যেহেতু দুঃখ রজঃধর্ম্মবিশিষ্ট। সেই ত্যাগ করিয়াও লোক তাহার ফল যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা লাভ করিতে পারে না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"'দুঃখমিত্যেব' ইত্যাদি। যদিও নিত্যকর্ম্মসমূহের আবশ্যকই, তাহাদের অনুষ্ঠানই গুণ, কিন্তু দোষ নহে—ইহা জানি-ই, তাহা হইলেও সেই সকল দ্বারা আমি শরীরকে বৃথা ক্লেশ দিব কেন, এই ভাব। ত্যাগ ফল যে জ্ঞান তাহা লাভ করে না" ॥ ৮ ॥

**কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।**
**সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥**

**অন্বয়**—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) ফলম্ চ এব (এবং ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ (কর্ত্তব্য) ইতি এব (ইহা মনে করিয়া) যৎ (যে) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ক্রিয়তে (কৃত হয়) সঃ (সেই) ত্যাগঃ (ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) মতঃ (মনে করি) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**—হে অর্জ্জুন! কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে যে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই ত্যাগকে আমি সাত্ত্বিক বলিয়া মনে করি ॥ ৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে অর্জ্জুন! যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন; তাঁহার ত্যাগই 'সাত্ত্বিক' ॥ ৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম নিয়তং যথা ভবতি, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলং চ নিখিলং ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যৎ। স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকস্তাদৃশজ্ঞানস্য সত্ত্বধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপে নিয়ত যে সব কর্ম্ম করা হয়, তাহা যদি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং সমস্ত ফলকে ত্যাগ পূর্ব্বক করা হয়, তবে সে ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। কারণ সেই জ্ঞান সত্ত্ব-গুণের ধর্ম্ম ॥ ৯ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক ত্যাগের বিষয় বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, অবশ্য কর্ত্তব্য-বিচারে বিহিত কর্ম্ম যেরূপ করণীয়, সেইরূপ সঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং নিখিল ফল ত্যাগ করিয়া যাহা করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ; তাদৃশ জ্ঞান সাত্ত্বিক ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'কার্য্য' অবশ্যই করিতে হইবে, এইরূপ বুদ্ধিতে 'নিয়তং'—নিত্যকর্ম্ম সাত্ত্বিক, ত্যাগাত্যাগ ফল জ্ঞানই লাভ করেন, এই ভাব" ॥ ৯ ॥

**ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।**
**ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥**

**অন্বয়**—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়শূন্য) ত্যাগী (সাত্ত্বিক ত্যাগী) অকুশলং (দুঃখজনক) কর্ম্ম (কর্ম্মকে) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) কুশলে [ কর্ম্মণি ] (সুখদায়ক কর্ম্মে) ন অনুষজ্জতে (অনুরক্ত হন না) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—সত্ত্বগুণ-পরিনিষ্ঠিত, মেধাবী ও সংশয়-রহিত সাত্ত্বিক ত্যাগী, অকুশল কর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্ম্মে আসক্ত হন না ॥ ১০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অকুশল কর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্ম্মে আসক্ত হন না,—এরূপ মেধাবী সত্ত্বগুণ-পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সংশয় থাকে না ॥ ১০ ॥

**শ্রীবলদেব**—সাত্ত্বিকত্যাগিনো লক্ষণমাহ,—ন দ্বেষ্টীতি। অকুশলং দুঃখদং হেমন্তপ্রাতঃস্নানাদি ন দ্বেষ্টি, কুশলে সুখদে নিদাঘমধ্যাহ্নে স্নানাদৌ ন সজ্জতে; যতঃ সত্ত্ব-সমাবিষ্টোঽতিধীরো মেধাবী স্থিরধীশ্ছিন্নো বিহিতাদি কর্ম্মাণি ক্লেশেনানুষ্ঠিতানি জ্ঞানং জনয়েয়ুর্ন বেত্যেবংলক্ষণঃ সংশয়ো যেন সঃ। ঈদৃশঃ সাত্ত্বিকত্যাগী বোধ্যঃ ॥ ১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সাত্ত্বিকত্যাগীর লক্ষণ বলা হইতেছে—'ন দ্বেষ্টীতি'। অকুশল অর্থাৎ হেমন্তকালে প্রাতঃস্নানাদি দুঃখজনক কর্ম্মকে সাত্ত্বিকত্যাগী বিদ্বেষ বা ঘৃণা করেন না এবং গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নসময়ে সুখপ্রদ স্নানের প্রতি আসক্ত

হন না। যেইহেতু সত্ত্বগুণনিষ্ঠ অতিশয় ধীর ও মেধাবী স্থিরধী ব্যক্তি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মগুলি ক্লেশ সহ করিয়া করিলেও প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মাবে কিনা, এই জাতীয় সংশয় তাঁহার নষ্ট হইয়াছে, ঈদৃশ ব্যক্তি সাত্ত্বিক ত্যাগী ও সাত্ত্বিকযোগী জানিবে ॥ ১০ ॥

**অনুভূষণ**—ত্রিবিধ ত্যাগের বিষয় বলিয়া শ্রীভগবান্ এক্ষণে সাত্ত্বিক-ত্যাগিগণের লক্ষণ বলিতেছেন। তাঁহারা হেমন্তকালে প্রাতঃস্নানাদি দুঃখ-জনক মনে করিয়া দ্বেষ করেন না, বা গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন-স্নানাদি সুখদায়ক জানিয়া আসক্ত হন না। যেহেতু তাঁহারা সত্ত্বগুণে সমাবিষ্ট থাকিয়া অতিশয় ধীর, অর্থাৎ মেধাবী, স্থিরধী অর্থাৎ ক্লেশে অনুষ্ঠিত বিহিত কর্ম্ম সমূহ হইতে জ্ঞান জন্মিবে অথবা জন্মিবে না, এইরূপ লক্ষণ সংশয় ছিন্ন যাঁহার তিনি। সাত্ত্বিক ত্যাগীকে এইরূপ জানিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"এই প্রকার সাত্ত্বিক ত্যাগে নিষ্ঠা-প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন—'ন দ্বেষ্টি' ইত্যাদি। 'অকুশলং'—শীতকালে অসুখকর প্রাতঃস্নানাদি কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না। 'কুশলে'—গ্রীষ্মকালে সুখকর স্নানাদিতে" ॥ ১০ ॥

**ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।**
**যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥**

**অন্বয়**—দেহভৃতা ( দেহধারী জীব কর্ত্তৃক ) অশেষতঃ ( নিঃশেষে ) কর্ম্মাণি ( কর্ম্মসকল ) ত্যক্তুং ( ত্যাগ করিতে ) ন শক্যং হি ( সমর্থই নহে ) তু ( কিন্তু ) যঃ ( যিনি ) কর্ম্মফলত্যাগী ( সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকারী ) সঃ ( তিনি) ত্যাগী ( ত্যাগী ) ইতি অভিধীয়তে ( এইরূপ কথিত হন ) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ**—দেহধারী জীবের পক্ষে নিঃশেষে সমস্ত কর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্ভব নহে ; কিন্তু যিনি সমস্ত কর্ম্মফল-ত্যাগকারী, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া কথিত হন ॥ ১১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—দেহধারি-জীবের সমস্ত-কর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্ভব নয় ; অতএব যিনি—সমস্ত-কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী ॥ ১১ ॥

**শ্রীবলদেব**—নন্বীদৃশাৎ ফলত্যাগাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগো বরীয়ান্ বিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সাধকত্বাদিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। দেহভৃতা

কর্ম্মাণ্যশেষতস্ত্যক্তুং ন হি শক্যং ন শক্যানি ; যদুক্তং,—'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি' ইত্যাদি ; তস্মাদ্ যঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেব তৎফলত্যাগী, স এব ত্যাগীত্যুচ্যতে। তথা চ সনিষ্ঠোঽধিকারী কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশফলেচ্ছা-শূন্যো যথাশক্তি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি জ্ঞানার্থী সন্ কুর্য্যাদিতি পার্থসারথের্মতম্ ॥ ১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—এই জাতীয় কর্ম্মফলের ত্যাগ অপেক্ষা স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগই তো শ্রেষ্ঠ ; কারণ তাহাতে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই ; অতএব জ্ঞাননিষ্ঠা-সাধক হয়। ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'নহীতি'। দেহধারিগণ কর্ম্মগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে কখনও সক্ষম হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'ক্ষণকালের জন্যও কেহ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকে না, ইত্যাদি। অতএব যিনি কর্ম্মগুলি করিতে থাকেন অথচ তাহার ফলের প্রত্যাশা করেন না, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী ; ইহা বলা হইতেছে। অতএব সারার্থ এই—নিষ্ঠাসম্পন্ন অধিকারী কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্ম্মফলের ইচ্ছা শূন্য হইয়া যথাশক্তি সমস্ত কর্ম্মগুলি জ্ঞানার্থী হইয়া করিবে। ইহাই পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের মত ॥ ১১ ॥

**অনুভূষণ**—অতঃপর কর্ম্মফল-ত্যাগের প্রশংসাপূর্ব্বক শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, দেহধারী সাধারণ মানবের পক্ষে নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। এমতাবস্থায় কর্ম্মফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগরূপে গ্রহণীয়। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ফলত্যাগ অপেক্ষা স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু উহার দ্বারা বিক্ষেপ-অভাব ঘটে এবং জ্ঞাননিষ্ঠা সাধিত হয়। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, দেহধারী দেহাভিমানী ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। এ-বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, 'কেহই ক্ষণকাল কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, অতএব যিনি কর্ম্মসমূহ আচরণ করিয়াও সেই কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া কথিত হন। সেইরূপ সনিষ্ঠ অধিকারী কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলেচ্ছাশূন্য হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠা লাভের জন্য যথাশক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, ইহাই পার্থসারথির মত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম ব্যতীত মানবের জীবন নির্ব্বাহ হয় না, তীর্থ-পর্য্যটনাদি ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে গেলেও কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। ভিক্ষাটনাদির জন্যও কর্ম্মের প্রয়োজন আছে, এক কথায় ধরিতে গেলে কর্ম্ম ব্যতীত মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কোন শ্রেয়ঃই সাধন হইতে পারে

না। যদি প্রশ্ন হয় যে, কর্ম্ম যদি মানবের সহিত এরূপ সুদৃঢ় সম্বন্ধ রাখে, তাহা হইলে একদিকে যেমন কর্ম্ম-ত্যাগ অসম্ভব ; অপরদিকে কর্ম্ম-ব্যতীত কোন কিছুই সম্পাদিত হয় না। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সমুদয় কর্ম্ম মানবের পক্ষে ত্যাগের অসম্ভাবনা থাকিলেও কর্ম্মফল-ত্যাগ সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মাধিকারী মানব ক্রমশঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাভিসন্ধি ত্যাগকরতঃ চিত্তশুদ্ধিক্রমে আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী হইতে পারে। ইহাই ক্রমোন্নতির পন্থা।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"এই কারণেও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, তাই বলিতেছেন— 'ন হি' ইত্যাদি। 'ত্যক্তুং ন শক্যং'—ত্যাগ করিতে পারা যায় না ; যেমন কথিত হইয়াছে—'কর্ম্ম না করিয়া কেহ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।' গীঃ—৩।৫" ॥ ১১ ॥

**অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।**
**ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥**

**অন্বয়**—অত্যাগিনাং ( ত্যাগে অশক্ত ব্যক্তিগণের ) প্রেত্য ( পরলোকে ) অনিষ্টং ( নরক-প্রাপ্তিরূপ ) ইষ্টং ( স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ) মিশ্রং ( মনুষ্যজন্ম-প্রাপ্তি-রূপ ) কর্ম্মণঃ ( কর্ম্মের ) ত্রিবিধং ( তিন প্রকার ) ফলম্ ( ফল ) ভবতি ( হয় ) তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং ( ত্যাগীদিগের ) ক্বচিৎ ( কদাচ ) ন (তাহা হয় না) ॥১২॥

**অনুবাদ**—কর্ম্মফলাসক্ত ব্যক্তিগণের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগীদিগের কখনও কর্ম্মফল-ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করেন নাই, পরকালে তাঁহাদের 'অনিষ্ট', 'ইষ্ট' ও 'মিশ্র',—এই তিনপ্রকার কর্ম্মফল ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ফল ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

**শ্রীবলদেব**—ঈদৃশত্যাগাভাবে দোষমাহ,—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্, ইষ্টং স্বর্গিত্বম্, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্ ; দুঃখসুখযোগীতি ত্রিবিধং কর্ম্মফলম্। অত্যাগিনামুক্তত্যাগরহিতানাং প্রেত্য পরকালে ভবতি, ন তু সন্ন্যাসিনামুক্ত-

ত্যাগবতাম্; তেষাং তু কর্ম্মান্তর্গতেন জ্ঞানেন মোক্ষো ভবতীতি ত্যাগ ফলমুক্তম্ ॥ ১২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই জাতীয় ত্যাগ যাঁহারা করিতে পারেন না, তাঁহাদের দোষের বিষয় বলা হইতেছে—'অনিষ্টমিতি'। 'অনিষ্ট'—নারকিত্ব অর্থাৎ যেই কর্ম্ম করিলে নরকে পতনের সম্ভাবনা আছে। 'ইষ্ট'—স্বর্গিত্ব অর্থাৎ যেই কর্ম্ম করিলে স্বর্গ লাভ হয়। 'মিশ্র'—মনুষ্যত্ব অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ-মিশ্রিত। অতএব কর্ম্মফল তিন প্রকার। উক্ত কর্ম্মফল-ত্যাগরহিত ব্যক্তিগণের পরকালে ফললাভ হইয়া থাকে কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসীদের নহে; কেননা তাদৃশ ব্যক্তিগণের কর্ম্মান্তর্গত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিই হইয়া থাকে—ইহাই কর্ম্মফল-ত্যাগের ফল বলা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ ঈদৃশ কর্ম্মফল-ত্যাগের অভাবে যে দোষ ঘটে, তাহাই বলিতেছেন। যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র-ভেদে তিন প্রকার ফল পরকালে ভোগ করিতে হয়। অনিষ্ট অর্থে কোন কর্ম্মফলে নরক যন্ত্রণা লাভ হয়, কোন কর্ম্ম-ফলে ইষ্ট অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখলাভ হইয়া থাকে আবার কোনকর্ম্মের ফলে সুখ-দুঃখ মিশ্র মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা পূর্ব্বোক্তমতে কর্ম্মফলত্যাগী হইতে পারে না, তাহারাই পরকালে এই ত্রিবিধ ফল লাভ করিতে বাধ্য হয়। আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মতে কর্ম্মফলত্যাগী অর্থাৎ প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাঁহাদের কিন্তু কর্ম্মবন্ধন না হইয়া কর্ম্মান্তর্গত জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ইহাই ত্যাগের ফল কথিত হইল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তাদৃশ ত্যাগের অভাবে দোষ বলিতেছেন—'অনিষ্টং'—নরক-দুঃখ, 'ইষ্টং' —স্বর্গ-সুখ, 'মিশ্রং'—মনুষ্যজন্মে সুখ ও দুঃখ, 'অত্যাগিনাম্'—এতাদৃশ ত্যাগ-শূন্যেরই হয়, 'প্রেত্য'—পরলোকে" ॥ ১২ ॥

**পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।**
**সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥**

**অন্বয়**—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) সাংখ্যে (বেদান্ত-শাস্ত্রে) কৃতান্তে (কর্ম্মসমাপ্তি-বিষয়ক সিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি (কথিত) সর্ব্বকর্ম্মণাম্ (সর্ব্ব-

কর্ম্মের ) সিদ্ধয়ে ( সিদ্ধির নিমিত্ত ) এতানি ( এই ) পঞ্চ কারণানি ( পাঁচটি কারণ ) মে ( আমার নিকট ) নিবোধ ( শ্রবণ কর ) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**—হে মহাবাহো! কর্ম্ম-সমাপ্তি-প্রতিপাদক বেদান্ত-শাস্ত্রে, সকল কর্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত এই পাঁচটি কারণ উক্ত হইয়াছে, আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে মহাবাহো! বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কর্ম্মসকলের সিদ্ধির উদ্দেশে পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি, শুন ॥ ১৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—নন্থ কর্ম্মাণি কুর্ব্বতাং তৎফলানি কুতো ন স্যুরিতি চেৎ স্বস্মিন্ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগেন পরমেশ্বরে মুখ্যকর্ত্তৃত্বনিশ্চয়েন ভবন্তীত্যাশয়েনাহ,—পঞ্চৈতানীতি পঞ্চভিঃ। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে এতানি পঞ্চকারণানি মে মত্তো নিবোধ জানীহি। প্রমাণমাহ,—সাংখ্য ইতি। সাংখ্যং জ্ঞানং তৎপ্রতিপাদকং বেদান্তশাস্ত্রং সাংখ্যং তস্মিন্; কীদৃশীত্যাহ,—কৃতান্তে কৃতনির্ণয়ে; সর্ব্বেষাং কর্ম্মহেতুনাং প্রবর্ত্তকঃ পরমাত্মেতি নির্ণয়কারিণীত্যর্থঃ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে বিদিতমেতৎ; ইহাপি 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি' ইত্যাদ্যুক্তং বক্ষ্যতে চ, 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্' ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—যাঁহারা কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কি করিয়া কর্ম্মফল না হয়? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—কর্ম্ম করিয়া নিজের উপর কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান ত্যাগ-দ্বারা পরমেশ্বরের উপরই মুখ্যকর্ত্তৃত্ব নিশ্চয়রূপে ( কায়মনোবাক্যে ) অর্পণ করিয়া ( কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না )—এই অভিপ্রায়েই বলা হইতেছে—'পঞ্চৈতানীত্যাদি' পাঁচটি শ্লোকদ্বারা। হে মহাবাহো! সমস্ত কর্ম্মের সিদ্ধির প্রতি ( নিষ্পত্তির জন্য ) এই পাঁচটি কারণ—আমার নিকট হইতে জানিয়া লও। তাহার প্রমাণ বলা হইতেছে —সাংখ্য ইতি। সাংখ্য—তত্ত্বজ্ঞান, তাহার প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র—তাহাতে (সাংখ্যে) কিরূপ সাংখ্যে, তাহা বলিতেছেন—কৃতান্তে—তাহাতে যে নির্ণয় করা হইয়াছে, কি নির্ণয়? সমস্ত কর্ম্মহেতুর প্রবর্ত্তক পরমাত্মা এইরূপ নিশ্চয়কারী—ইহাই অর্থ। অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে ইহা জ্ঞাত আছে। এই গীতাগ্রন্থেও ( সকলের হৃদয়ে আমি ) ইত্যাদি উক্তি, পরেও বলা হইবে। "ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর" ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

**অনুভূষণ**—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যাঁহারা কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের

কর্ম্মফল ভোগ হইবে না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, নিজেতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরে মুখ্যকর্ত্তৃত্ব নিশ্চয় করার দরুণই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে; তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে মহাবাহো! সমস্ত কর্ম্মসিদ্ধির এই পাঁচটি কারণ তুমি আমার নিকট জানিয়া লও। সকল বিষয় মীমাংসার জন্য যে শাস্ত্র-প্রমাণের একান্ত আবশ্যকতা আছে, তজ্জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজমুখে উপদেশ দিয়াও পুনরায় শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন। সুতরাং আজকাল অনেকে ধর্ম্মোপদেশকের আসনে উপবেশন করিয়া যে, অশাস্ত্রীয় স্বকপোলকল্পিত মত প্রচার করেন, তাহা যে গ্রহণীয় নয়, ইহা এস্থলে লক্ষিতব্য বিষয়। সাংখ্য-শাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞান-প্রতিপাদক বেদান্ত-শাস্ত্রই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক শাস্ত্র বা প্রমাণ। সকল কর্ম্মের হেতু অর্থাৎ প্রবর্ত্তক, পরমাত্মা—ইহা নির্ণয়। ইহা অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে বিদিত হওয়া যায়। এখানেও শ্রীভগবান্ বলিবেন যে, 'সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আমি' এবং 'ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করেন' ইত্যাদি।

দেহধারী বদ্ধজীবের পক্ষে সমুদয় কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। ইহা গীঃ—৩।৫ শ্লোকেও পাওয়া যায়। সেই জন্য কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম-অকরণ অপেক্ষা প্রথমে অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-আচরণ করা ভাল। ক্রমশঃ আসক্তি ও ফলকামনারহিত হইয়া কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতেই বিহিত কর্ম্মের আচরণ শ্রেয়ঃ। গীঃ—৬।১ শ্লোকেও পাওয়া যায়,—কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি বিহিত কর্ম্মের আচরণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী। সাধারণতঃ সকাম কর্ম্মিগণ কর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া পাপের দ্বারা অনিষ্ট, পুণ্যের দ্বারা ইষ্ট ও পাপ-পুণ্য মিশ্রিত কর্ম্মের দ্বারা পরলোকে ইষ্টানিষ্ট মিশ্রফল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মের ফল-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মলেপ বা বন্ধন লাভ করেন না। ইহা গীঃ—৫।১০ শ্লোকেও পাওয়া যায়।

কর্ম্মকারীর কর্ম্মফল লাভ হয় না—ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এই আশঙ্কার উত্তরে আসক্তিহীনতা ও নিরহঙ্কারত্বই কারণ, ইহা প্রতিপাদন-নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কয়েকটি শ্লোকে বলিতেছেন।

প্রথমেই তিনি তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশক সাংখ্য বা বেদান্ত-শাস্ত্রে উল্লিখিত কর্ম্ম-সিদ্ধির পঞ্চকারণের কথা বলিতেছেন। এই সাংখ্য-শাস্ত্রেই কৃত-কর্ম্মের অন্ত (নাশ) নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যদি বল, কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল হইবে না কেন? ইহা আশঙ্কা করিয়া, অহঙ্কারশূন্য পুরুষের কর্ম্মের লেপ নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বলিতেছেন—'পঞ্চেতি' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। সকলকর্ম্মের সিদ্ধির—নিষ্পত্তির নিমিত্ত এই পাঁচটি কারণ আমার বচন হইতে 'নিবোধ'—জান বা বুঝিয়া লও।—সম্যক্‌ভাবে পরমাত্মার কথা বলিতেছেন—সংখ্য, সং-খ্যই সাংখ্য—বেদান্ত-শাস্ত্র। কি প্রকার তাহাতে?—যাহা হইতে কৃত অর্থাৎ কর্ম্মের অন্ত—নাশ হয়, তাহাতে কথিত হইয়াছে" ॥ ১৩ ॥

**অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।**
**বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্** ॥ ১৪ ॥

**অন্বয়**—অধিষ্ঠানং (শরীর) তথা কর্ত্তা (চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার) পৃথগ্বিধম্ (অনেক প্রকার) করণম্ চ (চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ চ (ও নানা প্রকার) পৃথক্ চেষ্টা (প্রাণ ও অপানাদি কার্য্যসমূহ) অত্র চ (এবং এই সকলের মধ্যে) পঞ্চমম্ (পঞ্চম স্থানীয়) দৈবম্ এব (অন্তর্য্যামী) ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ**—দেহ, কর্ত্তা, ইন্দ্রিয় সকল ও বিবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চমস্থানীয় সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী ॥ ১৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, বিভিন্ন করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল, বহুবিধ চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার-নিয়ামকের সহায়তা, এই পাঁচটি কারণ; এই পাঁচটি কারণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না ॥ ১৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—তানি গণয়তি,—অধীতি। অধিষ্ঠীয়তে জীবেনেত্যধিষ্ঠানং শরীরম্; কর্ত্তা জীবঃ; অস্য জ্ঞাতৃত্বকর্ত্তৃত্বে শ্রুতিরাহ—"এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা" ইত্যাদিনা; সূত্রকারশ্চ,—"জ্ঞোঽতএবেতি" "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি চ। করণং শ্রোত্রাদিসমনস্কম্; পৃথগ্বিধং কর্ম্মনিষ্পত্তৌ পৃথগ্‌ব্যাপারম্;

বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা প্রাণাপানাদীনাং নানাবিধা ব্যাপারাঃ; দৈবঞ্চৈবাত্র কর্ম্মনিষ্পাদকে হেতুপ্রচয়ে দৈবং সর্ব্বারাধ্যং পরং ব্রহ্ম পঞ্চমম্। কর্ম্মনিষ্পত্তা-বন্তর্য্যামী হরির্মুখ্যো হেতুরিত্যর্থঃ। দেহেন্দ্রিয়প্রাণজীবোপকরণোঽসৌ কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ইতি নিশ্চয়বতাং কর্ম্ম তৎফলেষু কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশস্পৃহা-বিরহিতানাং কর্ম্মাণি ন বন্ধকানীতি ভাবঃ। নন্বু জীবস্য কর্ত্তৃত্বে পরেশায়ত্তে সতি তস্য কর্ম্ম স্বনিযোজ্যত্বাপত্তিঃ, কাষ্ঠাদিতুল্যত্বাৎ? বিধিনিষেধশাস্ত্রাণি চ ব্যর্থানি স্যুঃ? স্বধিয়া প্রবর্ত্তিতুং নিবর্ত্তিতুং চ শক্তো নিযোজ্যো দৃষ্টঃ? উচ্যতে,—পরেশেন দত্তৈর্দেহেন্দ্রিয়াদিভিস্তৈনৈবাহিতশক্তিভিস্তদাধারভূতো জীবস্তদাহিত-শক্তিকঃ সন্ কর্ম্মসিদ্ধয়ে স্বেচ্ছয়ৈব দেহেন্দ্রিয়াদিকমধিতিষ্ঠতি। পরেশস্তু তৎসর্ব্বান্তঃস্থস্তস্মিন্নসুমতিং দদানস্তং প্রেরয়তীতি জীবস্য স্বধিয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ত্বমস্তীতি ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্। এবমেবঃ সূত্রকারো নির্ণীতবান্,— "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা। নন্বু মুক্তস্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ন স্যাৎ, তস্য দেহে-ন্দ্রিয়প্রাণানাং বিগমাদিতি চেন্ন,—তদা সংকল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং সত্ত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সেই পঞ্চ কারণ বর্ণনা করা হইতেছে—'অধীতি'। জীবের দ্বারা (জীবাত্মার দ্বারা) পরিচালিত (অধিষ্ঠিত) হয়—এই জন্যই শরীরকে অধিষ্ঠান বলা হয়। কর্ত্তা—জীব, 'জ্ঞাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ইহারই'—শ্রুতি ইহা বলিয়াছেন—"এই জীবই দ্রষ্টা ও স্রষ্টা" ইত্যাদির দ্বারা। সূত্রকারও বলিয়াছেন, এই জীবই জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা—অতএব; "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থজ্ঞাতাহেতু" ইত্যাদিও। করণ—শ্রোত্রাদি হইতে মন পর্য্যন্ত। পৃথগ্বিধ—কর্ম্মনিষ্পত্তি-বিষয়ে ইন্দ্রিয় পৃথগ্ ব্যাপার সম্পন্ন; বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা—প্রাণ ও অপানাদির নানাবিধ ব্যাপার। এবং দৈব—এই কর্ম্মসম্পাদনে হেতু অর্থাৎ কারণ সমূহের প্রবর্ত্তক সকলের আরাধ্য দৈব—পরব্রহ্ম পঞ্চম। কর্ম্মনিষ্পত্তিতে অন্তর্য্যামী হরি মুখ্য-কারণ। ভাবার্থ এই—দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-জীব ও উপকরণ এই সকল লইয়া শ্রীহরি কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। এইরূপ নিশ্চয়কারী, কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফলেতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ স্পৃহাশূন্য-ব্যক্তিগণের কর্ম্মগুলি সংসার বন্ধনের কারণ হয় না। প্রশ্ন—জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীনে হইলে তাহার কর্ম্ম সমুদায়ে তাহার নিজের অনধীনত্ব আপত্তি হইতে পারে, কাষ্ঠাদি তুলতাহেতু? এবং বিধিনিষেধ শাস্ত্রগুলিও ব্যর্থ হয়? দেখা যায় যে, নিযোজ্য অর্থাৎ নিয়োগার্হ সে নিজবুদ্ধি

অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে এবং কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়; যেহেতু সে তাহা হইতেছে না অতএব নিযোজ্যও নহে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং তাঁহারই দ্বারা ঐ দেহাদির শক্তি সঞ্চারিত অতএব সেই দেহাদির আধারভূত জীব ঈশ্বর কর্ত্তৃক লব্ধশক্তি হইয়া কর্ম্ম-নিষ্পাদনের জন্য স্বেচ্ছামতই দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান করে; আর পরমেশ্বর সেই সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী থাকিয়া জীবকে অনুমতি দেন, এইরূপে জীবের প্রেরক অতএব জীবের নিজ বুদ্ধি-অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আছে সুতরাং কোন আপত্তি নাই। এইরকমই সূত্রকার নির্ণয় করিয়াছেন,—"জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন;"—এইরূপ শ্রুতি আছে। ইত্যাদি দ্বারা। প্রশ্ন—মুক্ত-জীবের কর্ত্তৃত্ব না হউক, কারণ তাহার দেহ-ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সংযোগ নাই। ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে,—না, তখন (মুক্ত জীবের) সঙ্কল্পসিদ্ধ সেই দিব্য দেহেন্দ্রিয়াদি থাকে ॥ ১৪ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান্ শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-সিদ্ধির পাঁচটি কারণ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছেন। জীব যাহাতে অধিষ্ঠিত, সেই অধিষ্ঠানই শরীর। কর্ত্তা—জীব। জীবের জ্ঞাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,—"এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা" ইত্যাদি (প্রশ্ন—৪) ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—"জ্ঞোঽতএব" "কর্ত্তাশাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৭, ৩১) করণ—মন সহ শ্রোত্রাদি; পৃথক্‌বিধ কর্ম্ম-নিষ্পত্তিতে পৃথগ্‌-ব্যাপার; বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা—প্রাণাপানাদির নানাবিধ ব্যাপার সমূহ এবং দৈব—কর্ম্ম-নিষ্পাদক হেতু সমূহে সর্ব্বারাধ্য পরমব্রহ্ম দৈবই পঞ্চম। কর্ম্ম-নিষ্পত্তিতে অন্তর্য্যামী হরি মুখ্য-হেতু। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, জীব, উপকরণ—এই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ইহা নিশ্চয়কারিগণের কর্ম্মেও, তৎফলে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-স্পৃহা বিরহিত হওয়ায় কর্ম্মসমূহ বন্ধক হয় না। যদি বল, জীবের কর্ত্তৃত্ব পরেশায়ত্বে অর্থাৎ শ্রীহরির অধীনত্বে হয়, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মে কাষ্ঠাদিতুল্যবৎ স্বনিযোজ্যত্ব আপত্তি ঘটে। তাহা হইলে বিধি-নিষেধ শাস্ত্রসকলও ব্যর্থ হয়। নিযোজ্য হইলেও নিজ বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত হইতে সমর্থ দৃষ্ট হয়। তদুত্তরে কথিত হয় যে, পরেশ-প্রদত্ত দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারা, তদাধারভূত জীব, তদাহিত শক্তিযুক্ত হইয়া, কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছা-দ্বারাই দেহ-ইন্দ্রয়াদিতে অধিষ্ঠিত থাকে। পরেশ কিন্তু সেই সকলের অন্তঃস্থ থাকিয়া,

তাহাতে অনুমতি দাতারূপে তাহাকে প্রেরণা দিয়া থাকেন অর্থাৎ জীবের স্ববুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ত্ব আছে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। এ-বিষয়ে সূত্রকার নির্ণয় করিয়াছেন,—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ( ব্রঃ সূঃ—২।৩।৩৯ ) যদি বলা যায় যে, দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ বিগত বলিয়া মুক্ত জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ তখনও সঙ্কল্পসিদ্ধ দিব্যদেহের সত্ত্বা থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"সেগুলির সংখ্যা বলিতেছেন—'অধিষ্ঠানং'—শরীর, 'কর্ত্তা'—চিৎ ও জড়ের গ্রন্থি অহঙ্কার, 'করণং'—চক্ষু, কর্ণাদি, 'পৃথগ্বিধম্'—অনেক প্রকার, 'পৃথক্ চেষ্টা'—প্রাণ ও অপানাদির পৃথক্ ব্যাপার সমূহ, 'দৈবং'—সকলের প্রেরক ও অন্তর্য্যামী" ॥ ১৪ ॥

**শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।**
**ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥**

**অন্বয়**—নরঃ ( মানব ) শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ ( কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা ) ন্যায্যং ( ধর্ম্মযুক্ত ) বিপরীতং বা ( অধর্ম্মযুক্ত ) যৎকর্ম্ম ( যে কর্ম্ম ) প্রারভতে ( সম্পাদন করে ) এতে ( এই ) পঞ্চ ( পাঁচটি ) তস্য ( তাহার ) হেতবঃ ( হেতু ) ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ**—মানব কায়মনোবাক্যের দ্বারা ধর্ম্মযুক্ত বা অধর্ম্মযুক্ত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, এই পাঁচটি সেই কর্ম্মের কারণ ॥ ১৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনোদ্বারা যে কার্য্যই করিয়া থাকে, তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ-দ্বারা সাধ্য হয় ॥ ১৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—শরীরেতি। ন্যায্যং শাস্ত্রীয়ং, বিপরীতমশাস্ত্রীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'শরীরেতি'—ন্যায্য—শাস্ত্রীয়, বিপরীত—অশাস্ত্রীয় ॥ ১৫ ॥

**অনুভূষণ**—পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি কারণই মনুষ্যের যাবতীয় কর্ম্মের কারণ, তাহাই বলিতেছেন। মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যে যে ন্যায্য অর্থাৎ শাস্ত্রীয় এবং তদ্বিপরীত—অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে, পূর্ব্বোল্লিখিত অধিষ্ঠানাদি পাঁচটিই তাহার হেতু।

ন্যায়শাস্ত্র-প্রণেতা গৌতমও বলিয়াছেন,—

"প্রবৃত্তির্ব্বাগ্-বুদ্ধিশরীরারম্ভ।" অর্থাৎ বাক্য, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা প্রবৃত্তির আরম্ভ। এস্থলে বুদ্ধি বলিতে মনকেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"শরীরাদিভিঃ শব্দে শারীর, বাচিক এবং মানসিক ত্রিবিধ কর্ম্ম। সে সকলও দ্বিবিধ—'ন্যায্যং'—ধর্ম্ম্য, 'বিপরীতং'—অধর্ম্ম্য, সেই সকল কর্ম্মেরই এই পাঁচটি কারণ" ॥ ১৫ ॥

**তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।**
**পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥**

**অন্বয়**—এবং সতি (এইরূপ হইলে) অত্র (সেই সমস্ত কর্ম্মে) যঃ (যে ব্যক্তি) কেবলম্ তু (কেবলমাত্র) আত্মানম্ (জীবকে) কর্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) পশ্যতি (বিচার করে) অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃত বুদ্ধি-হেতু) সঃ (সেই) দুর্ম্মতিঃ (দুর্ম্মতি) ন পশ্যতি (সম্যক দেখিতে বা বুঝিতে পারে না) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ**—এইরূপ হইলে অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানে পাঁচটি হেতু হইলে, সে-স্থলে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ সেই দুর্ম্মতি প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে না ॥ ১৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এ-স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই 'কর্ত্তা' মনে করেন, তিনি—অকৃতবুদ্ধি, অতএব দুর্ম্মতি ; তিনি যাথার্থ্য দেখিতে পান না ॥ ১৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—ততঃ কিমত আহ,—তত্রেতি। এবং সতি জীবস্য কর্ত্তৃত্বে পরেশানুমতিপূর্ব্বকে তদ্দত্তদেহাদিসাপেক্ষে চ সতি, তত্র কর্ম্মণি কেবল-মেবাত্মানং জীবমেব যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি স দুর্ম্মতিরকৃতবুদ্ধিত্বাদলব্ধজ্ঞানত্বান্ন পশ্যতি যথান্ধঃ ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তাহাতে কি ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—'তত্রেতি'। এই রকম পরিস্থিতিতে জীবের কর্ত্তৃত্বের প্রতি পরমেশ্বরের অনুমতি পূর্ব্বকত্ব থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার প্রদত্ত সেই সেই দেহাদির অপেক্ষা থাকিতেও যদি, সেইকার্য্যে যে-জীব কেবল নিজেকেই-মাত্র কর্ত্তা মনে করিয়া

দেখে, সে দুর্ম্মতি অসংস্কৃত-বুদ্ধিহেতু ও অলব্ধজ্ঞান-হেতু অন্ধের ন্যায় কিছুই দেখে না ॥ ১৬ ॥

**অনুভূষণ**—অতঃপর কি ? তাহাই বলিতেছেন। সমুদয় কর্ম্মের এই পাঁচটি কারণ সত্বেও, পরমেশ্বরের অনুমতি বশতঃ জীবের দেহাদি-সাপেক্ষে কিছু কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও, সেই কর্ম্মে যদি জীব নিজ নিজ আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে সে বাস্তবিক দুর্ম্মতি, এবং অকৃতবুদ্ধিবশতঃ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া যথার্থ দর্শনে অসমর্থ ; যেমন অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তাহার পর কি ? সেই সমস্ত কর্ম্মে এই পাঁচটি হেতু থাকিলে কেবল, 'কেবলং'—বস্তুত অসঙ্গ আত্মাকে—জীবকে যে কর্ত্তা বলিয়া দর্শন করে, সে 'অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ'—সংস্কাররহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া 'দুর্ম্মতি'—দুর্বুদ্ধি মানব 'ন পশ্যতি'—দর্শন করে না, সে অজ্ঞান, অন্ধই বলিয়া কথিত হয়" ॥ ১৬ ॥

**যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।**
**হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥**

**অন্বয়**—যস্য ( যাঁহার ) অহংকৃতঃ ভাবঃ ( অহঙ্কার-প্রসূত মনোভাব ) ন ( নাই ) যস্য ( যাঁহার ) বুদ্ধিঃ' ( বুদ্ধি ) ন লিপ্যতে ( কর্ম্মে লিপ্ত হয় না ) সঃ ( তিনি ) ইমান্ লোকান্ ( এই সকল প্রাণীকে ) হত্বা অপি (বধ করিয়াও) ন হন্তি ( প্রকৃত বধ করেন না ) ন নিবধ্যতে ( অথবা কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না ) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ**—যাঁহার অহঙ্কৃতভাব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ নাই, এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মফলে আসক্ত হয় না, তিনি এই সকল প্রাণীকে হনন করিয়াও বস্তুতঃ হনন করেন না, এবং হনন-কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না ॥ ১৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে অর্জ্জুন ! তোমার যে যুদ্ধবিষয়ে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদিত ; উক্ত পাঁচটি কারণকে সকল-কর্ম্মের কারক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না

অতএব যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত-ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না এবং হনন-কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না॥ ১৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—কস্তর্হি চক্ষুষ্মান্ সুমতিস্তত্রাহ—যস্যেতি। যস্য পুরুষস্য মনোবৃত্তিলক্ষণো ভাবো নাহংকৃতঃ স্বকর্তৃত্বে পরেশায়ত্তেঽনুসন্ধিতে সতি কর্ম্মাণ্যহমেব করোমীত্যভিমানকৃতো ন ভবেৎ। যস্য চ বুদ্ধির্ন লিপ্যতে কর্ম্মফলস্পৃহয়া, স ইমাঁল্লোকান্ন কেবলং ভীষ্মাদীন্ হত্বাপি ন হন্তি; ন চ তেন সর্ব্বলোকহননেন কর্ম্মণা নিবধ্যতে লিপ্যতে॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তাহা হইলে কে চক্ষুষ্মান্ ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যস্যেতি', যেই পুরুষের মনোবৃত্তি অহঙ্কারের দ্বারা প্রণোদিত নহে অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্বকে পরমেশ্বরের অধীন করিয়া মনে করে; কার্য্যগুলি আমিই করিতেছি—এই জাতীয় অভিমান-কৃত না হয়। যাহার বুদ্ধি কর্ম্মফল-স্পৃহায় লিপ্ত হয় না, সে এই সমগ্র লোককে হত্যা করিয়া হন্তারক হয় না। শুধু ভীষ্মাদিকে হত্যা করিয়াও নহে (এইরূপ অভিমান শূন্য হয়)। (বিশেষ কি?) সর্ব্বলোক হনন-কার্য্যে লিপ্ত হয় না॥ ১৭ ॥

**অনুভূষণ**—যদি বলা যায় যে, কে তাহা হইলে চক্ষুষ্মান্ ও সুমতি? তদুত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তির মনোবৃত্তিতে অহঙ্কারলক্ষণ ভাব নাই, পরমেশ্বরের অধীনে নিজের কর্তৃত্ব কিছু দেখা গেলেও কর্ম্মসমূহ আমিই করি, এইরূপ অভিমান হয় না। কর্ম্মফলের স্পৃহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তিনি কেবল ভীষ্মাদি নহে, এই সমস্ত লোক হত্যা করিয়াও কাহাকেও হত্যা করেন না। অর্থাৎ সর্ব্বলোক হননরূপ কর্ম্মের দ্বারা তিনি আবদ্ধ বা লিপ্ত হন না।

পরমেশ্বরাধীন স্বকর্তৃত্ব জানিয়া যিনি কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান। কোন কর্ম্মফল তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তাহা হইলে কে সুবুদ্ধি, চক্ষুষ্মান্? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি 'অহংকৃতঃ'—অহঙ্কারের 'ভাবঃ'—স্বভাব—কর্তৃত্বে অভিনিবেশ যাঁহার

নাই অতএব 'যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে'—প্রিয় ও অপ্রিয় বুদ্ধিতে কর্ম্মসমূহে আসক্ত হয় না, তিনি কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন না, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? তিনি ভদ্র ও অভদ্র কর্ম্ম করিয়াও করেন না, তাই বলিতেছেন—'হত্বাপি' ইত্যাদি। 'স ইমান্'—লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি এই সকল লোককে হত্যা করিয়াও নিজ দৃষ্টিতে হত্যা করেন না, অভিসন্ধি-রহিত বলিয়া, এই ভাব। অতএব আবদ্ধ হন না, কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন না" ॥ ১৭ ॥

**জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।**
**করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥**

**অন্বয়**—জ্ঞানং ( জ্ঞান ) জ্ঞেয়ং ( জ্ঞেয় ) পরিজ্ঞাতা ( ও জ্ঞাতা ) [ ইতি—এই ] ত্রিবিধা ( ত্রিবিধ ) কর্ম্মচোদনা ( কর্ম্মের বিধি ) করণং ( করণ ) কর্ম্ম ( কর্ম্ম ) কর্ত্তা ( কর্ত্তা ) ইতি ( এই ) ত্রিবিধঃ ( তিন প্রকার ) কর্ম্মসংগ্রহঃ ( কর্ম্মাশ্রয় ) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ**—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই ত্রিবিধ—কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু ; করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—এই তিনটি কর্ম্মসংগ্রহ বা কর্ম্মের আশ্রয় ॥ ১৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'পরিজ্ঞাতা', এই তিনটি—কর্ম্মচোদনা ; এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটি—কর্ম্মসংগ্রহ। মানব-কর্ত্তৃক যে-কর্ম্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটি অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ। কর্ম্ম কৃত হইবার পূর্ব্বে যে বিধি অবলম্বিত হয়, তাহার নামই 'চোদনা' ; চোদনা-শব্দের অর্থ—'প্রেরণা'। প্রেরণাই কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ, অর্থাৎ কর্ম্মের স্থূল-সত্তা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে বৈজ্ঞানিক-সত্তা থাকে, তাহাই 'প্রেরণা'। ক্রিয়ার পূর্ব্ব-অবস্থায় তাহা 'কর্ম্ম-করণের জ্ঞান', 'কর্ম্মের স্বরূপগত জ্ঞেয়ত্ব' ও 'কর্ম্ম-কর্ত্তার পরিজ্ঞাতৃত্ব' এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রিয়াগত অবস্থার স্থূল-আকারে, কর্ম্মের করণত্ব, স্বরূপ ও কর্ত্তৃত্ব, এই তিনটি বিভাগ ॥ ১৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—জ্ঞানকাণ্ডবৎ কর্ম্মকাণ্ডেঽপি জ্ঞানাদিত্রয়মস্তি ; তচ্চ সনিষ্ঠেন কর্ম্মঠেন বোধ্যমিতি উপদিশতি,—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতে-ত্যেবংত্রিকযুক্তা কর্ম্মচোদনা জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মবিধিঃ ;—চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিন ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ। তত্ত্রিকং স্বয়মেব ব্যাখ্যাতি,—করণ-মিতি। যজ্‌জ্ঞানং, তৎ করণং—'জ্ঞায়তেঽনেন' ইতি নিরুক্তেঃ, করণকারক-

মিত্যর্থঃ ; যজ্জ্ঞেয়ং কর্ত্তব্যং জ্যোতিষ্টোমাদি, তৎ কর্ম্মকারকম্ ; যস্তু তস্য পরিতোঽনুষ্ঠানেন জ্ঞাতা, স কর্ত্তেতি কর্ত্তৃকারকম্। এবং কর্ম্মসংগ্রহো জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মবিধিস্ত্রিবিধঃ করণাদিকারকত্রয়সাধ্যশ্চোদনা-সংগ্রহশব্দয়োরৈক্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—জ্ঞানকাণ্ডের ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডেও জ্ঞানাদিত্রয় ( জ্ঞান-জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ) আছে। তাহা নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মঠ ব্যক্তির দ্বারাই জ্ঞাত হইয়া থাকে—ইহারই উপদেশ দেওয়া হইতেছে—'জ্ঞানমিতি'। জ্ঞান-জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটিই কর্ম্ম-চোদনা অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি প্রত্যেক কর্ম্মবিধি। চোদনা, উপদেশ ও বিধি ইহারা সমপর্য্যায় একটি বাচক—ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। সেই তিনটিকে ভগবান্ নিজেই ব্যাখ্যা করিতেছেন—'করণমিতি'। যাহা জ্ঞান, তাহা করণ, যেহেতু জানা যায় ইহার দ্বারা এই নিরুক্তিবশতঃ করণ-কারকই জ্ঞান শব্দের অর্থ। যেই জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই জ্ঞেয়, তাহা কর্ম্মকারক কিন্তু যিনি সেই কর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞাতা—সেই কর্ত্তা—ইহা কর্ত্তৃকারক। এইপ্রকারে কর্ম্মসংগ্রহ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মবিধি ত্রিবিধ। করণাদি কারকত্রয়সাধ্য। চোদনা ও সংগ্রহ শব্দ দুইটির অর্থ এক ॥ ১৮ ॥

**অনুভূষণ**—জ্ঞানকাণ্ডের ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডেও জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা তিনটি বিষয় আছে। তাহা সনিষ্ঠ কর্ম্মাধিকারীর বোধ্য, ইহাই উপদেশ করিতেছেন। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এইরূপ ত্রিবিধ কর্ম্মপ্রেরণা অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম-বিধি। চোদনা অর্থাৎ প্রেরণা ও উপদেশ এবং বিধি এই তিনটিই একার্থ বাচক। সেই তিনটিই স্বয়ং শ্রীভগবান্ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাহা জ্ঞান, তাহাই করণ অর্থাৎ যাহা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় এই নিরুক্তি হইতে করণ-কারক। যাহা জ্ঞেয় তাহাই কর্ত্তব্য অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি, তাহা কর্ম্ম-কারক। আর যিনি কিন্তু অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, তিনি পরিজ্ঞাতা। তিনি কর্ত্তা অর্থাৎ কর্ত্তৃকারক। এই প্রকারে কর্ম্মসংগ্রহ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম-বিধি ত্রিবিধ। করণাদি কারকত্রয়ের দ্বারা সাধ্য, চোদনা ও সংগ্রহ শব্দের একই অর্থ।

আত্মা নির্গুণ বস্তু, আর কর্ম্মের প্রেরণা, কর্ম্মের আশ্রয় ও কর্ম্মের ফলাদি সকলই ত্রিগুণময় সুতরাং আত্মার সহিত স্বরূপতঃ উহাদের

কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তগণই শুদ্ধ আত্মতত্ত্ববিৎ; তাঁহারা কৃষ্ণেচ্ছায় সমুদায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন বলিয়া, উহা কর্ম্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত না হইয়া ভক্তি-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন; কাজেই কর্ম্মসম্বন্ধরহিতের কর্ম্ম-ফলের বন্ধন হইতে পারে না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"অতএব শ্রীভগবানের মতে, জ্ঞানিগণের পক্ষে সাত্ত্বিক ত্যাগই সন্ন্যাস, আর ভক্তগণের পক্ষে স্বরূপতঃ কর্ম্মযোগের ত্যাগ বলিয়া জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ( ১১।১১।৩২ ) ভগবান্ বলিয়াছেন,—'আমাকর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের গুন-দোষ সম্যক্-রূপে বিচার করিয়া যে ব্যক্তি আমার ভজনা করেন, হে উদ্ধব, তিনি সত্তম'। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—'মৎকর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্মও সম্যক্ ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সত্তম। যদি প্রশ্ন হয় যে, অজ্ঞানবশতঃ না নাস্তিক্যহেতু? উত্তরে বলিতেছেন—না, ধর্ম্মাচরণ-বিষয়ে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণসমূহ এবং বিপক্ষে দোষসমূহ অর্থাৎ প্রত্যবায়-সমূহ অবগত হইয়াও তাহা আমার ধ্যানের বিক্ষেপক জানিয়া মদীয় ভক্তি-দ্বারাই সকলই সিদ্ধ হইবে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া।' এস্থলে ধর্ম্ম অর্থাৎ 'ধর্ম্মফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া' এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে না, কেননা, ধর্ম্মফলত্যাগে কোনই প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না—এইরূপ অবধারণ করিতে হইবে। ভগবদ্বাক্য এবং তদ্ব্যাখ্যাতৃগণের এইরূপ অভিপ্রায়। যেহেতু জ্ঞান নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে, নিষ্কাম-কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির তারতম্য ঘটিয়া থাকে এবং চিত্তশুদ্ধির তারতম্যানুসারেই জ্ঞানোদয়েরও তারতম্য উপস্থিত হয়। ইহার অন্যথা নাই। অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয়ের জন্য সন্ন্যাসিগণেরও নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধন একান্ত কর্ত্তব্য। কর্ম্মদ্বারা সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হইলে তাঁহাদিগের আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—গীঃ—৬।৩, ৩।১৭, 'জ্ঞানযোগ প্রাপ্তকাম মুনির কর্ম্ম জ্ঞানলাভের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনিই আবার জ্ঞানযোগারূঢ় হইলে তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ জ্ঞান পরিপাকের কারণ বলিয়া কথিত আছে'। এবং 'যিনি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে না।'

কিন্তু ভক্তি পরমা স্বতন্ত্রা মহাপ্রবলা ; তাহা চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। যেরূপ কথিত হইয়াছে—ভাঃ—১০।৩৩।৩৯ 'যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত বিষ্ণুর লীলা শ্রবণ করেন' ইত্যাদি স্থলে 'ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কামকে অচিরেই দূরীভূত করেন।' এস্থলে আত্মপ্রত্যয় সহিত অর্থাৎ জ্ঞানতঃ কামাদি হৃদ্‌রোগযুক্ত হইলে অথবা অধিকারিগণের হৃদয়ে প্রথমে পরমা ভক্তি প্রবেশ করেন, পরে তথায় অবস্থিত কামাদির নাশ হয়। এবং ভাঃ—২।৮।৫ 'কৃষ্ণ ভক্তগণের কর্ণবিবরদ্বারে (অর্থাৎ শ্রবণপথে হৃদয়ে) ভাবপদ্মস্বরূপ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সমস্তমল দূর করেন, যেমন শরৎকাল সলিলের ক্লেদ দূর করে।' অতএব ভক্তি-দ্বারাই যদি এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা হইলে ভক্তগণ কেন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন? এখন আলোচ্য শ্লোকের অনুসরণ করিতেছেন—আরও দেহাদির অতিরিক্ত আত্মজ্ঞানই যে জ্ঞান কেবল তাহা নহে, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বও জ্ঞেয় অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হইবে। তাদৃশ জ্ঞানকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন তিনিই জ্ঞানী। কিন্তু এই তিনটিতে কর্ম্মসম্বন্ধ বর্ত্তমান, সন্ন্যাসিগণের তাহাও জানা কর্ত্তব্য তাই বলিলেন—'জ্ঞানম্' ইত্যাদি। এস্থলে 'চোদনা' শব্দের অর্থ বিধি। ভট্ট বলিয়াছেন—'চোদনা, উপদেশ ও বিধি শব্দগুলি একার্থবাচক।' নিজের শ্লোকের অর্দ্ধাংশ নিজেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'করণং' ইত্যাদি। যাহা জ্ঞান তাহা করণ-কারক। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহা জ্ঞান এই ব্যুৎপত্তি হইতে। যাহা 'জ্ঞেয়ং'—জীবাত্মতত্ত্ব, তাহাই কর্ম্ম-কারক ; যিনি তাহার পরিজ্ঞাতা, তিনি 'কর্ত্তা'—এই তিন প্রকার। 'করণ', 'কর্ম্ম' ও 'কর্ত্তা' এই তিন প্রকার কারক, 'কর্ম্মসংগ্রহঃ'—কর্ম্মণা—নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহা 'কর্ম্মচোদনা'-পদের ব্যাখ্যা। 'জ্ঞানত্ব', 'জ্ঞেয়ত্ব' ও 'জ্ঞাতৃত্ব' এই তিনটি নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানমূলক, এই ভাব" ॥ ১৮ ॥

**জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।**
**প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥**

**অন্বয়**—গুণসংখ্যানে (গুণ-নিরূপক শাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কর্ম্ম চ (কর্ম্ম) কর্ত্তা চ (ও কর্ত্তা) গুণভেদতঃ (সাত্ত্বিকাদি গুণভেদবশতঃ)

ত্রিধা এব ( তিন প্রকারই ) প্রোচ্যতে ( কথিত হয় ) তানি অপি ( সেই সমস্তও ) যথাবৎ ( যথাযথরূপে ) শৃণু ( শ্রবণ কর ) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ**—গুণ-নিরূপক সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—ইহারা গুণভেদহেতু তিন প্রকারই কথিত হইয়াছে। সেই সমস্তও যথাযথরূপে শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-ভেদে এবম্ভূত জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিবিধত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—জ্ঞানমিতি। গুণসংখ্যানে গুণনিরূপকে শাস্ত্রে চতুর্দ্দশে 'তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ' ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকতা-প্রকারঃ; সপ্তদশে 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' ইত্যাদিনা গুণকৃতস্বভাবভেদশ্চোক্তঃ। ইহ তু গুণসংজ্ঞানাং জ্ঞানাদীনাং ত্রৈবিধ্যমুচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'জ্ঞানমিতি', গুণব্যাখ্যায় অর্থাৎ গুণনিরূপক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে 'তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ' ইত্যাদির দ্বারা গুণ সমূহের বন্ধকতার প্রকারভেদ; সপ্তদশাধ্যায়ে—'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্', ইত্যাদির দ্বারা গুণকৃত স্বভাবভেদ উক্ত হইয়াছে, এখানে কিন্তু গুণসংজ্ঞক জ্ঞানাদির ত্রৈবিধ্য বলা হইতেছে—ইহাই জানিবে ॥ ১৯ ॥

**অনুভূষণ**—গুণ-নিরূপক সাংখ্য-শাস্ত্রে বর্ণিত বিষয় শ্রীগীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "সত্ত্বগুণ নির্ম্মল ইত্যাদি দ্বারা গুণসমূহের বন্ধকতার প্রকার বলা হইয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে "সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণকে যজনা করেন", ইত্যাদি দ্বারা গুণকৃত স্বভাব-ভেদ কথিত হইয়াছে। এখানে কিন্তু গুণ সংজ্ঞাযুক্ত জ্ঞানাদির ত্রিবিধত্ব কথিত হইতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

**সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।**
**অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥**

**অন্বয়**—যেন ( যে জ্ঞান-দ্বারা ) বিভক্তেষু ( পরস্পর ভিন্ন ) সর্ব্বভূতেষু ( সর্ব্বভূতে ) একং ( এক ) ভাবং ( জীবাত্মাকে ) অবিভক্তং ( একরূপ ) অব্যয়ম্ ( অব্যয় ) ঈক্ষতে ( দর্শন করা যায় ) তৎ জ্ঞানং ( সেই জ্ঞানকে ) সাত্ত্বিকম্ ( সাত্ত্বিক ) বিদ্ধি ( জানিবে ) ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ**—যে জ্ঞান-দ্বারা পরস্পর ভিন্ন, মনুষ্য-দেব-তির্য্যগাদি শরীরে নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে বর্ত্তমান এক জীবাত্মাকে অখণ্ড ও অব্যয়রূপে অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ উপলব্ধি করা যায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফল-ভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ; নশ্বরবস্তু-মধ্যে থাকিয়াও তিনি অনশ্বর এবং অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ। এইরূপ জ্ঞানকেই 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলা যায় ॥ ২০ ॥

**শ্রীবলদেব**—সাত্ত্বিকজ্ঞানমাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতেষু দেবমানবাদিষু দেহেষু নানাকর্ম্মফলভোগাৎ ক্রমেণ বর্ত্তমানভাবং জীবাত্মানং যেনৈকং বীক্ষ্যতে। অব্যয়ং নশ্বরেষু তেম্বনশ্বরং, বিভক্তেষু মিথোভিন্নেষু তেম্ববিভক্তমেকরূপঞ্চ যেন তং বীক্ষ্যতে, তজ্‌জ্ঞানং সাত্ত্বিকমৌপনিষদবিবিক্তাত্মজ্ঞানং তদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সাত্ত্বিকজ্ঞানের স্বরূপ বলা হইতেছে—'সর্ব্বেতি'। দেবতা ও মানবাদি সমস্ত প্রাণীর দেহেতে নানাবিধ কর্ম্মফলের ভোগের পর ক্রমে ক্রমে জীব যে বর্ত্তমানভাবে অবস্থিত, সেই জীবাত্মাকে যাহার দ্বারা এক-রূপেই যিনি দেখেন। অব্যয়—সেই নশ্বরদেহেও যিনি তাহাকে অবিনশ্বর দেখেন। প্রাণিগণ পরস্পর ভিন্ন হইলেও যিনি সেই দেহ সমুদয়ে (জীবাত্মাকে) এক ও অবিভক্তরূপে দেখিয়া থাকেন—সেই জ্ঞানকে ঔপনিষদ-জ্ঞান, বিবিক্ত আত্মজ্ঞান এবং সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হয় ॥ ২০ ॥

**অনুভূষণ**—সাত্ত্বিকজ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন, সর্ব্বভূতে অর্থাৎ দেব-মানবাদি নানাবিধ দেহে বিবিধ কর্ম্মফল ভোগক্রমে বর্ত্তমান জীবাত্মাকে যিনি একভাবে অব্যয়রূপে দেখেন, অর্থাৎ নশ্বর সেই দেহসমূহের মধ্যে আত্মাকে অনশ্বর দেখেন, পরস্পর বিভক্ত দেহ সমূহের মধ্যে অবিভক্ত একরূপ আত্মাকে যিনি দেখেন, তাঁহার সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক। উহা উপনিষদোক্ত শুদ্ধ আত্মজ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং" (১১।২৫।২৪) অর্থাৎ দেহাদিব্যতিরিক্ত কেবল আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানই সাত্ত্বিক। কর্ম্মফলে দেহাদি পৃথক্ হইলেও সকলের আত্মা একজাতীয় বস্তু—ইহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"সাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা বলিতেছেন—'সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি 'একং ভাবং'—একই জীবাত্মা নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যদেবতাতির্য্যগাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। 'অব্যয়ম্'—তিনি নশ্বর বস্তুর মধ্যে থাকিয়া অনশ্বর। 'বিভক্তেষু'—পরস্পর বিভিন্ন তত্ত্বসমূহেও 'অবিভক্তম্'—একরূপ, 'যেন'—যে কর্ম্মসম্বন্ধী জ্ঞানের দ্বারা 'ঈক্ষতে'—দর্শন করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান" ॥ ২০ ॥

**পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।**
**বেত্তি সর্ব্বেষু ভুতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥**

**অন্বয়**—পৃথক্ত্বেন তু ( কিন্তু পৃথক্‌রূপে ) যৎ জ্ঞানং ( যে জ্ঞান ) সর্ব্বেষু ভূতেষু ( সর্ব্বভূতে ) পৃথগ্বিধান্ ( পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় ) নানাভাবান্ ( নানা অভিপ্রায় যুক্ত ) বেত্তি ( বোধ করে ) তৎ জ্ঞানং ( সেই জ্ঞানকে ) রাজসম্ ( রাজসিক ) বিদ্ধি ( জানিবে )॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**—কিন্তু দেবমনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জীবসম্বন্ধীয় যে-জ্ঞান, তদ্দ্বারা সেই জীবকে পৃথক্‌জাতীয় ও নানা অভিপ্রায় যুক্ত উপলব্ধি করা যায়, সেই জ্ঞানকে রাজসিক বলিয়া জানিবে ॥ ২১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সর্ব্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্য-তির্য্যগাদি-যোনিতে যে-সকল জীব আছেন, তাঁহারাই পৃথগ্‌জাতীয় জীব ; তাঁহাদের স্বরূপভাব—পৃথগ্বিধ। ঐরূপ জ্ঞানই 'রাজসিক' ॥ ২১ ॥

**শ্রীবলদেব**—রাজসজ্ঞানমাহ,—পৃথক্ত্বেনেতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু দেব-মনুষ্যাদিদেহেষু জীবাত্মনঃ পৃথক্ত্বেন যজ্জ্ঞানং দেহবিনাশ এবাত্মবিনাশ ইতি যজ্জ্ঞানমিত্যর্থঃ ; যেন চ নানাবিধান্ ভাবানভিপ্রায়ান্ বেত্তি ; দেহ এবাত্মেতি, দেহাদন্যো দেহপরিমাণ আত্মেতি, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মেতি, নিত্য-বিজ্ঞানমাত্রবিভুরাত্মেতি, দেহাদন্যো নববিশেষগুণাশ্রয়োঽজড়ো বিভুরাত্মেত্যেবং লৌকায়তিক-জৈন-বৌদ্ধ-মায়িতার্কিকাদিবাদান্ যেন জানাতি, তদ্রাজসং জ্ঞানম্ ॥ ২১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—রাজসিক জ্ঞানের বিষয় বলা হইতেছে—'পৃথক্ত্বেনেতি'।

দেবতা ও মনুষ্যাদি সমস্ত পাঞ্চভৌতিক প্রাণীর দেহে জীবাত্মাকে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান করা অর্থাৎ দেহের বিনাশে এই আত্মারও বিনাশ হয়—এই জাতীয় যেই জ্ঞান। যেই জ্ঞানের দ্বারা নানাবিধ ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায়কে জানা যায়। দেহই আত্মা, দেহভিন্ন দেহপরিমাণ আত্মা। ক্ষণিকবিজ্ঞানই আত্মা ( ক্ষণে ক্ষণে দেহের মত আত্মারও বিনাশ, তদ্রূপ জ্ঞান )। নিত্য ও বিজ্ঞানমাত্র-বিভু আত্মা। দেহ হইতে পৃথক নবসংখ্যক বিশেষ গুণাশ্রয়, জড় নহে, বিভু আত্মা ; এই প্রকার লোকায়তিক ( নাস্তিক ) জৈন-বৌদ্ধ-মায়ী-তার্কিকাদি বাদগুলিকে যেই জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়, তাহাকে রাজসিক জ্ঞান বলা হয় ॥ ২১ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে রাজস-জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। দেব-মনুষ্যাদি ভৌতিক দেহসমূহে যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান আছে, তাহা পরস্পর পৃথক্ এবং দেহ-বিনাশের সঙ্গে আত্মারও বিনাশ হয়—এইরূপ যে জ্ঞান তাহাই রাজস। এই রাজস জ্ঞানের দ্বারা নানারূপ ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় জানা যায়। লোকায়তিকগণ বলেন—'দেহই আত্মা'। জৈনগণ বলেন—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন কিন্তু দেহ-পরিমিত। বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন—আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ। মায়িগণ বলেন—'নিত্য বিজ্ঞানরূপ বিভুই আত্মা'। তার্কিকগণ বলেন—আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র নয়টি বিশেষ গুণের আশ্রয় ও অজড়। ইত্যাদি আত্মা-সম্পর্কীয় ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই রাজস জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ"—( ভাঃ ১১।২৫।২৪ ) অর্থাৎ দেহাদি বিষয়ক বিকল্প জ্ঞান রাজস।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—

"রাজস জ্ঞান বলিতেছেন—সর্ব্বভূতে জীবাত্মা পৃথক্ বলিয়া যে জ্ঞান, দেহ নাশে আত্মার নাশ, ইহা অসুরগণের মত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা। আর শাস্ত্রকারণ হইতে 'পৃথগ্বিধান্ নানাভাবান্' নানা অভিপ্রায়। আত্মা সুখ ও দুঃখের আশ্রয়, সুখ দুঃখাদি আশ্রয়শূন্য, জড়, চেতন, ব্যাপক, অণুস্বরূপ, অনেক—ইত্যাদি কল্পসমূহকে যদ্দ্বারা এক প্রভৃতি বলিয়া জানা হয়, তাহা রাজস" ॥ ২১ ॥

**যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।**
**অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥**

**অন্বয়**—যৎ তু ( আর যে জ্ঞান ) একস্মিন্ কার্য্যে ( কোন এক স্নান-ভোজনাদি অখণ্ড ব্যাপারে ) কৃৎস্নবৎ ( পরিপূর্ণের ন্যায় ) সক্তম্ ( আসক্ত ) অহৈতুকম্ ( ঔৎপত্তিক ) অতত্ত্বার্থবৎ ( তত্ত্বার্থরহিত ) অল্পং চ ( এবং পশ্বাদির ন্যায় ক্ষুদ্র বা হেয় ) তৎ ( তাহা ) তামসম্ ( তামস বলিয়া ) উদাহৃতম্ ( কথিত হয় ) ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ**—আর যে-জ্ঞান কোন এক স্নানভোজনাদি দৈহিক খণ্ডকার্য্যে পরিপূর্ণের ন্যায় অভিনিবিষ্ট, শাস্ত্রাদি-রহিত ঔৎপত্তিক, তত্ত্বার্থরহিত এবং পশ্বাদির ন্যায় ক্ষুদ্র বা হেয়, তাহা তামসিক জ্ঞান বলিয়া কথিত হয় ॥ ২২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যিনি স্নান-ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান অল্প ও তামস ; যেহেতু সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ ঔৎপত্তিক বলিয়া প্রতিভাত হয় ; তাহাতে তত্ত্বরূপ কোন অর্থ-লাভ হয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎপদার্থ-জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলে ; নানাবাদপ্রতিপাদক ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানই 'রাজস' জ্ঞান, এবং স্নানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানই 'তামস' জ্ঞান ॥ ২২ ॥

**শ্রীবলদেব**—তামসং জ্ঞানমাহ,—যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানমহৈতুকং স্বাভাবিকং, ন তু শাস্ত্রাদ্ধেতোর্জ্জাতম্ ; অতএবৈকস্মিন্ লৌকিকে স্নান-ভোজন-যোষিৎপ্রসঙ্গাদৌ কার্য্যে, ন তু বৈদিকে যাগদানাদৌ সক্তং কৃৎস্নবৎ পূর্ণং নাতোঽধিকমস্তীত্যর্থঃ। অতএবাতত্ত্বার্থবদ্যত্র তত্ত্বরূপোঽর্থো নাস্তি ; অল্পং পশ্বাদিসাধারণ্যাত্তুচ্ছং তল্লৌকিক-স্নান-ভোজনাদিজ্ঞানং তামসম্ ॥ ২২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তামসিক জ্ঞানের বিষয় বলা হইতেছে—'যত্ত্বিতি'। যেই জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ স্বাভাবিক, কিন্তু কোন শাস্ত্র হইতে লব্ধ নহে, অতএব একমাত্র স্নান-ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি লৌকিক কার্য্যে আসক্ত। কিন্তু বৈদিক যাগ ও দানাদিতে আসক্ত নহে ; অবলম্বিত কার্য্যই পূর্ণ, যেই হেতু ইহার চেয়ে অধিক ( সুখপ্রদ কিছুই ) নাই। অতএব অতত্ত্বার্থ জ্ঞানের মত, যেখানে তত্ত্বরূপ পদার্থ নাই। যে জ্ঞান পশু প্রভৃতিতে সাধারণহেতু তুচ্ছ,

এতাদৃশ লৌকিক স্নান ও ভোজনাদি জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলা হয় ॥ ২২ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে তামস জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। যে জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ স্বাভাবিক ; যাহা কিন্তু শাস্ত্রাদি-জনিত নহে। অতএব একমাত্র লৌকিক ব্যাপারে অর্থাৎ স্নান, ভোজন, যোষিৎ-সঙ্গাদি কার্য্যে পূর্ণ-ভাবে মনুষ্য আসক্ত হয়, যেহেতু তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞদানাদিতে সেরূপ আসক্তও হয় না বা আনন্দও পায় না। অতএব তাহাদের অবলম্বিত কার্য্য তত্ত্বার্থ বিহীন অর্থাৎ যাহাতে তত্ত্বরূপ কোন অর্থ নাই। তাদৃশ কার্য্য অল্প অর্থাৎ পশ্বাদির সহিত সমান বলিয়া তুচ্ছ। যেমন পাওয়া যায়,—'আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভি-র্নরাণাম'। অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারিটি প্রবৃত্তি পশু ও মানবে সাধারণভাবেই থাকে। এই জাতীয় লৌকিক স্নান-ভোজনাদি জ্ঞানকেই তামস জ্ঞান বলা হয়।

ব্যবহারিক জ্ঞানই তামস, শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং' (১১।২৫।২৪) অর্থাৎ বাল-মূকাদির জ্ঞান তুল্য প্রাকৃত জ্ঞান তামস।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"তামস জ্ঞান বলিতেছেন—'যত্তু'—জ্ঞান, 'অহৈতুকম্'—ঔৎপত্তিকই অতএব 'একস্মিন্'—একই লৌকিক কার্য্যে—স্নান, ভোজন, পান, স্ত্রীসম্ভোগ এবং তাহার সাধন কর্ম্মে আসক্ত, কিন্তু বৈদিক কর্ম্ম যজ্ঞদানাদিতে নহে। অতএব 'অতত্ত্বার্থবৎ'—যে-স্থলে কোন প্রকার তত্ত্বরূপ অর্থ নাই। 'অল্পং'—পশুদিগের ন্যায় যাহা ক্ষুদ্র, তাহা তামস জ্ঞান। সংক্ষেপে—দেহাদি-অতিরিক্ত বলিয়া তৎ-পদার্থের জ্ঞান সাত্ত্বিক ; নানাপ্রকার বাদ-প্রতিপাদক ন্যায়াদি শাস্ত্রের জ্ঞান রাজস, স্নানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞান তামস" ॥ ২২ ॥

**নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।**
**অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥**

**অন্বয়**—যৎ কর্ম্ম ( যে কর্ম্ম ) নিয়তং ( নিত্য ) অফলপ্রেপ্সুনা ( ফল-কামনা শূন্য জনকর্ত্তৃক ) সঙ্গরহিতম্ ( আসক্তি শূন্য হইয়া ) অরাগদ্বেষতঃ ( রাগ

ও দ্বেষ রহিতভাবে ) কৃতম্ ( কৃত হয় ) তৎ ( তাহা ) সাত্ত্বিকং ( সাত্ত্বিক বলিয়া ) উচ্যতে ( কথিত হয় ) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ**—যে নিত্যকর্ম্ম ফলকামনাশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক আসক্তি রহিত ভাবে ও রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 'সাত্ত্বিক' কর্ম্ম বলিয়া কথিত ॥ ২৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—রাগদ্বেষরহিত, সঙ্গশূন্য, নিষ্কাম নিত্য-কর্ম্মই 'সাত্ত্বিক' কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ কর্ম্মত্রৈবিধ্যমাহ,—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং স্ববর্ণাশ্রমবিহিতম্, সঙ্গরহিতং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশবর্জ্জিতম্, অরাগদ্বেষতঃ কৃতং কীর্ত্তৌ রাগাদকীর্ত্তৌ দ্বেষাচ্চ যন্ন কৃতং, কিন্ত্বীশ্বরার্চ্চনতয়ৈবাফলপ্রেপ্সুনা ফলেচ্ছাশূন্যেন যৎ কর্ম্ম কৃতং, তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তারপর কর্ম্ম তিনপ্রকার বলা হইতেছে—'নিয়তমিত্যাদি' তিনটি শ্লোকদ্বারা। নিয়ত—নিজ নিজ বর্ণাশ্রমবিহিত। সঙ্গরহিত—কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান শূন্য। রাগদ্বেষে কৃত নহে—অর্থাৎ কীর্ত্তিতে অনুরাগ বা আসক্তি এবং অকীর্ত্তিতে দ্বেষ বা ঘৃণা করিয়া যাহা করা হয় না কিন্তু ঈশ্বরের অর্চ্চনা বুদ্ধিতে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া যেই কর্ম্ম করা হয়—তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা হয় ॥ ২৩ ॥

**অনুভূষণ**—ত্রিবিধ জ্ঞানের কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ ত্রিবিধ কর্ম্মের কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই সাত্ত্বিক কর্ম্মের কথা বলিতেছেন। যে কর্ম্ম—নিয়ত অর্থাৎ স্ববর্ণাশ্রমবিহিত। যাহা সঙ্গরহিত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশবর্জ্জিত। রাগ ও দ্বেষ রহিতভাবে কৃত কার্য্য। কীর্ত্তিযুক্ত কার্য্য অনুরাগবশতঃ এবং অকীর্ত্তিস্থলে দ্বেষবশতঃ যাহা করা হয় না। কিন্তু শ্রীভগবানের অর্চ্চন-উদ্দেশ্যে ফলেচ্ছাশূন্য হইয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ" ( ভাঃ ১১।২৫।২৩ ) অর্থাৎ আমাতে অর্পিত, নিষ্কাম নিত্যকর্ম্মই সাত্ত্বিক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলিয়া তিন প্রকার কর্ম্মের কথা বলিতেছেন—'নিয়তং'—নিত্য বলিয়া শাস্ত্রবিহিত, 'সঙ্গরহিতম্'—অভিনিবেশ শূন্য অতএব

'অরাগদ্বেষতঃ'—রাগ ও দ্বেষ শূন্য হইয়া করা হয়, 'অফলপ্রেপ্সুনা'—কর্ত্তা ফলের আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া যে কর্ম্ম করে, তাহা সাত্ত্বিক" ॥ ২৩ ॥

**যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।**
**ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥**

**অন্বয়**—পুনঃ ( পুনরায় ) কামেপ্সুনা (ফলাভিলাষী) বা সাহঙ্কারেণ ( অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক ) বহুলায়াসং ( বহুক্লেশকর ) যৎ তু কর্ম্ম ( যে কর্ম্ম ) ক্রিয়তে ( কৃত হয় ) তৎ ( তাহা) রাজসম্ ( রাজস বলিয়া ) উদাহৃতম্ ( উক্ত হয় ) ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ—ফলকামী বা অহঙ্কারী ব্যক্তিকর্ত্তৃক বহুক্লেশকর যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 'রাজস' কর্ম্ম বলিয়া কথিত ॥ ২৪ ॥**

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের সহিত অতিশয় আয়াস-সিদ্ধ কর্ম্মই 'রাজস' কর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—যৎ কামেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষিণা সাহঙ্কারেণ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশিনা জনেন বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং কর্ম্ম ক্রিয়তে, তদ্রাজসম্ ॥ ২৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যাহা ফলের কামনা করিয়া অহঙ্কারের সহিত কর্ত্তৃত্বাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া বহু প্রয়াসসাধ্য অতিশয় ক্লেশকর কর্ম্ম করা হয়—তাহাকে রাজসিক কর্ম্ম বলা হয় ॥ ২৪ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে রাজস কর্ম্মের কথা বলিতেছেন। ফলাকাঙ্ক্ষাসহকারে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের দ্বারা চালিত হইয়া অতিশয় ক্লেশযুক্ত যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই রাজসকর্ম্ম। সাত্ত্বিক কর্ম্মের সহিত রাজসকর্ম্মের পার্থক্য 'তু' শব্দের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 'অফলপ্রেপ্সু' এবং 'কামেপ্সু' দুইটি শব্দের দ্বারাও পরস্পরের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই, "রাজসং ফলসঙ্কল্পম্" ভাঃ ১১।২৫।২৩ অর্থাৎ ফল সঙ্কল্পযুক্ত কর্ম্মই রাজস।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'কামেপ্সুনা'—অল্প অহঙ্কার যুক্ত, এই অর্থ; 'সাহঙ্কারেণ'—অতি-অহঙ্কারের সহিত, এই অর্থ" ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

**অন্বয়**—অনুবন্ধং ( ভাবী ক্লেশ ) ক্ষয়ং ( ধর্ম্মজ্ঞানাদি-অপচয় ) হিংসাম্ ( আত্মনাশ বা পরপীড়ন ) পৌরুষম্ চ ( ও নিজশক্তি ) অনপেক্ষ্য (পর্য্যালোচনা না করিয়া ) যৎ কর্ম্ম ( যে কর্ম্ম ) মোহাৎ ( অজ্ঞানবশতঃ ) আরভ্যতে ( আরম্ভ করা হয় ) তৎ ( তাহা ) তামসম্ ( তামস বলিয়া ) উচ্যতে ( কথিত হয় ) ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ**—ভাবী বন্ধনাদি পরিণাম, ধর্ম্মজ্ঞানাদির ক্ষয়, আত্মনাশ বা পরপীড়ন, এবং নিজ-সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া, কেবল অজ্ঞানবশতঃ যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'তামস' কর্ম্ম বলা হয় ॥ ২৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ভাবী ক্লেশ, ধর্ম্মজ্ঞানাদির অপচয় ও পরপীড়ন, এই সমুদায় আলোচনা না করিয়া মোহ-বশতঃ কেবল ব্যবহারিক পৌরুষকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কর্ম্মকে 'তামস' কর্ম্ম বলা যায় ॥ ২৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—অনু কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং বন্ধং রাজদূতযমদূতকৃতম্, ক্ষয়ং ধর্ম্মাদিবিনাশম্, হিংসাং প্রাণিপীড়াম্, পৌরুষং সবলঞ্চানবেক্ষ্য যৎ কর্ম্ম মোহাদারভ্যতে, তত্তামসম্ ॥ ২৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনু—অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের পর রাজদূত বা যমদূত কর্ত্তৃক বন্ধন, ক্ষয়—যাহা দ্বারা ধর্ম্মাদিপুণ্যের বিনাশ, হিংসা—প্রাণিগণের পীড়া দান। পৌরুষ—বলবান্‌কে অপেক্ষা না করিয়া যেই কর্ম্ম মোহবশতঃ আরম্ভ করা হয়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলা হয় ॥ ২৫ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে তামস কর্ম্মের কথা বলিতেছেন। যে কর্ম্মে—কর্ম্মানুষ্ঠানের পর রাজদূত বা যমদূত কৃত বন্ধন; ক্ষয় অর্থাৎ ধর্ম্মাদি জনিত পুণ্যের বিনাশ, হিংসা অর্থে প্রাণীপীড়া, এবং পৌরুষ অর্থাৎ শক্তি-সামর্থ্য প্রভৃতির বিচার না করিয়া, কেবল মোহবশতঃই আরম্ভ করা হয়, তাহাই তামস।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই, "হিংসা-প্রায়াদি তামসম্" ( ভাঃ ১১।২৫।২৩ ) অর্থাৎ হিংসা বা দম্ভমাৎসর্য্যাদিমূলে কৃত কর্ম্ম তামস।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'অনুবন্ধং'—'অনু'—কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের পর আগত ভবিষ্যতে 'বন্ধ'—রাজ-দস্যু ও যমদূতাদির দ্বারা বন্ধন, 'ক্ষয়ং'—ধর্ম্মজ্ঞানাদির অপচয়, 'হিংসা'—নিজের নাশ, 'অনপেক্ষ্য'—আলোচনা না করিয়া, 'পৌরুষং'—ব্যবহারিক পুরুষ মাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম 'মোহাৎ'—অজ্ঞানবশতঃ যাহা আরম্ভ করে, তাহা তামস" ॥ ২৫ ॥

**মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।**
**সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥**

**অন্বয়**—মুক্তসঙ্গঃ ( আসক্তিশূন্য ) অনহংবাদী ( অহঙ্কার-শূন্য ) ধৃত্যুৎ-সাহসমন্বিতঃ ( ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন ) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ ( কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে ) নির্ব্বিকারঃ ( সুখ-দুঃখ রহিত ) কর্ত্তা ( কর্ত্তা ) সাত্ত্বিকঃ ( সাত্ত্বিক বলিয়া ) উচ্যতে ( উক্ত হয় ) ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ**—ফলাভিসন্ধিরহিত, অহঙ্কারশূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহসমন্বিত, ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ত্তাই সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—মুক্তসঙ্গ, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার,—এরূপ কর্ত্তাই 'সাত্ত্বিক' ॥ ২৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যমাহ,—মুক্তেতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গঃ কর্ত্তৃত্বা-ভিনিবেশফলেচ্ছাশূন্যঃ ; অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিশূন্যঃ, ধৃতিরারব্ধকর্ম্মপূর্ত্তিপর্য্যন্তা-বর্জ্জনীয়দুঃখসহিষ্ণুতা, উৎসাহস্তদনুষ্ঠানোদ্যতচিত্ততা তাভ্যাং সমন্বিতঃ ; আনু-ষঙ্গিকস্য ফলস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারঃ—সুখেন দুঃখেন চ রহিতঃ ; ঈদৃশঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ ॥ ২৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তারপর—ত্রিবিধকর্ত্তাসম্পর্কে বলা হইতেছে—'মুক্তেত্যাদি' তিনটি শ্লোকদ্বারা। মুক্তসঙ্গ—যে ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বাদি-অভিমান ও ফলেচ্ছাশূন্য, অনহংবাদী —গর্ব্বোক্তিশূন্য, ধৃতি—আরব্ধকর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত অবর্জ্জনীয়, এই বোধে দুঃখ-সহিষ্ণুতা, উৎসাহ—কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তের উদ্যম, এই ধৃতি ও উৎসাহের দ্বারা যুক্ত। আনুষঙ্গিক কর্ম্ম ফলের সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার ভাবাপন্ন অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের দ্বারা বর্জ্জিত, ঈদৃশ কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলা হয় ॥ ২৬ ॥

**অনুভূষণ**—ত্রিবিধ কর্ম্মের বিষয় বলিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ ত্রিবিধ কর্ত্তার কথা বলিতেছেন। প্রথমে সাত্ত্বিক কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন। যে কর্ত্তা মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলেচ্ছাশূন্য। যিনি অনহংবাদী অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এইরূপ গর্ব্বোক্তি শূন্য অথবা নিজের গুণ বা শ্লাঘা ব্যক্ত করেন না। যিনি ধৈর্য্যশীল অর্থাৎ আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও বর্জ্জন করেন না বা যত দুঃখই হউক, সকলই সহ্য করেন। যিনি উৎসাহ-বিশিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যমশীলচিত্ত-সমন্বিত। আনুষঙ্গিক ফলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার চিত্ত অর্থাৎ সুখে উৎফুল্লতা এবং দুঃখে কাতরতা প্রাপ্ত হন না, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী" ভাঃ—১১।২৫।২৬ অর্থাৎ অনাসক্ত কর্ত্তা সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

**রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।**
**হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥**

**অন্বয়**—রাগী (কর্ম্মাসক্ত) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলকামী) লুব্ধঃ (বিষয়াসক্ত) হিংসাত্মকঃ (হিংসাপ্রিয়) অশুচিঃ (শৌচরহিত) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষশোকযুক্ত) কর্ত্তা (কর্ত্তা) রাজসঃ (রাজস নামে) পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিত) ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ**—আসক্তিযুক্ত, কর্ম্মফলকামী, বিষয়াসক্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি, হর্ষ-বিষাদ-সম্পন্ন কর্ত্তাই 'রাজস' বলিয়া কথিত ॥ ২৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—কর্ম্মাসক্ত, কর্ম্মফললুব্ধ, বিষয়াসক্ত, হিংসাপ্রিয়, অশুচি, হর্ষশোকাদির বশীভূত যে কর্ত্তা, সে-ই 'রাজস' কর্ত্তা ॥ ২৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—রাগী স্ত্রীপুত্রাদিষ্বাসক্তঃ; কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ পশুপুত্রান্নস্বর্গাদিষ্বতিস্পৃহয়ালুঃ; লুব্ধঃ কর্ম্মাপেক্ষিতদ্রব্যব্যয়াক্ষমঃ; হিংসাত্মকঃ পরান্ প্রপীড্য কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ; অশুচিঃ কর্ম্মাপেক্ষিতবিহিতশুদ্ধিশূন্যঃ; কর্ম্মফলসিদ্ধি-তদসিদ্ধ্যোর্হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ; ঈদৃশঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—রাগী—স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত ব্যক্তি, কর্ম্মফলপ্রেপ্সু—পশু-পুত্র-অন্ন ও স্বর্গাদিতে অতিশয় স্পৃহাশীল ব্যক্তি। লুব্ধ—কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যয়ে অক্ষম। হিংসাত্মক—পরকে পীড়ন করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন। অশুচি—কর্ম্মের উপযোগী যথাবিহিত শুদ্ধিশূন্য ব্যক্তি। কর্ম্মের ফল সিদ্ধি হইলে অথবা ফলসিদ্ধি না হইলে যথাক্রমে হর্ষ ও শোকের দ্বারা যিনি লিপ্ত হন। এতাদৃশ কর্ত্তাকে রাজসিক কর্ত্তা বলা হয়॥ ২৭॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে রাজসিক কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন। যিনি রাগী অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত, কামাদি-জনিত আকুল। যিনি কর্ম্মফল-প্রেপ্সু অর্থাৎ পশু-পুত্র-অন্ন ও স্বর্গাদিতে অতিশয় স্পৃহাযুক্ত অর্থাৎ ফল-কামী। যিনি লুব্ধ অর্থাৎ কর্ম্মের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যয়ে অক্ষম। যিনি হিংসাত্মক অর্থাৎ পরকে পীড়ন করিয়াও কর্ম্মকারী। যিনি অশুচি অর্থাৎ কর্ম্মানুরূপ বিহিত বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ-শূন্য। যিনি কর্ম্মের সিদ্ধিতে হর্ষ ও অসিদ্ধিতে শোকের দ্বারা যুক্ত। তিনিই রাজস কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ" (ভাঃ-১১।২৫।২৬)

অর্থাৎ অত্যন্ত অভিনিবেশযুক্ত কর্ত্তা রাজস॥ ২৭॥

**অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।**
**বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥**

**অন্বয়**—অযুক্তঃ (অনুচিত কার্য্যপ্রিয়) প্রাকৃতঃ (প্রকৃতি অনুযায়ী চেষ্টা-যুক্ত) স্তব্ধঃ (অবিনয়ী) শঠঃ (নিজশক্তি-গোপনকারী) নৈষ্কৃতিকঃ (পরের অপমান কার্য্যে রত) অলসঃ (উদ্যমশূন্য) বিষাদী (শোকাকুল) দীর্ঘসূত্রী চ (ও দীর্ঘসূত্রী) কর্ত্তা (কর্ত্তা) তামসঃ (তামসিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ২৮॥

**অনুবাদ**—অনুচিত কার্য্যপ্রিয়, স্বপ্রকৃত্যনুযায়ী জড় চেষ্টাযুক্ত, অনম্র, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা 'তামসিক' বলিয়া কথিত॥ ২৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অনুচিতকার্য্যপ্রিয়, জড়চেষ্টাযুক্ত, স্তব্ধ, শঠ, পরের অপমান-কার্য্যে রত, অলস, সর্ব্বদা বিষাদযুক্ত দীর্ঘসূত্রী যে কর্ত্তা, সে-ই 'তামস' কর্ত্তা ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—অযুক্তোঽনৌচিত্যকৃৎ ; প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্বভাবে বর্ত্তমানঃ স্ব-প্রকৃত্যনুসারেণৈব, ন তু শাস্ত্রানুসারেণ কর্ম্মকৃদিত্যর্থঃ ; স্তব্ধোঽনম্রঃ ; শঠঃ স্বশক্তিগোপনকৃৎ ; নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানকৃৎ ; অলসঃ প্রারব্ধে কর্ম্মণি শিথিলঃ ; বিষাদী শোকাকুলঃ ; দীর্ঘসূত্রী দিবসৈককর্ত্তব্যং বর্ষেণাপি যো ন করোতি ; ঈদৃশঃ কর্ত্তা তামসঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—অযুক্ত—অনুচিতকর্ম্মকর্ত্তা, প্রাকৃত—স্বীয়স্বভাবের অনুযায়ী অর্থাৎ নিজস্বভাবানুসারে প্রবৃত্ত থাকে, নিজের প্রকৃতি অনুসারেই যিনি কার্য্য করেন, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে যিনি কর্ম্ম করেন না ( তিনি প্রাকৃত )। স্তব্ধ—বিনয়হীন, শঠ—স্বীয়শক্তিকে যিনি গোপন করেন। নৈষ্কৃতিক—পরের অপমান-কারী, অলস—আরব্ধ কর্ম্মে শিথিল-ব্যক্তি। বিষাদী—শোকাকুল ব্যক্তি। দীর্ঘসূত্রী—একদিনের সাধ্য কার্য্য যিনি এক বৎসরেও সম্পন্ন করে না ; এতাদৃশ কর্ত্তাকে তামসিক কর্ত্তা বলা হয় ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে তামস কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন। যে ব্যক্তি অনুচিত কার্য্যকারী, যে ব্যক্তি নিজ স্বভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজের প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করে কিন্তু শাস্ত্রানুসারে কোন কার্য্য করে না। যে ব্যক্তি স্তব্ধ অর্থাৎ নম্রতাশূন্য, যে শঠ অর্থাৎ নিজের শক্তি গোপনকারী, যে নৈষ্কৃতিক অর্থাৎ পরের অপমানকারী, যে অলস অর্থাৎ আরব্ধ-কর্ম্মে শিথিল ; যে বিষাদী অর্থাৎ শোকাকুল , যে দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ একদিনের কর্ত্তব্য এক-বৎসরেও করে না ; সেই ব্যক্তিই তামস কর্ত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো" ( ভাঃ-১১।২৫।২৬ )।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'অযুক্তঃ'—অনুচিত কার্য্যকারী, 'প্রাকৃতঃ'—প্রকৃতি অর্থাৎ নিজ স্বভাবে বর্ত্তমান। নিজের মনে যাহাই আসে, তাহাই করে, কিন্তু গুরুর বচনও মানে না, এই অর্থ। 'নৈষ্কৃতিকঃ'—পরের অপমানকারী। অতএব এইরূপ জ্ঞানিগণের দ্বারা কথিত-লক্ষণ সাত্ত্বিক ত্যাগই কর্ত্তব্য, সাত্ত্বিক কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞান আশ্রয়ণীয়, সাত্ত্বিক কর্ম্মই কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক কর্ত্তাই

হওয়া উচিত, ইহাই জ্ঞানিগণের সন্ন্যাস—ইহাই আমার সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রকরণের ইহাই অর্থসার। কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে জ্ঞান ত্রিগুণাতীতই, ত্রিগুণাতীত আমার কর্ম ভক্তিযোগাখ্য, এবং কর্ত্তাও ত্রিগুণাতীত। যেরূপ ভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—১১।২৫।২৪, ৩।২৯।১২, ১১।২৫।২৬—"কৈবল্য-জ্ঞান সাত্ত্বিক, বৈকল্পিত জ্ঞান রাজস, প্রাকৃত জ্ঞান তামস, এবং মন্নিষ্ঠ (ভগবন্নিষ্ঠ) জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া খ্যাত।" "এখন নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ কথিত হইল।" "অনাসক্ত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ ( আসক্তিযুক্ত ) কর্ত্তা রাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস ও আমাতে শরণাগত কর্ত্তা নির্গুণ কর্ত্তা নামে পরিচিত।" আরও কেবল যে ভক্তিমতে এই তিনটিই গুণাতীত তাহা নহে, ভক্তি সম্বন্ধীয় সকলই গুণাতীত। যেরূপ তথায় কথিত হইয়াছে—ভাঃ—১১।২৫।২৭, ১১।২৫।২৫, ১১।২৫।২৯—"আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম্মশ্রদ্ধা রাজস, অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামস, কিন্তু আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণ।" "বনে বাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, দ্যূতগৃহে ( নানা কপটক্রীড়া পূর্ণ নগরে ) বাস তামসিক, কিন্তু আমার নিকেতন ( পূজাস্থান ও ভক্তসঙ্গ ) নির্গুণ।" আত্মা হইতে উদিত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় হইতে উদিত সুখ রাজসিক, মোহদৈন্য হইতে জাত সুখ তামসিক, আর আমার শরণ লইলে যে সুখ তাহা নির্গুণ। অতএব এইরূপ গুণাতীত ভক্তগণের ভক্তিসম্বন্ধী জ্ঞান, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা প্রভৃতিতে নিজ সুখাদি সকলই গুণাতীত। সাত্ত্বিক জ্ঞানিগণের জ্ঞানসম্বন্ধী সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজস কর্ম্মিগণের সকলই রাজস, তামস উচ্ছৃঙ্খলগণের সমস্তই তামস—ইহা শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবত হইতে জানা যায়। পুনরায় জ্ঞানিগণেরও অন্তিমদশায় জ্ঞানের সন্ন্যাসে উর্দ্ধরিতা কেবলা ভক্তিদ্বারাই গুণাতীতত্বের কথা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে" ॥ ২৮ ॥

**বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।**
**প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥**

অন্বয়—ধনঞ্জয় ! ( হে ধনঞ্জয় ! ) বুদ্ধেঃ ( বুদ্ধির ) ধৃতেঃ চ এব ( ও ধৃতির ) গুণতঃ ( গুণত্রয়ানুসারে ) ত্রিবিধং ( ত্রিবিধ ) ভেদং ( ভেদ ) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্-রূপে ) অশেষেণ ( সম্পূর্ণভাবে ) প্রোচ্যমানম্ ( যাহা কথিত হইতেছে তাহা ) শৃণু ( শ্রবণ কর ) ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ**—হে ধনঞ্জয়! গুণত্রয়ানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন প্রকার ভেদ অশেষভাবে ও পৃথক্‌রূপে কথিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং জ্ঞানজ্ঞেয়পরিজ্ঞাতৄণাং ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা বুদ্ধিধৃত্যোস্তদ্বক্তুং প্রতিজানীতে। বুদ্ধেরিতি স্ফুটার্থম্ ॥ ২৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এইভাবে জ্ঞান-জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতৃদের ত্রিবিধত্ব বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রৈবিধত্ব বলা হইতেছে—'বুদ্ধেরিতি-স্ফুটার্থ' ॥ ২৯ ॥

**অনুভূষণ**—এই প্রকারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতার ত্রিবিধত্ব বর্ণন পূর্ব্বক অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রৈবিধ্য প্রদর্শনকরতঃ বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধত্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনকে তদ্বিষয়ে শ্রবণে আকৃষ্ট করিতেছেন।

মূলশ্লোকে 'ধনঞ্জয়' শব্দে সম্বোধন পূর্ব্বক ইহাই জানাইতেছেন যে, হে অর্জ্জুন, তুমি দিগ্বিজয়ী হইয়া বিপুল ধনার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছ। এক্ষণে এই জ্ঞানরূপ পরম ধন লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্রও তুমিই।

মূলের 'অশেষেণ' পদের দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ জীবের কল্যাণ-সাধনার্থ স্বভাবসিদ্ধ পরমবাৎসল্য সহকারে সেই পরমধন বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন, "বিবেকপূর্ব্বক নিশ্চয় জ্ঞানের নাম বুদ্ধি এবং আরব্ধ মোক্ষসাধনভূত কর্ম্মের বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহার ধারণ সামর্থ্যের নাম ধৃতি। তদুভয়ের সত্ত্বাদি-গুণানুসারে ত্রিবিধ ভেদ যথাবৎ শ্রবণ কর" ॥ ২৯ ॥

**প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।**
**বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! (হে পার্থ!) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কার্য্য ও অকার্য্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোক্ষং চ (বন্ধন ও মোক্ষ) বেত্তি (জানিতে পারে) সা (তাহা) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী বুদ্ধি) ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! যে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মোক্ষের পার্থক্য সম্যক্ জানিতে পারে, সেই বুদ্ধিই 'সাত্ত্বিকী' ॥ ৩০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যে বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সকলের পার্থক্য নিশ্চিত হয়, সে বুদ্ধিই 'সাত্ত্বিকী' ॥ ৩০ ॥

**শ্রীবলদেব**—তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ,—প্রবৃত্তিঞ্চেতি ত্রিভিঃ। যা বুদ্ধির্ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ বেত্তি, যয়া বেত্তীতি বক্তব্যে যা বেত্তীতি করণে কর্ত্তৃত্ব-মুপচরিতম্, কুঠারশ্ছিনত্তীতিবৎ। নিষ্কামং কর্ম্ম কার্য্যং সকামং ত্বকার্য্যমিতি কার্য্যাকার্য্যে যা বেত্তি ; অশাস্ত্রীয়-প্রবৃত্তিতো ভয়ং শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিতস্ত্বভয়মিতি ভয়াভয়ে যা বেত্তি ; বন্ধং সংসারযাথাত্ম্যং মোক্ষং তচ্ছেদযাথাত্ম্যং চ যা বেত্তি, সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তন্মধ্যে প্রথমে বুদ্ধির ত্রিবিধত্ব বলা হইতেছে—'প্রবৃত্তিঞ্চে-ত্যাদি' তিনটি শ্লোক দ্বারা। যেই বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জানিতে পারে। যেই বুদ্ধির দ্বারা জানে এইরূপ বলা কর্ত্তব্য হইলেও যে বুদ্ধি জানে এইরূপ করণে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কুঠার ( কুঠারের দ্বারা ) ছেদন করিতেছে, ইহার ন্যায়। নিষ্কাম কর্ম্ম করা উচিত এবং সকাম কর্ম্ম করা অনুচিত, এইরূপ কার্য্য ও অকার্য্য যে বুদ্ধি জানাইয়া দেয়। অশাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্তিতে ভয় এবং শাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্তিতে অভয়, এইভাবে ভয় ও অভয়ের বিষয় যেই বুদ্ধি জানাইয়া দেয় ; বন্ধ—সংসারের যথাস্বরূপ ( সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হওয়া )। মোক্ষ—সংসারের ছেদ-সম্পর্কে যথাযথ ভাব অবলম্বন করা, যেই বুদ্ধি জানাইয়া দেয়—সেই বুদ্ধিকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলা হয় ॥ ৩০ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি লাভ হয়, যাহা দ্বারা জানা যায়, নিষ্কাম-কর্ম্মই কর্ত্তব্য এবং সকাম কর্ম্ম কিন্তু অকর্ত্তব্য ; এই কার্য্যাকার্য্য-বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা অবগত হওয়া যায়। অশাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি হইতে ভয় এবং শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি হইতে অভয়—এইরূপ ভয়াভয়-বিষয়ে যে বুদ্ধি জ্ঞান দান করে ; যাহাতে সংসারে বন্ধন ও সংসার হইতে যাহাতে মুক্তি, তাহা যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

**যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।**
**অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! ( হে পার্থ! ) যয়া ( যদ্দ্বারা ) ধর্ম্মম্-অধর্ম্মম্ চ ( ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ) কার্য্যম্-অকার্য্যম্ এব চ ( কার্য্য ও অকার্য্য ) অযথাবৎ ( অসম্যক্ ভাবে ) প্রজানাতি ( জানিতে পারা যায় ) সা বুদ্ধিঃ ( সেই বুদ্ধি ) রাজসী ( রাজসিকী ) ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! যে বুদ্ধি-দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্ ভাবে জানিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি 'রাজসিকী' ॥ ৩১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যে-বুদ্ধি-দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য-প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্‌রূপে স্থিরীকৃত হয়, সে বুদ্ধিই 'রাজসী' ॥ ৩১ ॥

**শ্রীবলদেব**—রাজসীং বুদ্ধিমাহ,—যয়েতি। অযথাবদসম্যক্ত্বেন ॥ ৩১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—রাজসী বুদ্ধির লক্ষণ বলা হইতেছে—'যয়েতি'। অযথাবৎ—অসম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান এজন্য ॥ ৩১ ॥

**অনুভূষণ**—রাজসিক বুদ্ধির বিষয় বলিতে গিয়া বলিতেছেন—যে বুদ্ধি-দ্বারা সকল বিষয় অযথাবৎ অর্থাৎ অসম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা হয়, তাহাকে রাজসী বলে ॥ ৩১ ॥

**অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।**
**সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! ( হে পার্থ! ) যা বুদ্ধিঃ ( যে বুদ্ধি ) অধর্ম্মং ( অধর্ম্মকে ) ধর্ম্মম্ ইতি ( ধর্ম্ম বলিয়া ) সর্ব্বার্থান্ চ ( এবং সর্ব্ববিষয়কে ) বিপরীতান্ ( তদ্বিপরীত বলিয়া ) মন্যতে ( মনে করে ) সা ( সেই বুদ্ধি ) তমসাবৃতা ( তমোগুণাচ্ছন্ন ) তামসী ( তামসিকী ) ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং সমুদয় বিষয়কে তদ্বিপরীত বলিয়া ধারণা করে, তমসাচ্ছন্ন সেই বুদ্ধি—'তামসিকী' ॥ ৩২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও অর্থসমুদয়কে বিপরীত বলিয়া যে মোহাবৃতা বুদ্ধি কার্য্য করে, তাহাকেই 'তামসী' বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

**শ্রীবলদেব**—তামসীং বুদ্ধিমাহ,—অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতানিতি সাধুমসাধুমসাধুঞ্চ সাধুং, পরং তত্ত্বমপরমপরঞ্চ তত্ত্বং পরমিত্যেবং সর্ব্বানর্থান্ বিপরীতান্মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তামসীবুদ্ধির লক্ষণ বলা হইতেছে—'অধর্ম্মমিতি'। বিপরীত অর্থ-গ্রহণকারিণী বুদ্ধিকে তামসী বুদ্ধি বলা হয়। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করা ; যেমন সাধুকে অসাধুভাবে এবং অসাধুকে সাধুভাবে জ্ঞান। পরতত্ত্বকে অপর অর্থাৎ গৌণ এবং গৌণ ( অপর ) তত্ত্বকে শ্রেষ্ঠতত্ত্বরূপে জানা—এই প্রকারেই সমস্ত অর্থকে বিপরীতভাবে মনে করে, যেই বুদ্ধি তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলা হয় ॥ ৩২ ॥

**অনুভূষণ**—এক্ষণে তামসী বুদ্ধির কথা বলিতেছেন। বিপরীতগ্রাহিণী অর্থাৎ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, ইত্যাদির ন্যায় সকল বিষয়ই বিপরীত ভাবে স্থির করা। সাধুকে অসাধু এবং অসাধুকে সাধু, পরতত্ত্বকে অপর-তত্ত্ব এবং অপরতত্ত্বকে পরতত্ত্ব, এই প্রকার সকল বিষয় বিপরীত বিচার করা হয়, যে বুদ্ধির দ্বারা তাহাই তামসী ॥ ৩২ ॥

**ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।**
**যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! ( হে পার্থ! ) যোগেন ( চিত্তের একাগ্রতা-হেতু ) অব্যভিচারিণ্যা ( অব্যভিচারিণী ) যয়া ধৃত্যা ( যে ধৃতির দ্বারা ) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ( মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকলকে ) ধারয়তে ( ধারণ করে অর্থাৎ নিয়মিত করে ) সা ধৃতিঃ ( সেই ধৃতি ) সাত্ত্বিকী ( সাত্ত্বিকী ) ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা হেতু যে অব্যভিচারিণী ধৃতির দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে অর্থাৎ নিয়মিত করে, সেই ধৃতিই 'সাত্ত্বিকী' ॥ ৩৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে পার্থ! যে অব্যভিচারী ধৃতি-যোগ-দ্বারা মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই 'সাত্ত্বিকী' ॥ ৩৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ,—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যয়া মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণাং যোগোপায়ভূতাঃ ক্রিয়াঃ পুরুষো ধারয়তে, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। কীদৃশেত্যাহ,—

যোগেনেতি। যোগঃ পরাত্মচিন্তনং, তেনাব্যভিচারিণ্যা তদন্যং বিষয়ম-গৃহ্নন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ধৃতির ত্রিবিধত্ব বলা হইতেছে—'ধৃত্যোত্যাদি' তিনটি শ্লোকদ্বারা। যাহার দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের যোগের উপায় স্বরূপ ক্রিয়াগুলি পুরুষ ধারণ করে—তাহাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলা হয়। ইহা কিরূপ? তাহাই বলা হইতেছে—'যোগেনেতি'। যোগ—পরমাত্মার চিন্তা। তদ্বিষয়ে চিন্তাবশতঃ অব্যভিচারিনী ধৃতি; যোগীরা পরমাত্মার চিন্তাভিন্ন অন্য বিষয়ের গ্রহণ (চিন্তা) করেন না। ইহাই অর্থ। ৩৩ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে তিনটি শ্লোকে ত্রিবিধ ধৃতির বিষয় বলিতেছেন। যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের যোগের উপায়ভূত ক্রিয়া সমূহ পুরুষ ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। যদি বলা যায়, তাহা কিরূপ? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, যোগ অর্থাৎ পরমাত্মা-চিন্তন, তাহা অব্যভিচারিণীরূপে অর্থাৎ সেই পরমাত্মার চিন্তা ব্যতীত অন্য বিষয় গ্রহণ অর্থাৎ চিন্তা না করিয়া, কেবল পরমাত্মার চিন্তাতেই নিবিষ্ট থাকিতে পারে যে ধৃতির দ্বারা তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। ৩৩ ॥

**যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।**
**প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! (হে পার্থ!) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) প্রসঙ্গেন (সঙ্গবশতঃ) ফলাকাঙ্ক্ষী [সন্] (ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া) যয়া তু ধৃত্যা (যে ধৃতি-দ্বারা) ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে) ধারয়তে (অবধারণ করে) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) রাজসী (রাজসিকী) ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! সকাম বিদ্বজ্জনের সঙ্গবশতঃ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ধৃতি ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে ধারণ করে, সেই ধৃতি রাজসী' ॥ ৩৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যে-ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, তাহাই 'রাজসী' ॥ ৩৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—সকামবিদ্বৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষঃ, যয়া ধর্ম্মাদীন্ তৎ-সাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধারয়তে, সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সকাম বিদ্বানের সঙ্গ হেতু কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যে ধৃতিদ্বারা ধর্ম্মাদি ও তাহার সাধনভূত মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিক্রিয়া ধারণ করে, সেই ধৃতিকে রাজসী ধৃতি বলা হয় ॥ ৩৪ ॥

অনুভূষণ—রাজসী ধৃতির বিষয় বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, যে ধৃতির সাহায্যে সকাম বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রসঙ্গের দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষ ধর্ম্মাদিকে অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে এবং তাহার সাধনভূত মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪ ॥

**যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।**
**ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥**

অন্বয়—দুর্মেধাঃ ( অবিবেকী-মেধাযুক্ত ব্যক্তি ) যয়া ( যে ধৃতির দ্বারা ) স্বপ্নং ( নিদ্রা ) ভয়ং ( ভয় ) শোকং ( শোক ) বিষাদং ( বিষাদ ) মদম্ এব চ ( বিষয়-ভোগজনিত গর্ব্ব ) ন বিমুঞ্চতি ( ত্যাগ করে না ) সা ধৃতিঃ ( সেই ধৃতি ) তামসী ( তামসিকী বলিয়া ) মতা ( কথিত হয় ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অবিবেকী-মেধাযুক্ত ব্যক্তি, যে ধৃতি-দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ প্রভৃতিকে ত্যাগ করে না, সেই ধৃতিই 'তামসী' বলিয়া কথিত ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীন ধৃতিই 'তামসী' ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব—যয়া স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধাস্তান্ ধারয়ত্যেব, সা ধৃতিস্তামসী। স্বপ্নো নিদ্রা ; মদো বিষয়ভোগজো গর্ব্বঃ ; স্বপ্নাদিশব্দৈস্তদ্ধেতুভূতা বিষয়া লক্ষ্যাস্তৎসাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া যয়া ধারয়তে, সা তামসী ধৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাহার দ্বারা স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ প্রভৃতিকে ত্যাগ না করিয়া যেই দুর্ম্মেধা ব্যক্তি স্বপ্নাদিকে ধারণ করে, সেই ধৃতির নাম তামসী ধৃতি। স্বপ্ন—নিদ্রা, মদ—বিষয়ভোগজন্য গর্ব্ব, স্বপ্নাদি শব্দের দ্বারা সেই সমুদয়ের হেতুভূত বিষয়গুলিই লক্ষ্য বলিয়া জানিবে ; এবং উহাদের সাধনভূত মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি-ক্রিয়া যাহার দ্বারা ধারণ করা হয়, তাহাই তামসী ধৃতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

**অনুভূষণ**—তামসী ধৃতির প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, যে ধৃতির সাহায্যে স্বপ্নাদিকে পরিহার না করিয়া, দুর্মেধা ব্যক্তি তাহাই ধারণ করে, তাহাই তামসী ধৃতি। স্বপ্ন অর্থে নিদ্রা ; মদ অর্থে বিষয়ভোগজনিত গর্ব্ব ; স্বপ্নাদি শব্দের দ্বারা তদ্ধেতুভূত বিষয়ই লক্ষীভূত এবং তৎসাধনভূতা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যদ্দ্বারা ধারণ করা হয়, তাহাকে তামসী ধৃতি বলা হয় ॥ ৩৫ ॥

**সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।**
**অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥**

**অন্বয়**—ভরতর্ষভ ! ( হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! ) ইদানীং তু ( কিন্তু এক্ষণে ) মে ( আমার নিকট ) ত্রিবিধং সুখং (তিন প্রকার সুখের বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর )। যত্র ( যে সুখে ) অভ্যাসাৎ ( পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা অভ্যাস ক্রমে ) রমতে ( রমণ করে ) দুঃখান্তঞ্চ ( ও দুঃখের অন্ত ) নিগচ্ছতি ( লাভ করে ) ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হেতু অভ্যাস-ক্রমে যে সুখে রতি লাভ করে এবং যাহা দ্বারা সংসাররূপ দুঃখের অন্তলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে ভরতর্ষভ ! এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধজীব পুনঃপুনঃ অনুশীলন-দ্বারা অভ্যাসক্রমে সেই সুখে রমণ করেন ; কোন-কোন স্থলে উপরতি লাভ করত সংসাররূপ দুঃখের অন্ত পাইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ সুখত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে,—সুখং ত্বিত্যর্দ্ধকেন। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ —অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধকেন। অভ্যাসাৎ পুনঃপুনঃপরিশীলনাদ্‌যত্র রমতে, ন তু বিষয়েষ্বিবোৎপত্ত্যা ; যস্মিন্ রমমাণো দুঃখান্তং নিগচ্ছতি—সংসারং তরতি ॥ ৩৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তারপর সুখের ত্রৈবিধ্য বলা হইতেছে—'সুখংত্বিত্যাদি' শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা। তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক সুখের বিষয় বলা হইতেছে—'অভ্যাসাদিত্যাদি' সার্দ্ধশ্লোক-দ্বারা। পুনঃপুনঃ পরিশীলনরূপ অভ্যাসহেতু যেই সকল বিষয়ে লোক অনুরক্ত হয়—কিন্তু উৎপত্তির দ্বারা বিষয় সমূহের ন্যায়

নহে। যাহাতে অনুরক্ত হইলে দুঃখাবসান প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসার উত্তীর্ণ হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক সুখ ॥ ৩৬ ॥

**অনুভূষণ**—সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে কারক ও ক্রিয়াভেদ প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ সুখের কথা বলিতেছেন। মানব সংসারে যে সকল বিষয়-সুখ ভোগ করে, তাহা আপাততঃ আকর্ষণ-কারী হইলেও সকলই উপাদেয় বা পরমফলপ্রদ নহে। প্রথমে সাত্ত্বিক সুখের বিষয় বলিতে গিয়া এক ও অর্দ্ধ শ্লোকে ( দেড় ) বলিতেছেন যে, সাত্ত্বিক সুখ অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অনুশীলনের দ্বারা সঞ্জাত হয় যথা ধর্ম্মানুষ্ঠান, সংযম, বাসনার নিবৃত্তি প্রভৃতি জনিত সুখ সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না, অভ্যাসের ফলে কালে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষয়িক সুখের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি লাভ করে না। সাত্ত্বিক সুখের দ্বারা দুঃখের অবসান অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয় ॥ ৩৬ ॥

**যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।**
**তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥**

**অন্বয়**—যৎ তৎ ( যাহা ) অগ্রে ( প্রথমে ) বিষম্ ইব ( বিষের ন্যায় ) পরিণামে ( অবশেষে ) অমৃতোপমম্ ( অমৃততুল্য ) আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ ( আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে জাত ) তৎ সুখং ( সেই সুখ ) সাত্ত্বিকং ( সাত্ত্বিক বলিয়া ) প্রোক্তম্ ( কথিত হয় ) ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ**—যাহা প্রথমে বিষের ন্যায় কিন্তু পরিণামে অমৃত-তুল্য, আত্ম-বিষয়িনী বুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে যাহা জাত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত ॥ ৩৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—প্রথমে কষ্টকর ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজ সুখই 'সাত্ত্বিক' সুখ ॥ ৩৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—যচ্চাগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমক্লেশসত্ত্বাদ্বিবিক্তাত্মপ্রকাশাচ্চাতিদুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে সমাধিপরিপাকে সত্যমৃতোপমং বিবিক্তাত্ম-প্রকাশাৎ পীযূষপ্রবাহনিপাতবদ্ভবতি। যচ্চাত্মসম্বন্ধিন্যা বুদ্ধেঃ প্রসাদাজ্জায়তে, তৎ সাত্ত্বিকং সুখম্ ; তৎপ্রসাদশ্চ বিষয়সম্বন্ধমালিন্যবিনিবৃত্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যাহা প্রথমে বিষের মত প্রতীয়মান হয় ; কারণ মনঃসংযম-জনিত ক্লেশ থাকায় কোনটি দেহাদি ভিন্ন এবং কোনটি তাহা হইতে অভিন্ন, এইরূপ আত্মপ্রকাশবশতঃ অতিশয় দুঃখজনক হয় ; পরিণামে অর্থাৎ সমাধির পরিপক্কতা ( সিদ্ধি ) হইলে অমৃতের ন্যায় প্রতীত হয়। যেহেতু তাহাতে দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মপ্রকাশ হয়, এজন্য অমৃতের প্রবাহ-পতনের ন্যায় ( সুখাকর ) হইয়া থাকে। যাহা আত্মসম্বন্ধীয় বুদ্ধির প্রসন্নতায় জন্মে, সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ। বুদ্ধির প্রসন্নতা বলিতে বিষয়সম্বন্ধরূপ মলিনতার বিশেষরূপে নিবৃত্তিকে জানিবে ॥ ৩৭ ॥

**অনুভূষণ**—অতঃপর সাত্ত্বিক সুখের বিষয় বিস্তারিত বলিতেছেন। যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় অর্থাৎ মনসংযমরূপ ক্লেশ জনিত শুদ্ধ আত্মজ্ঞান প্রকাশক হইলেও অতিশয় দুঃখপ্রদের ন্যায় হয়, পরিণামে অর্থাৎ সমাধির পরিপাক হইলে শুদ্ধ আত্মপ্রকাশহেতু অমৃততুল্য অর্থাৎ অমৃত-প্রবাহের ন্যায় হইয়া থাকে। যাহা আত্মসম্বন্ধিনী বুদ্ধির প্রসন্নতাহেতু জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। সেই প্রসন্নতাই বিষয়-সম্বন্ধজনিত মালিন্য-নিবৃত্তি করিয়া দেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং" ( ভাঃ-১১।২৫।২৯ ) অর্থাৎ আত্মানুভবগত সুখ সাত্ত্বিক ॥ ৩৭ ॥

**বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।**
**পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥**

**অন্বয়**—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ ( বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে ) যৎ ( যে সুখ ) তৎ ( তাহা ) অগ্রে ( প্রথমে ) অমৃতোপমম্ ( অমৃত-তুল্য ) পরিণামে ( অবশেষে ) বিষম্ ইব ( বিষের ন্যায় ) তৎসুখং ( সেই সুখ ) রাজসং ( রাজস বলিয়া ) স্মৃতম্ ( উক্ত হয় ) ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ**—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-হেতু যে সুখ জাত হয়, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য, পরিণামে বিষবৎ ; সেই সুখকে রাজস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগক্রমে প্রথমে অমৃতের ন্যায়, ও পরিণামে বিষের ন্যায় যাহার অনুভূতি হয়, তাহাকেই 'রাজস' সুখ বলা যায় ॥ ৩৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—বিষয়ৈর্যুবতিরূপস্পর্শাদিভিঃ সহেন্দ্রিয়াণাং চক্ষুস্ত্বগাদীনাং সংযোগাৎ সম্বন্ধাৎ যদগ্রে পূর্ব্বমমৃতোপমমতিস্বাদুপরিণামেঽবসানে তু নিরয়-হেতুত্বাদ্বিষোপমমতিদুঃখাবহং ভবতি, তদ্রাজসং সুখম্ ॥ ৩৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যুবতী নারীর রূপ ও অঙ্গস্পর্শাদিরূপ বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ-ত্বগাদি ইন্দ্রিয়গুলির সংযোগে (সম্পর্কে) যাহা প্রথমে অতিশয় স্পৃহণীয় অমৃতোপম কিন্তু পরিণামে সুখের অবসানে নরকের কারণ হওয়ায় বিষের ন্যায় অতিশয় দুঃখাবহ হইয়া থাকে, সেই সুখকে রাজসিক সুখ বলা হয় ॥ ৩৮ ॥

**অনুভূষণ**—রাজস সুখের কথা বলিতেছেন। যুবতীর রূপ-স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত চক্ষু ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ যে সুখের অনুভব হয়, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য অতিশয় স্বাদু বলিয়া অনুভূত হইলেও পরিণামে নিরয়-প্রাপকহেতু বিষতুল্য অতিশয় দুঃখপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহাই রাজস সুখ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"বিষয়োত্থন্তু রাজসম্" (ভাঃ-১১।২৫।২৯) অর্থাৎ বিষয়ভোগ-জনিত সুখ রাজস ॥ ৩৮ ॥

**যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।**
**নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥**

**অন্বয়**—যৎ সুখং (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (ও অবশেষে) আত্মনঃ (আত্মার) মোহনম্ (মোহকর) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাদি-জনিত) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস নামে) উদাহৃতম্ (অভিহিত) ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ**—যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক, নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাদি হইতে উত্থিত, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক নিদ্রালস্য-প্রমাদাদি-জনিত যে সুখ, তাহাই 'তামস' ॥ ৩৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—যদগ্রেঽনুভবকালে অনুবন্ধে পশ্চাদ্বিপাককালে চাত্মনো মোহনং বস্তুযাথাত্ম্যাবরকং, যচ্চ নিদ্রাদিভ্য উত্তিষ্ঠতি জায়তে, তত্তামসং সুখম্। আলস্যমিন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যম্ ; প্রমাদঃ কার্য্যাকার্য্যাবধানাভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যাহা প্রথমে অনুভব সময়ে এবং অনুবন্ধে পরিণাম-সময়ে আত্মার মোহকারক অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের আবরণস্বরূপ, যাহা নিদ্রাদি হইতে উত্থিত হয় অর্থাৎ জন্মায়, সেই সুখকে তামসিক সুখ বলা হইয়া থাকে। আলস্য—ইন্দ্রিয়ব্যাপারে শিথিলতা, প্রমাদ—কোনটি কার্য্য এবং কোনটি অকার্য্য, এই জ্ঞানের অভাব ॥ ৩৯ ॥

**অনুভূষণ**—তামস সুখের কথা বলিতেছেন। যে সুখ অগ্রে অর্থাৎ অনুভব কালে এবং অনুবন্ধে অর্থাৎ পশ্চাতে বিপাককালে আত্মার মোহন-কারক অর্থাৎ আত্মযাথাত্ম্যাবরক হয়, যাহা নিদ্রাদি হইতে জন্মে, তাহাই তামস সুখ। আলস্য অর্থে ইন্দ্রিয় ব্যাপারের শিথিলতা ; প্রমাদ অর্থে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য-বিষয়ে জ্ঞান-অভাব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তামসং মোহদৈন্যোত্থং"—( ভাঃ ১১।২৫।২৯ ) অর্থাৎ মোহ ও দৈন্য-জনিত সুখ তামস।

সাত্ত্বিক সুখের বর্ণনে পাই যে, তাহা অগ্রে বিষময়, পরিণামে অমৃতবৎ ; আর রাজস সুখের বর্ণনে পাই,—অগ্রে অর্থাৎ ভোগকালে আনন্দজনক কিন্তু পরিণামে বিষবৎ, আর তামস সুখের বর্ণনে দেখা যায় যে, উহা আদ্যন্ত সকল সময়েই আত্মার মোহ-উৎপাদক। নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতেই এই সুখ উৎপন্ন হয়। ইহা সুখ নামে কথিত হইলেও আত্মার অতিশয় অনিষ্টকারক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—( ১১।২৫ )

"নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্" শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে জাত সুখ কিন্তু নির্গুণই ॥ ৩৯ ॥

**ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।**
**সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥**

**অন্বয়**—পৃথিব্যাং ( পৃথিবীতে ) দিবি বা ( অথবা স্বর্গে ) পুনঃ দেবেষু বা ( এমন কি, দেবগণের মধ্যে ) তৎ সত্ত্বং ( তাদৃশ কোন প্রাণী বা বস্তু ) ন অস্তি

( নাই ) যৎ ( যাহা ) প্রকৃতিজৈঃ ( প্রকৃতিজাত ) এভিঃ ( এই ) ত্রিভিঃ গুণৈঃ ( ত্রিগুণ হইতে ) মুক্তং স্যাৎ ( মুক্ত ভাবে অবস্থিত ) ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদ**—পৃথিবীতে অর্থাৎ মনুষ্যাদি মধ্যে অথবা স্বর্গে, এমন কি, দেবতাগণেরও মধ্যে, তাদৃশ সত্ত্ব অর্থাৎ কোন প্রাণী বা বস্তু নাই, যাহা প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত ॥ ৪০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমত কোন জীব নাই,—যিনি প্রকৃতির গুণ হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত ; জ্ঞানী ও কর্ম্মিসকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্তগণ কেবল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য প্রকৃতিজ-গুণকে স্বীকার করেন ; বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বসত্তা—প্রাকৃত-গুণ হইতে পৃথক্। অতএব সাক্ষাদ্দৃষ্টিতে সকলকেই প্রাকৃত-গুণাবৃত দেখিবে ॥ ৪০ ॥

**শ্রীবলদেব**—প্রকরণার্থমুপসংহরন্নন্ক্তমপি সংগৃহ্লাতি,—ন তদিতি। পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি স্বর্গাদৌ দেবেষু চ প্রকৃতিং সংসৃষ্টেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তেষ্বিত্যর্থঃ। তৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতং, অন্যচ্চ বস্তু নাস্তি। যদেভিঃ প্রকৃতিজৈস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং বিরহিতং স্যাৎ, তথা চ ত্রিগুণাত্মকেষু বস্তুষু সাত্ত্বিকস্যৈবোপযোগিত্বাত্তদেব গ্রাহ্যমন্যত্তু ত্যাজ্যমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৪০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই প্রকরণের যাবতীয় বিষয়ের উপসংহার করিতে করিতে যাহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, তাহাও সংগ্রহ করা হইতেছে—'ন তদিতি'। পৃথিবীতে—মনুষ্যাদিতে, এবং স্বর্গে দেবতা-সমূহে অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত পদার্থে। এমন কোন সত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণিসমূহ এবং অন্য এমন কোন বস্তু নাই, যাহা এই সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রকৃতিজাত তিনটি গুণের দ্বারা মুক্ত থাকিতে পারে। তাহা হইলে সমস্ত ত্রিগুণাত্মক বস্তুতে সাত্ত্বিকের উপযোগিত্বহেতু সেই সাত্ত্বিক বস্তুই গ্রহণ করিবে এবং অন্য সমস্ত ত্যাগ করিবে। ইহাই এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য ॥ ৪০ ॥

**অনুভূষণ**—প্রকরণে বর্ণিত বিষয়ের উপসংহার করিতে গিয়া অবর্ণিত বিষয়ও বর্ত্তমানে বলিতেছেন। পৃথিবীতে মনুষ্যাদি ও স্বর্গাদিতে দেবতাদিগের মধ্যে এবং প্রকৃতি-সংসৃষ্ট ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল প্রাণী ও অন্য কোন বস্তু নাই, যাহা এই প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে মুক্ত। সেই জন্যই ত্রিগুণাত্মক বস্তু

সমূহের মধ্যে সাত্ত্বিকেরই উপযোগিতা এবং তাহাই গ্রাহ্য ; অন্য রাজস বা তামস সকলই অগ্রাহ্য, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যাহা বলা হয় নাই, তাহাও সংগ্রহ করিয়া এই প্রকরণের বিষয়গুলির সমাপ্তি করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'তৎ সত্ত্বম্'—কোনও প্রাণী বা অপর কোন বস্তু কোথাও নাই, 'যদেভিঃ'—প্রকৃতি হইতে জাত এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে মুক্ত বা রহিত হয়, অতএব সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক, তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই উপাদেয়, কিন্তু রাজস ও তামস উপাদেয় নহে—ইহাই প্রকরণের তাৎপর্য্য"।

বর্ত্তমান শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সমূহের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন। এই সংসার-আশ্রিত যাবতীয় বিষয়ই ত্রিগুণময়, তন্মধ্যে সাধারণতঃ সাত্ত্বিক বিষয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়া, তদাশ্রয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু নির্গুণতাই সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভক্তগণের ভগবদাশ্রয়ের ফলে সকল বিষয়ই সহজে নির্গুণতা লাভ করে। বিষয়-সমূহের গুণময় ভাবই জীবের বন্ধনের কারণ কিন্তু বিষয় সকল ভগবৎ-সম্বন্ধে নিযুক্ত হইলেই নির্গুণতা লাভ করে ; ভগবৎ-সম্বন্ধীয় নির্গুণ বিষয়ের সেবা-দ্বারাই সংসার হইতে মোচন হয়।

| **বিষয়** | **সাত্ত্বিক** | **রাজসিক** | **তামসিক** | **নির্গুণ** |
|---|---|---|---|---|
| দ্রব্য— | হিত, পবিত্র, অনায়াসলব্ধ | ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ | দৈন্যজনক, অশুদ্ধ ; | ভগবন্নিবেদিত |
| দেশ— | বন | গ্রাম | দ্যূতস্থান | ভগবন্নিকেতন |
| ফল— | আত্মজ্ঞানজনিত; | বিষয়ভোগজনিত | মোহদৈন্যজনিত | কীর্ত্তনাদি-সেবাজনিত |
| কাল— | সুখ-ধর্ম্মজ্ঞানলাভ; | দুঃখ, যশ,শ্রীলাভ; | শোক-মোহলাভ; | প্রেমানন্দলাভ |
| জ্ঞান— | আত্মবিষয়ক | সংশয়াত্মক | আহার-বিহারাদি বিষয়ক | পরমেশ্বর-বিষয়ক |
| কর্ম্ম— | ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম | ভগবদর্পিত সকাম কর্ম্ম | অশাস্ত্রীয় হিংসাদি; | শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি |
| কারক— | অনাসক্ত | বিষয়াবিষ্ট | অনুসন্ধান-শূন্য | ভক্ত |

| শ্রদ্ধা— আত্মবিষয়িণী | কর্ম্মবিষয়িণী | অধর্ম্মবিষয়িণী | সেবাবিষয়িণী |
|---|---|---|---|
| অবস্থা— জাগরণ | স্বপ্ন | সুষুপ্তি | তুরীয় |
| আকৃতি— দেবত্ব | নরত্ব | স্থাবরত্ব | ভগবৎপদ |
| নিষ্ঠা— স্বর্গ | মর্ত্ত | নরক | ভগবৎ-প্রাপ্তি |

পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণময় এবং গুণাতীত বিষয়-সমূহের বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব-সংবাদে পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি॥
সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ॥" ( ১১।২৫।৩০-৩১ )

অর্থাৎ দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কারক, শ্রদ্ধা, আকৃতি, নিষ্ঠা প্রভৃতি সকল ভাবই ত্রিগুণময়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দৃষ্ট, শ্রুত ও চিন্তিত যে সকল ভাব প্রকৃতি-পুরুষে অধিষ্ঠিত আছে, সেই সকলই ত্রিগুণাত্মক।

ত্রিগুণজয় সম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥" (ভাঃ—১১।২৫।৩২)

অর্থাৎ হে সৌম্য! পুরুষের গুণকর্ম্মনিবন্ধনজনিত এই সকল সংসার-ভাব ঘটিয়া থাকে। যিনি চিত্তজাত এই গুণসমূহকে ভক্তিযোগের দ্বারা জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি মন্নিষ্ঠ হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। শ্রীভগবান্ নির্গুণ, তাঁহার আশ্রিত কর্ত্তা ভক্তও নির্গুণ; অব্যবহিতা অনন্যা ভক্তিও নির্গুণা, সেই নির্গুণা ভক্তির উপকরণসমূহও নির্গুণ। জাগতিক বস্তুসমূহ ভক্তের দ্বারা ভক্তির উপকরণরূপে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হইলেই শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে॥ ৪০॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

**অন্বয়**—পরন্তপ! (হে পরন্তপ!) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের) শূদ্রাণাম্ চ (এবং শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ (প্রাক্তনসংস্কার-জাত) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিগুণ-দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে) ॥ ৪১ ॥

**অনুবাদ**—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্মসকল স্বভাবজাত গুণানুসারে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে পরন্তপ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্বভাবজনিত-গুণ-দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

**শ্রীবলদেব**—যদ্যপি সর্ব্বাণি বস্তূনি ত্রিগুণাত্মকানি, তথাপি ব্রাহ্মণাদয়শ্চেৎ স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি ভগবদারাধনভাবেনানুতিষ্ঠেয়ুস্তদা তানি জ্ঞাননিষ্ঠামুৎপাদ্য মোচকানি ভবন্তীতি বক্তুং প্রকরণমারভতে,—ব্রাহ্মণেতি ষট্কেন। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্‌করণং দ্বিজত্বাভাবাৎ। ব্রাহ্মণাদীনাং চতুর্ণাং কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ সহ শাস্ত্রেণ প্রবিভক্তানি;—স্বভাবঃ প্রাক্তনসংস্কারস্তস্মাৎ প্রভবন্তি যে গুণাঃ সত্ত্বাদ্যাস্তৈঃ সহ শাস্ত্রেণ তেষাং কর্ম্মাণি বিভজ্যোক্তানি। এবং গুণক-ব্রাহ্মণাদয়স্তেষামেতানি কর্ম্মাণীতি; তত্র সত্ত্বপ্রধানো ব্রাহ্মণঃ প্রশান্তত্বাৎ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানঃ ক্ষত্রিয় ঈশ্বরস্বভাবত্বাৎ, তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানো বিট্ ঈহাপ্রধানত্বাৎ, রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানঃ শূদ্রঃ মূঢ়স্বভাবত্বাৎ। কর্ম্মাণি ত্বগ্রে বাচ্যানি ॥ ৪১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যদিও সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণাত্মক তথাপি ব্রাহ্মণাদি জাতি যদি স্ব-স্ব ধর্ম্মবিহিত কর্ম্মগুলি ভগবানের আরাধনা বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মগুলি জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা উৎপাদন করিয়া ভববন্ধন হইতে মোচক হইয়া থাকে, ইহাই বলিবার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে—'ব্রাহ্মণেত্যাদি' ছয়টি শ্লোকদ্বারা। শূদ্রদের ব্রাহ্মণাদি হইতে পৃথক্ উল্লেখের কারণ তাহাদের দ্বিজত্বের অভাব। ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণের কর্ম্মগুলি স্বীয় স্বভাবজাত গুণের সহিত শাস্ত্র বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। স্বভাব—পূর্ব্বজন্মের

সংস্কার। তাহা হইতে উৎপন্ন হয় যে সকল সত্ত্বাদি গুণ; তাহাদের সহিত শাস্ত্রে তাহাদের কর্ম্মগুলি বিভাগ করিয়া বলা হইয়াছে। এই জাতীয় ব্রাহ্মণাদি এবং তাহাদের এইগুলি কার্য্য ইতি। তন্মধ্যে প্রশান্ত গুণ-হেতু সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ। অপ্রধান সত্ত্ব সহ রজঃ প্রধান ক্ষত্রিয়—কারণ স্বভারতঃ তাহারা ঈশ্বর (প্রভুত্বযুক্ত); অপ্রধান তমঃ সংমিশ্রিত রজঃ প্রধান বৈশ্য—কারণ ইহারা চেষ্টাপ্রধান; অপ্রধান রজঃ সংমিশ্রিত তমোগুণ প্রধান শূদ্র, যেহেতু ইহারা মোহ-স্বভাবযুক্ত, কর্ম্মগুলি পরে বলা হইবে ॥ ৪১ ॥

**অনুভূষণ**—যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যদি স্ব-স্ব-বিহিত কর্ম্মসমূহ ভগবদারাধনামূলক ভাবে অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম সমূহই তাহাদের জ্ঞাননিষ্ঠা উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদের মোচক হইয়া থাকে। ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। শূদ্রদিগের দ্বিজত্বের অভাবহেতু পৃথক্ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কর্ম্ম-সমূহ স্বভাব-জনিত গুণের সহিত শাস্ত্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বভাব এস্থলে প্রাক্তন সংস্কার, তাহা হইতে উদ্ভূত যে সত্ত্বাদি গুণ তাহার সহিত তাহাদের কর্ম্ম সমূহ বিভাগ করিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এইরকম গুণযুক্ত ব্রাহ্মণাদি এবং তাহাদের এই সকল কর্ম্ম। প্রশান্তত্বহেতু ব্রাহ্মন সত্ত্বগুণ-প্রধান। আর ক্ষত্রিয়গণ সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান এবং তাহারা প্রভুত্ব স্বভাব-বিশিষ্ট। তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান বৈশ্যগণ এখানে চেষ্টা প্রধান। আর রজো মিশ্রিত তমো-প্রধান শূদ্রগণ মূঢ়স্বভাবযুক্ত। চারি বর্ণের গুণ সমূহ এস্থলে বর্ণিত হইল। ইহাদের কর্ম্মসমূহ পরে বলা হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"আরও ত্রিগুণময় প্রাণিসমূহ স্ব স্ব অধিকার-প্রাপ্ত শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম-দ্বারা পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হয়, তাই বলিতেছেন—'ব্রাহ্মণঃ, ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ'—স্বভাব-জন্মদ্বারাই প্রাদুর্ভূত যে সত্ত্বাদিগুণসমূহ তদ্দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত পৃথক্কৃত কর্ম্মসমূহ ব্রাহ্মণাদির বিহিত অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, এই অর্থ।"

বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ মানবগণকে এই ত্রিগুণময় অবস্থা হইতে ক্রমপন্থায় উন্নতাধিকারে উন্নীত করিবার মানসে, মানবের স্বভাবজাত গুণ-অনুসারে

কর্ম্ম-বিভাগক্রমে বর্ণধর্ম্মনিরূপণের কথা বর্ণন করিতেছেন। স্বভাব-অনুসারে কর্ম্ম-নির্ণয়-পন্থা কর্ম্ম-জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। ইহা পরম বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু আজকাল বর্ণ-ধর্ম্মের নানা প্রকার ব্যভিচার দর্শন করিয়া, তাহাতে লোক আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, অনেকে মনে করেন যে, বর্ণধর্ম্ম-বিচার হইতেই ভারতীয় মানবগণের মধ্যে জাতিগত ভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে ও তৎফলে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পতন ঘটিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহের মানবগণের তুলনায় অত্যন্ত হেয় ও গর্হিত স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেকে ইতিমধ্যে বর্ণধর্ম্ম লোপ করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। একটি ভাল বিষয়কে লোপ করা যত সহজ, প্রবর্ত্তিত করা তত সহজ নয়। তাই বলিতেছি, যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা একথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়াছেন কি—যে প্রকৃত বর্ণধর্ম্ম হইতে তাঁহাদের কল্পিত অবস্থা ঘটিয়াছে? না—বর্ণধর্ম্মরহিত হওয়ায় বা বিকৃত হওয়ায় ঐরূপ পতন ঘটিয়াছে? যদি কোন মহোপকারক বিষয় বিকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নাশ না করিয়া, যথাযথ ভাবে স্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

এ-বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থ হইতে একটি সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি। যাহা শ্রীভগবান্ তথা ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত বর্ণধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য-জ্ঞানহীন ভ্রান্ত মানবগণের পক্ষে পরম উপদেশপ্রদ।

"স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে গেলে সে কর্ম্ম সুষ্ঠু ও ফলপ্রদ হয় না। স্বভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস্ (Genius) বলে। পরিপক্ব স্বভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া জীবন নির্ব্বাহ ও পরমার্থচেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাগুক্ত চারিটি স্বভাব হইতে চারিটি বর্ণ লাভ করিয়াছেন। বর্ণবিভাগ-দ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে সামাজিক ক্রিয়াসকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সম্যক্ মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণবিভাগবিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তিমূল বিজ্ঞানজনিত এবং সে সমাজ সর্ব্ব মানবজাতীর পূজণীয়। কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপখণ্ডের মানবগণ বর্ণবিধান

স্বীকার না করিয়াও সর্ব্বদা বৃহৎ কর্ম্মা ও অন্য দেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণবিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই।

এ সন্দেহ নিরর্থক; যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীন জাতীয় মানবসকল প্রায়ই অধিক বলবান্ ও সাহসী হয়। সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে একপ্রকার কার্য্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞানজনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণবিধান থাকায় বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও জাতিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। রোমজাতি ও গ্রীক্ জাতি কোন সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? তাহারা জাতিলক্ষণ রহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করিয়া ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, তাহারা আর নিজ-দেশীয় বীরপুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্যজাতি রোম ও গ্রীক্জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীর-পুরুষদিগের অভিমান রাখে? কেন? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান বলবান্ থাকায় তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছহত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্দ্ধক্যদশায় ভারতবাসিগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রচলিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহায়া আর্য্য বই অনার্য্য হইবে না। ইউরোপীয়, রোম প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় লোকেরা হান ও ভাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্ত্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণ-ধর্ম্মকে আশ্রয় কশ্বিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্ স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্য দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব সে "মিলিটারী লাইন" বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা সামান্য সেবাকার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও এ ধর্ম্ম তাহাদের

মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে ; যেমন যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান সকল প্রস্তুত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতি দ্বারা জলযাত্রাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। সমাজও সেইরূপ অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে চালিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সে দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থায়ই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়াছে। এই জন্য ভারতকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্যলক্ষণে লক্ষিত হইতেছে? উত্তর, না। বর্ণবিধি ভারতে পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে অস্বাস্থ্যনিবন্ধন ভারতের অনেক যন্ত্রণা ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসর-প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টাস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন। সেই অস্বাস্থ্য কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আর্য্যজাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। তখন এইরূপ বিধি হইল যে, প্রতি ব্যক্তিই স্বভাব অনুসারে বর্ণলাভ করিবেন এবং সেই বর্ণ অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবেন। শ্রমবিভাগ বিধিও স্বভাব-নিরূপণবিধি দ্বারা জগতের কর্ম্ম সুন্দররূপে চালিত হইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, তাহাকে কেবল স্বভাব-দ্বারা বর্ণভুক্ত করা হইত। জাবালি ও গৌতম, জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাসই ইহার উদাহরণ। যাহার পিতার বর্ণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্টিপূর্ব্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিষ্যন্তবংশে অগ্নিবেশ্য স্বয়ং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হন এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি হয়। ঐলবংশে হোত্রকপুত্র জহ্নু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভরতবংশে ভরদ্বাজ

যাঁহার নাম বিতথ রাজা, তাঁহার বংশে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয় ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভর্যশ্ব রাজার বংশে মৌদ্গল্য-গোত্রীয় শতানন্দ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি জন্ম লাভ করেন। শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারত যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্নরবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্ব্বজাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে সময় সশঙ্কচিত্তে ভারতবাসীর উপদেশ গ্রহণ করিত।

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেক দিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষত্র-স্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাব-বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয় বর্ণমধ্যে যে কলহবীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদি শাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণপ্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবান্ হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। এক-দিকে কুব্যবস্থা ও অপরদিকে স্বদেশনিষ্ঠা, এই ভাবদ্বয় বিবদমান হইয়া ক্রমশঃ ভারতবাসী আর্য্যসন্তানদিগকে উৎসন্নপ্রায় করিয়া তুলিল।

ব্রহ্মস্বভাববিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারগ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাববিহীন শূদ্রসকল স্বভাববিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল ; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্র-মণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইল। অর্ণবযান ব্যবহার উঠিয়া গেল। সেবাও প্রকৃষ্টরূপে হইল না। কাজে কাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল। আহা! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা

কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে এমন নয়, কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করিতে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। পুরাণ কর্ত্তারাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কল্কিদেবের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। মরু ও দেবাপী রাজার উপাখ্যানে এরূপ প্রতীক্ষা দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক।

কোন্ বর্ণের কোন্ কর্ম্মে অধিকার তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। আমাদের পুস্তকে তাহা বিবৃতির সহিত লিখিত হওয়া দুঃসাধ্য। আতিথ্য সম্বন্ধে অন্নদান, পাবিত্র্য সম্বন্ধে ত্রিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদপাঠ, উপদেষ্টৃত্ব ও পৌরোহিত্য, উপনয়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস এই সকল কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। ধর্ম্মযুদ্ধ, রাজ্যশাসন, প্রজারক্ষণ, বৃহৎ বৃহদ্দান প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। পশুপালন ও রক্ষণ, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্যে বৈশ্যের অধিকার। অমন্ত্র দেবসেবা ও অপর ত্রিবর্ণের সেবাকার্য্যে শূদ্রের অধিকার। বিবাহাদিব্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণ দান, গুরুসেবা, আতিথ্য, পাবিত্র্য, মহোৎসব, গো-সেবা, জগদ্বৃদ্ধিকরণ এবং ন্যায়াচরণ, এ সকল কার্য্যে সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীপুরুষের অধিকার। পতিসেবা কার্য্যটিতে স্ত্রীলোকের বিশেষ অধিকার। মূলবিধি এই যে, যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য্য, সেই স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অধিকারী। সরল বুদ্ধিদ্বারা প্রায় সকলেই কর্ম্মাধিকার স্থির করিতে পারেন, স্থির করিতে না পারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন। নির্গুণ বৈষ্ণবগণ এ সকল বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত "সৎক্রিয়াসারদীপিকা" আলোচনা করিবেন" ॥ ৪১ ॥

**শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।**
**জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥**

**অন্বয়—**শমঃ ( অন্তঃকরণ-সংযম ) দমঃ ( বহিঃকরণ-সংযম ) তপঃ ( শাস্ত্রীয় কায়-ক্লেশ ) শৌচং ( বাহ্যাভ্যন্তর শুচি ) ক্ষান্তিঃ ( সহিষ্ণুতা ) আর্জ্জবম্ ( সরলতা ) জ্ঞানং ( শাস্ত্রীয় জ্ঞান ) বিজ্ঞানং ( তত্ত্বানুভূতি ) আস্তিক্যং এব চ

( ও শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস ) [ এতানি—এই সকল ] স্বভাবজম্ ( স্বভাবজাত ) ব্রহ্মকর্ম্ম ( ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম ) ॥ ৪২ ॥

**অনুবাদ**—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটি—ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

**শ্রীবলদেব**—ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ,—শম ইতি। শমোঽন্তঃকরণস্য সংযমঃ ; দমো বহিঃকরণস্য ; তপঃ শাস্ত্রীয়কায়ক্লেশঃ ; শৌচং দ্বিবিধমুক্তম্ ; ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুতা ; আর্জ্জবমবক্রত্বম্ ; জ্ঞানং শাস্ত্রাৎ পরাবরতত্ত্বাবগমঃ ; বিজ্ঞানং তস্মাদেব তদেকান্তধর্ম্মাধিগমঃ ; আস্তিক্যং সর্ব্ববেদবেদ্যো হরির্নিখিলৈক-কারণং স্ববিহিতৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ কেবলয়া ভক্ত্যা চ সন্তোষিতঃ স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বমর্পয়তীতি শাস্ত্রাধিগতেঽর্থে সত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ;—এতৎ স্বাভাবিকং ব্রহ্মকর্ম্ম। যদ্যপি সত্ত্ববৃদ্ধৌ ক্ষত্রিয়াদেরপ্যেতে ধর্ম্মা ভবন্তি, তথাপি সত্ত্বপ্রাধান্যাদ্ব্রাহ্মণস্যেতি ভণিতিঃ। এবমুক্তং বিষ্ণুনা,—"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ। অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া ॥ আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মসামান্য উচ্যতে ॥" ইতি ॥ ৪২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিতেছেন—'শম ইতি'। শম—অন্তঃকরণের সংযম। দম—বহিঃকরণ অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম। তপঃ—শাস্ত্রীয় কায়ক্লেশ। শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর দুই প্রকার বলা হইয়াছে। ক্ষান্তি—সহিষ্ণুতা, আর্জ্জব—কুটিলতা ত্যাগ, জ্ঞান—শাস্ত্রের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ও গৌণতত্ত্বের বোধ। বিজ্ঞান—সেই জ্ঞান থেকেই একান্ত ধর্ম্মের ( অধিগম ) বিশেষরূপে জ্ঞান। আস্তিক্য—সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হরি ; তিনিই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কারণ ; স্ব স্ব শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের দ্বারাই তিনি আরাধিত হইয়া এবং কেবলা ভক্তির দ্বারা সন্তোষিত হইয়া নিজেকে পর্য্যন্ত সমস্তই অর্পণ করিয়া থাকেন, এই জাতীয় শাস্ত্র-সম্মত অর্থে যাহার সত্যত্ব বিশেষরূপে নিশ্চয় আছে ( তাহাই আস্তিক্য বুদ্ধি )। ইহা স্বাভাবিক ব্রহ্ম-কর্ম্ম। যদিও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে ক্ষত্রিয়াদিরও এই সমস্ত ধর্ম্ম হইয়া থাকে তথাপি সত্ত্বগুণ-প্রাধান্যহেতু ব্রাহ্মণের ইহা বলা হইয়া থাকে। এই কথাই বিষ্ণু কর্ত্তৃক বলা হইয়াছে—"ক্ষমা, সত্য, দম,

শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, গুরু-শুশ্রূষা, তীর্থ-সেবা, দয়া, সরলতা, লোভ-শূন্যতা, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অনভ্যসূয়া, ( ঈর্ষাত্যাগ ) এইগুলি সাধারণ ধর্ম্ম বলা হয় ॥ ৪২ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্মের কথা বলিতেছেন। শম অর্থে অন্তঃকরণের সংযম ; দম অর্থে বাহেন্দ্রিয়ের সংযম ; তপ শব্দে শাস্ত্রীয় কায়িক ক্লেশ ; শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর ; ক্ষান্তি—সহিষ্ণুতা ; আর্জ্জব—সারল্য ; জ্ঞান অর্থে শাস্ত্র হইতে পর ও অপর তত্ত্বের অবগতি ; আস্তিক্য শব্দের অর্থ,—সকল বেদবেদ্য, নিখিল বিষয়ের একমাত্র কারণ, শ্রীহরিকে স্ব-বিহিত কর্ম্মের দ্বারা এবং কেবলা-ভক্তির দ্বারা আরাধনা পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করা ; সর্ব্ব বস্তু এবং নিজেকে পর্য্যন্ত সমর্পণ করা ও শাস্ত্র হইতে অধিগত বিষয়ে সত্যত্ব নিশ্চয় করা—এই সমুদয় ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

যদিও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিতে ক্ষত্রিয়াদিরও এই সকল উৎপন্ন হয়, তথাপি সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণেরই ইহা বলা হয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে যে, "ক্ষমা, সত্য, দমঃ, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, গুরু-শুশ্রূষা, তীর্থানুসরণ, দয়া, আর্জ্জব, লোভশূন্যত্ব, দেব ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং অসূয়ারাহিত্য এই সকল ধর্ম্ম-সামান্য।"

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের টীকায় আস্তিক্য সম্বন্ধে পাওয়া যায়—সমস্ত বৈদিকার্থের সত্যতা নিশ্চয়ই আস্তিক্য এবং উহা এরূপ প্রকৃষ্ট যে, কোন কারণে উহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ভগবান্ পুরুষোত্তম বাসুদেবই পরম ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য, তিনি নিখিল দোষগন্ধরহিত, স্বাভাবিক অসমোর্দ্ধ জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি অসংখ্য কল্যাণ-গুণগণযুক্ত, নিখিল বেদবেদান্তবেদ্য, তিনিই নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, নিখিল জগদাধারভূত, নিখিল বিষয়ের প্রবর্ত্তক, যাবতীয় বৈদিক কর্ম্ম তাঁহার আরাধনাভূত, সেই সকলের দ্বারা আরাধিত হইয়া তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদাতা—এই সকল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তিই আস্তিক।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তন্মধ্যে সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্মসমূহ বলিতেছেন—'শমঃ'—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, 'দমঃ'—বাহেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, 'তপঃ'—শরীরাদির দ্বারা

বিহিত কর্ম্ম; 'জ্ঞান-বিজ্ঞানে'—শাস্ত্র সমূহের অনুভব হইতে জাত; 'আস্তিক্যং—শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস—এই সব 'ব্রহ্মকর্ম্ম'—ব্রাহ্মণের কর্ম্ম 'স্বভাবজম্'—স্বাভাবিক।"

ব্রাহ্মণলক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্।"—( ৭।১১।২১ )। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।"—( ১১।১৭।১৬ )। শ্রীঋষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—"ধৃতা তনূরুশতী মে পুরাণী যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্। শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র।"—( ভাঃ—৫।৫।২৪ ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ ইহলোকে আমার সেই বিশুদ্ধা সনাতনী বেদময়ী মূর্ত্তি অধ্যয়নাদি মূলে ধারণ করিয়া থাকেন। পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ, শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা এবং অনুভব অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞান প্রভৃতি গুণসকল যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, যাঁহারা এই সকল গুণসম্পন্ন, তাঁহারা মানবের কোন প্রকার অহিত-সাধক, ইহা কখনও বলা যায় না; পরন্তু তাঁহারাই যে মানবের প্রকৃত হিতকারী বান্ধব, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তবে যেখানে প্রকৃত গুণহীন ব্যক্তি প্রকৃত গুণবানের স্থল অযথা অধিকার পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে, তাহাদের ন্যায় 'ব্রাহ্মণব্রুব' ব্যক্তিগণের দ্বারা যে সামাজিক অমঙ্গল ঘটিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তজ্জন্য ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন বা বিরোধী না হইয়া, প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য আসন প্রদান করিতে শিক্ষা করিলে সামাজিক প্রকৃত মঙ্গল লাভের পথ পরিষ্কার হয়। এই প্রকার ব্যবস্থার নিমিত্ত কেবল শৌক্রপন্থা অবলম্বন শ্রেয়ঃ নহে। পরন্তু যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেই বৃত্তিগত গুণ-কর্ম্মানুসারে আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বৃত্ত ব্রাহ্মণতা-নির্ণয় সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ ও প্রাচীন রীতি বা নিদর্শন আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" ( ৭।১১।৩৫ )

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" (ভাবার্থদীপিকা)।

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষণং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥"

(মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯।৮)

প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীনীলকণ্ঠের টীকায় পাওয়া যায়,—

"এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্মশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ-এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৩-২৬)

শ্রীমহাভারতে এই বৃত্তব্রাহ্মণতার কথা বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বজ্রস্থচিকোপনিষদেও বৃত্ত ব্রাহ্মণতার কথা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য-কথিত সত্যকাম জাবাল ও গৌতমের কথাও প্রসিদ্ধ।

ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্যধৃত সাম-সংহিতা বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্থিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"

বেদান্ত স্থত্রেও পাওয়া যায়,—

"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ স্থচ্যতে হি"। "ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" (ব্রঃ স্থঃ ১।৩।৩৪-৩৫)

এ-বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে মাধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য।

স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—

"নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।" (হরিবংশ)

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃতবচনে পাওয়া যায়,—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩ সংখ্যা)

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" (২য় বিঃ ৭ সংখ্যা)

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে পাওয়া যায়,—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"
"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নঃ দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ"।

বিভিন্ন শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত প্রমাণ ও প্রাচীন প্রথা-অনুসারে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জগন্মঙ্গলকর বৃত্তব্রাহ্মণতা বা দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে সমাজে পুনঃ প্রচলন করিয়াছিলেন॥ ৪২॥

**শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩॥**

**অন্বয়**—শৌর্য্যং (পরাক্রম) তেজঃ (প্রগল্ভতা) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) দাক্ষ্যং (কুশলতা) যুদ্ধে চ অপি (এবং যুদ্ধে) অপলায়নম্ (পলায়ন না করা) দানম্ (দান) ঈশ্বরভাবঃ চ (লোকনিয়ন্তৃত্ব) [এতানি—এই সকল] স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ক্ষত্রকর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম)॥ ৪৩॥

**অনুবাদ**—শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা ও যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং লোকনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম॥ ৪৩॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব, এই কয়েকটি—ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম॥ ৪৩॥

**শ্রীবলদেব**—ক্ষত্রিয়স্যাহ,—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং যুদ্ধে নির্ভয়া প্রবৃত্তিঃ; তেজঃ পরৈরধৃষ্যত্বম্; ধৃতির্মহত্যপি সঙ্কটে দেহেন্দ্রিয়ানবসাদঃ; দাক্ষ্যং ক্রিয়া-সিদ্ধিকৌশলম্, যুদ্ধে স্বমৃত্যুনিশ্চয়েঽপ্যপলায়নং তত্রাবৈমুখ্যম্; দানমসঙ্কোচেন

স্ববিত্তত্যাগঃ ; ঈশ্বরভাবঃ প্রজাপালনার্থমীশিতব্যেষু শাসনাতিগেষু প্রভুত্বশক্তি-প্রকাশঃ ;—এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ও লক্ষণ বলা হইতেছে,—'শৌর্য্যমিতি'। শৌর্য্য—যুদ্ধে নির্ভয়ভাবে চেষ্টা, তেজ—শত্রু কর্ত্তৃক অনভিভব। ধৃতি—মহাসঙ্কটেও দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অনবসাদ। দাক্ষ্য—ক্রিয়া-সিদ্ধিতে নিপুণতা, যুদ্ধে নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও পলায়ন না করা ও তাহাতে বিমুখ না হওয়া। দান—নিঃসঙ্কোচে স্বীয় বিত্ত-ত্যাগ। স্বকীয় ঈশ্বরভাব—প্রজা পালনের জন্য করণীয় শাসনের অতীত বিষয়ে প্রভুত্ব শক্তির প্রকাশ। ইহা ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

**অনুভূষণ**—ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্মের বিবরণ দিতেছেন। শৌর্য্য অর্থাৎ যুদ্ধে নির্ভয়া প্রবৃত্তি অর্থাৎ বলবান্ শত্রুকেও নিষ্পেষিত করিবার প্রবৃত্তি ; তেজ অর্থে অপর কর্ত্তৃক নির্জ্জিত না হওয়া ; ধৃতি অর্থাৎ মহা বিপদেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অবসন্ন না হওয়া ; দাক্ষ্য—দক্ষতা অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধির কৌশল ; যুদ্ধে নিজের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াও অপলায়ন অর্থাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া ; দান অর্থাৎ অকুণ্ঠিতচিত্তে নিজবিত্ত অপরকে সমর্পণ ; ঈশ্বর ভাব অর্থাৎ প্রজাপালন-নিমিত্ত শাসিতগণের উপর, শাসন অতিক্রম করিলে স্বকীয় প্রভুত্বশক্তির প্রকাশ। এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"সত্ত্ব-অপ্রধান রজো প্রধান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম বলিতেছেন—'শৌর্য্যং'—পরাক্রমঃ, 'তেজঃ'—প্রাগল্‌ভ্য অর্থাৎ সাহসিকতা, 'ধৃতিঃ'—ধৈর্য্য, 'ঈশ্বরভাবঃ' —লোক সমূহের নিয়ামকতা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

> "শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
> ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥" (৭।১১।১২)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

> "তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
> স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥" (ভাঃ—১১।১৭।১৭)

অর্থাৎ তেজঃ, বল, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উত্থম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণ-ভক্তি ও ঐশ্বর্য্য,—এই সকল ক্ষত্রিয় প্রকৃতি।

যাঁহারা এই সকল গুণে গুণান্বিত, তাঁহাদের দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, কিন্তু যদি ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করা-রূপ স্বভাব তাঁহাদিগেতে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা জগতের অশেষ অকল্যাণ ঘটে। রাজনীতি বা সমাজনীতি ব্রহ্মণ্যধর্ম্মানুকূল হইলেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইয়া থাকে, নতুবা যুদ্ধবিগ্রহাদি-দ্বারা কেবল লোকক্ষয় ও লোকের নানাবিধ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। এ-বিষয়ে সকলের সাবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীপরশুরামের লীলা আমাদের শিক্ষণীয়া। নিরীশ্বর রাজ-নীতিকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎ-সেবানুকূল্যকারিণী রাষ্ট্র-নীতির আবশ্যকতা প্রচার-নিমিত্তই শ্রীপরশুরামের অবতার। বিষ্ণু স্বরাট্ বাস্তব বস্তু। তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার নিকট অহৈতুক আত্মসমর্পণই চিদ্ বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রনীতি॥ ৪৩॥

**কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।**
**পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪॥**

**অন্বয়**—কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং ( কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য ) স্বভাবজম্ ( স্বাভাবিক ) বৈশ্যকর্ম্ম ( বৈশ্যের কর্ম্ম ) পরিচর্য্যাত্মকং ( পরিচর্য্যারূপ ) কর্ম্ম ( কর্ম্ম ) শূদ্রস্য অপি ( শূদ্রের পক্ষেই ) স্বভাবজম্ ( স্বাভাবিক ) ॥ ৪৪ ॥

**অনুবাদ**—কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রগণের স্বভাবজ॥ ৪৪॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, এই কয়েকটি—বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক-কর্ম্মই শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। এই চারি প্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয়; কেবল জন্ম-দ্বারা হয় না॥ ৪৪॥

**শ্রীবলদেব**—বৈশ্যস্যাহ,—কৃষীতি। অন্নাদ্যুৎপত্তয়ে হলাদিনা ভূমের্বি-লেখনং কৃষিঃ; পাশুপাল্যং গোরক্ষম্; বণিক্‌কর্ম্ম বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়লক্ষণম্; বৃদ্ধ্যৈ ধনপ্রয়োগঃ কুশীদমপ্যত্রান্তর্গতম্;—এতৎ স্বভাবসিদ্ধং বৈশ্যকর্ম্ম। অথ

শূদ্রস্যাহ,—পরীতি। ব্রাহ্মণাদীনাং দ্বিজন্মনাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। এতানি চাতুরাশ্রম্যকর্ম্মণামুপলক্ষণানি ॥ ৪৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিতেছেন—'কৃষীতি'। অন্নাদি-খাদ্যবস্তুর উৎপত্তির জন্য লাঙ্গলাদির দ্বারা ভূমির বিলেখন ( কর্ষণের নাম ) কৃষি। পশুপালন—গোরক্ষা। ক্রয় ও বিক্রয়-লক্ষণযুক্ত বণিকের কর্ম্মই বাণিজ্য। অর্থবৃদ্ধির জন্য—সুদের জন্য ধননিয়োগরূপ কুশীদ (সসুদঋণদানাদি) ও ইহার অন্তর্গত। ইহা স্বভাবসিদ্ধ বৈশ্যকর্ম্ম। তারপর শূদ্রের কর্ম্মের বিষয় বলা হইতেছে—'পরীতি', ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির পরিচর্য্যা ও সেবাদি শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ইহা দ্বারা চারিটি আশ্রম-সম্বন্ধীয় কর্ম্মেরও সংগ্রহ বা উল্লেখ জানিবে ॥ ৪৪ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে একটি শ্লোকে বৈশ্য ও শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্মের বিষয় বলিতেছেন। কৃষি অর্থে শস্যাদি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত হলাদি দ্বারা ভূমি-কর্ষণ, গোরক্ষা অর্থাৎ গোজাতির রক্ষা বা পশুপালন; বাণিজ্য অর্থাৎ বণিক-কর্ম্ম—দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয় এবং ধন বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় ধনের প্রয়োগ অর্থাৎ ঋণ দেওয়াও ইহারই অন্তর্গত। এই সকল বৈশ্যগণের ব্রত বা স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম। তারপর শূদ্রগণের বিষয় বলিতেছেন। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ-গণের পরিচর্য্যা অর্থাৎ আজ্ঞাপালন, সেবা ও তাঁহাদের সন্তোষ বিধান শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম। এই সকল চার আশ্রমীর কর্ম্মেরও উপলক্ষণ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তমঃ-অপ্রধান রজোপ্রধান কর্ম্ম বলিতেছেন—'কৃষি' ইত্যাদি। গোরক্ষা করে এই অর্থে গোরক্ষ,তাহার ভাব 'গোরক্ষ্যম্'—পশু পালনাদি।

রজঃ-অপ্রধান তমোপ্রধান শূদ্রের কর্ম্ম বলিতেছেন—'পরিচর্য্যাত্মকম্'—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যারূপ"।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্ ॥" ( ৭।১১।২৩ )

শ্রীউদ্ধব-সংবাদেও পাওয়া যায়,—

"আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥" ( ভাঃ—১১।১৭।১৮ )

অর্থাৎ আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, অশাঠ্য, ব্রাহ্মণসেবা এবং ধনবৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রভৃতি বৈশ্য প্রকৃতি।

শূদ্র প্রকৃতি সম্বন্ধেও শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

"শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥" ( ৭।১১।২৪ )।
"শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ( ১১।১৭।১৯ )।

অর্থাৎ নিষ্কপটে দেব, দ্বিজ ও গো-সেবা করা এবং উক্ত সেবায় লব্ধ ধনাদির দ্বারা সন্তোষ লাভই শূদ্রগণের প্রকৃতি।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, বৈশ্য ও শূদ্রগণও যথাযথ গুণসম্পন্ন হইলে সমাজের কল্যাণই করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈশ্যগণ যখন আস্তিক্যধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক ঈশ্বর-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের সেবারহিত হয়, তখন সেই সকল বৈশ্যগণের দ্বারা বাণিজ্যস্থলে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রবেশপূর্ব্বক সমাজের অশেষ অমঙ্গল বিধান করে। এমন কি, অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রবলভাবে সৃষ্ট হইয়া মানবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বহুতররূপে ব্যাঘাত করিয়া থাকে।

শূদ্রগণও নিষ্কপটে ত্রিবর্ণের সেবাদ্বারা স্বীয় মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্যাবয়বে শিরঃ, হস্ত, মুখ, পদাদি সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইলে, যেমন সামগ্রিক জীবনের সুষ্ঠুতা সাধিত হয়; সেইপ্রকার চারি বর্ণী স্ব-স্বকৃত্য সম্পাদন করিলে সামগ্রিক সমাজজীবন সুষ্ঠুতা লাভ করে। কিন্তু শিরঃ প্রদেশ গণ্ডগোল প্রাপ্ত হইলে, যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই বিকলতা লাভ করে; সেই প্রকার সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগন গুণ ও আচার ভ্রষ্ট হইলে, তদিতর বর্ণসমূহের গুণ ও আচার শ্লথ হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠগণ যদি আচরণের দ্বারা তদিতরগণকে শ্রেষ্ঠত্বের পথে পরিচালিত করিতে না পারিয়া, অযথা গর্ব্বমান হইয়া অশ্রেষ্ঠগণকে স্নেহ, ভালবাসা ও দয়া করিবার পরিবর্ত্তে হিংসা, ঘৃণা ও জোরপূর্ব্বক নিজ সেবায় লাগাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে

প্রতিক্রিয়ারূপে সমাজের সকল কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া দৈনন্দিন ব্যাপার সমূহে এমন ব্যাঘাত ঘটিবে যে, সকল কর্ম্মে অশান্তি উপস্থিত হইবে। মানবগণ সর্ব্বদাই সমাজ গঠন পূর্ব্বক বাস করিতে চায়। একক মানব তাহার সকল ব্যবহারিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না। সুতরাং পারস্পরিক সম্বন্ধ বা প্রীতি না থাকিলে সমাজে বাস করা দুরূহ হইয়া উঠে। সেই জন্য উচ্চবর্ণের লোকগণ সর্ব্বদা স্ব-স্ব-বর্ণের গুণ-কর্ম্ম-দ্বারা নিম্নবর্ণের লোকদিগকে আকৃষ্ট ও উপকৃত করিতে পারিলেই, তাহারা উচ্চবর্ণকে আন্তরিক আদর ও পরিচর্য্যা করিবে ও করিয়া ধন্য হইবে। শ্রীভগবান্‌ও শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,— "যদ্ যদ্বাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" ( ৩।২১ )" ॥ ৪৪ ॥

**স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।**
**স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥**

**অন্বয়**—স্বে স্বে ( নিজ নিজ ) কর্ম্মণি ( কর্ম্মে ) অভিরতঃ ( নিরত ) নরঃ ( মানব ) সংসিদ্ধিং ( জ্ঞান-যোগ্যতা ) লভতে ( লাভ করে ) স্বকর্ম্মনিরতঃ ( নিজ অধিকার-বিহিত কর্ম্মতৎপর ) যথা ( যেরূপে ) সিদ্ধিং ( সিদ্ধি ) বিন্দতি ( লাভ করে ) তৎ ( তাহা ) শৃণু ( শ্রবণ কর ) ॥ ৪৫ ॥

**অনুবাদ**—স্ব-স্ব-অধিকারোচিত কর্ম্মনিরত মানব জ্ঞানযোগ্যতা-রূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি স্বকর্ম্মে অভিরত হইয়া যেরূপে সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—উক্তানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানহেতুতামাহ,—স্বে স্বে ইতি। স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতস্তদনুষ্ঠাতা নরঃ সংসিদ্ধিং বিসতন্তুবৎ কর্ম্মান্তর্গতাং জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে। নন্বু বন্ধকেন কর্ম্মণা বিমোচিকা জ্ঞাননিষ্ঠা কথমিতি চেদ্বু-দ্ধিবিশেষাদিত্যাহ,—স্বকর্ম্মেতি ॥ ৪৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—উক্তকর্ম্মগুলি জ্ঞানের হেতু হয়, ইহা বলিতেছেন 'স্বে-স্বে ইতি'। স্বীয় স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ম্মেতে আসক্ত থাকিয়া তাহাদের অনুষ্ঠান-কারীব্যক্তি বিসতন্তুর ন্যায় কর্ম্মান্তর্গত জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সংসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। প্রশ্ন—সংসারের বন্ধনস্বরূপ কর্ম্মের দ্বারা সংসার-মোচনরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা কিরূপে

হইয়া থাকে? ইহা যদি বল, তদুত্তরে বলা হইতেছে—বুদ্ধির পার্থক্যহেতু হয়, ইহা 'স্বকর্ম্মনিরতঃ' এই পদের দ্বারা বলিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

**যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।**
**স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥**

**অন্বয়**—যতঃ ( যাঁহা হইতে ) ভূতানাং ( ভূতগণের ) প্রবৃত্তিঃ ( উৎপত্তি ) যেন ( যাঁহা দ্বারা ) সর্ব্বম্ ( সমগ্র ) ইদং ( এই বিশ্ব ) ততম্ ( ব্যাপ্ত ) তং ( সেই পরমেশ্বরকে) স্বকর্ম্মণা ( স্বীয় কর্ম্ম-দ্বারা ) অভ্যর্চ্চ্য ( অর্চ্চনা করিয়া ) মানবঃ ( মানব ) সিদ্ধিং ( সিদ্ধি ) বিন্দতি ( লাভ করে ) ॥ ৪৬ ॥

**অনুবাদ**—যাঁহা হইতে ভূতসকলের পূর্ব্ববাসনানুরূপা প্রবৃত্তি হয় এবং যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, মানব তাঁহাকে স্বকর্ম্ম-দ্বারা অর্চ্চন করতঃ সিদ্ধি ( অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ) লাভ করিয়া থাকে ॥৪৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি-স্বরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার ফলদাতৃত্ব-প্রযুক্ত ভূতসকলের পূর্ব্ববাসনানুরূপা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকে স্বকর্ম্ম-দ্বারা অর্চ্চন করত মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—তমাহ,—যত ইতি। যতঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং জন্মাদিলক্ষণা প্রবৃত্তির্ভবতি, যেন চেদং সর্ব্বং জগত্ততং ব্যাপ্তং, তমিন্দ্রাদিদেবতাত্মনাবস্থিতং স্ববিহিতেন কর্ম্মণাভ্যর্চ্চ্য 'এতেন কর্ম্মণা স্বপ্রভুস্তুষ্যতু' ইতি মনসা তস্মিংস্তৎ সমর্প্য মানবঃ সিদ্ধিং জ্ঞাননিষ্ঠাং বিন্দতি ॥ ৪৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—উক্ত কর্ম্ম যে জ্ঞানহেতু, তাহাই বলা হইতেছে—'যত ইতি'। যে পরমেশ্বর হইতে পাঞ্চভৌতিক প্রাণিগণের জন্মাদিরূপ কার্য্য হয়, যাঁহার দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইন্দ্রাদিদেবতারূপে অবস্থিত তাঁহাকে ( ঈশ্বরকে ) স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "এই কর্ম্মের দ্বারা স্বয়ং প্রভু তুষ্ট হউন" এই বুদ্ধিতে মনে মনে তাঁহাকে সেই সব পূজা ও কর্ম্মাদি অর্পণ করিয়া মানব জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানোপত্তির হেতু বলিতেছেন। স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী মানব সংসিদ্ধি অর্থাৎ বিসতন্তুর ন্যায় কর্ম্মান্তর্গত জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কর্ম্মমাত্রই বন্ধক, তাহা হইতে কিপ্রকারে মোচকগুণবিশিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠা

লাভ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, বুদ্ধিবিশেষের দ্বারা ইহা সম্ভব। পরবর্ত্তী-শ্লোকে তাহাই বর্ণন করিতেছেন। পরমেশ্বর হইতেই ভূতগণের জন্মাদি প্রবৃত্তি; তাঁহার দ্বারাই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত; তিনিই ইন্দ্রিয়াদি দেবতাস্বরূপে অবস্থিত; সেইহেতু নিজ নিজ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্ অর্চ্চনা পূর্ব্বক, 'এই কর্ম্মের দ্বারা নিজপ্রভু সন্তুষ্ট হউন', এইরূপ মনোভাবের দ্বারা তাঁহাতে সেই সমস্ত সমর্পণ করতঃ মানব সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'যতঃ' পরমেশ্বর হইতে 'তমভ্যর্চ্চ্য'—তাঁহাকে অর্চ্চন করিয়া—এই বাক্যে 'এই কর্ম্ম-দ্বারা পরমেশ্বর তুষ্ট হউন' এইরূপ মনদ্বারা তাঁহাকে অর্পণই তাঁহার অভ্যর্চ্চন বা সম্যক্ পূজা।"

মানবগণ স্ব-স্ব-অধিকারোচিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া, কিরূপে জ্ঞানরূপ সংসিদ্ধি লাভ করে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। সাধারণতঃ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইলেও বুদ্ধিবিশেষ-আশ্রয়ে উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলে আবার বন্ধন-মোচক জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ হইতে পারে। সেই বিষয়ে বলিতেছেন যে, যদি স্বকর্ম্মদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চন করা যায় অর্থাৎ শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মেও পাই যে,—"এই কর্ম্মের দ্বারা স্বপ্রভু তুষ্টি লাভ করুন।"—এই মানস বিচার-মূলে তাহাতে সেই কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক যদি অনুষ্ঠান করা যায়; তাহা হইলেই কর্ম্মসিদ্ধিতে জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ হয়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর উক্তিতে পাওয়া যায়,—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্" ॥ ( ৩য় অং ৮ অঃ ৮ শ্লোঃ )

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলিয়াছেন, —"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"।

শ্রীগীতায় পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে,—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র" ( ৩।৯ )

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতবাক্যেও পাই,—

"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণামশ্রবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥" ( ১।২।১৩ )

আবার এরূপও কথিত হইয়াছে,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥" ( ভাঃ—১।২।৮ )

শ্রীনারদের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥"
( ভাঃ—১।৫।১২ ) ॥ ৪৫-৪৬ ॥

**শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।**
**স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥**

**অন্বয়**—স্বনুষ্ঠিতাৎ ( সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত ) পরধর্ম্মাৎ ( পরধর্ম্ম হইতে ) বিগুণঃ ( নিকৃষ্ট ) স্বধর্ম্মঃ ( স্বধর্ম্ম ) শ্রেয়ান্ ( শ্রেষ্ঠ ) স্বভাবনিয়তং ( স্বভাব-নিয়মিত ) কর্ম্ম ( কর্ম্ম ) কুর্ব্বন্ ( করিয়া ) [ নরঃ—মানব ] কিল্বিষম্ ( পাপ ) ন আপ্নোতি ( প্রাপ্ত হয় না ) ॥ ৪৭ ॥

**অনুবাদ**—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত উৎকৃষ্ট পর অর্থাৎ অপরের ধর্ম্মাপেক্ষা, অসম্যক্ ভাবে অনুষ্ঠিত নিকৃষ্ট স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ। মানব স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম করিয়া কোন পাপ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ; যেহেতু স্বভাববিহিত কর্ম্মের নামই 'স্বধর্ম্ম', কোন সময়ে তাহা অসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধর্ম্ম হইতেই সার্ব্বকালিক উপকার হইয়া থাকে। স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৪৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—নন্নু ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মাণাং রাজসাদিত্বাত্তেষু রুচিশূন্যৈঃ ক্ষত্রিয়াদিভিঃ সাত্ত্বিকো ব্রহ্মধর্ম্ম এবানুষ্ঠেয় ইতি চেত্তত্রাহ,—শ্রেয়ানিতি। স্বধর্ম্মো বিগুণো নিকৃষ্টোঽপি সম্যগননুষ্ঠিতোঽপি বা পরধর্ম্মাদুৎকৃষ্টাৎ স্বনুষ্ঠিতাচ্চ শ্রেয়ানতিপ্রশস্তো বিহিতত্বাৎ। ন চ হিংসানৃতাদি-দোষযুক্তাদ্যুদ্ধ-বাণিজ্যাদেঃ স্বধর্ম্মাচ্ছিলোঞ্ছবৃত্ত্যাদিঃ পরধর্ম্মস্তদ্দোষবিরহাৎ শ্রেয়ানিতি মন্তব্যম্; যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেন বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জনঃ কিল্বিষং

দোষং নাপ্নোতি। ক্রত্বঙ্গহিংসায়া বিহিতত্বাদ্যথা ন দোষত্বং, তথা যুদ্ধাদ্যঙ্গস্থ হিংসানৃতাদের্বিহিতত্বাদেব ন তদ্দিতি ভাবঃ। ব্যাখ্যাতং চৈতদ্বিস্তরেণ তৃতীয়ে ॥ ৪৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—ক্ষত্রিয়াদি-ধর্ম্মসমূহের রাজসাদিত্বহেতু তাহাতে রুচিহীন ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক সাত্ত্বিক ব্রহ্মধর্ম্মই অনুষ্ঠান করা উচিত; যদি ইহা বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'শ্রেয়ানিতি'। স্বধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও অথবা সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলেও সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত উৎকৃষ্ট পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ও অতিশয় প্রশস্ত; কারণ—এই রকম বিধান শাস্ত্রে আছে ( বিধিবাক্য হেতু )। জীব-হিংসা ও মিথ্যাদিদোষযুক্ত যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি স্বধর্ম্ম হইতে শিল-উঞ্ছবৃত্ত্যাদিযুক্ত পর ধর্ম্মে উক্তদোষ না থাকায় স্বধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা মনে করা উচিত নহে। যেহেতু—পূর্ব্বোক্ত স্বভাবের দ্বারা নিয়মপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষ কোন পাপে লিপ্ত হইতে পারে না। যজ্ঞের অঙ্গরূপে হিংসার বিধান থাকায়, ঐরূপ হিংসায় যেমন পাপ নাই, সেই রকম যুদ্ধাদির অঙ্গ হিংসা ও মিথ্যাদি বিহিত ( বিধান ) থাকায়, কোন দোষ নাই; ইহাই ভাবার্থ। ইহা তৃতীয়াধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

**অনুভূষণ**—স্বধর্ম্ম-পালনের মহিমা পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণন পূর্ব্বক এক্ষণে শ্রীভগবান্ আরও বিশদরূপে বলিতেছেন। কেহ যদি বলেন যে, ক্ষত্রিয়াদি ধর্ম্মসমূহের রাজস ভাব থাকায়, তাহাতে রুচিশূন্য ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক সাত্ত্বিক ব্রহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠান করাই উচিত; তদুত্তরে বলিতেছেন যে, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বকীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম বিগুণ অর্থাৎ নিকৃষ্ট হইলেও, সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলেও উৎকৃষ্ট ও স্বনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অতিশয় প্রশস্ত; যেহেতু উহাই শাস্ত্রের বিধানমতে বিহিত হইয়াছে। হিংসা, মিথ্যাদি-দোষযুক্ত যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি স্বধর্ম্ম হইতে শিলোঞ্ছবৃত্ত্যাদিযুক্ত পর-ধর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত দোষ-নির্ম্মুক্ত বলিয়া শ্রেষ্ঠ; ইহা মনে করা উচিত নহে। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত স্বভাবের দ্বারা নিয়মানুসারে বিহিত কর্ম্ম করিলেও মানব দোষ প্রাপ্ত হয় না, যেমন যজ্ঞে পশু-হিংসা বিহিত বলিয়া দোষ হয় না। সেইরূপ যুদ্ধে হিংসা এবং বাণিজ্যে অনৃতাদির বিধান থাকায়, উহা তদ্রূপ দোষযুক্ত নহে; ইহাই ভাবার্থ। **এই বিষয়ে গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।**

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"ক্রিয়াদি-দ্বারা স্বধর্ম্মকে রাজস দর্শন করিয়া তাহাতে রুচি-রহিত হইয়া সাত্ত্বিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, তাই বলিতেছেন—'শ্রেয়ান্' ইত্যাদি। 'স্বনুষ্ঠিতাৎ'—সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ পরধর্ম্ম হইতেও 'বিগুণঃ'—নিকৃষ্ট ও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। অতএব বন্ধুবধাদি দোষযুক্ত বলিয়া স্বধর্ম্ম-যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার জন্য ভ্রমণাদিরূপ পরধর্ম্ম তোমার অনুষ্ঠেয় নহে, এই ভাব।"

অধিকার-অনুসারে স্বভাব-বিহিত আচরণই শ্রেয়ঃ-লাভের উৎকৃষ্ট ক্রমপন্থা। দোষ ও গুণ নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥" ( ১১।২১।২ )

অর্থাৎ স্ব-স্ব-অধিকারোচিত নিষ্ঠাই গুণ এবং পরের অধিকারে নিষ্ঠা করিতে যাওয়া দোষ। ইহা গুণ ও দোষের নির্ণায়ক।

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণ-দোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যজনেচ্ছয়া॥" ( ভাং—১১।২০।২৬ )

অর্থাৎ নিজ নিজ অধিকারগত নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত। এই গুণ-দোষ-বিধানের দ্বারা বিষয়াসক্তি-বর্জ্জনেচ্ছায় স্বভাবতঃ অশুদ্ধ কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচ করা হইয়াছে মাত্র।

স্বভাবতঃ দেহগেহাসক্ত পাপরত ব্যক্তিগণকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই করুণাময় ভগবান্ বেদের বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥" ( ১১।৩।৪৪ )

আরও পাওয়া যায়,—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা......নিবৃত্তিরিষ্টা ( ভাঃ—১১।৫।১১ )

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"বেদেও বুঝায়—'স্বর্গ' বলে জনা জনা।
মূর্খ-প্রতি কেবল সে বেদের করুণা॥
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে'।
শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে॥
যেতে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে॥
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে॥" ( চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯অঃ )

শ্রীগীতায় পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে,—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ( ৩।৩৫ )

এই স্থলে বিচার্য্য এই যে, স্বধর্ম্ম বলিতে যেখানে 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' কথিত হইয়াছে, সেইখানেই এইরূপ বিচার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বধর্ম্ম বলিতে যেখানে 'আত্মধর্ম্ম' শ্রীহরিভক্তিকে বুঝায়, সেখানে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বিচারই গ্রহণীয়। স্বধর্ম্ম বলিতে আত্মধর্ম্ম বুঝিলে, পরধর্ম্ম বলিতে দেহমনাদির ধর্ম্ম বুঝায়। যে পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম শ্রীহরিভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম-আচরণ করাই শ্রেয়ঃ। যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥" ( ১১।২০।৯ )॥ ৪৭॥

**সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।**
**সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮॥**

**অন্বয়**—কৌন্তেয়! ( হে কৌন্তেয়! ) সদোষমপি ( দোষযুক্তও ) সহজং ( স্বভাবজ ) কর্ম্ম ( কর্ম্ম ) ন ত্যজেৎ ( ত্যাগ করিবে না ) হি ( যেহেতু ) সর্ব্বারম্ভাঃ ( সকল কর্ম্ম ) ধূমেন ( ধূমদ্বারা ) অগ্নিঃ ইব ( অগ্নির ন্যায় ) দোষেণ ( দোষ-দ্বারা ) আবৃতাঃ ( আবৃত )॥ ৪৮॥

**অনুবাদ**—হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে; যেহেতু অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত সেইরূপ সকল কর্ম্মই দোষের দ্বারা আবৃত ॥ ৪৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে কৌন্তেয়! সহজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নয়। সকল-কর্ম্মের আরম্ভেই দোষ আছে; অগ্নি থাকিলেই ধূম যেরূপ তাহাকে আবরণ করে, তদ্রূপ কর্ম্মমাত্রকেই দোষ আবরণ করে। তথাপি দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাব-বিহিত কর্ম্মের গুণাংশকেই সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য আশ্রয় করিবে ॥ ৪৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—ন খলু ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মা এব যুদ্ধাদয়ঃ সদোষাঃ; ব্রহ্মধর্ম্মাশ্চ তথেত্যাহ,—সহজমিতি। সহজং স্বভাবপ্রাপ্তং কর্ম্ম সদোষমপি হিংসাদি-মিশ্রমপি ন ত্যজেদপি তু বিহিতত্বাৎ কুর্য্যাদেব—নির্দ্দোষত্ববুদ্ধ্যা ব্রহ্মকর্ম্মণা চরেদিত্যর্থঃ, যতঃ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদি-বর্ণানামারম্ভাঃ কর্ম্মাণি ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দ্রব্যসাধ্যত্বাচ্চ সামান্যতঃ কেনচিদ্দোষেণাবৃতা ব্যাপ্তা এব ভবন্তি। ধূমেনেবাগ্নিরিতি যথাগ্নের্ধূমাংশমপাকৃত্য শীতাদিনিবৃত্তয়ে তাপঃ সেব্যতে, তথা কর্ম্মণাং ভগবদর্পণেন দোষাংশং নির্ধূয়াত্মদর্শনায় জ্ঞানজনকত্বাংশঃ সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—শুধু যে যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মগুলি দোষদুষ্ট তাহা নহে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মও সেই রকম—তাহাই বলা হইতেছে—'সহজমিতি'। স্বভাববশতঃ-প্রাপ্ত কর্ম্ম হিংসাদির দ্বারা মিশ্রিত হইলেও কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে। কিন্তু উহার বিধান আছে বলিয়া করিতেই হইবে—অর্থাৎ নির্দ্দোষত্ব বুদ্ধিতে ব্রহ্মকর্ম্মরূপে আচরণ করিবে। যেহেতু সমস্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্ম্মগুলি ত্রিগুণাত্মক ও দ্রব্যসাধ্য; এজন্য সাধারণতঃ কোন না কোনও দোষে লিপ্ত থাকিতেই হইবে। যেমন অগ্নি হইতে ধূমাংশকে বিদূরিত করিয়া শীতাদি নিবৃত্তির জন্য অগ্নির উত্তাপের সেবা করা হয়, সেই রকম যাবতীয় কর্ম্মের ফলাদি ভগবানের উপর সমর্পণের দ্বারা দোষাংশকে অপনোদন করিয়া আত্মদর্শনের জন্য উহার জ্ঞানজনকত্ব অংশই সেবনীয়। ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪৮ ॥

**অনুভূষণ**—কাহারও যদি এইরূপ আশঙ্কা জন্মে যে, স্বাভাবিক কর্ম্ম করণীয় হইলেও, তাহার দোষগুলি জানিয়াও কিরূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে? সুতরাং দোষযুক্ত কর্ম্ম অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এই আশঙ্কা নিরসনার্থ

শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন যে, কেবল যে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম যুদ্ধাদিই দোষযুক্ত তাহা নহে, ব্রহ্ম-ধর্ম্মসমূহও তদ্রূপ দোষযুক্ত। সুতরাং সহজ অর্থাৎ স্বভাবপ্রাপ্ত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও অর্থাৎ হিংসাদিমিশ্র হইলেও ত্যাগ করা উচিত নহে। পরন্তু বিহিত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দোষ বুদ্ধিসহকারে ব্রহ্মকর্ম্মের ন্যায় অনুষ্ঠান আবশ্যক। যেহেতু ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মসমূহ ত্রিগুণাত্মক ও দ্রব্যসাধ্য বলিয়া সামান্যতঃ কোন না কোন দোষের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াই থাকে। দৃষ্টান্ত—যেরূপ ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত হয়। সুতরাং শীতাদি নিবৃত্তির নিমিত্ত যেমন ধূমাংশ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নির সেবা করিতে হয়, সেইরূপ ভগবদর্পণের দ্বারা দোষাংশ নির্ধৌত করিয়া আত্ম-দর্শনের নিমিত্ত কর্ম্মের জ্ঞানজনকত্ব-অংশই সেব্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আবার স্বধর্ম্মেই কেবল দোষ আছে, এরূপ মনন করা উচিত নহে, যেহেতু পরধর্ম্মেও কোন কোন দোষ থাকিতেই পারে, তাই বলিতেছেন—'সহজং'—স্বভাব-বিহিত, 'হি,—যেহেতু, 'সর্ব্বারম্ভাঃ'—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট-সাধন কর্ম্ম-সকল কোন না কোন দোষ-দ্বারা আবৃত আছেই, যেমন ধূম-দ্বারা অগ্নি আবৃত দেখা যায়। অতএব অগ্নি হইতে ধূমরূপ দোষ পরিহার পূর্ব্বক অন্ধকার ও শীতাদি নাশ করিতে যেরূপ তাপই সেবন করিতে হয়, সেইরূপ কর্ম্মেরও দোষাংশ ত্যাগ করিয়া তত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত গুণাংশই গ্রহণ করিতে হয়—এই ভাব" ॥ ৪৮ ॥

**অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।**
**নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥**

**অন্বয়**—সর্ব্বত্র ( প্রাকৃত বস্তুমাত্রে ) অসক্তবুদ্ধিঃ ( আসক্তিশূন্য বুদ্ধি ) জিতাত্মা ( বশীকৃত চিত্ত ) বিগতস্পৃহঃ ( নিস্পৃহ ) [ জনঃ ] সন্ন্যাসেন (স্বরূপতঃ কর্ম্ম-ত্যাগ-দ্বারা ) পরমাং ( শ্রেষ্ঠ ) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং ( নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি ( লাভ করেন ) ॥ ৪৯ ॥

**অনুবাদ**—প্রাকৃত বস্তুমাত্রে আসক্তিশূন্যবুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখাদিতেও স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি, স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা শ্রেষ্ঠ-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—প্রাকৃত-বস্তুতে আসক্তিশূন্য-বুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রহ্ম-লোক-পর্য্যন্ত সুখাদিতেও নিস্পৃহ হইয়া আরুরুক্ষু ব্যক্তি স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগ-পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবমারুরুক্ষুঃ সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভয়া কর্ম্মনিষ্ঠয়ানুভূতস্বস্বরূপস্ততঃ কর্ম্মনিষ্ঠাং স্বরূপতস্ত্যজেদিত্যাহ,—অসক্তেতি। সর্ব্বত্রাত্মাতিরিক্তেষু বস্তুষ্বসক্ত-বুদ্ধির্যতো জিতাত্মা স্বাত্মানন্দাস্বাদেন বশীকৃতমনা অতএব বিগতস্পৃহ আত্মা-তিরিক্তবস্তুসাধ্যেষু নানাবিধেষানন্দেষু স্পৃহাশূন্যঃ। স্বাত্মানন্দাস্বাদবিক্ষেপকাণাং কর্ম্মণাং সন্ন্যাসেন স্বরূপতস্ত্যাগেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং সিদ্ধিমধিগচ্ছতি যোগা-রূঢ়ঃ সন্। এবমেবোক্তং তৃতীয়ে,—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এইভাবে যোগের চরমসীমায় আরুরুক্ষু ব্যক্তি একনিষ্ঠ হইয়া জ্ঞানগর্ভ কর্ম্মনিষ্ঠার দ্বারা নিজের আত্মস্বরূপ অনুভব করিয়া তারপর কর্ম্ম-নিষ্ঠাকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করিবে। ইহাই বলা হইতেছে—'অসক্তেতি'। আত্মা-তিরিক্ত সমস্ত বস্তুতে আসক্তিশূন্য হইয়া কারণ স্বীয় আত্মানন্দের আস্বাদনের দ্বারা মনকে বশ করিয়াছে। অতএব আত্মাতিরিক্ত নানাবিধ আনন্দেতে স্পৃহাশূন্য হইবে। যাহারা আত্মানন্দ-আস্বাদের প্রতিবন্ধক সেইসকল কর্ম্মকে সন্ন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণরূপা সিদ্ধিকে যোগারূঢ় হইয়া লাভ করে। ইহাই তৃতীয়াধ্যায়ে আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, —'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৪৯ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সনিষ্ঠ আরুরুক্ষু যোগী জ্ঞানগর্ভ কর্ম্ম-নিষ্ঠার দ্বারা নিজস্বরূপ অনুভব করার পর স্বরূপতঃ কর্ম্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিবেন। আত্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুতে অসক্তবুদ্ধি, যেহেতু তিনি জিতাত্মা অর্থাৎ স্বীয় আত্মানন্দ আস্বাদনের দ্বারা মনকে বশীকৃত করিয়াছেন অতএব তাঁহার বিষয়-স্পৃহা বিগত হইয়াছে ; অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত বস্তুসাধ্য নানাবিধ আনন্দে স্পৃহা-শূন্য হইয়াছেন। স্বীয় আত্মানন্দ আস্বাদনের ফলে বিক্ষিপ্ত কর্ম্মসমূহের সংন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণা পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি যোগারূঢ় হন। এইরূপই

শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, "যিনি কিন্তু আত্মাতেই রত" ইত্যাদির দ্বারা।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"এইরূপ হওয়ায় কর্ম্মে দোষাংশসমূহ—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাভিসন্ধান-লক্ষণ দোষাংশসমূহ ত্যাগকারী সেই প্রথম সন্ন্যাসীর কালক্রমে সাধনের পরিপাকে যোগারূঢ়ত্বদশায় কর্ম্ম সমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগরূপ দ্বিতীয় সন্ন্যাস বলিতেছেন—'অসক্তবুদ্ধিঃ'—সমস্ত প্রাকৃত বস্তুসমূহে 'ন সক্তা'—আসক্তি রহিত বুদ্ধি যাঁহার তিনি, অতএব 'জিতাত্মা'—বশীকৃতচিত্ত 'বিগত-স্পৃহঃ'—বিগতা—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অবস্থিত সুখসমূহেও যাঁহার স্পৃহা নাই তিনি ; এবং তাহার পর 'সন্ন্যাসেন'—কর্ম্ম সমূহের স্বরূপতঃই ত্যাগে নৈষ্কর্ম্ম্যের 'পরমাং'—শ্রেষ্ঠা সিদ্ধি 'অধিগচ্ছতি'—প্রাপ্ত হন। যোগের আরূঢ় দশায় তাহার নৈষ্কর্ম্ম্য অতিশয়ভাবে সিদ্ধ হয়, এই অর্থ" ॥ ৪৯ ॥

**সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।**
**সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥**

**অন্বয়**—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) আপ্নোতি (লাভ করেন) যা (যাহা) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠ-গতি) তথা (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) নিবোধ (শ্রবণ কর) ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ**—হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং যাহা জ্ঞানের চরম গতি বা প্রাপ্তি, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করতঃ জীব যেরূপে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি ॥ ৫০ ॥

**শ্রীবলদেব**—সিদ্ধিমিতি। বিহিতেন কর্ম্মণা হরিমারাধ্য তৎপ্রসাদজাং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগান্তামাত্মধ্যাননিষ্ঠাং প্রাপ্তো যথা যেন প্রকারেণ স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি—আবির্ভাবিতগুণাষ্টকং স্বরূপমনুভবতি, তথা তং প্রকারং সমাসেন গদতো মে মত্তো নিবোধ। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা পরেশবিষয়া জ্ঞাননিষ্ঠা ত্বাং প্রতি ময়োচ্যতে, তাঞ্চ শৃণু ॥ ৫০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'সিদ্ধিমিতি'। বিহিত কর্ম্মের দ্বারা হরিকে আরাধনা করিয়া হরির প্রসাদ-জনিত সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগপর্য্যন্ত আত্মধ্যাননিষ্ঠাকে লাভ করিয়া যেই প্রকারে স্থিত হইয়া ব্রহ্মলাভ করা যায়—অর্থাৎ যাহাতে আটটি গুণ আবির্ভূত হয়, এই প্রকার স্বরূপ অনুভব করে, তাহা সংক্ষেপে আমি বলিতেছি। আমার নিকট জানিয়া লও। জ্ঞানের যাহা পরা নিষ্ঠা অর্থাৎ পরেশ-বিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা তোমাকে আমি বলিতেছি—তাহাও শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ সিদ্ধি-প্রাপ্তির পর যেরূপ ব্রহ্মলাভ ঘটে, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছেন। স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মের দ্বারা শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়া মানব তাঁহার অনুগ্রহে সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগান্তক আত্ম-ধ্যাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়; এবং যে প্রকারে অবস্থিত হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আবির্ভাবিত গুণাষ্টক স্বরূপ অনুভব করে, তাহাই সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ পূর্ব্বক অবগত হও। জ্ঞানের যা পরা নিষ্ঠা অর্থাৎ পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা তোমাকে আমি বলিতেছি, তুমি তাহাও অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"এবং তাহার পর যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মের অনুভব হয়, এই অর্থ। যে সমস্ত যোগে অজ্ঞানের 'নিষ্ঠা পরা'—পরম অন্ত এই অর্থ। নিষ্ঠা অর্থে নিষ্পত্তি, নাশ, অন্ত—অমরকোষ। অবিদ্যা উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত-প্রায় হইলে বিদ্যারও উপরমের আরম্ভে যে প্রকারে জ্ঞানের সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম অনুভব করেন, তাহা বুঝিয়া লও; এই অর্থ" ॥ ৫০ ॥

**বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।**
**শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥**

**বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।**
**ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥**

**অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।**
**বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥**

**অন্বয়**—বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ( সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ) ধৃত্যা ( ধৃতির দ্বারা ) আত্মানম্ ( মনকে ) নিয়ম্য চ ( নিয়মিত করিয়া ) শব্দাদীন্ ( শব্দ

প্রভৃতি ) বিষয়ান্ ( বিষয়সমূহকে ) ত্যক্ত্বা ( ত্যাগ করিয়া ) রাগদ্বেষৌ ( রাগ ও দ্বেষ ) ব্যুদস্য চ ( বিদূরিত করিয়া ) বিবিক্তসেবী ( নির্জ্জনবাসী ) লঘ্বাশী ( মিতাহারী ) যতবাক্কায়মানসঃ ( বাক্য, কায় ও মন সংযত করিয়া ) নিত্যং ( নিত্য ) ধ্যানযোগপরঃ ( ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ যোগযুক্ত হইয়া ) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ( বৈরাগ্য সম্যক্ আশ্রয় করিয়া ) অহঙ্কারং ( অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং ( দর্প ) কামম্ ( কামনা ) ক্রোধং ( ক্রোধ ) পরিগ্রহং ( দানাদি গ্রহণ ) বিমুচ্য ( ত্যাগ পূর্ব্বক ) নির্ম্মমঃ ( মমতাবিহীন হইয়া ) শান্তঃ ( পরম উপশম-প্রাপ্ত ব্যক্তি ) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মানুভব-নিমিত্ত) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ৫১-৫৩ ॥

**অনুবাদ**—বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়মিত করিয়া, শব্দাদি-বিষয়সমূহকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগ ও দ্বেষ বিদূরিত করিয়া পবিত্র নির্জ্জন স্থানসেবী হইয়া, মিতাহার পূর্ব্বক কায়মনোবাক্য সংযত করতঃ সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তাপরায়ণতারূপ যোগ ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম ও উপশমপ্রাপ্ত পুরুষ ব্রহ্ম-অনুভবের যোগ্য হন ॥ ৫১-৫৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে ধৃতি-দ্বারা নিয়মিত করত শব্দাদি বিষয়সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিগত-রাগদ্বেষ, বিবিক্তসেবী, লঘুভোজী; সংযতকায়বাঙ্মানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্যের আশ্রিত এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্ম্মম ও শান্ত পুরুষ অষ্টগুণ-স্বরূপ ব্রহ্মের অনুভবে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩ ॥

**শ্রীবলদেব**— তং প্রকারমাহ,—বুদ্ধ্যেতি। বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্ত-স্তাদৃশ্যা ধৃত্যা চাত্মানং মনো নিয়ম্য সমাধিযোগ্যং কৃত্বা, শব্দাদীন্ বিষয়াং-স্ত্যক্ত্বা তান্ সন্নিহিতান্ বিধায় রাগদ্বেষৌ চ তদ্ধেতুকৌ ব্যুদস্য দূরতঃ পরিহৃত্য, বিবিক্তসেবী নির্জ্জনস্থঃ, লঘ্বাশী মিতভুক্, যতানি ধ্যেয়াভিমুখীকৃতানি বাগাদীনি যেন সঃ, নিত্যং ধ্যানযোগপরো হরিচিন্তননিরতঃ, বৈরাগ্যমাত্মেতর-বস্তুমাত্রবিষয়কম্; অহমিতি। অহঙ্কারো দেহাত্মাভিমানঃ, বলং তদ্বর্দ্ধকং বাসনারূপম্, দর্পস্তদ্ধেতুকঃ, প্রারব্ধশেষবশাদুপাগতেষু ভোগ্যেষু কামোঽভিলাষঃ, তেষ্বন্যৈরপহৃতেষু ক্রোধঃ, পরিগ্রহশ্চ তৎকর্ম্মকঃ; তানেতানহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য নির্মমঃ সন্ ব্রহ্মভূয়ায় গুণাষ্টকবিশিষ্টসাত্মরূপত্বায় কল্পতে তদনুভবতি। শান্তো নিস্তরঙ্গসিন্ধুরিব স্থিতঃ ॥ ৫১-৫৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সেই বিষয় বলা হইতেছে—'বুদ্ধ্যেতি'। সাত্ত্বিক বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া এবং সাত্ত্বিক ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থাৎ সমাধির যোগ্য করিয়া শব্দাদি বিষয়গুলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ তাহাদিগকে বশীকৃত করিয়া রাগদ্বেষ ও তাহাদের হেতুকে দূরীকরণ করিয়া অর্থাৎ দূর হইতে পরিহার করিয়া, নির্জনে অবস্থান পূর্ব্বক অর্থাৎ বিবিক্তসেবী হইয়া, পরিমিতাহারী হইবে এবং বাক্ প্রভৃতিকে ধ্যেয় ঈশ্বরাভিমুখ করিবে। সেই নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ অর্থাৎ হরি-চিন্তনে রত হইতে হইবে। আত্মাভিন্ন বস্তুমাত্র-বিষয়ে বৈরাগ্য লইয়া অহঙ্কার—দেহাত্মাভিমান, বল—সেই অভিমানের বৃদ্ধিজনক বাসনা, দর্প—তজ্জনিতগর্ব্ব। প্রারব্ধ-শেষবশত লব্ধ ভোগ্যবস্তু সমূহে কামনা অর্থাৎ অভিলাষ। অন্য কর্ত্তৃক সেই ভোগ্যবস্তুগুলি অপহৃত হইলে তাহাতে ক্রোধ। পরিগ্রহ—সেইগুলি আঁকড়াইয়া থাকা। এইসব অহঙ্কারাদি বিমোচন করিয়া মমতা শূন্য হইবে। এইরূপ হইলে গুণাষ্টক বিশিষ্ট-আত্মরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ হয় অর্থাৎ তাহা অনুভব করে। শান্ত অর্থাৎ তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করা ॥ ৫১-৫৩ ॥

**অনুভূষণ**—জীবের জ্ঞানের পরা নিষ্ঠারূপ ব্রহ্মলাভের প্রকার বলিতেছেন। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া এবং তাদৃশ ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়মিত অর্থাৎ সমাধিযোগ্য করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ তাহাদের নিকটে থাকিলেও বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগকরতঃ নির্জ্জনে বাস পূর্ব্বক, পরিমিত আহারী হইয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে ধ্যেয়বস্তুর অভিমুখী যিনি করিতে পারেন, তিনি নিত্য ধ্যানযোগপর অর্থাৎ সর্ব্বদা হরি-চিন্তনপর হইয়া আত্মেতর বস্তু-বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করতঃ দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার, বাসনারূপ বল, এবং তদ্রূপ দর্প, প্রারব্ধ শেষ বলিয়া উপাগত ভোগ্য-বিষয়ে যে কাম অর্থাৎ অভিলাষ এবং সেগুলি অন্যের দ্বারা অপহৃত হইলে যে ক্রোধ, পরিগ্রহমূলক কর্ম্ম ইত্যাদি বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ মমতা শূন্য হইয়া অষ্টগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ লাভের যোগ্য হন অর্থাৎ ব্রহ্মানুভব করেন।

এস্থলে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে যাঁহারা শ্রীগীতায় উপদিষ্ট ব্রহ্মানুভবের যোগ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত সাধনা অবশ্যই করণীয়। কেবলমাত্র 'সোঽহং' 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার অভিমান করিলেই জীবের ব্রহ্মভূত হইবার অধিকার হয় না।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"উক্ত প্রকার পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত থাকিয়া, এবং সাত্ত্বিক ধৃতির দ্বারা আত্মাকে অর্থাৎ সেই বুদ্ধিকে নিয়ম্য অর্থাৎ নিশ্চল করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং সেই বিষয়সমূহে রাগ ও দ্বেষ পরিহারকরতঃ। 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া' ইত্যাদি বাক্যসমূহের তৃতীয় শ্লোকস্থ 'ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হন' এই বাক্যের সহিত অন্বয়। আরও পাওয়া যায় বিবিক্তসেবী অর্থে পবিত্রস্থানে বাসকারী, মিতভোজী, এই উপায় সমূহের দ্বারা বাক্য, কায়, মন সংযত করিয়া সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পর্শ-রূপ যে যোগ, সেই যোগপর হইয়া এবং ধ্যান যাহাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে, সেই হেতু পুনঃ পুনঃ দৃঢ় বৈরাগ্যকে সমাশ্রয়করতঃ তারপর আমি বিরক্ত ইত্যাদি অহঙ্কার, বল অর্থাৎ দুরাগ্রহ, দর্প অর্থাৎ যোগ বলে বিপথে গমনের প্রবৃত্তি, প্রারব্ধবশে অপ্রাপ্য মার্গেও বিষয়গুলিতে যে কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিশেষভাবে ত্যাগ করিয়া বলপূর্ব্বক উপস্থিত বিষয়েও মমতা শূন্য হইয়া পরম উপশম লাভ করিয়া 'ব্রহ্মভূয়' অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থানের যোগ্য হইয়া থাকেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া'—সাত্ত্বিকী বুদ্ধিদ্বারা, 'ধৃত্যা'—সাত্ত্বিকী ধৈর্য্যদ্বারা 'আত্মানম্'—মনকে 'নিয়ম্য'—সংযত করিয়া 'ধ্যানেন'—ভগবানের চিন্তা-দ্বারাই যে শ্রেষ্ঠযোগ তৎপরায়ণ, অর্থাৎ তাহাই আশ্রয় করিয়া, 'বলং'—কামের রাগযুক্ত, কিন্তু সামর্থ্য নহে; অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক—ইহাই অবিদ্যার উপরম, 'শান্তঃ'—সত্ত্বগুণেরও উপশান্তিযুক্ত—ইহা কৃতজ্ঞানসন্ন্যাস, এই অর্থ—'জ্ঞানও আমাকে সংন্যস্ত করিবে'—এই একাদশ স্কন্ধের ( ভাঃ—১১।১৯।১ ) উক্তি। অজ্ঞান ও জ্ঞানের উপরম ব্যতীত ব্রহ্মের অনুভব অস্বীকৃত হয়; এই ভাব। 'ব্রহ্মভূয়ায়'—ব্রহ্মের অনুভবে 'কল্পতে'—সমর্থ হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্র্যক্।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শশ্বদসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্॥

সর্ব্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো লিঙ্গং ব্যপোহেৎ কুশলোঽহমাখ্যম্" ॥
( ৫।৫।১২-১৩ ) ॥ ৫১—৫৩ ॥

**ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।**
**সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥**

**অন্বয়**—ব্রহ্মভূতঃ ( ব্রহ্মে অবস্থিত ) প্রসন্নাত্মা ( প্রসন্নচিত্ত ) ন শোচতি ( শোক করেন না ) ন কাঙ্ক্ষতি ( আকাঙ্ক্ষাও করেন না ) সর্ব্বেষু ভূতেষু ( সর্ব্বভূতে ) সমঃ ( সমদর্শী ) [ হইয়া ] পরাম্ ( প্রেমলক্ষণযুক্ত ) মদ্ভক্তিং ( আমার ভক্তি ) লভতে ( লাভ করেন ) ॥ ৫৪ ॥

**অনুবাদ**—ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন বস্তুর জন্য শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা অর্থাৎ প্রেমলক্ষণযুক্ত মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অষ্টগুণিত স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন ; এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন ॥ ॥ ৫৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—তস্য ব্রহ্মভূয়োত্তরভাবিনং লাভমাহ,—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতঃ সাক্ষাৎকৃতাষ্টগুণকস্ব-স্বরূপঃ ; প্রসন্নাত্মা ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ানাং বিগমাদতি-স্বচ্ছঃ,—'নদ্যঃ প্রসন্নসলিলাঃ' ইত্যাদাবতিবৈমল্যং 'প্রসন্ন' শব্দার্থঃ ; স এবং-ভূতো মদন্যান্ কাংশ্চিৎ প্রতি ন শোচতি ন চ তান্ কাঙ্ক্ষতি ; সর্ব্বেষু মদন্যেষূচ্চাব-চেষু ভূতেষু সমঃ—হেয়ত্বাবিশেষাল্লোষ্ট্রকাষ্ঠবত্তানি মন্যমানঃ ; ঈদৃশঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে—'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা' ইত্যুক্তাং মদনুভবলক্ষণাং মদ্বীক্ষণ-সমানাকারাং সাধ্যাং ভক্তিং বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞানের পর লাভের বিষয় বলা হইতেছে—'ব্রহ্মেতি'। ব্রহ্মভূত—অষ্টগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারকারী। প্রসন্নাত্মা—অবিদ্যাদিপঞ্চবিধ ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক কর্ম্মফল ও আশয়াদির ( বাসনা প্রভৃতির ) অপগম-হেতু অতিশয় স্বচ্ছ। "নদীগুলি স্বচ্ছজলবিশিষ্ট" ইত্যাদিতে অতিবৈমল্য 'প্রসন্ন' শব্দার্থ। তিনি এবম্ভূত হইয়া আমি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রতি

শোক করেন না, অন্য কোন বস্তুকে কামনা করেন না। আমি ভিন্ন অন্য উচ্চ ও নীচ প্রাণীতে 'সমান বুদ্ধি'; অর্থাৎ সবই হেয়—এই বোধে সেই সব আত্মাতিরিক্তবস্তুগুলিকে লোষ্ট্র ও কাষ্ঠের মত তিনি মনে করেন। এইরকম হইলে পরম—শ্রেষ্ঠা আমার ভক্তি লাভ করিতে থাকে অর্থাৎ 'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা', যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা, এইরূপ আমার অনুভূতি স্বরূপ ও আমার দর্শনের সমানাকার সাধ্যা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

**অনুভূষণ**—ব্রহ্মানুভবী ব্যক্তির ব্রহ্মানুভবের পর কি ফল লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন। ব্রহ্মভূত অর্থে অষ্টগুণযুক্ত স্ব-স্বরূপের সাক্ষাৎকার। প্রসন্নাত্মা অর্থে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় সমূহের নাশহেতু অতিশয় স্বচ্ছ। নদীর যেমন প্রসন্ন সলিল, সেইরূপ প্রসন্ন শব্দের অর্থ অতিশয় বিমল। এইরূপ ব্যক্তি আমাব্যতীত অন্য কাহারও জন্য শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। আমাব্যতীত অন্য সমস্ত উচ্চাবচ সকল ভূতে সমভাব। হেয় ও উপাদেয় দর্শনের বিশেষ না থাকায় লোষ্ট্র ও কাষ্ঠের ন্যায় তাহাদিগকে মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ হইলে আমাতে পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠা অর্থাৎ জ্ঞানেরও যাহা পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা, এই পূর্ব্বোক্ত মদনুভবলক্ষণ অর্থাৎ আমার দর্শনজনিত সমানাকাররূপা সাধ্যা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তাহার পর উপাধির অপগম হইলে 'ব্রহ্মভূত',—চৈতন্য আবরণ রহিত হওয়ায় ব্রহ্মরূপ এই অর্থ, গুণসমূহের মালিন্য অপগম হওয়ায়। 'প্রসন্নাত্মা'—প্রসন্ন যে আত্মা তিনি, তারপর পূর্ব্বদশায় অবস্থিতের ন্যায় নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না,—দেহাদিতে অভিমান না থাকায় এই ভাব। 'সর্ব্বেষু ভূতেষু'—ভদ্র ও অভদ্র সকল ভূতেই বালকের ন্যায় 'সমঃ'—বাহ্য অনুসন্ধান না থাকায় এই ভাব। তারপর ইন্ধন রহিত অগ্নির ন্যায় জ্ঞানের শান্তি হইলেও জ্ঞানের অন্তর্ভূত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আমার অনশ্বরা ভক্তি লাভ করেন। ভক্তি আমার স্বরূপশক্তিবৃত্তি এবং মায়া-শক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যার অপগমেও তাহার অপগম হয় না। অতএব 'পরাং'—জ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি শূন্যা—কেবলা, এই অর্থ। 'লভতে'—পূর্ব্বে মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানবৈরাগ্যা-দিতে আংশিক ভাবে অবস্থিত ভক্তির, সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্যামীর ন্যায় স্পষ্ট

উপলব্ধি ছিল না, এই ভাব। অতএব 'কুরুতে' এই শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'লভতে' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ;—মাষমুদ্গাদিতে মিলিত কাঞ্চন মণিকা যেরূপ তাহাদের নাশেও অনশ্বর বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে কেবলারূপে লাভ করা যায়, তদ্রূপ। তখন সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি লাভের প্রায় সম্ভাবনা থাকে, আর তাহার ফল সাযুজ্যও নহে। এই জন্য 'পরা'—শব্দ দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।"

বর্ত্তমান শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভানন্তর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিবার জন্য যে পরা ভক্তির প্রয়োজন, তাহাই কথিত হইতেছে। এস্থলে 'ব্রহ্ম-ভূতঃ'—শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"ব্রহ্মে অবস্থিত।" শ্রীমদ্বলদেব বলেন,—"সাক্ষাৎকৃত অষ্টগুণযুক্ত স্বস্বরূপ"। শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—"অপরি-চ্ছিন্ন, জ্ঞানৈকাকারমৎ, শেষতৈকস্বভাব, আত্মস্বরূপের আবির্ভাব"। শ্রীমন্মধ্ব বলেন,—"ব্রহ্মণিভূতং"। এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মপ্রাপ্ত" এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও পাওয়া যায়,—"স্বতো মনঃ স্থিতির্বিষ্ণৌ ব্রহ্মভাবঃ উদাহৃতঃ।"

'ব্রহ্মভূতঃ'-শব্দে কুত্রাপি 'ব্রহ্মে'র সহিত 'জীবে'র সর্ব্বতোভাবে সমতা উক্ত হয় নাই, তবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমস্যাদি' প্রাদেশিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য কেবল চিজ্জাতীয়ত্বে সাদৃশ্যই, কিন্তু সর্ব্বাংশে নহে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন,—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি প্রাদেশিক বেদবাক্য-দ্বারা জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনই সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম। চিত্তত্ত্ববিশেষ বলিয়া জীবকে বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলা যায়।"

সকল শাস্ত্রেই জীবের অণুত্ব এবং শ্রীভগবানের বিভুত্ব ; এবং জীবের মায়া-বশ্যত্ব এবং শ্রীভগবানের মায়াধীশত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ। হেন জীব ঈশ্বরসহ কহত অভেদ"॥
"গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল পৃথু মহারাজ-প্রসঙ্গে "ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্" শ্লোকে 'ব্রহ্মভূত'-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,

"অচিদ্বৃত্তিরহিত ভগবদনুসন্ধানপর"। এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "শুদ্ধ চিদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া।"

বর্ত্তমান শ্লোকেও শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ 'ব্রহ্মভূতঃ'-শব্দে বলিয়াছেন, "উপাধির অপগমে অনাবৃত চৈতন্য হেতু ব্রহ্মরূপ, যেহেতু গুণমালিন্য দূরীভূত হইয়াছে।"

ব্রহ্মভূত ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—"জীবের আত্মা ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয় সমূহের বিগমে অতি স্বচ্ছ অর্থাৎ প্রসন্নসলিল নদীর ন্যায় অতি বিমল বলিয়া, এবম্বিধ অবস্থায় তিনি মদ্ব্যতীত কোন পার্থিব বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা বা বিনাশে শোক করেন না, তিনি উচ্চনীচ সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।" এ-স্থলেও দেখা যায় সর্ব্বভূতেই তিনি সমদর্শন করেন, শ্রীভগবানের সহিত নিজের বা অপরের সমতা দর্শন না করিয়া, নিজ প্রভু শ্রীভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়াই থাকেন। ব্রহ্মভূত হইলেই যদি জীব শ্রীভগবানের সহিত সমতা লাভ করিত, তাহা হইলে আর পরা ভক্তি লাভের কথা থাকিত না। সেব্য ও সেবকভাব-সম্বন্ধ হইতেই ভক্তির কার্য্য দেখা যায়।

এক্ষণে পরা ভক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক্। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই 'পরা ভক্তি'কে জ্ঞান হইতে অন্য—শ্রেষ্ঠা, নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞানাদি উর্ব্বরিত অর্থাৎ কেবলা ভক্তি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুও—"মদনুভব লক্ষণা মদ্বীক্ষণ সমানাকারা সাধ্যা ভক্তি"কে লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ—"সর্ব্বভূতে মদ্ভাবনালক্ষণযুক্ত পরা ভক্তি"কে উদ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যও বলেন,—"সর্ব্বেশ্বর ; নিখিল জগদুদ্ভবস্থিতিপ্রলয়-লীলাশীল, সমস্ত হেয় গন্ধ শূন্য, অসমোর্দ্ধ, কল্যাণগুণৈকাধার, লাবণ্যামৃত-সাগর, শ্রীমৎ পদ্মপলাশলোচন, নিজ প্রভু আমাতে, অত্যন্ত প্রিয়ানুভবরূপা পরা ভক্তি লাভ করেন।"

কেবলাদ্বৈতবাদের আচার্য্য শ্রীশঙ্কর, শ্রীআনন্দগিরি ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সকলেই জ্ঞানলক্ষণা ভক্তিকেই 'পরা ভক্তি' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ব্রহ্মভূত হইবার পর এই ভক্তির কথা

উল্লিখিত থাকায়, উহা যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনভূতা ভক্তি নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞান অবশেষ থাকে বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানী এই পরা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন। ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের জন্য যে ভক্তি প্রয়োজন, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী ভক্তি কিন্তু বিশেষ বা পৃথক্। ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই 'পরা' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। এ স্থলে 'কুরুতে' না বলিয়া যে 'লভতে' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উহারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ ভগবদ্ভক্তের যাদৃচ্ছিক কৃপাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান লঘূকৃত হইলে এই পরা-ভক্তি লাভের সম্ভাবনা। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে, যখন শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নির্ণয়-প্রসঙ্গে 'জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার' বলিয়া এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহ বাহ্য আগে কহ আর' বলিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাকে বাহ্য বলিবার তাৎপর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ্ তদীয় অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"কর্ম্মোন্নত জীবোপলব্ধিতে 'অস্মিতা'—ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বিরজা নদীতে তথায় গুণত্রয়ের প্রাবল্যের অভাব ( সাম্য বা অব্যক্তাবস্থামাত্র ) আছে। অন্তরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত বৈকুণ্ঠ ও বহিরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ড, এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক ও বিরজা-নদী। ঐ স্থানদ্বয়—জড়বিরক্ত ও জড়নির্ব্বিশেষ জীবোপলব্ধির আশ্রয়; সুতরাং বৈকুণ্ঠ না হওয়ায় তদ্বহির্ভূত বলিয়া বাহ্য। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সর্ব্বধর্ম্মত্যক্ত সাধকের অনুভূতিতে বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনুভূতি না থাকায় তাদৃশ সাধ্যবৃত্তি জড়ভোগত্যক্ত হইলেও অচিৎ-নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদক, এজন্য উহাও বাহ্য। রামানন্দ তখন সেই ভাবকে বাহ্য সাধ্যভাব জানিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই যে তদুন্নত সাধ্য, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিলেন।"

"এই অবস্থায়ও অস্মিতা ও তদ্বৃত্তি শুদ্ধ বৈকুণ্ঠস্থ বা বৈকুণ্ঠোদ্দিষ্ট নহে বলিয়া ইহাও বাহ্য। জড়বাধ্যতা না থাকিলেই অথবা জড়াতিরিক্ত নির্ম্মল অনুভবপরতাতে বাস্তব সত্য-বস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায়, নিজানুভূতি ও নিজ মনোবৃত্তি—বহির্ম্মুখিনী। বাস্তবিক পক্ষে, উহাও শুদ্ধজীবের সাধ্য নহে। নির্ব্বিশেষত্ব-কল্পনায় সচ্চিদানন্দ-বিশেষ সমূহ সুপ্ত

থাকে। তৎপূর্ব্বে কাল্পনিক বিচারময় বাক্যসমূহও নির্ব্বিশেষ ধ্যানমাত্র-তাৎপর্য্য বিশিষ্ট, সুতরাং তাদৃশ ভগবৎসেবা-বৃত্তিরহিত কাল্পনিক নির্ব্বিশেষপর মুক্ত অবস্থাও বাহ্য" ॥ ৫৪ ॥

**ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।**
**ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥**

**অন্বয়**—[ সঃ—তিনি ] ভক্ত্যা ( ভক্তির দ্বারা ) যাবান্ ( যৎ স্বভাব ) যঃ চ অস্মি ( এবং যৎ স্বরূপ হই ) মাম্ ( এবম্ভূত আমাকে ) তত্ত্বতঃ ( যথার্থ স্বরূপে ) অভিজানাতি ( জানিতে পারেন ); ততঃ ( সেই ভক্তির দ্বারা ) তত্ত্বতঃ ( তাত্ত্বিক ভাবে ) জ্ঞাত্বা ( অবগত হইয়া ) তদনন্তরম্ ( জ্ঞানোপরমে ) মাং ( আমাতে অর্থাৎ মদীয় নিত্য-লীলায় ) বিশতে ( প্রবেশ করেন ) ॥ ৫৫ ॥

**অনুবাদ**—তিনি সেই পরা ভক্তির দ্বারা যেরূপ বিভূতি ও স্বভাবযুক্ত আমি এবং যাহা আমার স্বরূপ, সেইরূপ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। এবং সেই প্রেমভক্তি বলে তত্ত্বতঃ জানিয়া, তদনন্তর আমাতে অর্থাৎ আমার নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব, নির্গুণ-ভক্তি উদিত হইলেই জীব তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারে; আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে;—ইহাই মৎসম্বন্ধি-গুহ্যজ্ঞান এবং ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-দ্বারা বর্ণীদিগের সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলে। ইহারও চরমফল—নির্গুণ ভক্তি বা প্রেম। "বিশতে মাম্" এই শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিত্তত্ত্বরূপ আমার স্বরূপ-লাভকেই 'বিশতে মাম্' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ-লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বলিলেও হয় ॥ ৫৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—ততঃ কিং তদাহ,—ভক্ত্যেতি। স্বরূপতো গুণতশ্চ যোঽহং বিভূতিতশ্চ যাবানহমস্মি তং মাং পরয়া মদ্ভক্ত্যা তত্ত্বতোঽভিজানাত্যনুভবতি। ততো মৎপরভক্তিতো হেতোরুক্তলক্ষণং মাং তত্ত্বতো যাথাত্ম্যেন জ্ঞাত্বানুভূয় তদনন্তরং তত এব হেতোর্মাং বিশতে ময়া সহ যুজ্যতে। 'পুরং প্রবিশতি' ইত্যত্র

পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে, ন তু পুরাত্মকত্বম্। অত্র তত্ত্বতোঽভিজ্ঞানে প্রবেশে চ ভক্তিরেব হেতুরুক্তো বোধ্যঃ,—'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তেঃ। তদনন্তরমিতি মৎস্বরূপগুণবিভূতি-তাত্ত্বিকানুভবাদুত্তরস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ; যদ্বা, পরয়া ভক্ত্যা মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা ততস্তাং ভক্তিমাদায়ৈব মাং বিশতে "ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী"। মোক্ষেঽপি ভক্তিরস্তীত্যাহ সূত্রকৃৎ—"আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" ইতি—"আপ্রায়ণাদামোক্ষাত্তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরনুবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতৌ দৃষ্টমিতি সূত্রার্থঃ। ভক্ত্যা বিনষ্টাবিদ্যানাং ভক্ত্যাঃ স্বাদো বিবর্দ্ধতে,—সিতয়া নষ্টপিত্তানাং সিতাস্বাদবদিতি রহস্যবিদঃ। ইত্থঞ্চ সনিষ্ঠানাং সাধন-সাধ্যপদ্ধতিরুক্তা ॥ ৫৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—তারপর কি হয়, তাহাই বলা হইতেছে—'ভক্ত্যেতি'। স্বরূপতঃ ও গুণতঃ যে আমি এবং যত প্রকার বিভূতি আছে, তৎসমুদয়রূপে যে আমি অবস্থান করিতেছি, সেই আমাকে পরম—উৎকৃষ্ট মদ্‌ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ অনুভব করে। তারপর আমার পরা ভক্তি হইতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত আমাকে তত্ত্বতো অর্থাৎ যথাযথরূপে জানিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়া, তারপর সেই কারণেই আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, 'পুরং প্রবিশতি', বলিলে পুরসংযোগই প্রতীত হয় কিন্তু পুরস্বরূপত্ব লাভ বুঝায় না, সেইরূপ এখানে যথাযথভাবে আমার সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাই 'প্রবেশ' শব্দের অর্থ। আমাকে ( ঈশ্বরকে ) যথাযথভাবে জানিতে হইলে ও আমার সহিত মিলিত হইতে হইলে, ভক্তিই তাহাতে কারণ বলা হইয়াছে; যথা—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তি হইতে, তদনন্তর অর্থাৎ আমার স্বরূপ-গুণ ও বিভূতির যথাযথভাবে অনুভব করিবার পরবর্ত্তী কালে, ইহাই অর্থ। অথবা পরা ভক্তির দ্বারা আমাকে যথাযথভাবে জানিয়া তারপর সেই ভক্তিকে গ্রহণ করিয়াই আমাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। 'ততঃ' এই পদে পঞ্চমী বিভক্তি ল্যব্‌লোপে কর্ম্মকারকে জ্ঞাতব্য অতএব ততঃ পদের অর্থ—সেই ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আমাতে প্রবেশ করে। মোক্ষ হইলেও তাহাতে ভক্তি থাকে, একথা সূত্রকার বলিতেছেন। যথা—'আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্' ইহার অর্থ 'আপ্রায়ণাৎ', মুক্তির পরে 'তত্রাপি' সেই মুক্তিতেও ভক্তি অনুসরণ করে। ইহা 'দৃষ্টম্' শ্রুতিতে দেখা গিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন—ভক্তিদ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইলে ভক্তির আস্বাদ বর্দ্ধিত হয় যেমন শর্করাদ্বারা পিত্তনাশ হইলে

শর্করার আস্বাদ বাড়ে, সেইরূপ। এইপ্রকারে সনিষ্ঠদিগের সাধ্য ও সাধন-পদ্ধতি বলা হইল ॥ ৫৫ ॥

**অনুভূষণ**—তারপর কি হয়, তাহাও বলিতেছেন, স্বরূপতঃ ও গুণতঃ আমি যাহা এবং আমার বিভূতিও যাহা সেইরূপ মৎস্বরূপ পরা ভক্তির দ্বারা তত্ত্বের সহিত জানেন অর্থাৎ অনুভব করেন। তারপর মৎপর ভক্তির ফলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আমাকে তত্ত্বতো অর্থাৎ যাথাত্ম্যরূপে জানিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়া তারপর সেই কারণেই আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হয়; দৃষ্টান্তস্থলে যেমন বলা যায়, পুরে প্রবেশ করিতেছে; তাহার দ্বারা পুরের সহিত সংযোগই বুঝায় কিন্তু পুরাত্মকত্ব বুঝায় না। এস্থলে তত্ত্বতো অভিজ্ঞান এবং প্রবেশের ভক্তিই হেতু বলা হইল, বুঝিতে হইবে। 'অনন্যা ভক্তির দ্বারাই সমর্থ' ইত্যাদি পূর্ব্বের উক্তি পাওয়া যায়। তদনন্তর শব্দের অর্থ আমার স্বরূপ, গুণ ও বিভূতির তাত্ত্বিক অনুভবের পরবর্ত্তীকালেই। অথবা পরা ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বতো জানিয়া তারপর সেই ভক্তি লইয়াই আমাতে প্রবেশ করে; মোক্ষেও ভক্তি থাকে, ইহাই ব্রহ্মসূত্রকারও বলিয়াছেন,—'আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি"—( বেঃ সূ ৪।১।১২ ) মোক্ষের পূর্ব্বে ও মোক্ষের পরেও ভক্তি অনুবর্ত্তন করে। ভক্তির দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে সেই মুক্ত পুরুষের ভক্তির আস্বাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রহস্যবিদ্‌গণ বলেন, যেমন মিশ্রি সেবনের দ্বারা পিত্ত নষ্ট হইলে মিশ্রির আস্বাদ পাওয়া যায়, সেইরূপ ভক্তির দ্বারা অবিদ্যা বিনাশ হইলে, ভক্তিরসের প্রকৃত আস্বাদ অনুভব হয়। এই প্রকারে সনিষ্ঠগণের সাধন ও সাধ্য-পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আচ্ছা, সেই লব্ধ ভক্তি-দ্বারা তখন তাঁহার কি ফল হয়? তদুত্তরে অর্থান্তর ন্যাস দ্বারা দেখাইতেছেন—'ভক্ত্যা' ইত্যাদি। আমার যেরূপ বিভূতা বা ব্যাপকতা এবং যাহা আমার স্বরূপ সেই তদ্ পদার্থ আমাকে জ্ঞানী বা নানাবিধ ভক্ত কেবল ভক্তি-দ্বারাই তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হন। যেরূপ আমি বলিয়াছি —'কেবলা ভক্তি-দ্বারাই আমি লভ্য' ভাঃ—১১।১৪।২১—যখন এইরূপ, তখন সেইভাবে প্রস্তুত সেই জ্ঞানী সেই ভক্তির দ্বারাই বিদ্যার উপরম হইলেই ভবিষ্যৎকালে আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ আমার সাযুজ্য-সুখ অনুভব করে, কারণ আমি মায়াতীত আর অবিদ্যা মায়া বলিয়া আমি বিদ্যা-

দ্বারাই জ্ঞাতব্য এই ভাব। নারদ-পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে,—জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ এবং কেশবে ভক্তি এই পঞ্চ পর্ব্বই বিদ্যা। ভক্তি বিদ্যারই বৃত্তিবিশেষ। ইহা আবার হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তি ভক্তিরই কোন অংশ বিদ্যা-বিষয়ের সাফল্যের নিমিত্ত বিদ্যাতে প্রবিষ্টা, কখনও বা কর্ম্মযোগের সাফল্যের নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। সেই ভক্তি বিনা কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি কেবল শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। যেহেতু বস্তুতঃ নির্গুণা ভক্তি সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার বৃত্তি বিশেষ হইতে পারে না, অতএব অজ্ঞানের নিবর্ত্তনকারিণী বলিয়া বিদ্যার কারণ, কিন্তু তৎপদার্থরূপ ভগবন্নিরূপণ ভক্তিরই কার্য্য। আরও গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়' ( ১৪।১৭ ) অতএব সত্ত্ব হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা সত্ত্বই, সেই সত্ত্বই যেরূপ বিদ্যা শব্দে অভিহিতা, তদ্রূপ ভক্তি হইতে উত্থিত যে জ্ঞান তাহা ভক্তিই। সেই ভক্তি কোন কোন স্থলে ভক্তি-শব্দে, কোথাও বা জ্ঞান-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানকেও দুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক। এ-স্থলে প্রথম (সত্ত্বজ) জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ( ভক্তিরূপ ) জ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়দৃষ্টে জানা যায়। এস্থলে কেহ কেহ ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়াই সাযুজ্যপ্রার্থী হন। সেই জ্ঞানাভিমানিগণ ফলে কেবল ক্লেশই প্রাপ্ত হ'ন বলিয়া অতিবিগীত অর্থাৎ অতিশয় নিন্দিত। 'অন্য কেহ কেহ ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লভ্যা নহে' জানিয়া ভক্তিমিশ্রজ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে মনে করেন ভগবান্ মায়োপাধি এবং ভগবদ্বপুঃ গুণময়। সেই জ্ঞানিগণ যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা বিমুক্তমানী বলিয়া বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত। যেরূপ কথিত হইয়াছে—ভাঃ—১১।৫।২ "পুরুষ বা ভগবানের মুখ-বাহু-উরু-পাদ হইতে গুণানুসারে চারি আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চারি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহারা এইরূপ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর পুরুষকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ভজন করে না, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। ইহার অর্থ—যাহারা ভজন করে না এবং যাহারা ভজন করিলেও অবজ্ঞা করে, তাহারা সন্ন্যাসী হইলেও বিনষ্টবিদ্য হইয়া অধঃপতিত হয়। আরও ভাঃ ১০।২।৩২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে,—

'হে অরবিন্দাক্ষ! ( কমলনয়ন ভগবন্! ), যাঁহারা বিমুক্তমানী হইয়া অর্থাৎ

আমি মুক্ত হইয়াছি এইরূপ মনে করিয়া আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি হওয়ার ফলে বহুক্লেশে অনাসক্তিরূপ পরমপদ লাভ করিয়াও ভবদীয় পাদপদ্মের অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হয়। (এখানে 'অন্যে' বলিতে 'মাধবের' ভক্ত ভিন্ন অন্য বুঝিতে হইবে)।

এস্থলে 'অঙ্ঘ্রি'-পদ ভক্তিদ্বারাই প্রযুক্ত বলিয়া বক্তব্য।

'অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ'—ভগবদ্দেহকে গুণময় জ্ঞান করাই দেহের অনাদর। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে—গীঃ—৯।১১ 'মানবদেহপ্রাপ্ত আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করে।'

বস্তুতঃ সেই মানুষী তনু সচ্চিদানন্দময়ই। ভগবানের দুস্তর্ক্য (তর্কাতীত) কৃপাশক্তির প্রভাবেই সেই তনু পরিদৃষ্ট হয়। যাহা নারায়ণাধ্যাত্মবচনে কথিত হইয়াছে যে—'শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্তস্বরূপ হইলেও কেবল তাঁহারই শক্তিপ্রভাবে তিনি লক্ষিত হন; সেই শক্তি ব্যতীত এই পরমানন্দস্বরূপ প্রভুকে দর্শন করিতে কে সমর্থ হয়?' এইরূপে ভগবত্তনুর সচ্চিদানন্দময়ত্ব সিদ্ধ হইলেও—'শ্রীবৃন্দাবনস্থ সুরপাদপতলাসীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ'। 'শব্দ-ব্রহ্ম বপু ধারণ করেন,—ভাঃ ৩।২১।৮ ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিনির্দ্দিষ্ট সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও কেবল 'মায়া প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর মায়ী'—এই (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০) শ্রুতি দর্শন করিয়াই তাহারা ভগবানকেও মায়োপাধি বলিয়া মনে করে, কিন্তু —'এই জন্যই সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা যায়'—এই মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতি-অনুসারে তিনি স্বরূপভূতা মায়াখ্যা নিত্যশক্তিদ্বারা সংযুক্ত। 'মায়াস্তু' এ-স্থলে মায়া-শব্দে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিই অভিহিত, কিন্তু তাঁহার অস্বরূপভূতা ত্রিগুণময়ী শক্তি নহে—সেই শ্রুতির এই অর্থ তাহারা মনে করে না। অথবা 'মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ দুর্গা এবং মায়ীকে মহেশ্বর অর্থাৎ শম্ভু বলিয়া জানিবে'—এই অর্থও স্বীকার করে না; এজন্যই ভগবানের নিকট অপরাধী বলিয়া জীবন্মুক্ত-দশা প্রাপ্ত হইয়াও অধঃপতিত হইয়া থাকে। বাসনা-ভাষ্যগ্রন্থ-ধৃত পরিশিষ্টবচনে কথিত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও যদি কোনরূপে অচিন্তনীয় মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও পুনরায় বাসনাযুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়।' এই সকল ব্যক্তির অধঃপাতের কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করেন, ফলপ্রাপ্তি হইলে আর সাধনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানকে এবং

জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি বোধ করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহের নিকট অপরাধ হওয়ায় জ্ঞানের সহিত ভক্তিও অন্তর্হিতা হন, তাহারা পুনরায় আর ভক্তিলাভ করিতে পারে না। ভক্তিব্যতীত তৎপদার্থের অনুভব হয় না। তখন তাহাদের সমাধি বৃথা এবং তাহাদিগকে মিথ্যা জীবন্মুক্তাভিমানী বলিয়া জানিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—ভাঃ—১০।২।৩২ শ্লোকে—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" ইত্যাদি ( ইহার অর্থ অগ্রে দেওয়া হইয়াছে )।

যাঁহারা ভক্তিমিশ্র-জ্ঞান-অভ্যাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ীই জ্ঞান করিয়া ক্রমে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপরম হইলে পরা ভক্তি লাভ করেন না, এরূপ জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ—তাঁহাদের কেহ কেহ সাযুজ্যলাভের নিমিত্ত ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই ভক্তিদ্বারা তৎপদার্থকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া তাহাতে সাযুজ্য লাভ করেন। ইহারা সংগীত ( সম্মাননীয় ) অপর কেহ কেহ প্রচুর ভাগ্যবান্, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে শান্ত মহাভাগবতগণের সঙ্গ-প্রভাবে মুক্তি-বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া শুকাদির ন্যায় ভক্তিরসের মাধুর্য্যাস্বাদেই নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা কিন্তু পরম সংগীত ( পরম-আদরণীয়ই )। যেরূপ ভাগবতে ( ১।৭।১০ ) কথিত হইয়াছে—'হরি এরূপ গুণসম্পন্ন যে ( তাঁহার আকর্ষণীশক্তি-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ) অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ( কোনও ফলপ্রাপ্তির আশাশূন্য হইয়া ) ভক্তি করিয়া থাকেন'।

অতএব এইরূপ চতুর্ব্বিধ জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানিদ্বয় বিগীত ( অবজ্ঞাত ও নিন্দনীয় ) হইয়া অধঃপতিত, আর দ্বিবিধ সংগীত ( আদরণীয় ) হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হ'ন।"

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ 'পরা ভক্তি' অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা কেবলা ভক্তি লাভের ফল বর্ণন করিতেছেন। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি যাদৃচ্ছিক মহৎ-কৃপায় পরা ভক্তি লাভ করিলে অর্থাৎ মোক্ষবাঞ্ছা তিরোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্যা অর্থাৎ নির্গুণা কেবলা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, স্বরূপ-সিদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া, বস্তুসিদ্ধিতে তাঁহার লীলায় প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" ( ১।৭।১০ )

আত্মারাম পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা বহুভাগ্যবান্ তাঁহারা শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের যদি অহৈতুকী কৃপা লাভ করেন, যথা সনকাদির প্রতি শ্রীভগবৎকৃপা এবং শ্রীশুকের প্রতি শ্রীব্যাস-কৃপা, তাহাহইলে তাঁহারাও শ্রীহরির গুণাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভক্তিরস-মাধুর্য্য আস্বাদেই নিমগ্ন হন।

শ্রীভগবান্ যে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লভ্য, তাহা শ্রীগীতায় ১১।৫৪, ৮।১৪ ও ৯।২২ শ্লোকে এবং বহুস্থানে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ( ১১।১৪।২১ ) শ্লোকে ও বহু স্থানে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রশ্নক্রমে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু যখন 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার' বলিয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন 'এহো হয়, আগে কহো আর'। এস্থলেও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন।

সকল সিদ্ধ ও মুক্তপুরুষ যে তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না, সে-বিষয়ে শ্রীগীতায়—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" ( ৭।৩ ) শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্" ( ৬।১৪।৫ ) এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "কোটীমুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত" ( মধ্য ১৯।১৪৮ ) প্রভৃতি শ্লোকে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—"স্বরূপতঃ ও গুণতঃ আমি যাহা এবং বিভূতিগত আমি যাহা, সেই আমাকে পরা ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ অনুভব হইয়া থাকে। তারপর মৎপরভক্তিবশতঃ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আমাকে তত্ত্বতঃ যথাত্মভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া তদনন্তর সেই হেতু আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হয়। এস্থলে 'পুরং প্রবিশতি' অর্থাৎ পুরে প্রবেশ করিতেছে, এ কথা বলিলে যেমন পুরসংযোগই বুঝায়, পুরাত্মকত্ব বুঝায় না। এখানে তত্ত্বতঃ অভিজ্ঞানে, প্রবেশে ভক্তিই হেতু বুঝিতে হইবে। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া" প্রভৃতি শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্তি হইতেও পাওয়া যায়। এই শ্লোকের 'তদনন্তরম্' বাক্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ ও বিভূতি তাত্ত্বিকভাবে অনুভব করার পরবর্ত্তী কালে বুঝায়, অথবা পরা ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে তত্ত্বতঃ

পরিজ্ঞাত হইয়া, তারপর সেই ভক্তিকে লইয়াই 'মাম্ বিশতে' শ্রীভগবানে প্রবেশ করে। মোক্ষের পরও ভক্তির অবস্থিতি থাকে ; যেমন ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" ( ৪।১।১২ )।

"আপ্রায়ণাদামোক্ষাত্তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরনুবর্ত্ততে" প্রভৃতি শ্রুতির বাক্যেও সূত্রার্থ দৃষ্ট হয় যে, আপ্রায়ণ অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত এবং মোক্ষ হইলেও ভক্তি অনুবর্ত্তন করে। ভক্তির দ্বারা অবিদ্যা-বিনষ্ট-ব্যক্তিগণের ভক্তির স্বাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যেমন শর্করার দ্বারা পিত্তনষ্ট-ব্যক্তিগণের শর্করার আস্বাদ হয়। ইহার দ্বারা সনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সাধন-সাধ্য-পদ্ধতি উক্ত হইল।"

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ্ শ্রীমদ্ভাগবতের "যাবন্ন্ কায়" ( ৭।১৫।৪৫ ) শ্লোকের টীকায় কিরূপে এই শ্লোকদ্বয়ের সাযুজ্যপর ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন ? সেই সন্দেহ নিরসন কল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের "পুরুষোহংশুং বিনির্ভিদ্য" ( ২।১০।১০ ) শ্লোকের তৎকৃত সারার্থ-দর্শিনী টীকায় পাই,—

"এই ভাগবত শাস্ত্রের যে কেবলমাত্র ভগবানকেই প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি, তাহা নহে, তাঁহার নির্ব্বিশেষস্বরূপ ও তদংশভূত ব্রহ্ম-পরমাত্মাকেও ( প্রকাশের প্রবৃত্তি )। যেমন শাস্ত্রের আরম্ভেই কথিত হইয়াছে ( ১।২।১১ ) 'সেই তত্ত্ব-বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।' সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসকগণের অধ্যাত্মাদি কথার অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথন উপযুক্ত। অধিকন্তু এই শাস্ত্রমহিমা-দ্বারা ব্রহ্ম-পরমাত্মো-পাসকগণেরও ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়। পরে ফলদশায়ও ( ১।৭।১০ ) 'আত্মারাম মুনিসকলও শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রায় ভক্তিই শ্রেষ্ঠরূপে বর্ত্তমান। অতএব শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক তাঁহার তৎসাধন এবং তৎফল কটাক্ষণীয় নহে কিন্তু অনুমোদনীয়। তাহাহইলে যে প্রকার ব্রহ্মত্ব-পরমাত্মত্ব-মৎস্য-কূর্ম্মাদি অনেক অবতারত্বধর্ম্ম-জ্ঞানবলৈশ্বর্য্য-রূপগুণলীলা-মাধুর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হন, সেই প্রকারই তৎস্বরূপভূত এই গ্রন্থও ব্রহ্ম-পরমাত্ম-মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারসমূহের অবতারী তত্তৎ সর্ব্বমূলভূত শ্রীকৃষ্ণ তদীয় গুণলীলামাধুর্য্যৈশ্বর্য্য তৎপ্রাপ্তি সাধন-ভক্তি-প্রেম-ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অখিলতত্ত্ব প্রদর্শক।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্লোকদ্বয়ের যে জ্ঞানপর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য ইহাও যে, অসার জ্ঞানিগণ যে কেবল-জ্ঞানের অযথা অহঙ্কার করেন, তাহা যে কিছুই নয়, অর্থাৎ সেই জ্ঞান জ্ঞানই নহে এবং ভক্তি ব্যতিরেকে সেই জ্ঞানের ফলে মুক্তি লাভ হইতে পারে না, তাহাই জানাইতেছেন। তাঁহার টীকার মর্ম্মে পাই যে, জ্ঞান দ্বিবিধ—কেবল ও ভক্তি-সহিত। ভক্তির অভাবে কেবল-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য" (১০।১৪।৩) শ্লোকে পাওয়া যায়। ভক্তি-সহিত জ্ঞান আবার দ্বিবিধ। (১) শ্রীভগবদাকারে মায়িক-বুদ্ধিযুক্ত ভক্তি-সহিত। (২) শ্রীভগবদাকারে সচ্চিদানন্দময়ী বুদ্ধিযুক্ত ভক্তি-সহিত। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথম জ্ঞানবান্ মুক্ত হন না, কিন্তু মুক্তাভিমানীই। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" (১০।২।৩২) এবং শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ", "মোঘাশা মোঘ-কর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা" (৯।১১-১২)। দ্বিতীয় জ্ঞানবান্ অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরামেও অনুপরতা জ্ঞানশাবল্যরহিতা ভক্তিবলে ব্রহ্মসাজুয্য প্রাপ্ত হন্। ইহাদের বিষয়েই বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয় কথিত হইয়াছে বলিয়া যে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও তাৎপর্য্যে পাই, যাহারা কিন্তু ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানাভ্যাসী, শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ীই জানেন, ক্রমে অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরামে পরা ভক্তি লাভ করেন না, সেই জীবন্মুক্ত সকল দ্বিবিধ—এক প্রকার সাযুজ্যার্থী, দ্বিতীয় প্রকার যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ত্যক্তমুমুক্ষু ভক্তিবান্। অতএব এতদ্দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানী কে? এবং তাঁহার প্রার্থিত সাযুজ্যাদি ফল কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহাই জানাইতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মজ্ঞানীকেও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভক্তিমহিমায় আকৃষ্ট করিবার অপূর্ব্ব কৌশলও প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

**সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।**
**মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥**

**অন্বয়**—মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার একান্ত ভক্ত) সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ অপি (করিয়াও) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে)

শাশ্বতং ( নিত্য ) অব্যয়ম্ ( অব্যয় ) পদম্ ( পরব্যোমধাম ) অবাপ্নোতি ( লাভ করেন ) ॥ ৫৬ ॥

**অনুবাদ**—আমার একান্ত ভক্ত সর্ব্বদা নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম করিয়াও আমার প্রসাদে নিত্য, অব্যয় বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—আমার একান্ত ভক্ত সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয়পদরূপ পরব্যোম লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ পরিনিষ্ঠিতানামাহ,—সর্ব্বেতি সার্দ্ধদ্বয়াভ্যাম্। মদ্ব্যপাশ্রয়ো মদেকান্তী সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি যথাযোগং কুর্ব্বাণঃ ; 'অপি'-শব্দাদ্গৌণকালে,—মদেকান্তিনস্তস্য মুখ্য কালাভাবাৎ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ" ইতি। ঈদৃশঃ স মৎপ্রসাদান্মদত্যনুগ্রহাৎ শাশ্বতং নিত্যমব্যয়মপরিণামিজ্ঞানানন্দাত্মকং পদং পরমব্যোমাখ্যমবাপ্নোতি লভতে ॥ ৫৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর পরিনিষ্ঠিতদিগের বিষয় বলা হইতেছে—'সর্ব্বেতি' সার্দ্ধ দুইটি শ্লোক-দ্বারা। যে আমাকে ঐকান্তিকভাবে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহিত সমস্ত কার্য্যগুলি যথাযথভাবে করিতে করিতে 'অপি' শব্দানুসারে গৌণকালে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বুঝাইতেছে ; কারণ আমার প্রতি একাগ্রতা যাহার আছে তাহার পক্ষে মুখ্যকালের অভাব। এই রকমই বলিয়াছেন—সূত্রকার—সূত্রার্থ যথা 'সর্ব্বথাপি' স্বধর্ম্মানুরোধ না করিয়াই পরিনিষ্ঠিতসাধক ভগবদ্ধর্ম্মগুলি অনুষ্ঠান করিবে ; স্বধর্ম্ম-পালন গৌণকালে অর্থাৎ সায়ংকালে প্রথমে ভগবানের আরাত্রিক ও সেবা করিবার পর সন্ধ্যোপাসন যেমন হয় হইবে। প্রমাণ 'তত্র বা উভয়লিঙ্গাৎ' শ্রুতি-বাক্য ও স্মৃতি-বাক্য উভয় হইতেই তাহা বুঝাইতেছে। ( সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ, ৩।৪।৩৪ ইতি ) এতাদৃশ গুণযুক্ত হইয়া সেই ভক্ত আমার অতিশয় অনুগ্রহহেতু নিত্য অব্যয় অপরিণামি-জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরম-ব্যোমাখ্য আমার পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

**অনুভূষণ**—অনন্তর পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণের কথা বলিতেছেন। আমাকে বিশেষরূপে আশ্রয়পূর্ব্বক আমার ঐকান্তিক ভক্ত নিজ বিহিত-কর্ম্মগুলি যথাযোগ্যভাবে করিয়াও আমার অনুগ্রহ লাভ করেন। 'অপি' শব্দ হইতে গৌণকালেও যেহেতু আমার একান্তী ভক্তের মুখ্যকালের প্রয়োজন হয় না ;

সূত্রকারও এইরূপ বলিয়াছেন যে,—"সর্ব্বথাপি উভয়লিঙ্গাৎ" ( ব্রঃ সূঃ ) ঈদৃশ সেই একান্তী ভক্ত আমার অতিশয় অনুগ্রহবশে নিত্য, অব্যয়, অপরিণামী জ্ঞানানন্দস্বরূপ পরব্যোমাখ্য-পদ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"অতএব এইরূপে জ্ঞানী যথাক্রমেই কর্ম্মফলের ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ এবং জ্ঞানত্যাগের ফলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, ইহা বলা হইল ; কিন্তু আমার ভক্ত আমাকে যেরূপ প্রাপ্ত হন, তাহাও শ্রবণ কর, তাহাই বলিতেছেন—'সর্ব্ব' ইত্যাদি। 'মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ'—আমাকে বিশেষতঃ অপকর্ষযুক্ত সকাম হইয়াও যিনি আশ্রয় করেন তিনিও, নিষ্কামভক্তের কথা আর কি বলিব ? এই অর্থ। 'সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি'—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য, পুত্র-কন্যাদিপোষণলক্ষণ ব্যবহারিক সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়াও, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান, অন্য দেবতার উপাসনা এবং অন্যকামত্যাগী অনন্যভক্তের কথা আর কি বলিব ? এই অর্থ। এস্থলে আশ্রয় করে অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে সেবা করে—আঙ্ এই উপসর্গ দ্বারা সেবারই প্রাধান্য। 'কর্ম্মাণ্যপি' অপিশব্দ কর্ম্মের অপকর্ষবোধক বলিয়া কর্ম্মের গুণীভূতত্ব। অতএব ইনি কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্, কিন্তু ভক্তিমিশ্রকর্ম্মবান্ নহেন—ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্ম্মে অতিশয় ব্যাপ্ত নহে। 'শাশ্বতং মৎপদম্'—মদীয় ধাম বৈকুণ্ঠ-মথুরা-দ্বারকা-অযোধ্যাদি প্রাপ্ত হন। আচ্ছা, মহাপ্রলয়ে সেই ধাম কিরূপে থাকিবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অব্যয়ং'—মহাপ্রলয়ে আমার ধামের কিছুও ব্যয় হয় না, আমার অতর্ক্যপ্রভাবেই, এই ভাব। যদি প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞানী অনেক জন্মের অনেক তপস্যাদির ক্লেশসহকারে সকল বিষয়ের উপরামেই নৈষ্কর্ম্ম্য হইলে যে সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, সেই তোমার নিত্যধাম ভক্তগণ কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ এবং কামনাযুক্ত হইয়াও কেবলমাত্র তোমার আশ্রয়মাত্র লইয়াই কিরূপে লাভ করিয়া থাকেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—আমার প্রসাদেই। আমার প্রসন্নতার প্রভাব অতর্ক্য বলিয়াই জানিবে, এই ভাব"।

আমার অনন্যভক্ত কিন্তু সর্ব্বকর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যকর্ম্মাদি ( বিশ্বনাথ ) স্ববিহিত কর্ম্মাদি ( বলদেব ) করিয়াও কোন কর্ম্মে লিপ্ত বা কোন কর্ম্মফলে আবদ্ধ না হইয়া আমার প্রসাদে অর্থাৎ অনুগ্রহেই অব্যয়

নিত্য বৈকুণ্ঠাদিধাম প্রাপ্ত হন। এস্থলে অনন্যভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের অত্যন্ত অনুগ্রহের কথাই লক্ষিত হইতেছে। যেমন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে—"অপি চেৎ সুদুরাচারঃ ভজতে মামনন্যভাক্" ( ৯।৩০ )।

জ্ঞানিগণকে কিন্তু মদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞান-লাভ করতঃ মদ্ভক্তি-লাভের অধিকারী হইতে হয়, আর মদেকান্তী ভক্ত অনন্যভক্তি-আশ্রয়ের ফলে, যে কোন অবস্থা হইতেই আমার অচিন্ত্য-প্রসাদে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

**চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।**
**বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥**

**অন্বয়**—চেতসা ( কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য চিত্তের দ্বারা ) সর্ব্বকর্ম্মাণি ( সকল কর্ম্ম ) ময়ি ( আমাতে ) সংন্যস্য ( সমর্পণপূর্ব্বক ) মৎপরঃ ( মৎপরায়ণ হইয়া ) বুদ্ধিযোগম্ ( নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ যোগকে ) উপাশ্রিত্য ( আশ্রয় করিয়া ) সততং ( সর্ব্বদা ) মচ্চিত্তঃ ( মদ্গতচিত্ত ) ভব ( হও ) ॥ ৫৭ ॥

**অনুবাদ**—কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য চিত্তের দ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ-পূর্ব্বক, মৎপর অর্থাৎ আমিই একমাত্র পুরুষার্থ এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান-কালেও মৎ-স্মরণপরায়ণ হও ॥ ৫৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—তুমি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করত শুদ্ধভক্তি-সহকারে বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভক্তি-পর কর্ম্মসাধন-দ্বারা সর্ব্বদা আমার 'একান্ত ভক্ত' হও ॥ ৫৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—তাদৃশত্বাদেব ত্বং সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তৃত্বাভিমানা-দিশূন্যেন চেতসা স্বামিনি ময়ি সংন্যস্যার্পয়িত্বা মৎপরো মদেকপুরুষার্থো মাম্যেব বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মচ্চিত্তো ভব। এতচ্চ ত্বাং প্রতি প্রাগপ্যুক্তং 'যৎ করোষি' ইত্যাদিনা ;—অর্পয়িত্বৈব কর্ম্মাণি কুরু, ন তু কৃত্বার্পয়েতি ॥ ৫৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অর্জ্জুন ! তুমি সেইরকম বলিয়াই স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মগুলি কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য মনে প্রভু—স্বামিরূপেস্থিত আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপর—অর্থাৎ আমিই একমাত্র পরমপুরুষার্থ এই বুদ্ধিতে বুদ্ধিযোগকে আশ্রয়

করিয়া আমাকেই সর্ব্বদা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও মদ্‌গতচিত্ত হও। ইহা তোমাকে পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে 'যৎ করোষি', ইত্যাদির দ্বারা,—আমাতে অর্পণ করিয়াই সমস্ত কর্ম্মগুলি কর কিন্তু প্রথমে কর্ম্ম করিয়া পরে অর্পণ করিবে না ॥ ৫৭ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্‌ এক্ষণে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, তুমি তাদৃশ বলিয়াই সমস্ত বিহিত কর্ম্ম কর্তৃত্বাভিমানশূন্য চিত্তের দ্বারা স্বামী অর্থাৎ প্রভু আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপর অর্থাৎ আমিই একমাত্র পুরুষার্থ-বিচারে আমাতেই বুদ্ধিযোগাশ্রয়করতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকালে সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও। ইহা তোমাকে 'যৎ করোষি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, মূলকথা—নিজেকে অর্পণ করিয়াই কার্য্য সমূহ করিবে কিন্তু কার্য্য করিয়া তাহার অর্পণ নহে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আচ্ছা, তাহাহইলে তুমি আমার প্রতি নিশ্চয় করিয়া কিরূপ আজ্ঞা প্রদান করিতেছ? আমি কি অনন্য ভক্ত হইব? অথবা এইমাত্র কথিত লক্ষণবিশিষ্ট সকাম ভক্ত হইব? তদুত্তরে বলিতেছেন—তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনন্য ভক্ত হইতে পারিবে না, অথচ সর্ব্বভক্তের অপকৃষ্ট সকাম ভক্ত হইও না, কিন্তু তুমি উভয়ের মধ্যম ভক্ত হও, তাই বলিতেছেন—'চেতসা' ইত্যাদি। 'সর্ব্বকর্ম্মাণি'—নিজের আশ্রম-ধর্ম্ম এবং ব্যবহারিক কর্ম্মসমূহ 'ময়ি সংন্যস্য'—আমাতে সমর্পণ করিয়া 'মৎপরঃ'—আমিই পর—প্রাপ্য পুরুষার্থ যাহার সেই নিষ্কাম ভক্ত, এই অর্থ। যেরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি—গীঃ—৯।২৭ 'যৎকরোষি' ইত্যাদি।

'বুদ্ধিযোগং'—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-দ্বারা 'যোগং'—সতত মদ্গত চিত্ত হও, কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানকালে এবং অন্য সময়েও আমাকে স্মরণ কর।"

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যেহেতু এই রকম সেইহেতু সমস্ত কর্ম্ম চিত্তের দ্বারা আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপর অর্থাৎ 'আমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন যাঁহার' এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত অর্থাৎ

কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও 'ব্রহ্মার্পণ' 'ব্রহ্মহবিঃ' ইত্যাদি ন্যায়ে আমাতেই চিত্ত যাঁহার, তদ্রূপ হও" ॥ ৫৭ ॥

**মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।**
**অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥**

**অন্বয়**—মচ্চিত্তঃ ( মদ্গত চিত্ত হইয়া ) মৎ প্রসাদাৎ ( আমার প্রসাদে ) সর্ব্বদুর্গাণি ( সমস্ত প্রতিবন্ধক ) তরিষ্যসি ( উত্তীর্ণ হইবে )। অথ চেৎ ( আর যদি ) ত্বং ( তুমি ) অহঙ্কারাৎ ( অহঙ্কারবশতঃ ) ন শ্রোষ্যসি ( না শুন ) বিনঙ্ক্ষ্যসি ( বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ) ॥ ৫৮ ॥

**অনুবাদ**—আমার স্মরণপরায়ণ হইলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত দুর্গ ( অর্থাৎ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ) উত্তীর্ণ হইবে, আর যদি অহঙ্কারবশতঃ তুমি আমার কথা ( অর্থাৎ উপদেশ ) শ্রবণ না কর, তাহা হইলে সংসাররূপ বিনাশ লাভ করিবে ॥ ৫৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবনযাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইবে; তাহা না করিয়া দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার-দ্বারা 'নিজেই কর্ত্তা' বলিয়া আপনাকে মনে করত যদি আমার মত ( উপদেশ ) আশ্রয় না কর, তাহা হইলে তুমি সংসাররূপ বিনাশই লাভ করিবে ॥ ৫৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং মচ্চিত্তস্ত্বং মৎপ্রসাদাদেব সর্ব্বাণি দুর্গাণি দুস্তরাণি সংসারদুঃখানি তরিষ্যসি; তত্র তে ন চিন্তা। তান্যহং ভক্তবন্ধুরপনেষ্যামি দাস্যামি চাত্মানমিতি পরিনিষ্ঠিতানাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিরুক্তা। অথ চেদহঙ্কারাৎ কৃত্যাকৃত্যবিষয়কজ্ঞানাভিমানাত্ত্বং মদুক্তং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি—স্বার্থাৎ বিভ্রষ্টো ভবিষ্যসি। ন হি কশ্চিৎ প্রাণিনাং কৃত্যাকৃত্যয়োর্বিজ্ঞাতা প্রশাস্তা বা মত্তোঽন্যো বর্ত্ততে ॥ ৫৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই প্রকারে মদ্গতচিত্ত তুমি আমার অনুগ্রহেই সমস্ত দুস্তর সংসারদুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবে। সেই বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই। কারণ—আমি ভক্তবন্ধু এজন্য সেইসব দুঃখগুলি আমি নষ্ট করিয়া দিব; এবং নিজকে দান করিব। এই প্রকারে পরিনিষ্ঠিতদের সাধন

ও সাধ্য-পদ্ধতি বলা হইল। তারপর তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ক জ্ঞানের অহঙ্কারবশতঃ যদি আমার উক্ত বাক্য শ্রবণ না কর, তাহাহইলে স্বীয় স্বার্থ হইতে বিভ্রষ্ট হইবে। ইহার কারণ, আমি ভিন্ন কোন প্রাণীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিজ্ঞাতা অথবা প্রকৃষ্টরূপে শাসনকর্ত্তা আর কেহ নাই ॥ ৫৮ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ আরও বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি যদি এরূপ মচ্চিত্তবিশিষ্ট হও, তাহা হইলে আমার অনুগ্রহেই দুস্তর সমস্ত দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইবে। সে-বিষয় তোমার চিন্তা নাই। আমি ভক্তের বন্ধু সুতরাং সেগুলি সব আমি দূর করিব এবং আমাকেও প্রদান করিব। এইভাবে পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণের সাধন ও সাধ্য পদ্ধতি কথিত হইল। তারপর আরও বলিলেন যে, যদি অহঙ্কারবশতঃ অর্থাৎ কৃত্যাকৃত্যবিষয়ক জ্ঞানাভিমানবশতঃ মৎকথিত উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ নিজ স্বার্থ হইতে বিভ্রষ্ট হইবে। কোন প্রাণীর কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য-বিষয়ের বিজ্ঞাতা বা প্রশাসনকর্ত্তা আমি ভিন্ন অন্য কেহ নাই। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ স্পষ্টই আমাদিগকে জানাইলেন যে, আমরা যদি তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য না করি, তাহাহইলে আমাদিগকে সংসারে নিপতিত থাকিয়া নানাবিধ জ্বালাযন্ত্রণা, বিপদ, ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তারপর যাহা হইবে, তাহা শ্রবণ কর। আমাতে যুক্তমনা হইয়া (হইলে) আমার অনুগ্রহে সমস্ত সাংসারিক দুঃখ উত্তীর্ণ হইবে। বিপক্ষে দোষ বলিতেছেন—আর যদি তুমি জ্ঞাতৃত্বের অহঙ্কারে আমার কথিত উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহাহইলে বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে" ॥ ৫৮ ॥

**যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।**
**মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥**

**অন্বয়**—অহঙ্কারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) যৎ (যাহা) মন্যসে (মনে করিতেছ) তে (তোমার) ব্যবসায়ঃ (সঙ্কল্প) মিথ্যা এব (মিথ্যাই হইবে) (যস্মাৎ—যে-

হেতু ) প্রকৃতিঃ ( রজোগুণাত্মিকা মন্মায়া ) ত্বাং ( তোমাকে ) নিযোক্ষ্যতি ( যুদ্ধে নিয়োগ করিবে ) ॥ ৫৯ ॥

**অনুবাদ**—স্বতন্ত্র-বিচারমূলে অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, এইরূপ যদি তুমি মনে কর, তোমার সেই সঙ্কল্প মিথ্যাই হইবে ; যেহেতু স্বাভাবিক যুদ্ধোৎসাহরূপা তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে ॥ ৫৯ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, 'যুদ্ধ করিব না' মনে কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইবে ; কেন না, তোমার ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি তোমাকে অবশ্য যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে ॥ ৫৯ ॥

**শ্রীবলদেব**—যদ্যপি ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধমেব ধর্ম্মস্তথাপি গুরুবিপ্রাদিবধহেতুকাৎ পাপাদ্ভীতস্য মে ন তত্র প্রবৃত্তিরিতি কৃত্যাকৃত্যবিজ্ঞাতৃত্বাভিমানমহঙ্কারমাশ্রিত্য 'নাহং যোৎস্যে' ইতি যদি ত্বং মন্যসে, তর্হি তবৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়ো মিথ্যা নিষ্ফলো ভাবী ;—প্রকৃতির্মন্মায়া রজোগুণাত্মনা পরিণতা মদ্বাক্যাবহেলিনং ত্বাং গুর্ব্বাদিবধে নিমিত্তে যুদ্ধে নিযোক্ষ্যতি প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যদিও ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম তথাপি যুদ্ধে গুরু-বিপ্রাদির বধজনিত পাপে ভীত আমার (অর্জ্জুনের), যুদ্ধে প্রবৃত্তি নাই—এইরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপ বিজ্ঞতার অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া "আমি যুদ্ধ করিব না" ইহা যদি তুমি মনে কর, তবে তোমার এই নিশ্চয় মিথ্যা অর্থাৎ ভবিষ্যতে নিষ্ফল হইবে, কারণ—প্রকৃতি অর্থাৎ আমার মায়া রজোগুণরূপে পরিণতা হইয়া আমার বাক্যাবহেলনকারী তোমাকে গুর্ব্বাদিবধনিমিত্তক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেই ॥ ৫৯ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ এক্ষণে পুনরায় বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন ! যদি তুমি মনে কর যে, যদিও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধই তথাপি গুরু-বিপ্রাদিবধজনিত পাপের ভয়ে আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, এইরূপ কৃত্যাকৃত্য-বিষয়ে বিজ্ঞাতার অভিমানে 'আমি যুদ্ধ করিব না' ইহা বলো, তাহা হইলে তোমার এই নিশ্চয়তা মিথ্যা—নিষ্ফল হইবে। কারণ প্রকৃতি—আমার মায়া রজগুণের দ্বারা আমার বাক্য-অবহেলাকারী তোমাকে গুর্ব্বাদিবধ-নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবেই।

এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ অহঙ্কারাশ্রিত স্বতন্ত্র-বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের পরিণামও জানাইলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আচ্ছা, আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই আমার পরধর্ম্ম। সেই যুদ্ধে বন্ধু-বধজনিত পাপ হইতে ভীত হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। তদুত্তরে তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন—'যদহম্' ইত্যাদি। 'প্রকৃতিঃ'—স্বভাব। এখন তুমি আমার কথা মানিতেছ না, কিন্তু যখন মহাবীর তোমার স্বাভাবিক যুদ্ধের উৎসাহ দুর্ব্বার হইয়া উদ্ভূত হইবে, তখন তুমি নিজেই যুধ্যমান ভীষ্মাদি গুরুজনকে হত্যা করিয়া আমাকে হাসাইবে, এই ভাব" ॥ ৫৯ ॥

**স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।**
**কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥**

**অন্বয়**—কৌন্তেয় ! ( হে কৌন্তেয় ! ) মোহাৎ ( মোহহেতু ) যৎ ( যাহা ) কর্ত্তুং ( করিবার নিমিত্ত ) ন ইচ্ছসি ( ইচ্ছা করিতেছ না ) স্বভাবজেন ( স্বভাবজাত ) স্বেন কর্ম্মণা ( স্বকর্ম্মদ্বারা ) নিবদ্ধঃ [ সন্ ] ( নিবদ্ধ হইয়া ) অবশঃ অপি ( অবশ হইয়াই ) তৎ ( তাহা ) করিষ্যসি ( করিবে ) ॥ ৬০ ॥

**অনুবাদ**—হে কৌন্তেয় ! মোহবশতঃ তুমি এক্ষণে যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বকর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশভাবেই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—মোহ-প্রযুক্ত তুমি এখন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু স্বভাবজাত স্বকর্ম্ম-দ্বারা তুমিই অবশ হইয়া পরে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

**শ্রীবলদেব**—উক্তমুপপাদয়তি,—স্বভাবেতি। যদি ত্বং মোহাদজ্ঞানান্মদুক্তমপি যুদ্ধং কর্ত্তুং নেচ্ছসি, তদা স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা শৌর্য্যেণ মন্মায়োত্তাসিতেন নিবদ্ধোঽবশস্তৎ করিষ্যসি ॥ ৬০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—যুক্তিদ্বারা উক্ত অর্থের সঙ্গতি করিতেছেন,—'স্বভাবেতি'। যদি তুমি মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানবশে আমার আদিষ্ট হইলেও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না কর, তাহাহইলে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম ও আমার মায়ার প্রভাবিত শৌর্য্যের দ্বারা নিবদ্ধ অর্থাৎ অবশ হইয়াও তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে উপপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন। যদি তুমি মোহবশতঃ অজ্ঞানে আমার উপদিষ্ট যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাও করো, তাহা হইলে স্বভাবজাত স্বীয় শৌর্য্যরূপ কর্ম্মের ফলে আমার মায়ার দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া অবশেও তাহা করিবে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"স্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব-লাভের হেতু পূর্ব্ব কর্ম্মের সংস্কার, তাহা হইতে জাত স্বীয় পূর্ব্বোক্ত শৌর্য্যাদি কর্ম্মের দ্বারা নিবদ্ধ অর্থাৎ যন্ত্রিত হইয়া তুমি মোহবশতঃ যুদ্ধ-লক্ষণ যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তাহা অবশ হইয়া করিবেই" ॥ ৬০ ॥

**ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।**
**ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥**

**অন্বয়**—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) ঈশ্বরঃ (অন্তর্য্যামী পরমাত্মা) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায়) সর্ব্বভূতানি (সকল জীবকে) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইতে করাইতে) সর্ব্বভূতানাং (সকল জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছেন) ॥ ৬১ ॥

**অনুবাদ**—হে অর্জ্জুন! পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সকল জীবকে মায়ার দ্বারা বিভিন্ন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া, সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমিই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্ব্ব জীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে-যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীব-সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। ঈশ্বর-প্রেরণা-দ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

**শ্রীবলদেব**—বিজ্ঞাতৃত্বাভিমানিনমিবালক্ষ্যার্জ্জুনমত্যাজ্যত্বাদ্বিধান্তরেণোপ-দিশতি,—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। হে অর্জ্জুন! ত্বং চেৎ স্বং বিজ্ঞং মন্যসে তর্হ্যন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাদ্বয়া জ্ঞাতো য ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং

হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি মায়য়া স্বশক্ত্যা তানি ভ্রাময়ন্ সন্। সর্ব্বভূতানি বিশিনষ্টি,—যন্ত্রেতি। যৎ কর্ম্মানুগুণং মায়া-নির্ম্মিতং দেহেন্দ্রিয়প্রাণলক্ষণং যন্ত্রং তদারূঢ়ানি। রূপকেণোপমাত্র ব্যজ্যতে,—যথা সূত্রধারো দারুযন্ত্রারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি ভ্রাময়ন্তি, তদ্বৎ ॥ ৬১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিজ্ঞাতৃত্বাদিরূপ অভিমানীর ন্যায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ত্যাগের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া প্রকারান্তরে উপদেশ দিতেছেন—'ঈশ্বরঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোক-দ্বারা। হে অর্জ্জুন! তুমি যদি নিজকে জ্ঞানী মনে কর, তাহা হইলে অন্তর্য্যামী উপনিষদের উক্তি হইতে জ্ঞাত আছ যে, ঈশ্বর ব্রহ্মাদি-স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্বীয় শক্তি মায়ার দ্বারা প্রাণিগণকে পরিচালনা করিতে থাকেন। সর্ব্বভূতগণকে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'যন্ত্রেতি'। যেই কর্ম্মের অনুরূপ মায়ার দ্বারা নির্ম্মিত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাত্মক যন্ত্র—তাহাতে আরূঢ় প্রাণিগণ। রূপকের দ্বারা উপমা এখানে অভিব্যক্ত করা হইতেছে। যেমন সূত্রধার কাষ্ঠ-যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিকাগুলিকে পরিভ্রমণ করায়, সেই রকম ॥ ৬১ ॥

**অনুভূষণ**—অর্জ্জুনকে বিজ্ঞাতৃত্বের অভিমানীর ন্যায় লক্ষ্য করিয়া অত্যাজ্য বলিয়া অন্য প্রকারে উপদেশ দিতেছেন। হে অর্জ্জুন! যদি তুমি তোমাকে বিজ্ঞ মনে কর, তাহাহইলে আমি অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে তোমা-দ্বারা জ্ঞাত যে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করিতেছি, আমি আমার নিজ শক্তি মায়া-দ্বারা সর্ব্বভূতকে ভ্রমণ করাইয়া থাকি ; তাহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন,—'যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায়' অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে মায়া-নির্ম্মিত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ-লক্ষণ যন্ত্রতে আরূঢ় করাইয়া, এখানে একটি রূপক উপমা দিতেছেন,—যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিকাকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, সেইরূপ। অর্থাৎ যন্ত্রে যেমন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পুতুলবিশেষ স্থাপন করিয়া, তদ্রূপ মায়াবিরচিত সূত্রের দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ ঘুরাইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"দুইটি শ্লোকে স্বভাববাদিগণের মত বলিয়া নিজের মত বলিতেছেন—'ঈশ্বরঃ'—নারায়ণ সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী—'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর

অন্তর, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পরিচালনা করেন' বৃঃ ৩।৭।৩। 'যাহা কিছু সমস্ত জগৎ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, যাহা কিছু অন্তর ও বহিঃ তৎ সমস্তকেই ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত রহিয়াছেন'—ইত্যাদি শ্রুতিপাদিত ঈশ্বর—অন্তর্য্যামী হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। কি করিতে করিতে? সকল ভূতকে নিজশক্তি মায়া-দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ সেই সেই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া যেরূপ সূত্রসঞ্চারাদি-দ্বারা যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলীকে সূত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপই মায়াও সকলভূতকে বিশেষভাবে ভ্রমণ করাইতেছে। অথবা 'যন্ত্রারূঢ়ানি'—শরীরে আরূঢ় জীব সকল, এই অর্থ।"

শ্রীভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী, ইহা তিনি পূর্ব্বে "সর্ব্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টো" (১৫।১৫) শ্লোকেও বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী, চেতাঃ, কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বেতাশ্বতর) "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ" (৪।৯।৪) তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা। তাহার নিয়ন্ত্রিত্বেই মায়াযন্ত্রে আরূঢ় জীব সকল সংসারে ভ্রামিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, শ্রীভগবান্ যখন সর্ব্বনিয়ন্তা ও সকলের প্রেরক তখন আমাদের পাপাদি যাবতীয় কার্য্যে তাঁহারই প্রেরণা বুঝিতে হইবে, যেহেতু, জীব অস্বতন্ত্র। তাহা ঠিক নহে। এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, জীব স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বরেচ্ছায় মায়ার দ্বারা ভ্রামিত হয়। ঈশ্বর কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বকর্ত্তৃত্বে বদ্ধজীবকে পরিচালনা করেন না। আর বদ্ধজীবও ভগবৎকর্ত্তৃক সেরূপ পরিচালিত হইতে চায়ও না এবং সে ভাগ্য পায়ও না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।<br>
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥" (মধ্য ২০।১১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ" (২।৮।৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—

"তত্রান্তর্য্যামী সদা স্থিতোঽপ্যুদাসীন এব।" শ্রুত্যুক্ত "দ্বাসুপর্ণা" শ্লোকেও পাই, জীব সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করেন; আর শ্রীভগবান্ সাক্ষীস্বরূপ দর্শন করেন। কিন্তু তিনি তদীয় ভক্তগণ পক্ষে সেরূপ উদাসীন না থাকিয়া নিজ সেবায় আকর্ষণপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রভুত্বই করেন। "যথা মহান্তি ভূতানি" ভাঃ—২।৯।৩৪ শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"অতএব পূর্ব্বে দুইটি শ্লোকে সাংখ্যাদি মতে প্রকৃতির পরতন্ত্রতার কথা ও স্বভাব-পরতন্ত্রতার কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে নিজের মত বলিতেছেন,—সকল ভূতের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন,—কি করিয়া? সমস্ত ভূতগণকে নিজ শক্তি মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ সেই সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে করাইতে, যেরূপ দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুতুলকে সূত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে। অথবা যন্ত্র অর্থাৎ শরীরে আরূঢ় ভূতসমূহ অর্থাৎ দেহাভিমানী জীব সমূহকে ভ্রমণ করাইতে করাইতে—ইহাই অর্থ। শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে আছে, "এক দেব সর্ব্বভূতে গূঢ়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের অধিবাসী, সাক্ষী, চেতা, কেবল ও নির্গুণ।" অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়, "যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়া অন্তরে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাহাকে আত্মা জানিতে পারে না, আত্মাই যাঁহার শরীর, ইনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত" ॥ ৬১ ॥

**তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।**
**তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্** ॥ ৬২ ॥

**অন্বয়**—ভারত! ( হে ভারত! ) সর্ব্বভাবেন ( সর্ব্বতোভাবে ) তম্ এব ( সেই ঈশ্বরেরই ) শরণং গচ্ছ ( শরণ গ্রহণ কর ) তৎপ্রসাদাৎ ( তাঁহার প্রসাদহেতু ) পরাং শান্তিং ( পরমা শান্তি ) শাশ্বতম্ স্থানং [ চ ] (ও নিত্যধাম) প্রাপ্স্যসি ( প্রাপ্ত হইবে ) ॥ ৬২ ॥

**অনুবাদ**—হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদেই পরমা শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ভারত! তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদেই পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

শ্রীবলদেব—তর্হি তমেবেশ্বরং সর্ব্বভাবেন কায়াদিব্যাপারেণ শরণং গচ্ছ; ততঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ,—তদিতি। পরাং শান্তিং নিখিলক্লেশবিশ্লেষলক্ষণাম্, শাশ্বতং নিতং স্থানং চ,—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি শ্রুতিগীতং তদ্ধাম প্রাপ্স্যসি। স চেশ্বরোঽহমেব ত্বৎসখঃ "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইত্যাদি মৎপূর্ব্বোক্তের্দেবর্ষ্যাদিসম্মতিগ্রাহিণা ত্বয়াপি 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম' ইত্যাদিনা স্বীকৃতত্বাচ্চ, বিশ্বরূপদর্শনে প্রত্যক্ষিতত্বাচ্চ। তস্মান্মদুপদেশে তিষ্ঠেতি ॥ ৬২ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কায়াদিব্যাপাররূপ সর্ব্বভাবেই সেই ঈশ্বরের তুমি শরণ গ্রহণ কর। তাহাতে কি হইবে? ইহা যদি বল, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'তদিতি'। পরা শান্তি—নিখিলক্লেশ নাশ প্রাপ্ত হইবে এবং শাশ্বত —নিত্য স্থানও প্রাপ্ত হইবে।—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি-শ্রুতি-বর্ণিত তদ্ধাম বিষ্ণুপদ লাভ করিবে। সেই ঈশ্বর আমিই তোমার সখা। 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' ইত্যাদি আমার পূর্ব্বের উক্তিহেতু, এবং দেবতা, ঋষি প্রভৃতির সম্মতি গ্রহণকারী তুমি অতএব তোমাকর্ত্তৃক 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম', ইত্যাদির দ্বারা স্বীকৃত আছে বলিয়া, শুধু ইহাই নহে, বিশ্বরূপদর্শনে প্রত্যক্ষও করিয়াছ, এই হেতু। অতএব আমার উপদেশে অবস্থান কর ( পালন কর ) ॥ ৬২ ॥

অনুভূষণ—ঈশ্বর-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, হে ভারত! তাহা হইলে তুমি সর্ব্বভাবে অর্থাৎ কায়াদি ব্যাপারের সহিত সেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ কর। তারপর কি হইবে? ইহা যদি বল, তবে বলিতেছেন,—পরা-শান্তি অর্থাৎ নিখিল ক্লেশরহিত এবং শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য স্থান লাভ করিবে। 'সেই বিষ্ণুর পরম পদ' ইত্যাদিতে বর্ণিত সেই ধাম প্রাপ্ত হইবে। সেই পরমেশ্বর আমিই তোমার সখা 'সকলের হৃদয়ে আমি সান্নিবিষ্ট থাকিয়া' ইত্যাদি আমার পূর্ব্ব উক্তি হইতে এবং দেবর্ষি প্রভৃতির দ্বারা সম্মত এবং তোমার দ্বারাও 'পর ব্রহ্ম পরম ধাম' ইত্যাদি বাক্যে স্বীকৃত এবং বিশ্বরূপ-দর্শনে প্রত্যক্ষীকৃত। সুতরাং আমার উপদেশ মত কার্য্য কর।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"ইহা জানাইবার প্রয়োজন বলিতেছেন—'তমেব' ইত্যাদি। 'পরাম্' —অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তি এবং তাহার পর 'শাশ্বতং স্থানং'—বৈকুণ্ঠ। কেহ

কেহ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা অন্তর্য্যামীর উপাসক, তাঁহাদেরই এই অন্তর্যামীতে শরণ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের উপাসক তাঁহাদের ভগবচ্ছরণাপত্তির কথা পরে বলা হইবে। এবং অন্যে নিরন্তর চিন্তা করেন— যিনি আমার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমাকে ভক্তিযোগ এবং তদনুকূল হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাঁহারই শরণাগত, আর কৃষ্ণই আমার অন্তর্যামী, তিনিই আমাকে তত্তদ্ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করুন, আমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিতেছি। যেমন উদ্ধব বলিয়াছেন—ভাঃ—১১।২৯।৬, 'হে ঈশ, কবিগণ ব্রহ্মার আয়ু লাভ করিলেও প্রবৃদ্ধ আনন্দের সহিত তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া শেষ করিতে পারেন না, যেহেতু তুমি দেহধারিগণের বাহিরে ও অন্তরে আচার্য্য-গুরু ও চৈত্ত্য-গুরু-রূপে স্বগতি অর্থাৎ তোমাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় প্রকাশিত কর।"

এই স্থলে পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামীস্বরূপের প্রতি সর্ব্বতোভাবে শরণাগতির উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত প্রকার শরণাগতির ফলে, তৎ-প্রসাদে পরা শান্তি ও অব্যয় বৈকুণ্ঠধাম লাভ হয়। অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ অর্চ্চা, অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এই পঞ্চবিধরূপে সেবকগণের সেবাবৃত্তির ক্রম-বিকাশানুসারে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামী-রূপে শিখায়ে আপনে॥" ( মধ্য ২২।৪৭ )

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতিমান্ জীবকে কৃপা করিবার জন্য মহান্ত গুরুরূপে এবং অন্তর্য্যামীরূপে নিজ শরণাগতি শিক্ষা দিয়া থাকেন॥ ৬২॥

**ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।**
**বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥**

**অন্বয়**—ইতি ( এইরূপ ) গুহ্যাৎ ( গুহ্য হইতে ) গুহ্যতরং ( গুহ্যতর ) জ্ঞানম্ ( জ্ঞান ) ময়া ( আমাকর্ত্তৃক ) তে ( তোমাকে ) আখ্যাতং ( কথিত হইল ) এতৎ ( ইহা ) অশেষেণ ( সম্যক্‌রূপে ) বিমৃশ্য ( আলোচনা করিয়া ) যথা ( যেরূপ ) ইচ্ছসি ( ইচ্ছা কর ) তথা ( সেইরূপ ) কুরু ( কর )॥ ৬৩॥

**অনুবাদ**—এই প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম, ইহা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেইরূপ কর ॥ ৬৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ইতঃপূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি, তাহা—'গুহ্য' ; এখন যে পরমাত্মজ্ঞান তোমাকে বলিলাম, তাহা—'গুহ্যতর'। এই সব অশেষরূপে বিচারকরত তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। তাৎপর্য্য এই যে, যদি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা জ্ঞানক্রমে ব্রহ্ম এবং তৎক্রমে আমার নিগু'ণ-ভক্তি পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ যুদ্ধ কর আর যদি পরমাত্মার শরণাগত হও, তবে ঈশ্বর-প্রেরিত নিজের ক্ষাত্রস্বভাব হইতে উত্থিত প্রবৃত্তি-সহকারে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর ; তাহা হইলে মদবতাররূপ ঈশ্বর তোমাকে ক্রমশঃ নিগু'ণা মদ্ভক্তি প্রদান করিবেন। যে প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—শাস্ত্রমুপসংহরন্নাহ,—ইতীতি। ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকং জ্ঞানং গীতাশাস্ত্রম্‌,—"জ্ঞায়ন্তে কর্ম্মভক্তিজ্ঞানান্যনেন" ইতি নিরুক্তেঃ ; তন্ময়া তে তুভ্যমাখ্যাতং সংপ্রোক্তম্‌। গুহ্যাদ্রহস্যমন্ত্রাদিশাস্ত্রাদ্‌গুহ্যতরমিতি গোপ্যম্‌। এতচ্ছাস্ত্রমশেষেণ সামস্ত্যেন বিমৃশ্য পশ্চাদ্‌যথেচ্ছসি, তথা কুরু। এতস্মিন্‌ পর্য্যা-লোচিতে তব মোহবিনাশো মদ্বচসি স্থিতিশ্চ ভবিষ্যতীতি ॥ ৬৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয় উপসংহার পূর্ব্বক বলিতেছেন,—'ইতীতি', ইতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞানই গীতা শাস্ত্র—জ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্র হইল কিরূপে, তাহা বলিতেছেন—"জানা যায় কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানসকল ইহার দ্বারা" এই নিরুক্তি হেতু। তাহাই ( গীতাশাস্ত্রই ) আমি তোমাকে বলিয়াছি। গুহ্য রহস্য-মন্ত্রাদিশাস্ত্র হইতেও উহা গুহ্যতর ; ইহা গোপন রাখিবে। এই শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহা করিও। এই শাস্ত্রের ( গীতা শাস্ত্রের ) পর্য্যালোচনায় তোমার মোহ-বিনাশ ও আমার বাক্যে বিশ্বাস হইবে ॥ ৬৩ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে শ্রীগীতাশাস্ত্রের উপসংহারপূর্ব্বক বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞানই শ্রীগীতাশাস্ত্র। যাহা দ্বারা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানা যায়, তাহা আমি তোমাকে সম্যক্‌ প্রকারে বলিয়াছি। রহস্যমন্ত্রাদিগুহ্যশাস্ত্র হইতেও ইহা গুহ্যতর। অতএব এই শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিচারপূর্ব্বক যেরূপ

ইচ্ছা সেরূপ কর। এই গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচিত হইলে তোমার মোহ বিনাশ হইবে ও আমার কথাতে অবস্থিতিও হইবে অর্থাৎ আমার উপদেশ মত কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য সমাপন করিয়া বলিতেছেন—'ইতি' ইত্যাদি। কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ এবং জ্ঞানযোগের 'জ্ঞানং'—ইহা দ্বারা জানা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, অতি রহস্যযুক্ত বলিয়া বশিষ্ঠ, বেদব্যাস, নারদাদি কেহই স্ব-স্ব-প্রণীত শাস্ত্রে প্রকাশ করেন নাই। অথবা তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতা আপেক্ষিক কিন্তু আমার সর্ব্বজ্ঞতা আত্যন্তিক। অতিগুহ্য বলিয়া তাঁহারা এই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানেন না; আমিও অতি গুহ্য বলিয়া এই তত্ত্বগুলি তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ প্রদান করি নাই, এই ভাব। এই জ্ঞানোপদেশ অশেষ করিয়া নিঃশেষভাবে বিচার করিয়া নিজ অভিরুচি-অনুসারে যে প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা কর তাহাই কর। এই কথায় শেষ জ্ঞানষট্‌ক ( ষড়ধ্যায় ) সম্পূর্ণ হইল। সর্ব্ববিদ্যার শিরোরত্নস্বরূপ ষট্‌কত্রয়যুক্ত অর্থাৎ অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক এই শ্রীগীতাশাস্ত্র মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ রহস্যতম ভক্তির সম্পুট অর্থাৎ পেটিকাস্বরূপ। প্রথম 'কর্ম্ম'ষট্‌ক সেই পেটিকার কাণক আধারপিধান অর্থাৎ স্বর্ণময় তলদেশের আবরণ ; শেষ 'জ্ঞান'-ষট্‌ক সেই পেটিকার ঊর্দ্ধপিধান স্বরূপ, তাহা মণিজড়িত কণকময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ষট্‌কগত 'ভক্তি' ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা পেটিকাভ্যন্তরে প্রশস্ত মহামণির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। সেই ভক্তির 'মন্মনা ভব' (১৮|৬৫-৬৬)—ইত্যাদি চতুঃষষ্টি অক্ষরযুক্তা পদ্যদ্বয়ী পেটিকার উত্তরপিধানার্দ্ধগতা শুদ্ধা পরিচারিকা ইহাই বুঝাইতেছে।"

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীগীতাগ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন। উপসংহারে ইহাই জানাইতেছেন যে, প্রথমে কথিত ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য ও পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতর এবং শ্রীভগবজ্‌জ্ঞান গুহ্যতম—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥" ( আদি ১।৩ )

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥" ( ১।২।১১ )

এই ত্রিবিধ প্রতীতির মধ্যে ব্রাহ্ম-প্রতীতি অসম্যক্, পারমাত্ম-প্রতীতি আংশিক এবং ভগবৎ-প্রতীতি পূর্ণ। এস্থলে উহাই গুহ্য, গুহ্যতর এবং গুহ্যতমরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার ইহাও পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং বৃন্দাবন বা গোকুলে পূর্ণতম। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলার সঙ্গী অর্জ্জুনের সহিত পূর্ণস্বরূপেরই পরিচয়।

শ্রীগীতার অষ্টাদশ-অধ্যায় তিন ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় ষট্‌কে, যাহা এক্ষণে সমাপ্ত করিতেছেন, তাহা জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ সর্ব্বশেষে কথিত হইয়াছে বলিয়া, উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা কাহারও মনে করা উচিত নহে। ঐরূপ সন্নিবেশের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগের আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞান নিরর্থক, সেই জন্য উভয়ের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক উভয়কেই সার্থকতা-মণ্ডিত করিতেছেন, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবী পরম স্বতন্ত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণবশকারিণী মহামণি, পেটিকাভ্যন্তরে মহারত্নময়ীস্বরূপে বিরাজমানা বলিয়া মধ্যস্থলে অবস্থিতা, অথবা ইহা গ্রন্থের মলাটের ন্যায় পূর্ব্ব ও উত্তর আবরণের দ্বারা অতি যত্নে সুরক্ষিত হইতেছে।

এস্থলে 'গুহ্য' ও 'গুহ্যতর' জ্ঞানের বিষয় বিচারার্থ সুধীসমাজকে প্রদত্ত হইতেছে। সুধীগণ বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্ম, পরমাত্ম-বিচারের যে কোনটি বাছিয়া লইতে পারেন, এই ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তদনন্তর গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিবেন, উহা কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভাগ্যবান্ জনকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

**সর্ব্বগুহ্যতমং ভুয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥**

অন্বয়—মে ( আমার ) সর্ব্বগুহ্যতমং ( সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় গোপনীয় )

পরমং ( পরম ) বচঃ ( বাক্য ) ভূয়ঃ ( পুনরায় ) শৃণু ( শ্রবণ কর ) [ ত্বং—তুমি ] মে ( আমার ) দৃঢ়ম্ ( অত্যন্ত ) ইষ্টঃ ( প্রিয় ) অসি ( হও ) ইতি ( এই বোধে ) ততঃ ( তজ্জন্য ) তে ( তোমাকে ) হিতং ( শ্রেয়ঃ ) বক্ষ্যামি ( বলিব ) ॥ ৬৪ ॥

**অনুবাদ**—আমার সর্ব্বগুহ্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমাকে হিতোপদেশ করিতেছি ॥ ৬৪ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও গুহ্যতর 'ঐশ্বর জ্ঞান' তোমাকে বলিলাম ; এক্ষণে গুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি—আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্যই আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ নিরপেক্ষাণাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু গুহ্যেষু মধ্যেঽতিশয়িতং গুহ্যমিতি সর্ব্বগুহ্যতমম্। ভূয় ইতি—রাজবিদ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব' ইত্যাদিনা পূর্ব্বমপি মমাতিপ্রিয়ত্বাদন্তে পুনরুচ্যমানং শৃণু পরমং—সর্ব্বসারস্যাপি গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতম্। পুনঃ-কথনেন হেতুঃ,—ইষ্টোঽসীতি ত্বং মমেষ্টঃ প্রিয়তমোঽসি। মদ্বাক্যং দৃঢ়নিখিল-প্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিনোষ্যতস্তে হিতং বক্ষ্যামি,—ত্বয়াপ্যেতদেবানুষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর নিরপেক্ষগণের সাধন ও সাধ্য পদ্ধতির উপদেশ দিবার জন্য প্রথমে তাহাকে ( সাধন-সাধ্য পদ্ধতিকে ) উপদেশ করিবার পূর্ব্বে সেই পদ্ধতির প্রশংসা করিতেছেন—'সর্ব্বেতি'। সমস্ত গুহ্য-বিষয়ের মধ্যে অতিশয় গুহ্য, এজন্য ইহাই সর্ব্ব গুহ্যতম। ভূয় ইতি—রাজবিদ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব' ৯।৩৪ ইত্যাদির দ্বারা পূর্ব্বেও আমার অতিপ্রিয়হেতু এবং শেষেও পুনরায় উচ্যমান, সমস্ত সারবস্তুর মধ্যে সার গীতা-শাস্ত্রের পরম সারভূত, ইহাই শ্রবণ কর। পুনরায় বলিবার হেতু—'তুমি আমার ইষ্ট—প্রিয়তম, এজন্য আমার বাক্য দৃঢ় নিখিল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণীকৃত—ইহাই নিশ্চয় রূপে তুমি জ্ঞাত আছ, এজন্য তোমার হিতই বলিব। তোমারও ইহা অনুষ্ঠান করা উচিত ॥ ৬৪ ॥

**অনুভূষণ**—অনন্তর শ্রীভগবান্ নিরপেক্ষ ভক্তগণের সাধন ও সাধ্য পদ্ধতি উপদেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব প্রথমে তাহার প্রশংসা করিতেছেন।

সকল গুহ্য-বিষয়ের মধ্যে অতিশয় গুহ্য বলিয়া 'সর্ব্বগুহ্যতম' বলিলেন। পুনরায় শ্রবণ কর, এই বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবান্ ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, রাজ-বিদ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার অতিশয় প্রিয় বলিয়া তোমাকে পুনরায় বলিতেছি যে, ইহা শাস্ত্র-সার গীতা-শাস্ত্রেরও সারভূত। পুনরায় বলার হেতু বলিতেছেন যে, তুমি আমার ইষ্ট অর্থাৎ তুমি আমার প্রিয়তম। আমার বাক্য দৃঢ় নিখিল প্রমাণ-সম্বলিত ইহা নিশ্চয় কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে হিতবাক্য বলিব। তোমার ইহা অনুষ্ঠান করা উচিত।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তাহার পর অতিগম্ভীর-অর্থ-পরিপূর্ণ গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে নিস্তব্ধ অবলোকন করিয়া কৃপায় দ্রবীভূত নবনীতুল্য চিত্তবিশিষ্ট ভগবান্ বলিলেন—হে প্রিয়বয়স্য অর্জ্জুন, আমিই আটটি শ্লোকে সর্ব্বশাস্ত্রের সার বলিতেছি। যদি প্রশ্ন হয়, তুমি সেজন্য আর পর্য্যালোচনার কষ্ট করিবে কেন? তাই বলিতেছেন—'সর্ব্ব' ইতি। 'ভূয়ঃ'—পুনঃ, পূর্ব্বে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছি। "মন্মনা ভব" ইত্যাদি। ( ১৮।৬৫ ) এই যে বচন তাহাই 'পরমং'—সর্ব্বশাস্ত্রের সার যে গীতাশাস্ত্র, তাহারও সার 'গুহ্যতমম্'—ইহা হইতে আর কোন গুহ্য নাই, কোথাও নাই, কোথা হইতেও নাই, কোন ভাবেই নাই, উহা অখণ্ড, এই ভাব। পুনরায় বলিবার কারণ বলিতেছেন—'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ম্' তুমি আমার অতিপ্রিয় সখা, সেই হেতুই তোমার মঙ্গলের কথা বলিব—কেননা, নিজের সখা ব্যতীত কেহই অন্য কাহাকেও অতি রহস্য বলে না, এই ভাব। 'দৃঢ়মতিঃ' পাঠও দেখা যায়"।

অতিশয় গম্ভীরার্থ-পরিপূর্ণ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক শ্রীভগবদেকশরণাগতি-রূপ সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশকে পরম সার বলিয়া বুঝিতে সকলে সক্ষম হইবে না জানিয়া, পরম কৃপাময় শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিজ ভক্ত-কৃপালব্ধ ভাগ্যবান্ জনগণের প্রতিও ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয়-জ্ঞানে পরম হিতার্থ এই পরম গুহ্যতম জ্ঞান পুনরায় দিতেছেন। পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে 'রাজগুহ্য' 'রাজবিদ্যা' ইত্যাদি বলিয়া একবার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও

যদি ভগবদ্ভক্তের কৃপায় আমরা পরম হিত-বাক্য, শ্রীগীতা-গ্রন্থ হইতে বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই।

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে সাধুমুখবিগলিত শ্রীভগবদ্বার্ত্তা-শ্রবণের কথা না বলিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিয়া স্বীকারোক্তি করেন নাই। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কায়মনোবাক্যে ভগবদ্ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের উপদেশ শ্রবণ না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবদুপদেশের প্রকৃত-তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, এবং প্রকৃত মঙ্গলের পথও উদ্ঘাটিত হয় না। এই শ্রীগীতা-গ্রন্থের মহামূল্য উপদেশরাজিও যাহারা শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রবণ, পঠনাদি না করে, তাহারা শ্রীভগবদ্বাক্যের প্রকৃত সারার্থ বুঝিতে না পারিয়া, স্বকপোল-কল্পিত অহঙ্কার-বিজৃম্ভিত অসার ও বৃথা বাক্যাড়ম্বরে কালাতিপাত পূর্ব্বক নিজের ও পরের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।**
**মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥**

**অন্বয়**—মন্মনাঃ ( মদ্গত চিত্ত ) [ হও ] মদ্ভক্তঃ ( মদ্ভজনশীল ) [ হও ] মদ্যাজী ( আমার যজনশীল ) ভব ( হও ) মাং ( আমাকে ) নমস্কুরু ( নমস্কার কর ) [ তদা—তখন ] মাম্ এব ( আমাকেই ) এষ্যসি ( পাইবে ) তে ( তোমাকে ) সত্যং ( সত্যই ) প্রতিজানে ( প্রতিজ্ঞা করিতেছি ) [ যতঃ ত্বং—যেহেতু তুমি ] মে ( আমার ) প্রিয়ঃ অসি ( প্রিয় পাত্র হও ) ॥ ৬৫ ॥

**অনুবাদ**—তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার সেবাপরায়ণ হও ও মৎ-যজনশীল হও, এবং আমাতে নমস্কার-পরায়ণ হও ; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহা তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর ; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না ; সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা

এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্যসেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নির্গুণ-ভক্তির উপদেশ করিতেছি ॥ ৬৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—এতদ্বচঃ প্রাহ,—মন্মনা ভবেতি। ব্যাখ্যাতং প্রাক্ মন্মনস্ত্বাদিবিশিষ্টো মামেব নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং ত্বদতিপ্রিয়ং দেবকীনন্দনং কৃষ্ণমেব মনুষ্যসংনিবেশিনমেষ্যসি ; ন তু মম রূপান্তরং সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণমঙ্গুষ্ঠমাত্রমন্তর্য্যামিণং বা নৃসিংহবরাহাদিলক্ষণং বেত্যর্থঃ। তুভ্যমহমাত্মানমেব ত্বৎসখং দাস্যামীতি তে তব সত্যং শপথঃ ;—"সত্যং শপথতথ্যয়োঃ" ইতি নানার্থবর্গঃ ;—অত্র ন সংশয়ীষ্ঠা ইতি ভাবঃ। নন্বু মাথুরস্যাস্তব শপথকরণাদপি মে ন সংশয়বিনাশস্তত্রাহ,—প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাহমব্রুবম্ ; যত্ত্বং মে প্রিয়োঽসি স্নিগ্ধমনসা হি মাথুরাঃ প্রিয়ং ন প্রতারয়ন্তি, কিং পুনঃ প্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ। যস্য ময্যতিপ্রীতিস্তস্মিন্ মমাপি তথা। তদ্বিয়োগং সোঢ়ুমহং ন শক্নোমীতি পূর্ব্বমেব ময়োক্তং,—'প্রিয়ো হি' ইত্যাদিনা ; তস্মান্মদ্বাচি বিশ্বসিহি মামেব প্রাপ্স্যসি ॥ ৬৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই বাক্যই বলা হইতেছে—'মন্মনা ভবেতি', পূর্ব্বেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—আমার প্রতি একাগ্রতা-সহকারে মন সমর্পণ করিলে আমাকে অর্থাৎ নীলোৎপল শ্যামলত্বাদি-গুণসম্পন্ন, তোমার অতিশয় প্রিয় দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই—মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ আমাকেই লাভ করিবে। কিন্তু আমার রূপান্তর সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমাণ অন্তর্য্যামী অথবা নৃসিংহবরাহাদিলক্ষণ রূপ নহে। তোমাকে আমি নিজেকেই তোমার সখারূপে দান করিব ; ইহাই তোমার নিকট সত্য বাক্যরূপ শপথ। সত্যশব্দের—'সত্যং শপথ-তথ্যয়োঃ' ইহা অমরকোষে নানার্থবর্গে কথিত আছে। এই বিষয়ে কোন সংশয় করিও না ; ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন—যদি বল, তুমি মথুরাবাসী, তোমার এই শপথ বাক্য হইতেও আমার সংশয়ের বিনাশ হইতেছে না ; তদুত্তরে বলা হইতেছে—প্রতিজানে—অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াই আমি বলিতেছি। যেইহেতু তুমি আমার প্রিয় হইতেছ। ইহা নিশ্চয়রূপেই জানিবে যে—মথুরাবাসি-ব্যক্তিগণ কখনও স্নেহপরায়ণ মনের দ্বারা প্রিয়জনকে প্রতারণা করেন না। বিশেষতঃ পরম প্রিয়জনের কথা আর কি বলিব ? ইহাই ভাবার্থ। যাহার আমার প্রতি অতিশয় প্রীতি ( স্নেহ ও ভক্তিভাব ) আছে, তাহার

প্রতি আমারও সেই রকম প্রিয়ভাব থাকিবে। তাহার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করিতে অক্ষম। ইহা পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি—'প্রিয়ো হি' ইত্যাদির দ্বারা। অতএব আমার বাক্যে বিশ্বাস কর—তাহা হইলে আমাকেই লাভ করিবে॥ ৬৫॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ এই সকল বাক্য বলিতেছেন। পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত যে, আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ কর ইত্যাদি বাক্যে আমাকেই নীলোৎপল-শ্যামলত্বাদি-গুণবিশিষ্ট তোমার অতিশয় প্রিয় মনুষ্যাকার দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পাইবে। কিন্তু আমার সহস্রশীর্ষত্বাদি লক্ষণ বা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তর্য্যামী বা নৃসিংহ-বরাহাদি লক্ষণ কোন রূপান্তরের স্বরূপকে নহে। তোমাকে আমি তোমার সখারূপ আমাকেই প্রদান করিব, ইহা তোমাকে সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি। ইহাতে তুমি কোন সংশয় করিও না। যদি বল, মথুরাবাসী তোমার শপথকরণ হইতে আমার সংশয় বিনাশ হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন,—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তুমি আমার প্রিয় সুতরাং স্নিগ্ধমনা মথুরাবাসিগণ প্রিয়ব্যক্তিকে প্রতারণা করে না, তারপর তুমি আমার প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম ; তোমার কথা আর কি বলিব ? যাঁহার আমার প্রতি অতিশয় প্রীতি, তাঁহার প্রতি আমারও সেইরূপ। তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারি না, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

" 'মন্মনা ভব'—আমার ভক্ত হইয়াই আমাকে চিন্তা কর, কিন্তু জ্ঞানী বা যোগী হইয়া আমার ধ্যান করিও, তাহা নহে, এই অর্থ ; অথবা 'মন্মনা ভব'—শ্যামসুন্দর, সুস্নিগ্ধ আকুঞ্চিত কুন্তল, সুন্দর ভ্রূ-লতাবিশিষ্ট, মধুর কৃপাকটাক্ষ-বর্ষণকারী মুখচন্দ্রবিশিষ্ট, আমাকে, আত্মসমর্পণে যাহার মন, সেই-রূপ হও ; অথবা কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অর্পণ কর—তাই বলিলেন—'মদ্ভক্তো ভব'—শ্রবণ-কীর্ত্তন, আমায় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, আমার মন্দিরমার্জ্জন, লেপন, পুষ্প আহরণ, আমার মালা, অলঙ্কার, ছত্র, চামরাদিদ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ে আমার ভজন কর অথবা আমাকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ-নৈবেদ্যাদি অর্পণ কর, তাই বলিলেন—'মদ্ যাজী ভব'—আমার পূজা কর, অথবা আমাকে কেবলমাত্র

নমস্কার কর, তাই বলিলেন—'মাং নমস্কুরু'—ভূমিতে নিপতিত হইয়া অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কর, অথবা আমার চিন্তা, সেবা, পূজা ও প্রণাম—এই চারিটি একত্রে বা ইহার কোন একটির অনুষ্ঠান কর। 'মামেবৈষ্যসি'—আমাকেই পাইবে, তুমি মনের প্রদান, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রদান বা গন্ধ-পুষ্পাদি প্রদান কর, তোমাকে আমি আমাকেই দান করিব, ইহা সত্য—তোমারই, এবিষয়ে তুমি সংশয় করিও না। 'সত্য, শপথ ও তথ্য'—একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট—অমরকোষ। যদি বল যে, মথুরার লোক প্রতি কথায় শপথ করে, উত্তর—সত্য, তাই 'প্রতিজানে'—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—তুমি আমার প্রিয়, কেহ প্রিয় ব্যক্তিকে বঞ্চনা করে না, এই ভাব।"

শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে দুইটি শ্লোকে সেই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবন্মুখবিনিঃসৃত এই বাক্য সর্ব্বশাস্ত্রসাররূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীল সূত-গোস্বামী প্রভুকে 'সর্ব্বশাস্ত্র সার কি'? এবং 'আত্যন্তিক মঙ্গল কি?' জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীসূত 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে' (১।২।৬) শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র 'সর্ব্বশাস্ত্রসার' এবং 'আত্যন্তিক মঙ্গল' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; এস্থলেও শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে ভগবদ্ভজনই একমাত্র 'সর্ব্বশাস্ত্রসার' ও 'আত্যন্তিক কল্যাণময়' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ এস্থলে অর্জ্জুনকে নিজ প্রিয় বলিয়া সম্বোধন করায় আমাদের বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার প্রিয়জন ব্যতীত তিনি এই জ্ঞান সাধারণকে প্রদান করেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের আশ্রয়েই আমাদিগকে এই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এখানে শ্রীভগবান্ শপথপূর্ব্বক বলায় আমাদের কোন প্রকার সংশয় না থাকে, তাহাই দৃঢ় করিতেছেন। শ্রীভগবান্ সেই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ দিতে গিয়া, প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন যে, আমার ভক্ত হও অর্থাৎ আমার নাম, গুণাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিরত হও, এবং আমারই চিন্তাপরায়ণ হও অর্থাৎ মদ্গত-চিত্ত হইয়াই সকল কার্য্য কর, তোমার সকল কার্য্য আমার যজনপর হউক, অর্থাৎ আমার যজন ব্যতিরেকে তুমি অন্য কাজ করিবে না এবং আমার যজন-রূপ কার্য্য তুমি সর্ব্বতোভাবে নমস্কার-বিধানপূর্ব্বকই করিবে অর্থাৎ নিজের অহঙ্কার সম্পূর্ণ ত্যাগপূর্ব্বক আমার দাসানুদাস হইয়া আমার সেবা করিবে,

তাহা হইলেই আমাকে পাইবে। শ্রীভগবান্ কতনা করুণামূলে আমাদিগকে স্বচরণে আশ্রয় দিবার জন্য, এই সকল উপদেশ নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, প্রদান করিতেছেন।

জ্ঞানী-যোগিগণও শ্রীভগবানের ধ্যানাদি করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণের ধ্যান-যজনাদির পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝাই-তেছেন। জ্ঞানী ও যোগিগণ নিজ নিজ মুক্তি লাভের জন্য উহা করিয়া থাকেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রীতিমূলেই উহা সম্পন্ন করেন বা করিবেন, এই স্পষ্ট উপদেশ। শুদ্ধভক্তের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম নাই। তাঁহারা নিষ্কাম অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমের প্রেমিক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,— "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত"॥ অন্যত্র পাওয়া যায়,—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম"। শ্রীল রূপপাদও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ বর্ণনে বলিয়াছেন,—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

এইরূপ শুদ্ধা-ভক্তির আশ্রয়কারিগণই নিঃসংশয়রূপে শ্রীভগবানের পার্ষদ-গতি লাভপূর্ব্বক নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। আর জ্ঞানী ও যোগিগণ কিন্তু ধ্যান-যজনাদি করিয়াও শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে না পারিলে, ভক্তিদেবীর কিঞ্চিৎ স্বীকারের ফলে, বৈকুণ্ঠের বাহিরে ব্রহ্মলোকে সাযুজ্যাদি গতি প্রাপ্ত হন। প্রথম হইতে শুদ্ধভক্তের কৃপায় শ্রীভগবদ্বাক্যের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য লাভ হইলে, তিনি আর শুদ্ধভক্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য পথে গমন করেন না॥ ৬৫॥

**সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।**
**অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬॥**

**অন্বয়**—সর্ব্বধর্ম্মান্ ( বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মসমূহ ) পরিত্যজ্য ( পরিত্যাগ করিয়া ) একম্ ( একমাত্র ) মাম্ ( আমাকে ) শরণং ব্রজ ( শরণ গ্রহণ কর ) অহং

( আমি ) ত্বাং ( তোমাকে ) সর্ব্বপাপেভ্যঃ ( সর্ব্বপাপ হইতে ) মোক্ষয়িষ্যামি ( মুক্ত করিব ) মা শুচঃ ( তুমি শোক করিও না ) ॥ ৬৬ ॥

**অনুবাদ**—বর্ণাশ্রমাদি সকল ধর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি-ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর ; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্তধর্ম্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস, কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে, কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরি-জীব জীবন-নির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই উক্ত তিনপ্রকার নিষ্ঠা হইতে অথবা ইন্দ্রিয়সুখনিষ্ঠারূপ অধম-নিষ্ঠা হইতে অনুষ্ঠান করে। অধমনিষ্ঠা হইতেই অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ; তাহা—অনর্থজনক। তিন প্রকার উত্তম নিষ্ঠার নাম—ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মই এক্-এক-প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক-এক-প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞান-রূপে প্রকাশ পায় ; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ও ধ্যান-যোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয় ; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন শুদ্ধা বা কেবলা-ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম-প্রয়োজন,—ইহাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত, ইহাদিগের জীবন একই-প্রকার-হইলেও নিষ্ঠা-ভেদে ইহারা—অত্যন্ত পৃথক্ ॥ ৬৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—নন্থ যজনপ্রণত্যাদিস্তব শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাক্তনকর্ম্মরূপানন্ত-পাপমলিনহৃদা পুংসা কথং শক্যা কর্ত্তুং যাবৎ ত্বদ্ভক্তিবিরোধীনি তান্যনন্তানি পাপানি কৃচ্ছ্রাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ সবিহিতৈশ্চ ধর্ম্মৈর্ন বিনশ্যেয়ুরিতি চেত্তত্রাহ,—সর্ব্বেতি। প্রাক্তন-পাপপ্রায়শ্চিত্তভূতান্ কৃচ্ছ্রাদীন্ সবিহিতাংশ্চ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য স্বরূপতস্ত্যক্ত্বা মাং—সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণং নৃসিংহদাশরথ্যাদিরূপেণ বহুধাবিভূর্তং বিশুদ্ধভক্তিগোচরং সপ্তমবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বকামবিনাশকমেকং, ন তু মত্তোঽন্যং শিতিকণ্ঠাদিং, শরণং ব্রজ প্রপদ্যস্ব। শরণ্যঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং সর্ব্বপাপেভ্যস্তেভ্যঃ প্রাক্তনকর্ম্মভ্যস্ত্বাং শরণাগতং মোক্ষয়িষ্যামীতি মিথঃকর্ত্তব্যতা দর্শিতা। ত্বং মা শুচঃ—অচিরায়ুষা ময়া হৃদ্বিশুদ্ধিমিচ্ছতাতিচিরসাধ্যা দুষ্করাশ্চ তে কৃচ্ছ্রাদয়ঃ কথমনুষ্ঠেয়া ইতি শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। অত্র মৎপ্রপত্ত্যৈব নিখিলো দোষবিনাশাত্তদর্থং কৃচ্ছ্রাদিপ্রয়াসো মৎপ্রপত্তুর্ন ভবেদিত্যুক্তম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ" ইতি। শ্রদ্ধা-ভক্তিধ্যানযোগাদবৈতীতি চৈবমাদ্যা। সনিষ্ঠানাং হৃদ্বিশুদ্ধয়ে পরিনিষ্ঠিতানাং চ লোকসংগ্রহায় যথাযথং কার্য্যাস্তে ধর্ম্মাঃ—"তমেতম্" ইত্যাদিভ্যঃ—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা" ইত্যাদিভ্যশ্চ শ্রুতিভ্যঃ। ন চ বিহিতত্যাগে প্রত্যবায়লক্ষণং পাপং স্যাদিতি শোকং মা কুর্ব্বিতি ব্যাখ্যেয়ম্। বেদনিদেশেনাগ্নিহোত্রাদিত্যাগে যতেরিব পরেশনিদেশেন তত্ত্যাগে তৎপ্রপত্তুস্তদযোগাৎ; প্রত্যুত তন্নিদেশাতিক্রমে দোষাপত্তিঃ স্যাৎ। ন চ স্বরূপতো বিহিতত্যাগে প্রত্যবায়াপত্তেঃ; সর্ব্বাণি ধর্ম্মফলানীতি ব্যাখ্যেয়ম্; ফলত্যাগে তদনাপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রপন্নস্য স্বরূপতো ধর্ম্মত্যাগঃ; ন চ 'ন হি কচিৎ' ইত্যাদিন্যায়েন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাপত্তিস্তদ্‌যজনাদিনিরতস্য তেন ন্যায়েন তদনাপত্তেঃ। তথা চ সন্নিষ্ঠস্যাত্মানুভবান্তঃপরিনিষ্ঠিতস্য চ পরাত্মানুভবান্তো যথা ধর্ম্মাচারস্তথা প্রপত্তুঃ প্রপত্তিঃ শ্রদ্ধান্তঃ স ইতি এবমেবোক্তমেকাদশেঽপি—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" ইতি। এষা 'শরণাগতি'-শব্দিতা প্রপত্তিঃ ষড়ঙ্গিকা—"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" ইতি বায়ুপুরাণাৎ। ভক্তিশাস্ত্রবিহিতা হরয়ে রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যম্; তদ্বিপরীতস্তু প্রাতি-

কূল্যম্ ; আত্মনিক্ষেপঃ শরণ্যে তস্মিন্ স্বভরন্যাসঃ ; কার্পণ্যমনুধর্ষঃ ; নিক্ষেপ-ণমকার্পণ্যমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ,—তত্র কার্পণ্যং ততোঽন্যস্মিন্ স্বদৈন্যপ্রকাশঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৬৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—প্রশ্ন—যজন ও প্রণামাদি তোমার শুদ্ধা ভক্তি ; প্রাক্তন কর্ম্মের অনুরূপ অনন্তপাপের দ্বারা কলুষিতমনা পুরুষ সেই শুদ্ধা ভক্তিকে কি করিয়া লাভ করিবে? যতদিন পর্য্যন্ত তোমার প্রতি ভক্তির উদ্রেকের বিরোধী অনন্ত পাপগুলি যথাবিধি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মের দ্বারা এবং স্ববিহিত ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা নষ্ট করিতে না পারিবে? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—'সর্ব্বেতি'। প্রাক্তন পাপ-নাশক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কৃচ্ছ্রাদি ব্রতগুলি এবং অন্যান্য সমস্ত বিহিত ধর্ম্মগুলি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নৃসিংহ-রামচন্দ্রাদি বহুরূপে আবির্ভূত, বিশুদ্ধ ভক্তিগোচর, সৎ অর্থাৎ অবিদ্যাপর্য্যন্ত সমস্ত কাম-বিনাশক এবং সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ লও। কিন্তু আমাভিন্ন শিবাদির নহে। আমি শরণ্য—শরণাগতের বন্ধু, সর্ব্বেশ্বর বলিয়া পূর্ব্বজন্মের সমস্ত পাপ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম হইতে সেই শরণাগতকে মোচন করিব, ইহাই পরস্পর (ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে) কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। তুমি শোক করিও না অর্থাৎ অল্পায়ুঃসম্পন্ন-আমি হৃদয়ের বিশুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া বহুকাল-সাধ্য দুষ্কর সেই চান্দ্রায়ণাদি কিরূপে অনুষ্ঠান করিব—এই জাতীয় শোক করিও না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে,—আমার শরণাগতির দ্বারাই নিখিল পাপ নাশ হয় বলিয়া, সেই পাপাদি-নাশের জন্য কৃচ্ছ্রাদিচান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ-প্রয়াস করা, আমার প্রপন্ন ভক্তদের প্রয়োজন হইবে না। শ্রুতিও এইরকম বলিয়াছেন—"কর্ম্মের দ্বারা নহে, সন্তান উৎপাদনের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে" ইতি। শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যানযোগ হইতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, ইতি এইরূপ আরও। ভগবানের প্রতি সনিষ্ঠ ভক্তদিগের হৃদয়ের বিশুদ্ধির জন্য এবং পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি-সম্পন্নদিগের লোকরক্ষা ও শিক্ষার জন্য যথাযথভাবে ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিবার ব্যবস্থা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য 'তমেতম্' ইত্যাদি হইতে—"সত্যের দ্বারা লভ্য ও তপস্যার দ্বারাই নিশ্চিতরূপে এই আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায়"। ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও। যদি বল, বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগে প্রত্যবায়রূপ পাপ হইবে—এই

জাতীয় শোক করিও না—এইরকম ব্যাখ্যা করা এখানে সঙ্গত নহে। কারণ বেদের নির্দ্দেশ-অনুসারে অগ্নিহোত্রাদিযজ্ঞ ত্যাগ-বিষয়ে যতি ( সন্ন্যাসী ) ব্যক্তির মত, পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ-হেতু সেই কর্ম্ম-ত্যাগে তাঁহাতে প্রপত্তিমান্ ব্যক্তির সেই পাপের কোন সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু পরমেশ্বরের নির্দ্দেশকে অতিক্রম করিলে দোষই হইবে। যদি বল, স্বভাবতঃ বা স্বরূপতঃ বিহিত কর্ম্মের ত্যাগে প্রত্যবায় ( পাপ ) হইবে—অতএব সমস্ত ধর্ম্ম-ফলত্যাগ করিবে এইরূপ ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য ; ইহাও ঠিক নহে। ফলের ত্যাগে তাহার কোন আপত্তি (পাপ) হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত—আমার শরণাগত ভক্তের স্বরূপতঃ ধর্ম্ম-ত্যাগ বিহিত। যদি বল, (নহি কশ্চিৎ)।—ইত্যাদি ন্যায়ের দ্বারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানের আপত্তি হইতেছে, তাহাও নহে। কারণ ভগবানের যজন ও ভজনাদি-নিরত ব্যক্তির পক্ষে সেই ন্যায়ের দ্বারা তাহার আপত্তি হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত—সনিষ্ঠ ভক্তগণের আত্মার অনুভব এবং পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধ-ভক্তগণের পরমাত্মার অনুভব পর্য্যন্ত যেমন ধর্ম্মাচরণের ( ব্যবস্থা আছে ) তেমন ভগবৎ-প্রপত্তিশীল ব্যক্তির প্রপত্তি শ্রদ্ধার অন্ত পর্য্যন্তই। এই প্রকারই শ্রীভাগবত একাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে—যথা "ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মগুলি করা কর্ত্তব্য, যতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ ( বৈরাগ্য ) লাভ না হয় অথবা মৎকথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।" আরও কথিত আছে, "আমার প্রোক্ত জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ অথবা সংসারে ও ভোগবাসনায় বিরক্ত অথবা আমার ভক্ত অথবা কোন রকম অপেক্ষা যার নাই ( নিষ্কাম ) তিনি স্ব স্ব ধর্ম্মের সহিত আশ্রমগুলিকে ত্যাগ করিয়া বিধিরহিত ভাবে বিচরণ করিবেন। ইতি।" এইরূপ শরণাগতি শব্দের বাচ্য প্রপত্তি ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ট যথা—অনুকূলের গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষকরূপে বরণ ও আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতি, ; ইহা বায়ু পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আনুকূল্য শব্দের অর্থ—ভক্তিশাস্ত্রবিহিত, হরির অভিরুচিমূলক প্রবৃত্তি ; তাহার বিপরীত প্রাতিকূল্য। আত্মনিক্ষেপ—সেই শরণ্যে একান্তভাবে নির্ভরশীলতা, কার্পণ্য—অনুধর্ষ ( সঙ্কোচক কার্য্য )। কোন কোন গ্রন্থে পাঠ আছে—নিক্ষেপণ অর্থাৎ অকার্পণ্য ; তন্মধ্যে কার্পণ্য শব্দের অর্থ ; সেখানে কৃপণতা—( শব্দের অর্থ )—নিজ অপেক্ষা—অন্যত্র নিজের দৈন্য-প্রকাশ। স্ফুট ( সহজ ) অন্যগুলি ॥ ৬৬ ॥

**অনুভূষণ**—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যজন-প্রণতি প্রভৃতি শ্রীভগবানের শুদ্ধা-ভক্তি প্রাক্তনকর্ম্মরূপ অনন্ত পাপ-মলিন-হৃদয়বিশিষ্ট পুরুষ কি প্রকারে অনুশীলন করিতে পারিবে? যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের ভক্তির বিরোধী সেই অনন্ত পাপ কৃচ্ছ্রাদি-প্রায়শ্চিত্ত এবং বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত না হইবে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—প্রাক্তন পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কৃচ্ছ্রাদি এবং বিহিত ধর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া নৃসিংহ, দাশরথী রাম প্রভৃতিরূপে বহু-প্রকারে আবির্ভূত, বিশুদ্ধভক্তির দ্বারা গোচরীভূত, অবিদ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্বকাম-বিনাশক একমাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট শরণ গ্রহণ কর কিন্তু আমা ব্যতীত শিতিকণ্ঠাদি অর্থাৎ শিবাদির শরণ নহে। শরণ্য সর্ব্বেশ্বর আমি শরণাগত তোমাকে প্রাক্তন সমস্ত কর্ম্ম ও পাপ হইতে মোক্ষ প্রদান করিব; ইহা আমাদের পরস্পরের কর্ত্তব্যতা। তুমি শোক করিও না। অর্থাৎ হৃদ্বিশুদ্ধি-কামী অল্পায়ু আমার দ্বারা দীর্ঘকালসাধ্য দুষ্কর কৃচ্ছ্রাদি ব্রত কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইবে? এই প্রকার শোক করিও না। এস্থলে আমার প্রপত্তির দ্বারাই নিখিলদোষ বিনাশের নিমিত্ত কৃচ্ছ্রাদি-প্রয়াস আমার শরণাগতের প্রয়োজন হয় না।—ইহাই বলিলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—প্রজা, ধন, প্রভৃতির দ্বারা নহে, কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ধ্যানযোগেই হইয়া থাকে ইত্যাদি সনিষ্ঠগণের হৃদয় বিশুদ্ধির নিমিত্ত ও পরিনিষ্ঠিতগণের লোকসংগ্রহের জন্য যথাযথ কর্ত্তব্যরূপ ধর্ম্ম এই সকল হইতে এবং সত্যের দ্বারা লভ্য, তপস্যার দ্বারা এই আত্মা লভ্য ইত্যাদি শ্রুতি হইতে। বিহিত-ত্যাগে প্রত্যবায়-লক্ষণ পাপ হইবে না; সুতরাং এই জাতীয় শোক ত্যাগ কর। যেমন বেদের নির্দ্দেশে যতির অগ্নিহোত্রাদি ত্যাগে প্রত্যবায় হয় না; সেইরূপ পরমেশ্বরের নির্দ্দেশে সেই সকল ত্যাগে শরণাগত ভক্তের পাপ বা প্রত্যবায় নাই। পরন্তু শ্রীভগবানের আদেশ অতিক্রম করিলে সেই দোষের আপত্তি হইবে; স্বরূপতঃ বিহিত-ত্যাগে প্রত্যবায়-আপত্তি হয়, ইহা ঠিক নহে। যেহেতু তাহাতে সর্ব্বধর্ম্ম-ফল ত্যাগ হয়। অতএব ফল-ত্যাগে তাহার আপত্তি ঘটে না। সেইহেতু শরণা-গতের স্বরূপতঃ ধর্ম্মত্যাগই বিহিত থাকে। 'ন চ ন হি কচিৎ' ইত্যাদি ন্যায়ানু-সারে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানাপত্তি, তাঁহার যজনাদি-নিরত ব্যক্তির সেই ন্যায়ানুসারেই

তাহার অনাপত্তি। সনিষ্ঠগণের আত্মানুভব পর্য্যন্ত এবং পরিনিষ্ঠিতগণের পরমাত্মানুভব পর্য্যন্ত যে প্রকার ধর্ম্মাচরণ, সেইপ্রকার শরণাগতের প্রপত্তি শ্রদ্ধাপর্য্যন্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও এইরূপ কথিত হইয়াছে—"সেই কাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবে, যেকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।" "জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত অথবা নিরপেক্ষ আমার ভক্ত নিজ আশ্রমাদির চিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধির অতীত হইয়া বিচরণ করিবেন"। এই শরণাগতি-শব্দে উল্লিখিতা প্রপত্তি ছয় প্রকার। "অনুকূল বিষয়-স্বীকার, প্রতিকূল বিষয়-বর্জ্জন, শ্রীভগবান্ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, শ্রীভগবানকে গোপ্তারূপে বরণ এবং আত্মনিবেদন ও দৈন্য এই ষড়বিধা শরণাগতির বিষয় বায়ুপুরাণে পাওয়া যায়। ভক্তি-শাস্ত্রবিহিত শ্রীহরির রোচমানা প্রবৃত্তিই আনুকূল্য ; আত্মনিক্ষেপ-শব্দে শরণ্য শ্রীভগবানে আত্মনির্ভর ; কার্পণ্য শব্দে অনুধর্ষ অর্থাৎ পরাভব-স্বীকার। নিক্ষেপ অর্থাৎ অকার্পণ্য এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। সেস্থলে কার্পণ্য অর্থে অন্যের প্রতি নিজ দৈন্য-প্রকাশ। অন্য সকল সহজ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যদি প্রশ্ন হয় যে, তোমার ধ্যানাদি যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা কি স্বীয় আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান-সহকারে বা কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ধ্যানাদি কর্ম্মের আচরণ করিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্'—সকল প্রকার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। 'পরিত্যাগ করিয়া' শব্দের অর্থ 'সন্ন্যাস করিয়া' ব্যাখ্যা করিতে হইবে না ;—কারণ অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাসে অধিকার নাই, আর অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অন্য সকল লোককেই ভগবান্ এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও বলা উচিত নহে। লক্ষ্যভূত অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ-যোজনা উচিত হইলে অন্যের প্রতিও সেই উপদেশ-বাক্য আরোপের সম্ভাবনা, অন্য প্রকার অসম্ভব। 'পরিত্যজ্য' শব্দের ফলত্যাগই তাৎপর্য্য এরূপ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। এই বাক্যের—ভাঃ—১১।৫।৪১, ১১।২৯।৩৪, ১১।২০।৯, ১১।১১।২৩—'যিনি সমস্ত আত্মার সহিত, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, শরণীয় মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত ( জীব ), আত্মীয়জন ও পিতৃগণের ঋণমুক্ত

হ’ন।’ ‘মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি আমার ইচ্ছায় যোগী, জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হ’ন। অনন্তর অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যলাভের উপযুক্ত হ’ন’। ‘যতদিন পর্য্যন্ত না বিষয়ে নির্ব্বেদ জন্মে বা আমার কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে।’ ‘মদীয় বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি আমার সেবা করেন, তিনি উত্তম সাধু বলিয়া গণ্য।’ এই সকল ভগবদুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করা অবশ্যই আবশ্যক। এস্থলে যে ‘পরি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সূচিত হইতেছে যে, কেবল ফলত্যাগ লক্ষিত নহে। অতএব একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্য দেবতাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে না, এই অর্থ। পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আমার অনন্যা-ভক্তিতে তোমার অধিকার নাই, তাই—‘যৎকরোষি যদশ্নাসি’—( ৯।২৭ ) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আমি তোমাকে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তিতে অধিকারী জানাইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি অতি-কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে অনন্যা-ভক্তিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সেই অনন্যা-ভক্তি যাদৃচ্ছিক আমার ঐকান্তিক ভক্তের একমাত্র কৃপাদ্বারাই লভ্য। এই লক্ষণযুক্ত যে মৎকৃত প্রতিজ্ঞা তাহাও ভীষ্মযুদ্ধে নিজ প্রতিজ্ঞা খণ্ডনের ন্যায় ( তোমাকে অধিকার দেওয়া হইল ) এই ভাব। আমার আজ্ঞানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। আমিই বেদরূপে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে স্বরূপেই অর্থাৎ নিজরূপেই তাহা ত্যাগ করিবার আদেশ করিতেছি। অতএব নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কিরূপে তোমার পাপ সম্ভব হইবে? প্রত্যুত অতঃপর নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তোমাকে সাক্ষাৎ মদাজ্ঞালঙ্ঘন-জনিত পাপভাগী হইতে হইবে, ইহাতে অবহিত হও। কারণ যে ব্যক্তি যাহার শরণাগত হয়, সে মূল্যদ্বারা-ক্রীত পশুর ন্যায় তাহারই অধীন থাকে। সেই প্রভু তাহাকে যাহা করান, সে তাহাই করে; যে স্থানে রাখেন, সেই স্থানেই থাকে; যাহা খাইতে দেন, তাহাই ভোজন করে—ইহাই শরণগ্রহণলক্ষণ-ধর্ম্মের তত্ত্ব। বায়ু পুরাণে কথিত আছে যে—‘অনুকূলভাবের সঙ্কল্প, প্রতিকূল-ভাবের বর্জ্জন, আমাকে রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, পালকত্বে বরণ, আত্ম-

নিবেদন ও অকার্পণ্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতি। ভক্তিশাস্ত্র-প্রতিপাদিত স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তিই 'আনুকূল্য', তাহার বিপরীত 'প্রাতিকূল্য', তিনিই আমার রক্ষক তদ্ব্যতীত আর কেহই নাই, এইরূপ ভাবের নাম ভর্ত্তৃত্বে বরণ; 'রক্ষিষ্যতি'—নিজরক্ষাকার্য্যের প্রতিকূল বস্তু উপস্থিত হইলেও তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন, এইরূপ দ্রৌপদী-গজেন্দ্রাদির ন্যায় 'বিশ্বাস'; স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিতই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করাই 'নিক্ষেপণ'। অন্য কোনও স্থানে আপনার দৈন্য জ্ঞাপন না করাই 'অকার্পণ্য'। যাহাতে এই ষড়বিধ বস্তুর ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠান তাহাই শরণাগতি। অতএব অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আমি তোমার শরণাগত হইয়াই থাকি, তাহা হইলে তোমার কথিত মঙ্গলই হউক আর অমঙ্গলই হউক, যাহা হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে যদি তুমি আমার কেবল ধর্ম্মই করাও তাহা হইলে চিন্তার কোনই কারণ নাই; কিন্তু যদি তুমি ঈশ্বর বলিয়া' স্বৈরাচার হইয়া আমাকে অধর্ম্মে প্রবর্ত্তন কর, তাহা হইলে আমার কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। তোমার প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন অনুষ্ঠিত যাবতীয় পাপ সঞ্চিত আছে বা আমি তোমাকে যাহা করাইব, সেই সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। অন্য শরণ্যের ( আশ্রয়ের ) ন্যায় আমি পাপ মোচনে অসমর্থ নহি, এই ভাব। তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমি লোকমাত্রকেই এই শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিতেছি। 'মা শুচঃ'—আপনার বা পরের জন্য শোক করিও না,—তুমি প্রভৃতি যে কোন লোক মচ্চিন্তাপরায়ণ সর্ব্বপ্রকার নিজ ও পরধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হইয়া সুখেই অবস্থান করুক। তাহার পাপমোচন-ভার, সংসার-মোচন-ভার এবং মৎপ্রাপ্তির উপায়-বিধান-ভার আমিই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব? তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভারও গ্রহণ করিতে আমি অঙ্গীকৃত। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি—গীঃ—৯।২২ 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ' ইত্যাদি।

আহা, এতগুরুভার আমি আমার প্রভুর উপর অর্পণ করিয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া শোক করিও না, ভক্ত বৎসল ও সত্যসঙ্কল্প আমার এইরূপ ভার গ্রহণে লেশমাত্র আয়াসেরও ( ক্লেশের ) সম্ভাবনা নাই। ইহার পর অধিক

আর কোন উপদেশ করিবার আবশ্যকতা নাই, অতএব এই শাস্ত্র সমাপ্তীকৃত হইল।”

বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত তাঁহার ধ্যান-যাজনাদিরূপ শুদ্ধ-ভক্তিযোগ-আচরণকারীকে সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহার শরণাগতি-আশ্রয় করিতে উপদেশ করিতেছেন। এস্থলে ‘সর্ব্বধর্ম্ম’ অর্থে বর্ণাশ্রমাদি, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি, দেবতান্তরযজনাদি, শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ধর্ম্মাদিকে লক্ষ্য করে। শ্রীকৃষ্ণৈকশরণরূপ পরমধর্ম্ম-যাজনে কাহারও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় পরম কৃপালু শ্রীভগবান্ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতিও দিতেছেন। এমন কি, অপরধর্ম্ম-ত্যাগকারীকে শোক করিতে নিষেধ করিতেছেন।

শ্রীগীতা-শাস্ত্রের এই শ্লোক সর্ব্বগুহ্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইলেও, শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ‘সাধ্য-সাধন তত্ত্ব’ নির্ণয়-প্রসঙ্গে এই শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখন কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকেও বাহ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কারণ নিগুর্ণা-সাধ্যা ভক্তিতে যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সুখপরতার জন্যই স্বরূপতঃ ত্যাজ্য হইয়া পড়ে, সেখানে কাহারও প্রেরণার বা প্রতিশ্রুতির অপেক্ষা থাকে না। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—“এত সব ছাড়ি’ আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥” আরও পাওয়া যায়,—“শুদ্ধ-ভক্তি’ হৈতে হয় ‘প্রেমা’ উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥ অন্য-বাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি’ ‘জ্ঞান-কর্ম্ম’। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥” (মঃ ১৯ পঃ)। কিন্তু যেস্থলে জীবের অস্মিতা ব্রহ্মাণ্ডান্তবর্ত্তী থাকায়, দেহাভিমানবশতঃ ঐ সকল ধর্ম্মত্যাগে পাপের ভয় থাকে বলিয়া, শ্রীভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছে যে, সর্ব্বধর্ম্মত্যাগজনিত ‘সর্ব্ব পাপ হইতে আমি মুক্তি দিব’, উহাতে শোকের বিষয় থাকে বলিয়া, ‘তুমি শোক করিও না’—এইরূপ আশ্বাসও পুনরায় দিতেছেন ; উহাই বাহ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধা-ভক্তির লক্ষণে জীবের শুদ্ধকৃষ্ণৈকদাস্যরূপ অস্মিতা প্রবল থাকায়, স্বতঃই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যক্ত হয়, সেইরূপ স্বরূপতঃ ত্যাগে কোন দোষ হয় না ; পরন্তু তিনিই সত্তম। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥"—( ১১।১১।৩২ )

অর্থাৎ মদীয় বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও তাদৃশ ধর্ম্ম মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া, মদ্ভক্তিবলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া, সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমার সেবা করেন, তিনিই সত্তম।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—"কর্ম্মমিশ্র ভক্তিমান্—সৎ, জ্ঞান-মিশ্র ভক্তিমান্—সত্তর এবং জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তিমান্—সত্তম। কর্ম্মমিশ্র-ভক্তিমান্ আরূঢ়দশায় জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি লাভ করেন, অতঃপর পাকদশায় ভক্তির প্রাবল্যে জ্ঞানে অনাদর হয়। তখনই তিনি জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তিমান্-সত্তম।" কেবলা-ভক্তিতে কর্ম্মজ্ঞানাদির কোন আবরণ নাই। ইহা নির্ম্মলা এবং অন্তরায়-বিহীনা। জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিমান্ সিদ্ধদশায়—সত্তম; আর কেবলা-ভক্তিমান্ কিন্তু সাধনদশাতেই—সত্তম।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও নারায়ণব্যূহস্তবে কথিত হইয়াছে,—

"যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থাঃ বিষ্ণুভক্তিবশংগতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার॥"

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের আবির্ভাবের পর শ্রীকর্দ্দম ঋষি গৃহে অবতীর্ণ প্রভুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভজনীয় প্রভু ভজনাধীন সুতরাং ভজনীয় বস্তু অপেক্ষা ভজনে আগ্রহ কর্ত্তব্য—এইরূপ বিবেচনায় যখন শ্রীভগবানের নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে।"

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীশরণাগতিতে পাই,—

"দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥

ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥"

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকায়ও পাই,—

"পূর্ব্বাপেক্ষাও গুহ্যতম বিষয় বলিতেছেন,—'আমার প্রতি ভক্তি-দ্বারাই সকল সম্পন্ন হইবে' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলে তোমার কর্ম্মত্যাগ-নিমিত্ত পাপ হইবে, ইহা ভাবিয়া শোক করিও না। কারণ একমাত্র আমার শরণাগত তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে আমিই মুক্তি দিব" ॥ ৬৬ ॥

**ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।**
**ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥**

**অন্বয়**—ইদম্ ( এই গীতাশাস্ত্র ) তে ( তোমা কর্ত্তৃক ) কদাচন ( কখনও ) অতপস্কায় ( অসংযতেন্দ্রিয়কে ) ন [ বাচ্যং ] ( বক্তব্য নহে ) অভক্তায় ন [ বাচ্যং ] ( অভক্তকেও বাচ্য নহে ) অশুশ্রূষবে চ ( এবং পরিচর্য্যাহীনকেও ) ন বাচ্যং ( বলা উচিত নহে ) যঃ ( যে ) মাং ( আমাকে ) অভ্যসূয়তি ( অসূয়া করে ) [ তস্মৈ—তাহাকে ] ন চ [ বাচ্যং ] ( বলাও উচিত নহে ) ॥ ৬৭ ॥

**অনুবাদ**—এই গীতাশাস্ত্র তুমি কখনও অসংযতেন্দ্রিয়, অভক্ত, পরিচর্য্যা-হীন এবং আমার প্রতি অসূয়াকারী ব্যক্তিকে বলিবে না ॥ ৬৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অতপস্ক, অভক্ত, পরিচর্য্যা-হীন ও ভগবৎসচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তির প্রতি অসূয়াযুক্ত ব্যক্তিগণকে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবে না ;—ইহা-দ্বারা গীতার অধিকারী নির্ণয় হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ স্বোপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রং পাত্রেভ্য এব, ন ত্বপাত্রেভ্যো দেয়মিতি উপদিশতি—ইদমিতি। ইদং শাস্ত্রং তে ত্বয়াতপস্কায় অজিতেন্দ্রিয়ায় ন বাচ্যম্ ; তপস্বিনেঽপ্যভক্তায় শাস্ত্রোপদেষ্টরি ত্বয়ি শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যে ময়ি চ সর্ব্বেশভক্তিশূন্যায় ন বাচ্যম্ ; তপস্বিনেঽপি ভক্তায়াপ্যশুশ্রূষবে শ্রোতুমনিচ্ছবে

ন বাচ্যম্। যো মাং সর্ব্বেশ্বরং নিত্যগুণবিগ্রহমসূয়তি ময়ি মায়িকগুণবিগ্রহতা-রোপয়তি, তস্মৈ তু নৈব বাচ্যমিত্যতো ভিন্নয়া বিভক্ত্যা তস্য নির্দ্দেশঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ, "অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ"—ইতি ॥ ৬৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট গীতাশাস্ত্র সৎপাত্রেই দিবে, অপাত্রে দিবে না ( উপদেশ করিবে না ) সম্প্রতি ইহাই উপদেশ করিতেছেন—'ইদমিতি'। এই গীতাশাস্ত্র তুমি তপস্যাহীন অর্থাৎ সংযমহীন ব্যক্তিকে বলিবে না। আবার তপস্বী হইলেও যদি ভক্তিহীন হয় অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা তোমার উপর ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আমার উপর পরমেশ্বর-ভক্তিশূন্য তাহাকেও বলিবে না। তপস্বী ও ভক্ত হইয়াও যদি শ্রবণেচ্ছাশূন্য হয়, তবে তাহাকেও বলিবে না। এইরূপ অসূয়াপরায়ণব্যক্তি অর্থাৎ যিনি সর্ব্বেশ্বরস্বরূপ ও নিত্যগুণবিগ্রহধারী আমাকে অশ্রদ্ধা করে অর্থাৎ আমার প্রতি মায়িক গুণবিগ্রহ আরোপ করে, তাহাকেও এই গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দেওয়া সর্ব্বথা অনুচিত। অতএব ইহা ভিন্ন বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সূত্রকারও এইরকম বলিয়াছেন—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ" বেঃ সূঃ ৩।৪।৫০ ইতি।

ইহার অর্থ—যোগ্যব্যক্তিতেই সদুপদেশ দেয়, অযোগ্যে নহে, যেহেতু বিদ্যারহস্য আবিষ্কার না করিয়াই উপদেশ দিবে। যেহেতু শ্রুতিতে ইহাই বলা আছে ॥ ৬৭ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবানের শ্রীমুখে উপদিষ্ট গীতাশাস্ত্র যোগ্য পাত্রের নিকটেই ব্যক্ত অর্থাৎ কীর্ত্তন করিতে হইবে। অপাত্রে কিন্তু দিতে হইবে না, এই বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন। এই শাস্ত্র তুমি অজিতেন্দ্রিয়কে বলিবে না। তপস্বী হইলেও যদি অভক্ত হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা তোমার প্রতি এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আমার প্রতি সর্ব্বেশ-ভক্তিশূন্য হইলে বলিবে না। তপস্বী ও ভক্ত হইলেও যদি শ্রবণেচ্ছু না হয়, তাহা হইলে বলিবে না, যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর নিত্য গুণ ও বিগ্রহবিশিষ্ট আমাকে অসূয়া করে অর্থাৎ আমাতে মায়িক গুণ ও বিগ্রহতার আরোপ করে, তাহাকে কিন্তু কদাচ বলিবে না। অতএব ভিন্ন বিভক্তির দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ। সূত্রকারও এইরূপ বলিয়াছেন—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াদ্" ( বেঃ সূঃ ৩।৪।৫০ )।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"এই ভাবে গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়া সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন-বিষয়ে নিয়ম

বলিতেছেন—"ইদম্" ইত্যাদি। 'অতপস্কায়'—যাহার ইন্দ্রিয় অসংযত তাহাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়—'মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতাই পরম তপ'। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও যদি অভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও বলিবে না, সংযত এবং ভক্তও যদি অশুশ্রূষু ( শ্রবণে আগ্রহশূন্য ) হয়, তবে তাহাকেও বলিবে না সংযতেন্দ্রিয়, ভক্ত এবং শুশ্রূষু এই তিন ধর্ম্মযুক্ত হইয়াও 'যো মামভ্যসূয়তি'—নিরুপাধি পূর্ণব্রহ্ম আমাতে মায়ার সহিত একজাতীয়তা দোষ আরোপ করে, তাহাকেত' কিছুতেই বলিবে না।"

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীগীতা-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয় পূর্ব্বক উপদেশ-পরম্পরার নিয়ম বলিতেছেন। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের অসূয়াকারী অর্থাৎ তাঁহাতে মায়িকগুণবিগ্রহতা আরোপ করে, এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে ভক্তিশূন্য, অজিতেন্দ্রিয় ও অশুশ্রূষু, তাহাদিগকে কথনও গীতাতত্ত্ব উপদেশ করিবে না বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অনেকে হয়ত, এইরূপ বাক্যের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, যদৃচ্ছভাবে পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ পাত্রকেও এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া, অধিক দয়া ও উদারতা প্রকাশ করিতে যাইবেন, তিনি সেই ধৃষ্টতার দ্বারা শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধীই হইবেন। অনেকে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, ধর্ম্মশিক্ষায় পাত্রের যোগ্যাযোগ্য বিচার করিতে গেলে কারুণ্যাদির বিরোধ ঘটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ইহার মর্ম্ম এই যে, যোগ্যপাত্রস্থলেই উপদেশ ফলপ্রদান করে, কিন্তু অযোগ্যস্থলে ফলপ্রসূ নহে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে একই গুরুর নিকট এক আত্মতত্ত্ব উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু একের তত্ত্বজ্ঞান হইল, অপরের কিন্তু হইল না। এই জন্যই শাস্ত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে উপদেশ-দানের বিধি দিয়াছেন। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-তৎপর শ্রদ্ধাবান্ জনই যোগ্যপাত্র।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাই,—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।<br>
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥<br>
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।<br>
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীব্রহ্মসূত্রেও পাই,—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ"। ( ৩।৪।৫০ )

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥" (১১।২৯।৩০)

অর্থাৎ এই জ্ঞানোপদেশ তুমি দাম্ভিক অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী, নাস্তিক অথবা বেদরহিত, শঠ ও যাহার শ্রবণেচ্ছা নাই, সেই প্রকার অভক্ত ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিবে না।

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ ॥
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে।
নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি ॥" (৩।৩২।৩৯-৪০)

অর্থাৎ হে মাতঃ! আমি আপনাকে আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান-উপদেশ করিলাম ইহা খল, অবিনীত, স্তব্ধ, দুরাচার, ধর্ম্মধ্বজী, বিষয়লোলুপ, গৃহ-স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে অত্যাসক্তচিত্ত, অভক্ত এবং আমার ভক্তদ্বেষী ব্যক্তিকে কখনই উপদেশ করিবেন না।

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—
"অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ" ॥ ৬৭ ॥

**য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥**

**অন্বয়**—যঃ (যিনি) পরমং (পরম) গুহ্যং (গোপনীয়) ইমম্ (এই গীতা-শাস্ত্র) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তসমীপে) অভিধাস্যতি (উপদেশ করিবেন) [সঃ—তিনি] ময়ি (আমাতে) পরাং ভক্তিং (পরা-ভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) অসংশয়ঃ [সন্] (সংশয়শূন্য হইয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত) হইবেন ॥ ৬৮ ॥

**অনুবাদ**—যিনি পরম গুহ্য এই গীতাবাক্য আমার ভক্তগণের নিকটে বলিবেন, তিনি পরা-ভক্তি-লাভ পূর্ব্বক সংশয় রহিত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যিনি আমার ভক্তদিগকে এই পরম-গুহ্য গীতাবাক্য উপদেশ করিবেন, তিনি আমার নির্গুণভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮ ॥

**শ্রীবলদেব**—শাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ,—য ইতি। এতদুপদেষ্টুরাদৌ মৎ-পরভক্তিলাভস্ততো মৎপদলাভো ভবতি ॥ ৬৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টার ফল বলিতেছেন,—'য ইতি'। এই গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার সর্ব্বাগ্রে আমার প্রতি পরা ভক্তির উদয় হয়, তারপর আমার পদ ( স্থান ) লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার ফল বলিতেছেন। যিনি গীতাশাস্ত্র উপদেশ করেন, তিনি প্রথমে ভগবৎ-পরভক্তি লাভ করেন এবং পরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"গীতাশাস্ত্রের উপদেশকের ফল বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে 'পরাং ভক্তিং কৃত্বা'—উপদেশকের প্রথমে পরা ভক্তির প্রাপ্তি, তাহার পর মৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

পূর্ব্বোক্ত দোষরহিত ব্যক্তিগণকে এই শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলে, কিরূপ ফললাভ ঘটে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

শাস্ত্র-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্ ॥ (ভাঃ—১১।২৯।৩১)

এস্থলে কিন্তু শূদ্র ও স্ত্রীলোক যদি ভক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও বলিবে, এই স্পষ্ট আদেশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনে জাতি, বর্ণ, গুণ, বয়স ও কর্ম্ম প্রভৃতি নিরপেক্ষ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল ভক্তির দ্বারাই তুষ্ট, তাহার প্রমাণও শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥"

ভক্তবর শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়"। ( ভাঃ—৭।৯।৯ )

তত্ত্বকথা-শ্রবণে অধিকারী নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ॥
বহির্জ্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তে।
নির্ম্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ॥" (ভাঃ—৩।৩২।৪১-৪২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার"॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ )

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী" ( ঐ মঃ ২২ পঃ )॥ ৬৮॥

**ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।**
**ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯॥**

**অন্বয়**—মনুষ্যেষু ( মনুষ্যগণের মধ্যে ) তস্মাৎ ( সেই গীতাব্যাখ্যাতা-অপেক্ষা ) কশ্চিৎ ( কেহ ) মে ( আমার ) প্রিয়কৃত্তমঃ ( অধিক প্রিয় কার্য্য-কারী ) ন চ ( নাই ) ভুবি চ ( এবং পৃথিবীতে ) তস্মাৎ ( তাঁহা অপেক্ষা ) মে ( আমার ) অন্যঃ ( অপর ) প্রিয়তরঃ ( প্রিয়তর ) ন ভবিতা ( হইবে না )॥ ৬৯॥

**অনুবাদ**—এই নরলোকে সেই গীতা-বক্তা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়-কার্য্যকারী কেহ নাই এবং পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা অপর কেহ আমার প্রিয়তর হইবে না॥ ৬৯॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—এই নরলোকে তাঁহা-অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয়-কার্য্যসাধক ও আমার প্রিয় কেহই নাই এবং কখনও হইবে না॥ ৬৯॥

**শ্রীবলদেব**—ন চেতি। তস্মাদ্গীতোপদেষ্টুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে মম প্রিয়কৃত্তমঃ পরিতোষকর্ত্তা পূর্ব্বং নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি—মম তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—'ন চেতি',—অতএব গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টা হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে আমার প্রিয় শ্রেষ্ঠভক্ত অর্থাৎ আমার পরিতোষকারক পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও হইবে না। অতএব তাহা হইতে অন্য কেহ আমার প্রিয়তর পৃথিবীতে ছিল না এবং থাকিবেও না ॥ ৬৯ ॥

**অনুভূষণ**—অতএব শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—শ্রীগীতার উপদেষ্টা হইতে মানবের মধ্যে অন্য কেহ আমার প্রিয়কারী-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরিতোষকর্ত্তা পূর্ব্বে ছিল না ; ভবিষ্যতেও থাকিবে না। সুতরাং পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল না ; বা থাকিবে না। অবশ্য যিনি শ্রীভগবানের উপদিষ্ট-মতে শ্রীগীতাশাস্ত্র-প্রচার করিবেন, তিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম পাত্র। কিন্তু যাহারা শ্রীগীতা-প্রচারের নামে লোকের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া, সর্ব্বমতের সহিত গোজামিল দেওয়ারূপ সমন্বয় করিতে গিয়া, শুদ্ধা-ভক্তিরূপ শ্রীভগবানের গুহ্যতম উপদেশকে সর্ব্বসার না জানিয়া এবং কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিকে তদনুকূলে ব্যাখ্যা না করিয়া, আধ্যক্ষিকতা-বলে নিজ নিজ কাল্পনিক মতের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা কিন্তু শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া, নিজের এবং অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

**অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।**
**জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥**

**অন্বয়**—যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমম্ (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসমন্বিত) সম্বাদম্ (সংলাপ) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তাঁহা কর্ত্তৃক) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা) অহম্ (আমি) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়) ॥ ৭০ ॥

**অনুবাদ**—আর যিনি আমাদের পরস্পরের এই ধর্ম্মসমন্বিত কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহা-কর্ত্তৃক আমি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হইব, ইহা আমার অভিমত ॥ ৭০ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যিনি আমাদের এই পরমধর্ম্মসম্বন্ধি কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥ ৭০ ॥

**শ্রীবলদেব**—অথ শাস্ত্রাধ্যেতুঃ ফলমাহ,—অধ্যেষ্যতে চেতি। অত্র যো জ্ঞানযজ্ঞো বর্ণিতস্তেনাহমেতৎপাঠমাত্রেণৈবেষ্টোঽভ্যর্চ্চিতঃ স্যামিতি মে মতি-স্তস্যাহং সুলভ ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—অনন্তর গীতাশাস্ত্র-অধ্যয়নকারীর ফল বলিতেছেন—'অধ্যেষ্যতে চেতি'। এই গীতাগ্রন্থে আমি যে জ্ঞানযজ্ঞের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, তাহার দ্বারা অর্থাৎ এই গীতাশাস্ত্র-পাঠমাত্রের দ্বারাই আমার তুষ্টি হয় ও আমার অর্চ্চনা হইবে। ইহাই আমার স্থিরসিদ্ধান্ত ; এবং তাহার পক্ষে আমি পরমসুলভ ॥ ৭০ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্র-অধ্যয়নকারীর ফল বলিতেছেন। শ্রীগীতায় যে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই গীতা-পাঠমাত্রই—ইহার দ্বারা আমি বিশেষ পূজিত হইব। ইহাই আমার মত, গীতা-পাঠকের নিকটই আমি সুলভ ॥ ৭০ ॥

**শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।**
**সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥**

**অন্বয়**—শ্রদ্ধাবান্ ( শ্রদ্ধাসম্পন্ন ) অনসূয়ঃ চ ( ও অসূয়া-রহিত ) যঃ (যে) নরঃ ( মানব ) শৃণুয়াৎ অপি ( শ্রবণও করেন ) সঃ অপি ( তিনিও ) মুক্তঃ [ সন্ ] ( মুক্ত হইয়া ) পুণ্যকর্ম্মণাম্ ( পুণ্য-কার্য্যকারিগণের ) শুভান্ লোকান্ ( শুভ-লোক ) প্রাপ্নুয়াৎ ( প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ) ॥ ৭১ ॥

**অনুবাদ**—শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়ারহিত যে মানব গীতা কেবল শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্য-কর্ম্মিগণের প্রাপ্য শুভলোকসমূহ লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যিনি ভক্ত ন'ন, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-রহিত, তিনি গীতা শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

**শ্রীবলদেব**—শ্রোতুঃ ফলমাহ,—শ্রদ্ধেতি। যঃ কেবলং শ্রদ্ধয়া শৃণোতি, অনসূয়ঃ কিমর্থং উচ্চৈরশুদ্ধং বা পঠতীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্ সোঽপি নিখিলৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ; যদ্বা, পুণ্যকর্ম্মণাং ভক্তিমতাং লোকান্ ধ্রুবলোকাদীন্ বৈকুণ্ঠভেদানিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—গীতাশাস্ত্র-শ্রোতার ফল বলিতেছেন—'শ্রদ্ধেতি'। যিনি একমাত্র শ্রদ্ধার সহিত গীতা শ্রবণ করেন এবং যিনি অনসূয়—অসূয়াহীন অর্থাৎ কি জন্য এত উচ্চৈঃস্বরে অথবা অশুদ্ধভাবে গীতা পাঠ করিতেছেন এই প্রকার দোষদৃষ্টিরূপ অসূয়া ত্যাগ করিয়া গীতা শ্রবণ করেন, তিনি নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধযজ্ঞকারী পুণ্যাত্মাদের উত্তমলোক স্বর্গাদি অথবা ভক্তিমান্‌দিগের প্রাপ্য ধ্রুবলোকাদি বৈকুণ্ঠ বিশেষ লাভ করিবেন ॥ ৭১ ॥

**অনুভূষণ**—এক্ষণে শ্রীগীতা-শ্রবণকারীর ফল বলিতেছেন। যিনি কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন এবং অসূয়ারহিত অর্থাৎ কি জন্য উচ্চৈঃস্বরে অথবা অশুদ্ধ পাঠ করেন এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া, তিনিও নিখিল পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মা অশ্বমেধাদিযাজিগণের লোক প্রাপ্ত হন্, অথবা পুণ্যকর্ম্মা অর্থাৎ ভক্তিমান্‌দিগের লোকসমূহ—ধ্রুবলোকাদি বৈকুণ্ঠবিশেষ লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

**কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।**
**কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥**

**অন্বয়**—পার্থ! (হে পার্থ!) ত্বয়া (তোমা-কর্ত্তৃক) একাগ্রেণ (একাগ্র) চেতসা (চিত্ত-দ্বারা) এতৎ (ইহা) শ্রুতম্ কচ্চিৎ (শ্রুত হইয়াছে কি?) ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) তে (তোমার) অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞান-জনিত মোহ) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইয়াছে কি?) ॥ ৭২ ॥

**অনুবাদ**—হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার-অজ্ঞান জনিত মোহ দূর হইয়াছে কি? ॥ ৭২ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে ধনঞ্জয়! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে? আর তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে? ॥ ৭২ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং শাস্ত্রং তদ্বাচনাদিমাহাত্ম্যঞ্চোক্তম্। অথ শাস্ত্রার্থাব-ধানতদনুভবৌ পৃচ্ছতি,—কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থেঽব্যয়ম্। সম্যগনুভবানুদয়ে পুনর-প্যেতদুপদেক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এইভাবে শাস্ত্র ও শাস্ত্রের পাঠাদির মাহাত্ম্য বলা হইল। অনন্তর এই গীতা-শাস্ত্রার্থের অবধান ও তাহার অনুভবের ফল জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কচ্চিৎ' ইহা প্রশ্নবোধক অব্যয়। সম্যক্‌রূপে অনুভব না হইলে পুনরায় আমি ইহার উপদেশ দিব ॥ ৭২ ॥

**অনুভূষণ**—এই প্রকারে গীতা-শাস্ত্র ও তাহার পাঠাদির মাহাত্ম্য কথিত হইল। অনন্তর শাস্ত্রের অর্থের অবধান এবং তাহার অনুভব-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কচ্চিৎ-শব্দ প্রশ্নার্থে অব্যয়। যদি সম্যক্ অনুভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় তাহা আমি উপদেশ করিব। শ্রীগীতাশাস্ত্র সমাপ্ত এবং তৎশ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফল-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া, শ্রীমদর্জ্জুনের আর কোন জিজ্ঞাস্য আছে কিনা?—তাহাই প্রশ্ন করিতেছেন এবং যদি থাকে, তাহা হইলে পুনরায় উপদেশ করিবেন। এতদ্বারা ইহাও শিক্ষণীয় যে, একাগ্রচিত্তে শাস্ত্র-শ্রবণ না করিলে ফল লাভ হয় না; দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞান-জনিত মোহ সম্যক্ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীগুরুদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তত্ত্বানুভবকরতঃ নিত্য-সেবায় নিযুক্ত হওয়া দরকার ॥ ৭২ ॥

**অর্জ্জুন উবাচ,—**

**নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।**
**স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥**

**অন্বয়**—অর্জ্জুন উবাচ—( অর্জ্জুন কহিলেন ) অচ্যুত! ( হে অচ্যুত! ) ত্বৎ-প্রসাদাৎ ( তোমার প্রসাদে ) মোহঃ ( মোহ ) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে) ময়া (আমা-কর্ত্তৃক ) স্মৃতিঃ ( আত্মতত্ত্ব-স্মৃতি ) লব্ধা (লাভ হইয়াছে) গতসন্দেহঃ ( সংশয়মুক্ত হইয়াছি ) স্থিতঃ অস্মি ( যথাজ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছি ) তব ( তোমার ) বচনং ( আজ্ঞা ) করিষ্যে ( পালন করিব ) ॥ ৭৩ ॥

**অনুবাদ**—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করিয়াছি। আমার সংশয় দূর হইয়াছে, যথাজ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার আদেশ পালন করিব ॥ ৭৩ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে, এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি;—আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার শরণাপত্তিই সর্ব্বপ্রধান জৈবধর্ম্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব ॥ ৭৩ ॥

**শ্রীবলদেব**—এবং পৃষ্টঃ পার্থঃ শাস্ত্রানুভবং ফলদ্বারেণাহ,—নষ্ট ইতি। মোহো বিপরীতজ্ঞানলক্ষণঃ মম নষ্টস্ত্বৎপ্রসাদাদেব স্মৃতিশ্চ যথাবস্থিতবস্তুনিষ্ঠয়া ময়া লব্ধা; অহং গতসন্দেহশ্ছিন্নসংশয়ঃ স্থিতোঽধুনাস্মি; তব বচনং করিষ্যে। এতদুক্তং ভবতি,—দেবমানবাদয়ো নিখিলাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে স্বস্বকর্ম্মসু স্বতন্ত্রা দেহাভিমানিনো মানবৈরর্চ্চিতা দেবাস্তেভ্যোঽভীষ্টপ্রদাঃ। যস্ত্বীশ্বরঃ কোঽপ্যস্তি, স হি নির্গুণো নিরাকৃতিরুদাসীনস্তৎসংনিধানাৎ প্রকৃতির্জগদ্ধেতুরিত্যেবং বিপরীতজ্ঞানলক্ষণো যো মোহঃ পূর্ব্বং মমাভূৎ, স ত্বদুপলব্ধাদুপদেশাদ্বিনষ্টঃ। পরাখ্যস্বরূপশক্তিমান্ বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিঃ সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্য-সত্যসংকল্পাদিগুণরত্নাকরো ভক্তসুহৃৎ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রকৃতি-জীব-কালাখ্য-শক্তিভিঃ সংকল্পমাত্রেণ জীব-কর্ম্মানুগুণো বিচিত্র সর্গকৃৎ স্বভক্তেভ্যঃ স্বপর্য্যন্তসর্ব্বপ্রদোঽকিঞ্চনভক্তবিত্তঃ। স চ ত্বমেব মৎসখো বসুদেবসূনুরিতি তাত্ত্বিকং জ্ঞানং মমাভূৎ; অতঃপরং ত্বামহং প্রপন্নঃ স্থিতোঽস্মি; ত্বং মাং কদাচিদপি ন ত্যক্ষ্যসীতি সন্দেহশ্চ মে ছিন্নঃ। অথ ভূভারহরণং স্বপ্রয়োজনং চেৎ প্রপন্নেন ময়া চিকীর্ষিতং, তর্হি তদ্বচনং তব করিষ্যামীত্যর্জ্জুনো ধনুঃপাণিরুদতিষ্ঠদিতি ॥ ৭৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্জ্জুন শাস্ত্রানু-ভবকে ফলের দ্বারাই প্রকাশ করিতেছেন—'নষ্ট ইতি', মোহ অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানরূপ (এতক্ষণ পরে) আমার নষ্ট হইল। এবং তোমার অনুগ্রহেই স্মৃতিও অর্থাৎ যথাবস্থিত বস্তুনিষ্ঠা আমার দ্বারা লব্ধ হইল; আমি এখন সন্দেহ শূন্য অর্থাৎ ছিন্নসংশয় হইয়া অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে তোমার বাক্য পালন করিব। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে—দেবতা ও মানুষাদি নিখিল-প্রাণী

নিজ নিজ কর্ম্মেতে স্বতন্ত্রভাবে দেহাভিমানী ; দেবগণ মনুষ্যগণের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তাহাদিগকে ( মনুষ্যগণকে ) অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি কোন একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি নির্গুণ, আকৃতিবিহীন, উদাসীন। তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি জগৎ উৎপত্তির প্রতি কারণ হয়। এইরূপ বিপরীতজ্ঞানাত্মক যে মোহ পূর্ব্বে আমার হইয়াছিল, সেই মোহ তোমার উপদেশ লাভ করায় নষ্ট হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি—তুমি পরাখ্য নামক স্বরূপশক্তিমান্, বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তি, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সত্যসংকল্পাদিগুণসমূহের রত্নাকর, আবার তুমি ভক্তের পরম বন্ধু ও সর্ব্বেশ্বর। প্রকৃতি, জীব ও কালাখ্য-শক্তিসমূহের দ্বারা সংকল্পমাত্রেই জীবের কর্ম্মের অনুরূপ বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া থাক এবং তুমি স্বীয় ভক্তগণকে আত্মদান পর্য্যন্ত সর্ব্ব-বিষয় দান করিয়া থাক, অতএব অকিঞ্চন ভক্তের বিত্তস্বরূপ। সেইরূপ গুণযুক্ত তুমিই বর্ত্তমানে আমার সখা এবং বসুদেবের পুত্র, বর্ত্তমানে এইরূপ তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ-জ্ঞান আমার হইয়াছে। অতএব এখন আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়া রহিলাম। তুমি আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, এই সন্দেহও আমার নষ্ট হইয়াছে। অনন্তর পৃথিবীর ভার হরণই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, এবং তাহা শরণাগত আমার দ্বারা করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার বাক্য পালন করিব। এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনু লইয়া ( রণক্ষেত্রে ) উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক অর্জ্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শাস্ত্রানুভবের ফল বলিতেছেন। তোমার অনুগ্রহে মোহ অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণ-জ্ঞান আমার নষ্ট হইয়াছে, এবং যথাবিহিত বস্তু নিষ্ঠার দ্বারা স্মৃতিও লাভ হইয়াছে। অধুনা আমার সন্দেহ গত হইয়াছে এবং আমি এখন সংশয়রহিত। সুতরাং তোমার বাক্য পালন করিব।

দেব-মানবাদি নিখিল প্রাণী সকল নিজ নিজ কর্ম্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র দেহাভিমানী। মানবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবগণ তাহাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

যদি ঈশ্বর কেহ আছেন, তিনি নিশ্চিত নির্গুণ, নিরাকার উদাসীন, তাঁহার সন্নিধানহেতু প্রকৃতি জগতের হেতু ; এই প্রকার বিপরীতলক্ষণ যে মোহ আমার পূর্ব্বে ছিল, তাহা তোমার উপদেশ উপলব্ধি করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে পরাখ্য-স্বরূপশক্তিমান, বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তি, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরতা, সত্যসংকল্পাদি

গুণরত্নের আকর, ভক্তের সুহৃদ্, সর্ব্বেশ্বর, প্রকৃতি, জীব ও কালাখ্যশক্তির দ্বারা সঙ্কল্পমাত্রেই জীবের কর্ম্মানুরূপ বিচিত্রসৃষ্টিকারী নিজ ভক্তদিগকে আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব প্রদাতা, অকিঞ্চন ভক্তের বিত্তস্বরূপ ; সেই তুমিই আমার সখা, বসুদেব-নন্দন—এই তাত্ত্বিকজ্ঞান আমার হইয়াছে। অতঃপর আমি তোমার নিকট প্রপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছি। তুমি আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না। আমার সেরূপ সন্দেহও দূর হইয়াছে। অনন্তর যদি বল, ভূভার-হরণ তোমার প্রয়োজন ; তাহা হইলে আমারও তাহাই অভিপ্রেত অতএব তোমার বাক্য পালন করিব, এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"ইহার পর আর কি জিজ্ঞাসা করিব? আমি সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই তোমাতে বিশ্বাসযুক্ত হইয়াছি ; তাই বলিতেছেন—'নষ্ট' ইত্যাদি। 'করিষ্যে'—এখন হইতে শরণ্য-তুমি, তোমার আজ্ঞাতে অবস্থান করাই শরণাগত আমার ধর্ম্ম, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নহে বা জ্ঞানযোগাদি নহে, আজ হইতে সে সকল-পরিত্যক্তই হইল। তাহার পর 'হে প্রিয়সখে অর্জ্জুন! পৃথিবীর ভার-হরণ ব্যাপারে এখনও আমার কিছু অবশিষ্ট কৃত্য আছে, তাহা তোমাদ্বারাই সমাপন করিব।'—শ্রীভগবানের এইরূপ উক্তিতে গাণ্ডিবধারী অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইলেন।"

শ্রীমদর্জ্জুন বলিতেছেন যে, আমি পূর্ব্বে মোহবশতঃ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছি, তোমার প্রদত্ত উত্তর-শ্রবণে এবং তোমার অনুগ্রহে আমার সে-সকল অজ্ঞান বা মোহ দূরীভূত হইয়াছে। আমি এক্ষণে তোমার কৃপায় নিজ ভৃত্যস্বরূপ অবগত হইয়া তোমার চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত হইলাম ; এক্ষণে তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, তাহাই করিব। অনন্তর অর্জ্জুন শ্রীভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এতদ্দ্বারা আমাদের শিক্ষণীয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপ এই গীতাশাস্ত্র-অধ্যয়ন এবং শ্রবণ করিবার ফলে যদি সর্ব্বসংশয়-রহিত হইয়া, অজ্ঞানপুষ্ট নানামতবাদ বা বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপজ্ঞান-লাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত

হইয়া, তাঁহার অভিপ্রায়-অনুরূপ সেবা করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ বুদ্ধিমান্ ও কৃতকৃত্য হওয়া যায়।

শ্রীউদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণের নিকট তত্ত্ব-শ্রবণানন্তর বলিয়াছিলেন,—

"প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্॥"

( ভাঃ—১১।২৯।৩৮ )

অর্থাৎ পরমদয়াল আপনি কৃপা পূর্ব্বক ভৃত্যকে বিজ্ঞানময় প্রদীপ পুনর্ব্বার অর্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনার কৃত এই উপকার অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি ত্বদীয় পাদমূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের শরণ গ্রহণ করিবে?

ভক্তের দেহ যে, শ্রীভগবানের নিজধন ইহা শ্রীগৌরসুন্দরও নিজভৃত্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন,—

"প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর-নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এশরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন॥" (চৈঃচঃঅঃ৪পঃ) ॥৭৩॥

**সঞ্জয় উবাচ,—**

**ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।**
**সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥ ৭৪॥**

**অন্বয়**—সঞ্জয় উবাচ—( সঞ্জয় কহিলেন ) অহং ( আমি ) ইতি ( এইরূপ ) মহাত্মনঃ ( মহাত্মা ) বাসুদেবস্য ( বাসুদেবের ) পার্থস্য চ ( ও অর্জ্জুনের ) ইমম্ ( এই ) অদ্ভুতং ( অদ্ভুত ) লোমহর্ষণম্ ( রোমাঞ্চকর ) সংবাদং ( সংবাদ ) অশ্রৌষম্ ( শ্রবণ করিয়াছি )॥ ৭৪॥

**অনুবাদ**—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—আমি এইরূপ মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি॥ ৭৪॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—কৃষ্ণার্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

**শ্রীবলদেব**—সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথ কথাসম্বন্ধমনুসন্দধানঃ সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ,—ইত্যহমিতি। অদ্ভুতং চেতসো বিস্ময়করং লোকেষ্বসংভাব্যমানত্বাৎ ; রোমহর্ষণং দেহে পুলকজনকম্ ॥ ৭৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—এই গীতা-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয় সমাপ্ত হইল। তারপর কথা প্রসঙ্গের অনুসারে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন,—'ইত্যহমিতি'। অদ্ভুত—চিত্তের বিস্ময় জনক, কারণ—লোকসমাজে ইহা অসংভাব্যমান। রোমহর্ষণ—দেহে পুলকজনক ॥ ৭৪ ॥

**অনুভূষণ**—বর্ত্তমানে শাস্ত্রার্থ সমাপ্ত করিতেছেন। কথাসম্বন্ধ-অনুসন্ধানকারী সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন। 'অদ্ভুত'-অর্থে লোকে অসংভাব্যমানত্ব-হেতু চিত্তের বিস্ময়কর। রোমহর্ষণ অর্থে দেহে পুলকজনক।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।

"তাহার পর পঞ্চ শ্লোকের ব্যাখ্যা। সর্ব্বগীতার্থের তাৎপর্য্যসার শেষ শ্লোকগুলি যে পত্রে অবস্থিত, সেই পত্র দুইখণ্ড গণেশ নিজবাহন মূষিকদ্বারা অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহার পর পুনরায় তন্মাত্রবাদপূর্ণ তাহা আর লিখি নাই।

তিনি প্রসন্ন হউন, তাঁহাকে নমস্কার। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা 'সারার্থবর্ষিণী' সমাপ্তীকৃত হইল, ইহা সাধুগণের প্রীতির নিমিত্ত হউক" ॥ ৭৪ ॥

**ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।**
**যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥**

**অন্বয়**—ব্যাসপ্রসাদাৎ ( ব্যাসের অনুগ্রহে ) অহং ( আমি ) সাক্ষাৎ কথয়তঃ ( স্বমুখে বর্ণনকারী ) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ ( স্বয়ং যোগেশ্বর ) কৃষ্ণাৎ ( শ্রীকৃষ্ণ হইতে ) ইমং ( এই ) পরম্ ( পরম ) গুহ্যং ( গোপনীয় ) যোগং ( যোগ ) শ্রুতবান্ ( শ্রবণ করিয়াছি ) ॥ ৭৫ ॥

**অনুবাদ**—আমি ব্যাস-প্রসাদে সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই পরম গুহ্যযোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই গুহ্যতম পরম যোগ আমি ব্যাসপ্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

**শ্রীবলদেব**—ব্যবহিততৎসংবাদশ্রবণে স্বযোগ্যতামাহ,—ব্যাসেতি। ব্যাস-প্রসাদাৎ তদ্দত্তদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাদেতদ্গুহ্যং শ্রুতবান্। কিমেতদি-ত্যাহ,—পরং যোগমিতি। কর্ম্মযোগং জ্ঞানযোগং ভক্তিযোগং চেত্যর্থঃ। পরত্বং সম্পাদয়তি,—যোগেশ্বরাদিতি। দেব-মানবাদি-নিখিলপ্রাণিনাং স্বভাবসম্বন্ধো যোগঃ; তেষামীশ্বরান্নিয়ন্তুঃ স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাৎ স্বমুখেনৈব, ন তু পরম্পরয়া কথয়তঃ। শ্রুতবানস্মীতি স্বভাগ্যং শ্লাঘ্যতে ॥ ৭৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—বহু ব্যবধান থাকিতেও সঞ্জয়ের সেই সংবাদ-শ্রবণে নিজের যোগ্যতার বিষয় বলিতেছেন,—'ব্যাসেতি'। ব্যাসের অনুগ্রহে অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত দিব্য চক্ষু ও শ্রোত্রাদি লাভ করায় এই অতিশয় গুহ্যবস্তু শ্রবণ করিলাম। ইহা কি? তাহাই বলিতেছেন—'পরং যোগমিতি'। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এইগুলি। কেন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব? তাহা প্রতিপাদন করা হইতেছে—'যোগেশ্বরাদিতি'। দেবতা-মানুষ প্রভৃতি নিখিল প্রাণীর স্বভাব-সম্বন্ধই যোগ। তাহাদের নিয়ন্তা ঈশ্বর স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে, স্বমুখের দ্বারাই যেহেতু প্রকাশিত; কিন্তু পরম্পরায় কথিত নহে। শ্রুতবান্ হইলাম—ইহার দ্বারা নিজের ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৭৫ ॥

**অনুভূষণ**—শ্রীসঞ্জয় কিরূপে শ্রীব্যাস-কৃপায় ব্যবহিত হইলেও তৎসংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিজযোগ্যতার বিষয় বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কৃপায় তদ্দত্ত দিব্যচক্ষু ও শ্রোত্রাদি লাভ করিয়াই এই গুহ্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ হস্তিনাপুরে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সন্দর্শন, তত্রত্য বাক্যাদি-শ্রবণ এবং তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া যথাযথভাবে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণন করিয়াছিলেন। সেই সঞ্জয়-কথিত বাক্যই শ্রীমহা-ভারতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গীতার উপদিষ্ট বিষয় কি? তাহাই বলিতেছেন। 'পরং যোগং' অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত। দেব-মানবাদি নিখিল প্রাণিগণের স্বভাব-সম্বন্ধই যোগ, তাহা নিয়ন্তা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখেই বর্ণিত পরম্পরাক্রমে কিন্তু কথিত নহে—ইহাই সাক্ষাদ্ শব্দের

তাৎপর্য্য। তাহাই সঞ্জয় শ্রীব্যাসকৃপায় শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া নিজ ভাগ্যেরও প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৭৫ ॥

**রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতম্।**
**কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥**

**অন্বয়**—রাজন্! (হে রাজন্!) কেশবার্জ্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জ্জুনের) ইমম্ (এই) পুণ্যং (পুণ্যময়) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) সংবাদম্ (সংবাদ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারবার স্মরণ করিয়া) মুহুর্মুহুঃ (বারম্বার) হৃষ্যামি চ (হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৬ ॥

**অনুবাদ**—হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! কেশবার্জ্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুত সংবাদ বারম্বার স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে রাজন্! কেশবার্জ্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চ হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

**শ্রীবলদেব**—রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! পুণ্যং শ্রোতুরবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বদোষহরম্; মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণং হৃষ্যামি—রোমাঞ্চিতোঽস্মি ॥ ৭৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র! পুণ্য অর্থাৎ—শ্রোতার অবিদ্যা-পর্য্যন্ত সমস্ত দোষনাশক। মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণেই আনন্দিত হইতেছি অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

**অনুভূষণ**—হে রাজন্! সম্বোধনে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইতেছে। আর পুণ্য শব্দের অর্থে ইহার শ্রবণে শ্রোতার অবিদ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্বদোষ হরণ করে। শ্রবণে প্রতিক্ষণ সঞ্জয় হৃষ্ট হইতেছেন অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হইতেছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

**তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।**
**বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥**

**অন্বয়**—রাজন্! (হে রাজন্!) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অত্যদ্ভুত) রূপম্ (রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (পরম) বিস্ময়ঃ (বিস্ময় হইতেছে) পুনঃ পুনঃ চ (এবং বারম্বার) হৃষ্যামি (হৃষ্ট—রোমাঞ্চান্বিত হইতেছি) ॥ ৭৭ ॥

**অনুবাদ**—হে রাজন্! হরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইতেছি এবং পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

**শ্রীবলদেব**—তচ্চ বিশ্বরূপং যদর্জ্জুনায়োপদর্শিতম্ ॥ ৭৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ**—সেই বিশ্বরূপ—যাহা অর্জ্জুনকে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৭৭ ॥

**অনুভূষণ**—সেই বিশ্বরূপ যাহা অর্জ্জুনকে দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

**যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।**
**তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥**

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

**অন্বয়**—যত্র (যেখানে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যেখানে) ধনুর্দ্ধরঃ (ধনুর্দ্ধারী) পার্থঃ (অর্জ্জুন) তত্র (সেখানেই) শ্রীঃ (রাজালক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি) ধ্রুবা (স্থির) নীতিঃ (ন্যায়পরায়ণতা) [বর্ত্ততে—বিদ্যমান থাকে] [ইহা] মম (আমার) মতিঃ (নিশ্চিত-বাক্য) ॥ ৭৮ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

**অনুবাদ**—যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, সেই পক্ষেই রাজ্যলক্ষ্মী, বিজয়, সম্পদ্‌বৃদ্ধি ধ্রুবা ও নীতি বিরাজমান আছে,—ইহাই আমার অভিমত বা নিশ্চিত বাক্য ॥ ৭৮ ॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগনামক অষ্টাদশ-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই খানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় ; ইহাই আমার নিশ্চিতবাক্য ॥ ৭৮ ॥

**শ্রীভক্তিবিনোদ**—অষ্টাদশ-অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাবলোকন-ফলজনক ধ্যানযোগশিরস্ক কর্ম্মযোগ একটি পর্ব্ব এবং হরিবিষয়ি-শ্রদ্ধোদিত শুদ্ধভক্তিযোগ আর একটি পর্ব্ব,—ইহাই গীতাশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ। তন্মধ্যে মানবদিগের স্বভাবসিদ্ধ-বর্ণ-ক্রমে ধর্ম্ম-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞানপথ-লাভ হয়, তাহাই 'গুহ্য' উপদেশ ; ঐ জীবনে ধ্যানযোগকে সংযোগপূর্ব্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই 'গুহ্যতর', এবং শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-দ্বারা ভক্তি-যোগের অনুষ্ঠানই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ,—ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয়-বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব ; ভগবত্তাই সেই তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্বই সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তিনিঃসৃত ;—চিচ্ছক্তি-দ্বারা ভগবৎস্বরূপ ও চিদ্বৈভব, জীবশক্তি-দ্বারা মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তি-দ্বারা প্রধান হইতে স্থুল পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব, কালশক্তি-দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ও সর্ব্বাবস্থার কলন এবং ক্রিয়াশক্তি-দ্বারা সর্ব্ববিধ-কর্ম্মাবিষ্কার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল ও কর্ম্ম, এই পাঁচটি তত্ত্ব—একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব হইতেই নিঃসৃত। ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভাবসকল—ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ত্ব—পৃথক্ হইয়াও যুগপৎ ভগবত্তত্ত্বের আয়ত্তাধীন একতত্ত্বমাত্র, একতত্ত্ব হইয়াও বিশেষ ধর্ম্ম-বশতঃ নিত্য পৃথক্ ; এই গীতাশাস্ত্রোক্ত ভেদাভেদতত্ত্ব—মানবযুক্তির অতীত। এতন্নিবন্ধন পূর্ব্ব মহাজনগণ গীতাশাস্ত্রে শিক্ষিত ( উপদিষ্ট ) তত্ত্বের নাম "অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধি-জ্ঞানের নামই 'তত্ত্বজ্ঞান'।

জীব—স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতন, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-পরমাণু-গত তত্ত্ব-বিশেষ ; তিনি—স্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় জগতের যোগ্য। চিৎ ও অচিৎজগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথমাবস্থান। তিনি 'চেতন' বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র ; চিৎজগতে রত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্গতা হ্লাদিনী-শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ আর তদেক-পার্শ্বস্থিত মায়িক-জগতে রত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জড় সুখ-দুঃখে নিপতিত

হন। যাঁহারা—চিদ্রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্য-মুক্ত; এবং যাঁহারা জড়রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্যবদ্ধ; উভয়বিধ জীবের সংখ্যাই অনন্ত।

বদ্ধজীব লুপ্তপ্রায়স্বভাব হইয়া জড়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোন সময়ে নির্ব্বেদ লাভ করত তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে কর্ম্মযোগ-দ্বারা ধ্যান-পরিপাকে স্ব-স্বভাবরূপ ভগবদ্রতি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরুপাদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন। উক্ত দ্বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্মযাথাত্ম্য-লাভের অন্য উপায় নাই। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিরস্ক আত্মযাথাত্ম্যপ্রদ কর্ম্মযোগই সাধারণের অবলম্বনীয়; যেহেতু তাহা—স্বচেষ্টাধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও, ভগবৎকৃপা বা সাধুকৃপারূপ ভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগতের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানগর্ভ—কর্ম্মযোগপ্রিয়। তন্মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাঁহাদেরই ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার চরমশ্লোকোক্ত প্রপত্তিরূপা শরণাপত্তি উদিত হয়;—ইহাই সর্ব্ববেদের অভিধেয়।

কাম্যকর্ম্মমার্গে যে চতুর্দ্দশ-লোকে জড়সুখ-ভোগ বা ভুক্তি-লাভ হয়, তাহা—চেতনস্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। গীতার প্রারম্ভেই সেই কাম্যকর্ম্ম ও তদুত্থিত ভুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছে। জরামরণ-মোক্ষানন্তর কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিরূপ সাযুজ্য-নির্ব্বাণাদি-বাচ্যা মুক্তিও যে জীবের চরম প্রয়োজন নয়, তাহাও অনেকস্থানে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি ও সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ ঐশ্বর-ধাম-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান ভেদ করত ভগবল্লীলারূপ আত্মচরম-যাথাত্ম্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভাব অর্থাৎ নির্ম্মল-প্রেম লাভ করাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেক-স্থলে সিদ্ধান্তসমাপ্তি-কালে কথিত হইয়াছে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জীবের চরমোপাস্য-রূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান্ এই মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করত পরম-প্রয়োজনরূপ প্রেম লাভ কর; স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে ধর্ম্মজীবনের সহিত সর্ব্বদা শ্রবণাদি-ভক্তিযোগ অবলম্বন কর; ভক্তিযোগের অনুকূল আচরণরূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহ কর এবং শ্রদ্ধা-সহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক শরণাগতি-দ্বারা ভক্তিযোগে

পরিনিষ্ঠিত হইয়াও স্বধর্ম্ম-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহা হইলে স্বল্পকাল-মধ্যেই আমি তোমাদিগকে নিরপেক্ষ-জুষ্ট বিশুদ্ধ-প্রেম দান করিব। এরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-ব্যাপারে প্রবেশ করিবামাত্র অশোক, অভয় ও অমৃত-স্বরূপ মৎপ্রসাদ লাভ করত আমার নিত্য-প্রেমে আবিষ্ট হইবে।

**ইতি—অষ্টাদশ-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।**

**শ্রীবলদেব**—এবঞ্চ সতি স্বপুত্রবিজয়াদিস্পৃহাং পরিত্যজেত্যাহ,—যত্রেতি। যত্র যোগেশ্বরঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতঃ স্বসংকল্পায়ত্ত-স্বেতরসর্ব্বপ্রাণিস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিকঃ কৃষ্ণো বসুদেবসূনুঃ সারথ্যপর্য্যন্ত-সাহায্যকারিতয়া বর্ত্ততে; যত্র পার্থস্তৎপিতৃস্বসৃপুত্রো নরাবতারঃ কৃষ্ণৈকান্তী ধনুর্দ্ধরোঽচ্ছেদ্যগাণ্ডীবপাণির্বর্ত্ততে। তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাধিষ্ঠিতে, যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রীরাজলক্ষ্মীঃ, বিজয়ঃ শত্রুপরিভব-হেতুকঃ পরমোৎকর্ষঃ, ভূতিরুত্তরোত্তরা রাজলক্ষ্মী-বিবৃদ্ধিঃ, নীতির্ন্যায়প্রবৃত্তি-র্ধ্রুবা স্থিরেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। যত্তু যুদ্ধপরমেতচ্ছাস্ত্রমিতি শঙ্ক্যতে? তন্ন;—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' ইত্যাদেঃ, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদেশ্চোপদেশ-স্তস্মাচ্চতুর্ণাং বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মা হৃদ্বিশুদ্ধিহেতুতয়া লোকসংগ্রহার্থতয়া চেহ নিরূপিতা ইত্যেব সুষ্ঠু ॥ ৭৮ ॥

উপায়া বহবস্তেষু প্রপত্তির্দাস্যপূর্ব্বিকা।
ক্ষিপ্রং প্রসাদনী বিষ্ণোরিত্যষ্টাদশতো মতম্ ॥

পীতং যেন যশোদাস্তন্যং নীতং পার্থসারথ্যম্।
স্ফীতং সদ্গুণবৃন্দৈস্তদত্র গীতং পরং তত্ত্বম্ ॥ ১ ॥

যদিচ্ছাতরিং প্রাপ্য গীতাপয়োধৌ ন্যমজ্জংগৃহীতাতিচিত্রার্থরত্নম্।
ন চোত্থাতুমস্মি প্রভুর্হর্ষযোগাৎ স মে কৌতুকী নন্দসূনুঃ প্রিয়স্তাৎ ॥২॥

শ্রীমদ্গীতাভূষণং নাম ভাষ্যং যত্নাদ্বিদ্যাভূষণেনোপচীর্ণম্।
শ্রীগোবিন্দপ্রেমমাধুর্য্যলুব্ধাঃ কারুণ্যার্দ্রাঃ সাধবঃ শোধয়ধ্বম্ ॥ ৩ ॥

**ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।**

**বঙ্গানুবাদ**—এইরূপ হইলে, হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! স্বীয় পুত্রগণের বিজয়াদির আশা পরিত্যাগ করুন, তাহা বলা হইতেছে—'যত্রেতি' যেখানে যোগেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার মহিমা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্বীয় সংকল্পের অধীন ও নিজভিন্ন সমস্তপ্রাণীর স্বরূপে অবস্থান ও প্রবৃত্তিমান্ বসুদেবপুত্র বাসুদেব কৃষ্ণই সারথ্য-পর্য্যন্ত সাহায্যকারিতার সহিত বর্ত্তমান। যেখানে নরাবতার তোমার পিতৃস্বসার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ ও ধনুর্ধারী অর্থাৎ যাহার গাণ্ডীব কখনও কেহ ছেদন করিতে পারিবে না ; সেই অর্জ্জুনই আছে। সেখানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অধিষ্ঠিত, যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রীরাজলক্ষ্মী, উত্তম উৎকর্ষ যাহা শত্রু-পরাভবকারী, ভূতি—উত্তরোত্তর রাজশ্রীবৃদ্ধি। ধ্রুব—স্থির ; নীতি—ন্যায়, ইহাই আমার অভিমত। 'ধ্রুবা' এই পদটি সর্ব্বত্র যোজনীয়। কিন্তু যাহারা এই গীতাশাস্ত্রকে যুদ্ধপর বলিয়া সন্দেহ করিয়া থাকেন, তৎসম্পর্কে বলা হইতেছে—উহা ঠিক্ নহে—কারণ—'মন্মনা মদ্‌ভক্ত হও' ইত্যাদি হইতে 'সর্ব্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া' ইত্যাদি উপদেশ এবং সেই চারিটি বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মগুলি হৃদয়ের বিশুদ্ধিকারক বলিয়া ও লোকরক্ষার জন্যই এখানে নিরূপিত হইয়াছে অতএব ইহা তত্ত্ববোধক-শাস্ত্র, ইহাই সাধুব্যাখ্যা ॥ ৭৮ ॥

উপায় বহু থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ভগবানের দাস্য-পূর্ব্বিকা প্রপত্তি ( ভক্তিই ) বিষ্ণুর শীঘ্র প্রসন্নতাকারিণী—ইহাই অষ্টাদশাধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। যিনি যশোদার স্তন্য পান করিয়াছেন, যিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সদ্‌গুণরত্নাবলীরদ্বারা পরিপূর্ণ তিনি এই গীতাশাস্ত্রে পরতত্ত্বরূপে গীত অর্থাৎ বিবৃত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

যাঁহার ইচ্ছারূপ তরণী ( নৌকা ) অবলম্বন করিয়া গীতাসমুদ্রে আমি অবতরণ করিয়াছি কিন্তু অতিশয় বিচিত্র রত্নস্বরূপ অর্থসমূহ গৃহীত হওয়ায় অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হওয়ায় উঠিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই কৌতুকী অর্থাৎ লীলাময় নন্দনন্দন আমার প্রিয় থাকুন ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ গীতাভূষণ নামক ভাষ্য অতিশয় যত্নপূর্ব্বক এই বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইল। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের প্রেমমাধুর্য্যলুব্ধ করুণার্দ্র চিত্ত সেই সাধুগণ ইহার শোধন বিধান করুন ॥ ৩ ॥

**ইতি—অষ্টাদশাধ্যায়ের শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।**

**অনুভূষণ**—রাজামাত্য ভক্তবর শ্রীসঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের বিস্ময়-করত্ব ও শ্রীহরির রূপের অত্যদ্ভুতত্ব পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ফলাফল জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন-করতঃ নিজ পুত্রগণের মঙ্গল লাভ-বিষয়ে সাবহিত করিলেন। এবং নিজ পুত্র-গণের বিজয়াশা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন—যে-স্থলে স্বসঙ্কল্পায়ত্বে সর্ব্বপ্রাণী-স্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিক যোগেশ্বর বসুদেবসুত কৃষ্ণ সারথ্য-পর্য্যন্ত সাহায্যকারীরূপে বর্ত্তমান, যে-স্থলে তাঁহার পিতৃস্বষাপুত্র নরাবতার কৃষ্ণৈকান্তী, ধনুর্দ্ধারী, অচ্ছেদ্য-গাণ্ডীবপাণি অর্জ্জুন বর্ত্তমান, সেই স্থলেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাধিষ্ঠিত যুধিষ্ঠির পক্ষে 'শ্রী'—রাজ্যলক্ষ্মী, 'বিজয়'—শত্রুপরিভব-হেতু পরমোৎকর্ষ, 'ভূতি'—উত্তরোত্তর রাজ্যলক্ষ্মী বিবৃদ্ধি, 'নীতি'—ন্যায়প্রবৃত্তি, 'ধ্রুবা'—স্থিরা, ইহা সর্ব্বত্র সংবদ্ধ। যিনি কিন্তু এই গীতাশাস্ত্রকে যুদ্ধপর বলিয়া মনে করেন, তাহার বিচার ঠিক নহে। 'মন্মনা ভব, মদ্ভক্তঃ ভব' এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি হইতে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে চতুবর্ণাশ্রমিগণের ধর্ম্মসমূহ হৃদ্বিশুদ্ধিহেতু এবং লোক-সংগ্রহ নিমিত্তই এস্থলে নিরূপিত, এই বিচারই সুষ্ঠু।

বহুপ্রকার উপায় থাকিলেও দাস্যপূর্ব্বিকা প্রপত্তি বিষ্ণুর ক্ষিপ্র-প্রসন্নতা-বিধানে সমর্থ, ইহাই অষ্টাদশ-অধ্যায়ের তাৎপর্য্য। যিনি যশোদার স্তন্যপান করিয়াছেন, যিনি পার্থসারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সদ্গুণ-বৃন্দের দ্বারা স্ফীত, তিনিই পরমতত্ত্বরূপে গীত বা বর্ণিত। যাঁহার ইচ্ছারূপ তরণী প্রাপ্ত হইয়া গীতাপয়োধিতে নিমজ্জিত হইয়া, অতিবিচিত্র রত্নার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক নিরতিশয় আনন্দবশতঃ উত্থিত হইতে সমর্থ হইতেছি না, সেই আমার কৌতুকী নন্দসূনু চির প্রিয় হউন। বিদ্যাভূষণ নামা আমাকর্ত্তৃক বহুযত্নে শ্রীমদ্গীতাভূষণনামক ভাষ্য বিরচিত। শ্রীগোবিন্দের প্রেমমাধুর্য্যলুব্ধ সাধুগণ করুণায় আর্দ্র হইয়া ইহার শোধন করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা হরের্দধীচস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ॥"

(৬।১১।২০)

অর্থাৎ হে ইন্দ্র! তোমার এই বজ্র ভগবান শ্রীহরির তেজে এবং দধীচি

মুনির তপস্যায় অতিশয় তেজযুক্ত হইয়াছে, তুমিও বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত অতএব এই বজ্রদ্বারা তুমি আমাকে বধ করিতে পারিবে। যেহেতু ভগবান্ শ্রীহরি যেপক্ষ অবলম্বন করেন, সেই পক্ষেই জয়, সম্পদ্ এবং দয়া, সন্তোষ, সৌশীল্যাদি-গুণসমূহ অবশ্যম্ভাবী।

আরও পাওয়া যায়,—"জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাম্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনন্যশরণ-গ্রহণকারী ব্যক্তিই তাঁহার কৃপায় সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার মঙ্গললাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"অতএব আপনি পুত্রগণের রাজ্যাদির আশা পরিত্যাগ করুন। এই প্রকার অভিপ্রায় সহকারে বলিতেছেন—যে পাণ্ডবগণের পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত; যে পক্ষে অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনুর্ধারী সেই পক্ষেই 'শ্রী' অর্থাৎ রাজ্যলক্ষ্মী, সেই পক্ষেই 'বিজয়' এবং সেই পক্ষেই 'ভূতি' অর্থাৎ উত্তরোত্তর অভ্যুদয় এবং নীতি অর্থাৎ ন্যায়ও সেখানেই নিশ্চিত, ইহাই আমার মত বা নিশ্চয়। অতএব এখনও আপনি পুত্রগণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করতঃ সর্ব্বস্ব তাঁহাদিগকে নিবেদন পূর্ব্বক পুত্রগণের প্রাণ-রক্ষা করুন।

"ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির ভগবৎ-কৃপায় আত্মজ্ঞান জন্মিলে সুখে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্তি হয়," ইহাই গীতার্থ-সংক্ষেপ। যেমন আছে—"হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ আমি অনন্য ভক্তির দ্বারাই লভ্য" ( গীঃ ৮।২২ )। "হে অর্জ্জুন! এবম্বিধ আমাকে অনন্যা ভক্তির দ্বারা লোক দর্শন করিতে সমর্থ হয়।" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষলাভের সাধন বলিয়া শ্রবণ করায় শ্রীভগবানের প্রতি একান্তভক্তিই তাঁহার প্রসাদ হইতে উত্থিত জ্ঞানরূপ প্রাসঙ্গিক ব্যাপারযুক্ত মোক্ষের হেতু ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়; জ্ঞানেরও ভক্তির প্রাসঙ্গিক ব্যাপারত্বই যুক্ত। যেমন পাওয়া যায়,—"সততযুক্ত প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনশীল ব্যক্তিগণকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন" ( গীঃ ১০।১০ )। "আমার ভক্তগণ এই বিষয়ে জানিয়া আমারভাব প্রাপ্ত হন" ( গীঃ ১৩।১৮ )। ইত্যাদি বাক্য হইতে জ্ঞানই ভক্তি একথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। "সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমাতে পরা-ভক্তি লাভ করে।" ভক্তির দ্বারাই আমি যেরূপ, এবং যাহা, তাহা তত্ত্বতঃ

সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারা যায়" ( গীঃ ১৮।৫৫ )। এই সকল বাক্যাদিতেও পার্থক্য দেখা যায়। এই প্রকার হইলে "তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ; ইহা ব্যতীত অন্যপন্থা নাই"—এই শ্রুতিরও বিরোধের আশঙ্কা থাকে না। কারণ জ্ঞান ভক্তির প্রাসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। 'কাষ্ঠের দ্বারা পাক করিতেছে' এই কথা বলায় অগ্নিশিখাকে পাককার্য্যে উপায় নহে, বলিয়া বলা হয় না। আরও "যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবেতেও, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।" "দেহান্তে দেবদেহ ধারণপূর্ব্বক তারক পরব্রহ্মের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।" "এই পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।" ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ-বচন সমূহ এইরূপ থাকায়, সকলই সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। অতএব ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের হেতু ইহাই সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণিত হইল।" ॥ ৭৮ ॥

## ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

## শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীবলদেব-ভাষ্য ও শ্রীভক্তি-বিনোদ-ভাষ্য-সমন্বিত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার তৃতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।

# *বিষয়-সূচী।*

# অধ্যায়-সুচী